বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক।

"জাতো দক্ষিণদেশেষু দাক্ষিণাত্যস্তদুচ্যতে।
অধীতে বেত্তি বা বেদান্ বৈদিকস্তেন চেষ্যতে॥"
(কুলরহস্য)

শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর।
জেলা চব্বিশ পরগণা।

বঙ্গাব্দা ১৩৩৭।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য পিতৃদেব,—

জানি না, কোন্ অমরলোকে আপনার অমর আত্মা বিদ্যমান ;—জানি না, আমার এই সাদর-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আপনার চরণকমল স্পর্শ করিতে পারিবে কি না ; কিন্তু তথাপি আপনার অধম সন্তান এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের স্বকীয় বাসনা না থাকিলেও লোকহিতের জন্য ইঙ্গিত করেন মাত্র। আপনার অনেকগুলি ইঙ্গিতের মধ্যে একটীমাত্র আমি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই ইঙ্গিত আমি যৌবনের উন্মেষকালে আপনার শ্রীমুখ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু নানা দৈব-দুর্ব্বিপাকে ও সংসারের কঠোর পেষণে তাহা এত দিন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আপনি কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও এই জাতির কোন বিশেষ কুলগ্রন্থ নাই। একখানি কুলগ্রন্থ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।" তাই জীবনের সায়ংকাল আসিতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া বহু আয়াসে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

নিবেদন।

এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিবার সময় সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ও পত্রাদি ব্যবহার দ্বার সাধারণকে এ বিষয় অবগত করিয়াছি। এক্ষণে যদি কোন বংশ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত না হইয়া থাকে ব কোন বংশের কোন বিষয় ভ্রমবশতঃ সন্নিবিষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তৎসমুদায় সংশোধনের জন্য পরে পরিশিষ্ট বাহির হইবে। এ কারণ সামাজিকবর্গের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমার নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করেন।

আমার ইচ্ছা ছিল, সমস্ত বংশপরিচয়গুলি বংশলতিকাকারে মুদ্রিত করিব, সেই জন্য এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বংশপরিচয়গুলি বংশলতিকাকারে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপদেশমতে গ্রন্থখানি গদ্যাকারে লিখিত হইল। হাজারীবাগ, রাঁচী, মুঙ্গের ও ৺ কাশীধাম প্রভৃতি জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে অবস্থিত না হইলেও বঙ্গদেশ হইতে আমাদিগের সমাজভুক্ত কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সকল জেলায় বাস করায় তাঁহাদিগেরও বংশপরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল। পাঠক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় সূচীপত্র দৃষ্টে ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই মহোদয়দ্বয়ের উপদেশমতে, সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ পশুপতি চক্রবর্ত্তীর উৎসাহে, কলিকাতা-নিবাসী আমার পরমাত্মীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই পুস্তকের আদ্যান্ত সংশোধনকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং আমাদিগের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণসমাজের সদাশয় ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বংশপরিচয় সংগ্রহ-কার্য্যের সাহায্যে আমি পূর্ণকাম হইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। নিবেদন ইতি—

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর
চব্বিশ পরগণা।
১৩৩৭ সাল।

বিনীত—
শ্রীকেশবচন্দ্র শর্ম্মা।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন, তবে অনেক সময়ে পাঠকগণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য ভূমিকা পাঠ করেন। তজ্জন্য আমি সংক্ষেপে ইহা বিবৃত করিলাম।

এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ হরিনাভি-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত ১৭৪৫ শকাব্দের "দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-কুলরহস্য" নামক গ্রন্থের ও বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" ব্রাহ্মণকাণ্ডের সাহায্যাবলম্বনে লিখিত হইল।

রাঢ়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও পাশ্চাত্য-বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণসমাজের অনেক প্রাচীন কুলগ্রন্থ আছে; কিন্তু বঙ্গদেশস্থ আমাদিগের দাক্ষিণাত্য-বৈদিকসমাজের কোন ধারাবাহিক কুলগ্রন্থ নাই। পণ্ডিতপ্রবর ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"সিদ্ধানাং দাক্ষিণাত্যানাং বঙ্গগৌড়বাসিনাম্।
বৈদিকানাং কুলগ্রন্থঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে॥
আসীদ্বাকুত্রচিৎকালে কৃতঃ কৈশ্চিন্মহাত্মভিঃ।
স তু চর্চ্চাপথভ্রষ্টঃ কালে লয়মুপেয়িবান্॥"

(কুলরহস্য)।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গদেশস্থ আমাদিগের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণসমাজের পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত "দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-কুলরহস্য" গ্রন্থই প্রথম কুলগ্রন্থ। তৎপূর্ব্বের আর কোন কুলগ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত কুলগ্রন্থখানি কিঞ্চিদূর্দ্ধ একশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ইহার পরে আর কোন কুলগ্রন্থ লিখিত হয় নাই।

রাঢ়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও পাশ্চাত্য-বৈদিকশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণসমাজ অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করায় এবং সমাজরক্ষার জন্য তাঁহাদিগের সমাজে কুলগ্রন্থের আবশ্যক হওয়ায় কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আমাদিগের দাক্ষিণাত্য-বৈদিকসমাজ সেরূপ বিস্তৃত না থাকায়, কোন কুলগ্রন্থের আবশ্যক হয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দাক্ষিণাত্য-বৈদিকসমাজ যেরূপ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহাতে কুলগ্রন্থের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কুলগ্রন্থ না থাকিলে সমাজমধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া বহু প্রয়াসে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইল। পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন ঃ—

"বেদো হীনো যথা বিপ্রশ্চক্ষুহীনো যথা নরঃ।
লজ্জাহীনা যথা নারী গ্রন্থহীনং তথা কুলং॥"

(কুলরহস্য)

আমাদিগের বঙ্গদেশস্থ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ অনেকেই তাঁহাদিগের আদি-বাসস্থান কোথায় ছিল এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসম্বন্ধে সবিশেষ কোন তথ্য অবগত নহেন, কুলগ্রন্থ না থাকাই ইহার কারণ।

এই কুলগ্রন্থ হইতে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা, বিবাহের পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয়, ব্রহ্মোত্তর-ভোগীর সহিত ব্রহ্মোত্তর-গৃহীতার সম্বন্ধনির্দ্দেশ এবং নিজ নিজ বংশের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপণ ইত্যাদি অনেক সুযোগ লাভ হইতে পারে।

আমরা ঋষির সন্তান। এক এক ঋষি হইতে এক এক গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এক ঋষির বংশের সহিত অন্য ঋষির বংশের বিবাহ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ বিবাহে রক্তসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই জন্য আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষগণ গোত্রের ও কুলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এক্ষণে আমাদিগেরও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

কৌলিন্য-প্রথা দাক্ষিণাত্যে বা শ্রীহট্টে নাই। আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষগণ বঙ্গদেশে আসিয়া এই প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই কৌলিন্য-প্রথা সমাজ-শাসনের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা। এক্ষণে কৌলিন্য-প্রথার প্রতি ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টি হ্রাস পাইতেছে। এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-সমাজের অনেক পরিবার স্ব স্ব কুল ও বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন,—তবে সে সংখ্যা অতি অল্প। সমাজের শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়াই ইহার কারণ। রক্তের সম্বন্ধ যাহাতে দূষিত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। রক্তের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিলে পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় দেবোপম দৈহিককান্তি, মানসিক গুণাদি ও বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

চব্বিশ পরগণা।

যশোহর।

হুগলী।

হাওড়া।

মেদিনীপুর।

বৰ্দ্ধমান।

বীরভূম।

মানভূম।

হাজারীবাগ।

রাঁচী।

নদীয়া।

মুর্শিদাবাদ।

মুঙ্গের।

৺ কাশীধাম।

বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক।

বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের সংক্ষিপ্ত মৌলিক-ইতিহাস।

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর,—এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ অবস্থিত। ভারতবর্ষ আবার দুই ভাগে বিভক্ত,—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে কান্যকুব্জ (কনোজ) প্রদেশ বারাণসীর হিন্দু-রাজদিগের শাসনাধীনে ছিল। এতদ্দেশের পাশ্চাত্য-বৈদিক, দাক্ষিণাত্য-বৈদিক, রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদি-পুরুষগণ উক্ত কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ।* গৌড়রাজ্যের হিন্দুরাজগণ কোন যাগ-যজ্ঞ করিতে হইলে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া কার্য্য করাইতেন। রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ উক্ত যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কান্যকুব্জ হইতে প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহারা রাজার নিকট হইতে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সমাজ হইতে বৈদিক অনুষ্ঠানাদি বিলুপ্ত প্রায় হইলে গৌড়ের হিন্দু-রাজগণ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যাগ-যজ্ঞাদি করাইতেন। ভারতের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১০১৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ জয় করিতে আসিলে এবং তথায় অত্যন্ত দস্যুভয় উপস্থিত হইলে কান্যকুব্জের অনেক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বঙ্গদেশে, শ্রীহট্টে ও দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য-বৈদিক,† যাঁহারা শ্রীহট্টে গমন করেন, তাঁহারা শ্রীহট্ট-বৈদিক, আর যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য-বৈদিক নামে অভিহিত হন। ইঁহাদের সকলেরই মিশ্র উপাধি ছিল। যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, তাঁহারা দ্রাবিড়, পুরী প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন। যাঁহারা দ্রাবিড়ে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে তথায় মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য ১৫০০ খৃষ্টাব্দে উৎকলের রাজার নিকট হইতে তাম্রশাসন ‡ দ্বারা বৈতরণী নদীর তীরে পুণ্যক্ষেত্র যাজপুরে বা "যজ্ঞপুরে" বাস করিবার জন্য ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। যাঁহারা পুরীতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—উত্তর-শ্রেণী ও দক্ষিণ-শ্রেণী। যাঁহারা যাজপুরে বাস করেন, তাঁহারা উত্তর-শ্রেণী এবং যাঁহারা পুরীতে বাস করেন, তাঁহারা দক্ষিণ-শ্রেণী বলিয়া অভিহিত হন। উৎকল দেশে তৎকালে সর্ব্বসমেত ১৬টী শাসন ছিল। তন্মধ্যে যাজপুর-শাসন প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব, শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীশ্রীসায়নাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত যাজপুরে বাস করিতেন এবং তাঁহারা দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ছিলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর উৎকলের বিদ্রোহ দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলে, ঐ সকল সৈন্যের উপদ্রবে এবং তথায় বিরূপাক্ষ নামক একজন বীরাচারী সাধক যোগবলে নদী, হ্রদ, সরোবর ও কূপ প্রভৃতির জল মদিরাময় করিয়া দিলে, মদিরা ভিন্ন জল না পাইয়া যাজপুর হইতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্গদেশে এবং কেহ কেহ শ্রীহট্টে গমন করেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র

* "সরস্বত্যোঃ দেবনদ্যোঃ বৈদিকা কুলবাসিনঃ।
বেদাচারাঃ সুসংযতা যোগ-ধ্যান-পরায়ণাঃ॥"

† রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করিবার পর, ইঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করায়, পাশ্চাত্য নামে অভিহিত।

‡ রাজার নিকট হইতে যাঁহারা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শাসনী-ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত।

শ্রীহট্টে এবং এতদ্দেশীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের আদি-পুরুষগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎপরে শ্রীহট্ট হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়া পাশ্চাত্য-বৈদিক নীলাম্বর মিশ্রের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তৎকালে পাশ্চাত্য-বৈদিকের সহিত দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল *। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত জগন্নাথ মিশ্রের জ্ঞাতি প্রদ্যুম্ন মিশ্রকৃত চৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থে ও সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ মিশ্রের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে বাৎস্য-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে +। দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ যে এক সময়ে দ্রাবিড়ে বাস করিতেন, বল্লালচরিত পূর্ব্বখণ্ডে তাহার উল্লেখ আছে ‡।

যে সময়ে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্য যশোহর নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি উৎকল হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, সদাচারী ও বিদ্বান্ দেখিয়া তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে বিদ্যাধরী নদীতীরস্থ হোমড়া নগরে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া বাস করান। উক্ত হোমড়া নগর বর্ত্তমান সময়ে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভাঙ্গড় থানার অধীনে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ তথায় কিছুকাল সুখে বাস করিবার পর, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি বিখ্যাত বীর অম্বরাধিপতি মানসিংহকে সসৈন্যে যশোহরে প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাস্ত হইলে মানসিংহ তাঁহাকে ধৃত ও লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লী নগরীতে যাত্রা করেন। পথে নানা প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইয়া প্রতাপাদিত্য ৺ কাশীধামে প্রাণ ত্যাগ করেন। উক্ত যশোহর নগর এক্ষণে খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমায় অবস্থিত। পূর্ব্বে উহা চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভূত ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুরাজার আশ্রয়ে বাস করিতেন। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের পতন হইলে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, তথায় দস্যুভয় ও হিংস্রজন্তুর উপদ্রব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণগণ সে স্থান ত্যাগ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে বাস করিতে থাকেন।

পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-কুলরহস্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড় দেশে বাস করিতেন এবং তথা হইতে উৎকলে গিয়াছিলেন। কিন্তু কোথা হইতে বা কি কারণে তাঁহারা দ্রাবিড়ে গিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ নাই। বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণকাণ্ডে উল্লেখ আছে যে, "স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ড"মতে আর্য্যাবর্ত্তের অহিচ্ছত্রা নগরী হইতে পরশুরামের আহ্বানে যে সকল ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণই দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু তাঁহাদিগের বংশধরগণ অন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন§। আরও ভারতের ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে যে, ১০১৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,—
ব্রাহ্মণকাণ্ডের তৃতীয়াংশ ১০৫ পৃষ্ঠা।

\+ "আসীচ্ছ্রীহট্টমধ্যস্থো মিশ্রো মধুকরাভিধঃ।
দাক্ষিণাত্য-বৈদিকাশ্চ তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥"
—(প্রদ্যুম্নমিশ্রকৃত চৈতন্যোদয়াবলী)।

"চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে পলাইয়া গেল ভ্রমরের ডরে॥"
—(সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ মিশ্রের চৈতন্যমঙ্গল)।

‡ 'কেচিৎ বিপ্রা আগতাশ্চ বৈদিকাঃ বেদপারগাঃ।
পাশ্চাত্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ শেষোক্তা দ্রাবিড়া স্মৃতাঃ॥"
—(বল্লালচরিত পূর্ব্বখণ্ড।)

§ "সারস্বতা কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিল কোৎসলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যোস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"

মামুদের ভয়ে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিতেন এবং তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন।

এক্ষণে বঙ্গদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিলেন, তাহা বলা আবশ্যক। দাক্ষিণাত্য-কুলরহস্য গ্রন্থে দেখা যায় যে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের কয়েকটী শাখা দাক্ষিণাত্য হইতে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর নগরের নিকটবর্ত্তী হোমড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে তিনটী প্রধান শাখা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন্ তিনটী শাখা, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। এক্ষণে অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায়, তাহাতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন বিদ্যাধর বাচস্পতি, গৌতম-গোত্রীয় কুলীন জহ্নুকর ও বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা,—এই তিন মহাপুরুষ ঐ তিন শাখার অন্তর্ভূত হইবেন। ইঁহারা দস্যু ও হিংস্র জন্তুর উপদ্রবে হোমড়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাধর বাচস্পতি কোদালিয়ায়, জহ্নুকর হরিনাভিতে ও শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। কিছুকাল পরে স্থানাভাব বশতঃ বিদ্যাধর বাচস্পতির বংশধরগণ কোদালিয়া হইতে কতক চাংড়িপোতায় ও কতক হরিনাভিতে গিয়া বাস করেন। জহ্নুকরের বংশধরগণের মধ্যে রামনাথ রাজপুরে, মধুসূদন বাজেমরিচদানে, রামভদ্র কোদালিয়ায় ও রামচন্দ্র যশোহর জেলার ভেকুটিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশধরগণ মজিলপুরে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন। তৎকালে জেলা বিভাগ ছিল না;—গঙ্গার পশ্চিম দিকের ভূভাগগুলি রাঢ় বলিয়া খ্যাত ছিল। পূর্ব্বোক্ত ঐ তিন মহাপুরুষ যে সময়ে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসময়ে বা তৎপরেও দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক বৈদিক-ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করিয়া গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগসমূহে বাস করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য হইতে বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহারা বঙ্গের ব্রাহ্মণসমাজের বিপ্লবের সময় কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। উৎকলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকলের রাজা মুকুন্দদেব ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলে যাজপুর হইতে বেদপারগ সাগ্নিক বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা তৎকালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইতেন এবং ক্রমে কেহ কেহ বঙ্গে বাস করিতেও আরম্ভ করেন। পরে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ উৎকল অধিকার করিলে আরও কতকগুলি ব্রাহ্মণ যাজপুর ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইঁহারাই বঙ্গদেশস্থ বর্ত্তমান দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণদিগের আদি-পুরুষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ সার্দ্ধ-তিনশত বৎসর হইল, দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা মুসলমান-অত্যাচারে জাতিকুল নষ্ট হইবার ভয়ে সর্ব্বদা মুসলমানগণ হইতে দূরে থাকিতেন। তাঁহারা যে দেশে বাস করিতেন, সে দেশ মুসলমানকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে তথা হইতে স্ত্রী-পুত্রাদিসহ পলায়ন করিয়া হিন্দু রাজার আশ্রয় লইতেন; কিন্তু প্রবল-পরাক্রান্ত মুসলমান-রাজগণ প্রায় সমস্ত হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। অবশেষে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য যখন মুসলমানাধিকৃত হইল, তখন তাঁহারা গঙ্গার উভয় তীরে জঙ্গল মধ্যে ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে হিন্দু জমিদারগণ ঐ সকল স্থান ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তররূপে দান করেন। অদ্যাপি সেই সকল ব্রহ্মোত্তর ভূমিতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। এ সম্বন্ধে যতদূর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রত্যেক বংশের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইল।

প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের পতনের পর, যে সময়ে ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার উভয় কূলে বাস করিতে আরম্ভ করেন, সে সময়ে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কলিকাতা মহানগরী হইতে দক্ষিণ দিকে কালীঘাট, গড়িয়া, বোড়াল, রাজপুর, হরিনাভি, চিংড়িপোতা, কোদালিয়া, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিতা হইয়া সূর্য্যপুরে পশ্চিম-বাহিনী হইয়া পরে পুনশ্চ দক্ষিণবাহিনী হইয়া দক্ষিণ-বারাশত, ময়দা, খনিয়া সাহাজাদাপুর, বহড়ু, জয়নগর, মজিলপুর ও দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর

পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া পুনশ্চ দক্ষিণ মুখে চক্রতীর্থ, * কাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থান দিয়া বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিতা ছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম উপকূল দিয়া "দ্বারির জাঙ্গাল" নামে একটী প্রশস্ত রাস্তা ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যান, তখন তিনি নৌকাযোগে ভাগীরথীবক্ষে এই পথে গিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য-যাত্রাকালে এই পথেই নৌকাযোগে গিয়াছিলেন।

কিংবদন্তী আছে,—সওদাগর শ্রীমন্ত মগরাদহে যে কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ মগরাদহ ধবলাটের নিকটে অবস্থিত। ঐ দহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পৌষ মাসের মকর-সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্নান উপলক্ষে তীর্থযাত্রীগণ সমুদ্রপথে যাইবার সময় ঐ দহ দেখিতে পান এবং তথায় ফল, পুষ্প প্রভৃতি পূজোপহার নিক্ষেপ করেন। কাপ্তেন রেনল সাহেবকৃত ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের মানচিত্রে দেখা যায় যে, কালীঘাট হইতে বোড়াল, বারুইপুর, সূর্য্যপুর, দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া তখনও পর্য্যন্ত গঙ্গার স্রোত ছিল। এখনও ঐ সকলস্থান দিয়া গঙ্গা অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা আছেন। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য খিদিরপুর হইতে খাল কাটাইয়া গঙ্গার স্রোত সরস্বতী নদীর সহিত মিলিত করিয়া দেওয়ায়, গঙ্গার সে গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই গঙ্গার বক্ষে বাষ্পীয় পোতের পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় রথ দ্রুতগতিতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছে।

এই বঙ্গের পূর্ব্ব নাম গৌড় ছিল। পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি মান্ধাতার গৌড় নামক এক দৌহিত্র এই দেশে রাজত্ব করিতেন, সেই জন্য তাঁহার নামানুসারে বঙ্গদেশের নাম গৌড় হইয়াছে।

বঙ্গের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, বংশজ ও মৌলিক,—এই তিন প্রকার কুলপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বা শ্রীহট্টে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলপ্রথা প্রচলিত নাই। বঙ্গদেশে আসিয়া স্মৃতির মতে কন্যাগত কুলপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। † এজন্য আমার পিতৃদেবের সংগৃহীত পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকৃত "বৈদিক-কুলরহস্য" গ্রন্থখানি এই পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইল।

এক্ষণে বঙ্গদেশস্থ আমাদিগের সমাজভুক্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাশ্যপ, গৌতম, বাৎস্য, কাণ্বায়ন, ঘৃতকৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ, কুশিক, জাতুকর্ণ ও মৈত্রাণ ‡ প্রভৃতি গোত্র এবং ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, ধর, নন্দী, কড়ে, ভুঁড়ী, পোঁড়া, আচার্য্য, মিশ্র, ভদ্র, উপাধ্যায়, হালদার, অধিকারী, বেদী, ত্রিবেদী ও পাঠক প্রভৃতি পদবীগুলি দৃষ্ট হয়।

কর, উদ্গাথা ও মিশ্র,—এই সকল উপাধি এক্ষণে বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এগুলি এখনও দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়। বঙ্গের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহার প্রমাণ,—তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চারি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আছেন। তন্মধ্যে যজুঃ ও সামবেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। ঋক্ ও অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

---

* প্রতি বৎসর বসন্তকালে চক্রতীর্থে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এই স্থানে বদরিকানাথ নামে অনাদি শিবলিঙ্গ আছেন।

† "বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক-মঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যাচ যাচ পাণিগৃহীতিকা॥
অগ্নিং পরিগতা যাচ পুনর্ভূপ্রভবাচ যা।
ইত্যোক্তা কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুল অগ্নিবৎ॥"
(স্মৃতি)।

‡ "কাশ্যপো গৌতমো বাৎস্যঃ কাণ্বায়ন ঘৃতকৌশিকৌ।
কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কুশিকোঽষ্টৌ মহাকুলাঃ॥"
—(কুলরহস্য)।

"জাতুকর্ণশ্চ সাবর্ণঃ কাশ্যপো ঘৃতকৌশিকঃ।
বাৎস্যঃ কাণ্বায়নশ্চৈব কৌশিকো গৌতমস্তথা॥
অষ্টাবেতে দাক্ষিণাত্যে গোত্রাঃ সংপরিকীর্ত্তিতাঃ।
দ্বৌ যজুঃ সামবেদৌ চ তেষাং জ্ঞেয়ৌ বিশেষতঃ॥"
(পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলপঞ্জিকা) ৬২—৬৩

দাক্ষিণাত্য বৈদিক-কুলরহস্য।

ওঁ নমঃ কুলদেবতায়ৈ।

বন্দে পদদ্বন্দ্বমশেষ বন্দ্যমানন্দকন্দং কুলদেবতায়াঃ। ধর্ম্মার্থকামোত্তর মুক্তিরত্ননিরাবিলং সিদ্ধ্যতি যৎপ্রসাদাৎ। ১।
অশেষ-বিঘ্নবিধ্বংসি ভূদেবচরণাম্বুজং। প্রণতস্য প্রপন্নস্য দুরিতানি হিনস্তু মে। ২।
হরিনাভি-নিবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দ্বিজন্মনা। ক্রিয়তে যত্নতো রত্নমল্লেব কুলপঞ্জিকা। ৩।
সিদ্ধানাং দাক্ষিণাত্যানাং বঙ্গ-গৌড়াদি-বাসিনাং। বৈদিকানাং কুলগ্রন্থঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে। ৪।
আসীদ্বা কুত্রচিৎকালে কৃতঃ কৈশ্চিন্মহাত্মভিঃ। স তু চর্চ্চা পথভ্রষ্টঃ কালে লয়মুপেয়িবান্। ৫।
বেদোহীনো যথা বিপ্রশ্চক্ষুহীনো যথা নরঃ। লজ্জাহীনা যথা নারী গ্রন্থহীনং তথা কুলং। ৬।
অতো দৃষ্টং শ্রুতং যচ্চ লিখিতং যচ্চ লভ্যতে। তৎসর্ব্বং শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং ময়া সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। ৭।
অস্য বৈদিকবংশস্য বিদ্যা-বিনয়-বারিধেঃ। স্বাচারপূতবৃত্তস্য ন দোষো দৃশ্যতেঽপ্যপি। ৮।
কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বত্যোরেক বাসাস্ব কৌশলাৎ। জ্ঞানভাগ্যাভূতঃ প্রায়ো ধনভাগ্য-বিপর্য্যয়ঃ। ৯।
বৈদিকা গুরবঃ সর্ব্বে ন তেষামুচ্চনীচতা। তথাপি গুণকর্ম্মভ্যাং তদুক্তের্নাস্তি দূষণং। ১০।
ইদং কুলরহস্যাখ্যং বৈদিকানাং শুভাবহং। শৃণ্বন্তু সুধিয়ঃ সর্ব্বে কুলদেবী চ তুষ্যতু। ১১।
জগদ্বিধাতা জগতাং ধৃতিক্ষমং রিরক্ষিষু ধর্ম্মমধর্ম্ম সঞ্চয়াত। সসর্জ্জ বিপ্রান্মথতো মহাত্মানো জিতাত্মনঃ শ্রৌতপথৈক নিষ্ঠিতান্। ১২।
তদ্বিপ্রাবংশা ক্রমশঃ সমেধিব্যাপ্তাশ্চ কালেন মহীতলেঽখিলে। গোত্রপ্রদেশপ্রবরাদিভেদতো নানাবিধোপাধিপদং প্রপেদিরে। ১৩।
তত্র দেশপ্রভেদেন দশধা ব্রহ্মণোত্তমা। পুরণাদিষু শাস্ত্রেষু নির্ণীয়াস্তু বিচারতঃ। ১৪।
সারস্বতা কান্যকুব্জা গৌড়-মৈথিল-কোৎশলাঃ। পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যোস্যোত্তরবাসিনঃ। ১৫।
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ। অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিডাঃ পঞ্চ বিন্ধ্যাদক্ষিণবাসিনঃ। ১৬।
তন্মধ্যে দ্রাবিড়া যো জগতি সুবিদিতো বৈদিকাখ্যঃ। সমৃদ্ধো বংশো হংসা বাদাতঃ শ্রুতিপথনিয়তাচারধারাপ্রচারী। ১৭।
যস্মিন্ জাতা চ বিধূতাখিল-কলুষকুলাঃ স্বেষ্ট দৈবকৈনিষ্ঠা। বিদ্বাংশো দানবন্তঃ কবিকুলতিলকাঃ কর্ম্মকাণ্ডৈকদক্ষাঃ। ১৮।
জাতো দক্ষিণদেশেষু দাক্ষিণাত্যস্তদুচ্যতে। অধীতে বেত্তি বা বেদান্ বৈদিকস্তেন চেষ্যতে। ১৯।
আভ্যাং সংজ্ঞা বিশেষাভ্যাং বংশোঽয়ং প্রথিতোক্ষিণে। তদ্বংশ্যাস্তেন বিখ্যাতা দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈদিকাঃ। ২০।
তেষাং সৎকৃতযুক্তি ব্যবহৃতিবশতঃ খ্যাত যন্ত্রিকাবাস্তাসাং মুখ্যঃ। কুলীনস্তদনুনিগদিতো বংশজাঃ মৌলিকাশ্চ। ২১।
এষাং কার্য্যানুসারাদ্বিদধতি বিবিধানেব ভেদান্ কুলজ্ঞাস্তান্। বক্ষ্যে সাম্প্রতঞ্চ প্রথম সমুচিতং বাচমি কৌলীন্যধর্ম্মং। ২২।

কৌলিন্য প্রথা।

প্রথম রহস্যং।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং। ১।
ইতি সারাবলীগাথা গীয়তে কুলকোবিদৈঃ। বিশেষলক্ষণং তত্র ব্যবহারেণ সিধ্যতি। ২।
অত্রেদং পঠ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বৈদিকানাং মহাত্মনাং। প্রসূতিমাত্রে কন্যায়াঃ বাক্‌দানং কুললক্ষণং। ৩।
এতাভ্যাং গুণকৃত্যাভ্যাং খ্যাতো যাতি কুলীনতাং। গুণাভাবেঽপি তদ্বংশ্যাঃ কুলীনাঃ কৃত্যতঃ পরঃ। ৪।
কুলং কন্যাগতং প্রোক্তং কন্যা কুলময়ী মতা। তদা দানপ্রদানাভ্যাং কুলং হ্রসতি বর্দ্ধতে। ৫।

অতো বাগ্‌দানকালে চ কার্য্যং পাত্রপরীক্ষণং। পাত্রাপাত্র বিবেকো হি কুলরক্ষায় কল্পতে। ৬।
অপবাদা নবভ্রাতং যুক্তঞ্চ কুলকর্ম্মণা। মাতাপিতৃকুলং যস্য পাত্রং তন্মুখ্যমুচ্যতে। ৭।
যদি চান্যতমো দোষো দ্বৌ বা সমুদিতোঽথবা। তৎক্রমেণৈব তৎপাত্রং মধ্যমং পরিকীর্ত্ততে। ৮।
নিরুক্ত-গুণযোগোঽপি বাক্‌প্রদানান্তরং যদি। দ্বিতীয় পাত্রং যৎ খ্যাতং তত্তৃতীয়ং নিগদ্যতে। ৯।
এবং ত্রিধা ব্যবস্থানং পাত্রাপাত্রং পরীক্ষণং। অনেন ক্রমযোগেন কুলীনস্ত্রিবিধো মতঃ। ১০।
তত্রাপ্যুদীরিতাঃ কেচিচ্চক্রাকৃতি কুলান্বিতাঃ। মৃদঙ্গা কৃতয়স্ত্বন্যে ধুস্তূরাকৃতয়ঃ পরে। ১১।
ক্ষম্যোচিতাস্ত্রিভেদেন সম্বন্ধাস্ত্রিবিধাস্তথা। নিকৃষ্টপাত্রে বাগ্‌দানং ক্ষম্যসম্বন্ধ ঈরিতঃ। ১২।
সমানেষু সমানানামুচিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। উৎকৃষ্টেষু চ যদ্দানং স আর্ত্তিঃ সমুদাহৃতঃ॥ ১৩।
যতেতচার্ত্তয়ে নিত্যং নোচেদুচিতমাচরেৎ। ন কুর্য্যাৎ ক্ষম্যসম্বন্ধং যতঃ স কুলদূষণঃ। ১৪।
নকুলীনাঃ কুলীনাঃস্যুঃ কৃতেঽপি কুলকর্ম্মণি। কুলীনাশ্চা কুলীনাঃস্যুঃ কুলধর্ম্মবিরোধতঃ। ১৫।
যদি বাগ্‌দানবিচ্ছিত্তিরন্যপূর্ব্ব-প্রতিগ্রহঃ। ইতি কৌলীন্যনাশস্য দ্বিধা কারণমুচ্যতে। ১৬।
অথ কন্যাবিপত্তিশ্চেদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বতোঽপি বা। তদা বংশজবংশীয়া কন্যোদ্বাহে প্রশস্যতে। ১৭।
ন কার্য্যা মৌলিকীভার্য্যা কুলছিদ্রকরী হি সা। কুলে ছিদ্রসমাযোগে দুর্ব্বলত্বং প্রসজ্যতে। ১৮।
সপ্তমং পুরুষং যাবৎ কুলধর্ম্মবিরোধতঃ। ন যত্র মৌলিকাসঙ্গস্তৎকুলং পাবনং স্মৃতং। ১৯।
যদি সপ্তমপর্য্যন্তং ক্রমিকী মৌলিকীক্রিয়া। বিপদ্যতে কুলং তচ্চ শূদ্রকন্যাবিবাহবৎ। ২০।
অন্যপূর্ব্বা-গর্ত্তজাতা ধনক্রীতা রজস্বলা। রোগিণী দৌষ্কুলে যা চ কন্যাঃ পঞ্চকুলাধমাঃ। ২১।
অথ বাগ্‌দানতঃ পশ্চাদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বমেবহি। অন্যপূর্ব্বা ভবেৎ কন্যা যদি পাত্রস্য বিপ্লবঃ। ২২।
সা দীয়তে মৌলিকায় ব্যবহার প্রমাণতঃ। তদগ্রহণে দোষো দানে দোষো ন দৃশ্যতে। ২৩।
ইতি ধর্ম্ম কুলীনানাং দৃশ্যতে ব্যবহারতঃ। তচ্চৈবাষ্টসু গোত্রেষু কৌলিন্যং হৃষ্টগোত্রিকং। ২৪।
তত্রৈব শ্রূয়তে লোকে কারিকেয়ং পুরাতনী। যয়া চ কুলমর্য্যাদা কুলজ্ঞৈরবধীয়তে। ২৫।
কাশ্যপো গৌতমো বাৎস্যঃ কাণ্বায়ন ঘৃতকৌশিকৌ। কৃষ্ণাত্রেয় ভরদ্বাজঃ কুশিকাষ্ট মহাকুলাঃ। ২৬।
ইত্যেষ্ট গোত্রৈরধুনা গোত্রষট্‌কং প্রবর্দ্ধতে। কৃষ্ণাত্রেয় ভরদ্বাজো দৃশ্যতে ন চ কুত্রচিৎ। ২৭।
এতেষাং গোত্রিনাং বংশা ন ব্যবস্থাঃ পর্য্যবস্থিতাঃ। তদুৎপত্তি প্রকারাংশ্চ বক্ষ্যে পরমনেকধা। ২৮।
ইত্থং কৌলীন্যধর্ম্মং নবগুণ-বিহিতং ন্যায়গর্ত্তোপনীতা বেদা যত্র প্রমাণং দিন-রজনীচরৌ সাক্ষিণৌ পুষ্পবন্তৌ। ২৯।
তচ্চানন্তান্তরায় ব্যতিকর রহিতং ধার্য্যতেবৈর্মহদ্ভিঃ সম্যগধর্ম্মার্থকামোত্তরমতি বিরতি ব্যাপৃতাং স্থাস্নতোস্মি। ৩০।

(ইতি কুলরহস্যে কুলীনসর্ব্বস্বং নাম প্রথম রহস্যং)।

দ্বিতীয় রহস্যং।

অতঃপরং বংশজানাং বংশধর্ম্মো নিরূপ্যতে। যদাশ্রয়েণ জীবন্তি কুলীনা অপি ধর্ম্মতঃ। ১।
প্রদানং সৎকুলীনায় চাদানং মৌলিকোত্তমাৎ। ইতি কন্যাগতত্বেন জ্ঞেয়ং বংশজলক্ষণং। ২।
কুলীনবংশে জাতত্বাত্তদ্ধর্ম্মস্য চ বিপ্লবাৎ। বংশমাত্র প্রতিষ্ঠানাদ্বংশজা ইতি কথ্যতে। ৩।
বংশজত্বং কুলীনত্বমন্যোন্যং ব্যতিরক্ষতি। বংশজাঃ কুলজাশ্লিষ্টঃ কুলীনাশ্চ তদাশ্রিতাঃ। ৪।
বংশজা যদি বা নশ্যুর্নস্যুর্ব্বা কুলজা যদি। কৌলীনং বংশজত্বং বা নশ্যেতাং দেহি দেহবৎ। ৫।
একান্তমাশ্রয়ং কুর্য্যুঃ কুলীনানেব বংশজাঃ। দানপাত্রতয়া তে হি তেষাং তারণকারণং। ৬।
নৈষাং নবগুণাপেক্ষা ন চ বাগ্‌দানযন্ত্রণা। কন্যাদানাৎ কুলীনায় স্বর্গদ্বারো নিরর্গলঃ। ৭।

নার্পয়েন্মৌলিকে কন্যাং কদাচিদপি বংশজঃ। স তস্যাঃ নৈব পাত্রং স্যাদিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ। ৮।
যস্যাঃ পাত্রং সৎকুলীনঃ সর্ব্বমান্যোত্তমোত্তমঃ। অন্যপূর্ব্বা-প্রতিগ্রাহী তস্যাঃ পাত্রং কথং ভবেৎ। ৯।
যদি ভুক্তা মৌলিকেন কন্যা বংশজ-বংশজাঃ। তদা তস্যাঃ পিতুর্বংশ উদ্ধাদিব পতত্যধঃ। ১০।
অন্যপূর্ব্বা-প্রতিগ্রাহো মৌলিকে কন্যকার্পণং। ইতি বংশজধর্ম্মস্য নাশে হেতু দ্বিধা মতৌ। ১১।
বংশজা দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতা বিকৃতাস্তথা। পূর্ব্বজাঃ প্রকৃতাঃ প্রোক্তাঃ পরজা বিকৃতা মতাঃ। ১২।
বিষ্ণুধরো বৎসধরস্তথাচৌত্তৌ শেষপতি শূলপাণী। ইতি চত্বারঃ পূর্ব্বজাঃ পরজাস্ত্বন্যেঽপবাগ্‌দানাৎ। ১৩।
এতেষাং বংশজানান্তু বংশজাতা অনেকশঃ। বিখ্যাতাস্তেন তেনৈব প্রকৃতা বিকৃতা ইতি। ১৪।
প্রকৃতানান্তু গোত্রে দ্বে ঘৃতকৌশিক-বাৎস্যকে। তত্রাদিমান্তয়োরাদ্যমন্তিমং মধ্যবর্ত্তিনোঃ। ১৫।
এষামিদানীমাস্থানং নানাদেশে ব্যবস্থিতং। তত্র প্রসিদ্ধা মহতীপুরী রাঢ়াপুরী মতা। ১৬।
বিকৃতানান্তু গোত্রাণাং নিবাসাশ্চ পৃথক্ পৃথক্। বিভক্তা বহুদেশেষু কার্য্যকারণ-গৌরবাৎ। ১৭।
ইত্থং বংশজ-বংশধর্ম্ম বিততিঃ সদ্‌যুক্তি শাস্ত্রোল্লসৎ পারম্পর্য্য-মহাজন ব্যবহৃতি প্রদ্যোতনী।
যামাসাদ্য যশস্বিনাং সুকৃতিনাং স্বর্গো ন দুর্গায়তে তাং যে চাশ্রয়মন্তরায় রহিতাং কুর্ব্বন্তি তেভ্যো নমঃ। ১৮।

(ইতি কুলরহস্যে বংশজ-সর্ব্বস্বং নাম দ্বিতীয় রহস্যং)।

তৃতীয় রহস্যং।

অতঃপরং মৌলিকানাং ব্যবস্থানং নিয়ম্যতে। কুলীনৈরপি পুজ্যন্তে যেঽন্যপূর্ব্বা প্রদানতঃ। ১।
কন্যাদানং বংশজেভ্যশ্চান্যপূর্ব্বা প্রতিগ্রহঃ। ইতি মৌলিকবংশ্যানাং লক্ষণং সমুদাহৃতং। ২।
আমূলাদন্যপূর্ব্বায়াঃ প্রতিগ্রহবশাদিমে। মৌলিকা ইতি বিখ্যাতাস্তেষাং তদ্ধর্ম্মমিষ্যতে। ৩।
ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধং কন্যাদানে কদাচন। বদন্ত্যনর্থমত্যর্থমর্থ সম্বন্ধতো বুধাঃ। ৪।
বংশং কন্যা পাতয়তি ক্রেতুর্ব্বিক্রেতুরেব বা। মৌলিকো বংশজো বাপি যঃ কশ্চিদপি বা ভবেৎ। ৫।
ন বিক্রয়ে বিনিময়ে কন্যাং যুঞ্জীত কশ্চন। দৃশ্যেতে ব্যবহারে হি তাবুভাবর্থতঃ সমৌ। ৬।
প্রদায় কন্যামাদাতুঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যৎপরাং। পরিবর্ত্ত ইতি খ্যাতো ধত্তে বিক্রয়বৎ ফলং। ৭।
ন পাপং দৃশ্যতে তাদৃগ্ যত্তবেচ্ছুক্রবিক্রয়াৎ। অতস্তৌ পরিহর্ত্তব্যৌ গর্হিতাদপি গর্হিতৌ। ৮।
মৌলিকানাময়ং ধর্ম্মঃ পরমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। পরিবর্ত্তার্থ সম্বন্ধৌ যদ্দানে বর্জ্জিতা উভৌ। ৯।
ক্ষম্যোচিতার্ত্তয়ো নামা তেষাং দানানি চ ত্রিধা। স্বজাতৌ বংশজেস্তদ্বৎ কুলীনেঽপি যথাক্রমং। ১০।
আর্ত্তিদানাদ্ যশোলাভো উচিতাদুচিতাস্পদং। ক্ষম্য দানাত্তু সর্ব্বত্র গর্হিতাদ্ যাতি নিন্দ্যতাং। ১১।
সপ্তমং পুরুষং যাবদার্ত্তিদানং ভবেদ্ যদি। তদন্যপূর্ব্বাবৈমুখ্যে মৌলিকো বংশজায়তে। ১২।
সদসদ্ভেদতস্তে চ মৌলিকা দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ। সন্মৌলিকাস্তু প্রাচীনা অসন্তোঽর্ব্বাক্তনাস্তথা। ১৩।
গঙ্গাধরো রায়বারো ভাণ্ডারিশ্চ জটাধরঃ। কবিস্মড়ঙ্গো গাঢ়মিশ্র ইমে চত্বার আদিমাঃ। ১৪।
এতেষাং বংশজাতা যে তে বৈ সন্মৌলিকা মতাঃ। অন্যপূর্ব্বাগ্রহাদন্যেত্ব সন্মৌলিকনাশকাঃ। ১৫।
তেষাং গোত্রাণি বাসাশ্চ পৃথক্ পৃথগুদাহৃতাঃ। লেখ্যং প্রসঙ্গ-সঙ্গত্যা তৎসর্ব্বং পরতো ময়া। ১৬।
এবংবিধং সুবিততং খলু মৌলিকানাং ধর্ম্মং ছলেন রহিতং শুভদং যশস্যং।
যৈ ধার্য্যতে বিনয়িভির্নিয়তং নরাশ্রেস্তেভ্যো নমোস্তু মম বেদপরায়ণেভ্যঃ। ১৭।

(ইতি কুলরহস্যে মৌলিকরহস্যং নাম তৃতীয় রহস্যং)।

দাক্ষিণাত্য-বৈদিকানাং অবস্থানক্রমং।

চতুর্থ রহস্যং।

অতঃপরং দাক্ষিণাত্য-বৈদিকানাং মহাত্মনাং। অবস্থানক্রমং বচ্মি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং। ১।

কেনচিৎ কারণে নৈব পুরা দ্রাবিড়দেশতঃ। নিবাসমুৎকলে দেশে হকুর্ব্বন্ কেচন বৈদিকাঃ। ২।

অথ কালান্তরে তত্র তেষাং নিবসতাং সুখং। বিরূপাক্ষ-কৃতানিষ্টং সুমহৎ সমুপস্থিতম্। ৩।

বিরূপাক্ষোঽহি সিদ্ধেশো বীরাচারী কুতশ্চন। হেতোশ্চকার যোগেন তং দেশং মদিরাময়ং। ৪।

নদে হ্রদে তথা কূপে পল্বলে চ সরোবরে। ন দৃশ্যতে তদা তত্র সুরাভিন্নং জলং কচিৎ। ৫।

এবমাপদমাসাদ্য তস্মাদুৎকল-দেশতঃ। বঙ্গভূমৌ সমায়াতাঃ কতিচিদ্বৈদিকোত্তমাঃ। ৬।

অথ তেষাং সদাচার-বিদ্যা-বুদ্ধি-ক্রিয়াদিকং। প্রতাপাদিত্য ভূপেন দৃষ্ট্বা সম্বর্দ্ধনা কৃতা। ৭।

স তু বঙ্গজ-কায়স্থ বিক্রমাদিত্য ভূভৃতঃ। তনয়ঃ কৃতবেদেষু ক্ষৌনীমানাংশকে শকে। ৮।

হত্বা বসন্তরায়াখ্যং পিতৃব্যং রাজ্যকামুকং। আস্থিতো সুরনগরে রাজধান্যাং যশোহরে। ৯।

স্বরাজ্যাধিকারস্তস্য ত্রয়োবিংশতি বার্ষিকঃ। ততঃ *.........ষষ্টি-শকাব্দে বলবাহনৈঃ। ১০।

দিল্লীশ প্রেরিতোমান সিংহো বঙ্গং সমাযযৌ। তেন বিভ্রষ্টরাজস্তো নিবদ্ধো লৌহপিঞ্জরে। ১১।

প্রস্থাপ্যমান এবাসৌ নানা যাতনয়ার্দ্দিতঃ। পথি পুণ্যবিশেষেণ কাশ্যাং প্রাণানবাসৃজৎ। ১২।

এবমাখ্যায়িকা লোকে শ্রূয়তে তস্য ভূভৃতঃ। পৌরাণিকীব পুণ্যানাং পূর্ণ শ্রবণকীর্ত্তনাৎ। ১৩।

অস্য রাজ্যোঽধিকারে তু কস্মিংশ্চিৎ বৎসরে শুভং। বঙ্গদেশং সমাজগ্মুর্দাক্ষিণাত্যা মহৌজসঃ। ১৪।

তেন ভূপতিনা তে চ সম্বর্দ্ধিতাঃ মহোদয়াঃ। নানা ভোগসুখৈশ্বর্য্যোদ্বঙ্গবাসমকুর্ব্বত। ১৫।

তেষান্তু প্রথমং বাসস্থানং হেমড়া ইতি শ্রুতং। অদ্যাপি যত্র বর্ত্তন্তে বৈদিক্যোবৃত্তি ভূময়ঃ। ১৬।

সর্ব্বেষাং দাক্ষিণাত্যানামেতদ্দেশ-নিবাসিনাং। কুলীনাদি প্রভেদেন বীজভূতাস্ত এব হি। ১৭।

নিবসন্তশ্চ তে তত্র যথোক্ত নিয়মাস্থিতাঃ। ধর্ম্মানিব সদাচারৈঃ স্বান্ স্বান্ বংশান্ বর্দ্ধয়ন্। ১৮।

তে বর্দ্ধিতাস্ত তদ্ধর্ম্ম নিয়মাচার বর্ত্তিনঃ। তথৈব স্বৈরপত্যাদ্যৈঃ পুনস্তানম্ব কুর্ব্বত। ১৯।

এবং সমৃদ্ধং ক্রমশঃ পবিত্রং ধারাত্রয়ং বৈদিক-সন্ততীনাং। বৃহন্নভূৎ পুণ্যময়ঃ সদেশো যথা প্রয়াগঃ সরিতাম্বরাণাং।২০।

অথ কালে বহুদিনে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিনি। আসীদুপদ্রবস্তত্র জন্তুনাং শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাং। ২১।

তদুপদ্রবমালোক্য বিদ্রুতানাং ততস্ততঃ। অভবর্দ্দাক্ষিণাত্যানাং যুক্তবেনীব সাম্বলী। ২২।

বৈদিকাস্তে চ তদ্দেশং বিহায় বিপিনাত্মকং। যত্র যেষামভূত্তুষ্টির্স্তবসংস্তেষু তেষু চ। ২৩।

কেচিদ্বঙ্গে কেচিদঙ্গে গৌড়ে রাঢ়ে চ কেচন। এবম্বিধেষু চান্যেষু প্রস্থিতাস্তে মহৌজসঃ। ২৪।

গ্রন্থেঽস্মিন্ সুবিশেষেণ তদ্বিশেষ প্রবর্ত্তক। প্রসঙ্গতঃ স্ফুটয়ন্তি নামসংকীর্ত্তনাদিষু। ২৫।

ইত্থং ক্রমাদ্বিদিত বৈদিকবংশ এষ গঙ্গাপ্রবাহ ইব বঙ্গভুবং পুনাতি।

যস্মিন্ পবিত্রচরিতে শুচয়ো সুবতা রাজাতাহরেরিব মহাত্মুদয়াঃ পুনাংশঃ। ২৬।

(ইতি কুলরহস্যেঽবস্থানক্রমসর্ব্বস্বং নাম চতুর্থ রহস্যং)।

বাণ কাল মুনি ভূমি যে শকে গ্রন্থ এষ বিরচিত প্রযত্নতঃ। সর্ব্বলোক সুখদৃষ্ট যে চ ষট্‌ষষ্টি সম্মিত শকে তু মুদ্রিতঃ।

অত্র যদ্যপি ভবেজ্জনাদরঃ স্যাতুদৈষ ফলবান্ মম শ্রমঃ। সংগৃহীতম্ পরঞ্চ যন্ময়াতচ্চ সর্ব্বমাদরাদিতঃ পরম্।

সাম্প্রতন্ত হরিনাভি-বাসিনঃ প্রাণকৃষ্ণ ধরণীসুরস্য তৎ। প্রার্থনীয় ময়মস্ত গোচরায় +.........ং বিপশ্চিতাং।

* এই স্থানটী কীটদষ্ট আছে। + অক্ষরগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর।

ফলাহারী মধুসূদন মিশ্রের বংশবর্ণনা।

কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন ফলাহারী মধুস্থদন মিশ্র যাজপুর হইতে গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী খনিয়া-সাহাজাদাপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় তৎকালে চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী অনেক রাঢ়শ্রেণী-ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি ফলমাত্র আহার করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ফলাহারী মধুস্থদন মিশ্র ছিল। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ হরিদেব ও কনিষ্ঠ নৃসিংহদেব। পিতামাতার স্বর্গারোহণের পর হরিদেব কনিষ্ঠ নৃসিংহদেবকে বাটীতে রাখিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। নৃসিংহদেবের পুত্র কৃষ্ণদাস একজন স্থপণ্ডিত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতা মহানগরীর অনেক গণ্য-মান্য ধনী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নৃসিংহদেব, খনিয়া-সাহাজাদাপুর হইতে পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গঙ্গার পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ-বারাশত নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রাজা নৃসিংহদেব তৎকালে ঐ প্রদেশের জমিদার ছিলেন। তিনি কৃষ্ণদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থান ব্রহ্মোত্তররূপে দান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কৃষ্ণদাসের বংশধরগণ ঐ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতেছেন।

হরিদেব তীর্থ পর্য্যটন সমাধা করিয়া বাটীতে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের সে পর্ণকুটীর আর সেখানে নাই। অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণদাস কতকগুলি ধনীলোককে শিষ্য গ্রহণ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ বারাশত নামক স্থানে বাস করিতেছেন। তৎকালে তাঁহারা অশূদ্রযাজী ছিলেন। হরিদেব দক্ষিণ বারাশতে আসিয়া অবগত হন যে, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র শূদ্রযাজী হইয়াছেন। সেজন্য তিনি ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র-সহ বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে জঙ্গলাকীর্ণ বিষ্ণুপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে ঐ স্থানটী রাজা নৃসিংহদেবের জমিদারীর অন্তর্গত থাকায়, তিনি উহা ব্রহ্মোত্তর করিয়া দেন। অদ্যাপি হরিদেবের বংশধরগণ সেই ব্রহ্মোত্তর ভূমিতে বাস করিতেছেন।

হরিদেব মিশ্রের চারিটী পুত্র,—রুক্মিণীকান্ত, গোপীকান্ত, রতিকান্ত ও কুমুদানন্দ। তন্মধ্যে রুক্মিণীকান্ত, গোপীকান্ত ও রতিকান্ত বিষ্ণুপুরে বাস করিতে থাকেন। কুমুদানন্দ স্বর্গীয় জমিদার কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে বার দ্রোণ * পরিমিত ভূমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। সেই জন্য ঐ স্থানের নাম বারদ্রোণ হইয়াছে। কুমুদানন্দের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ বোলসিদ্ধি গ্রামে এবং কেহ কেহ বারদ্রোণে বাস করিতেছেন।

নৃসিংহ দেবের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের দুইটী পুত্র,—গৌরীকান্ত ও বাণীকান্ত। গৌরীকান্ত জ্যেষ্ঠ ও বাণীকান্ত কনিষ্ঠ। গৌরীকান্তের বংশধরগণ দক্ষিণ-বারাশতে বাস করিতেছেন। বাণীকান্তের বংশধরগণের মধ্যে তাঁহার

* দ্রোণ—তাৎকালিক ভূমির মাপ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ রমা[illegible] সিদ্ধান্ত সন১১৭৩ সালে হরিনাভি গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার অন্যান্য পুত্রের বংশধরগণ কেহ কেহ দক্ষিণ-বারাশতে ও কেহ কেহ কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

ফলাহারী মধুসূদন মিশ্রের অধিকাংশ বংশধরগণ পুণ্যতোয়া গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে পবিত্র ভূমিতে বাস করিতেছেন। কথিত আছে,—"গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল"। হরিদেব মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র গোপীকান্তের কোন বংশধর এক সময়ে বিষ্ণুপুর গ্রামে পণ্ডিতগণকে বারাণসীর মুদ্রা বিদায় দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা প্রীত হইয়া যে স্থানে বসিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম বারাণসী দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ স্থানের নাম বারাণসী পাড়া বলিয়া খ্যাত আছে। ফলাহারী মধুসূদন মিশ্রের বংশে অনেক সুপণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বংশধরগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-সমাজের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। উক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষের বংশাবলীর বর্ণনা পরপত্রে বিবৃত হইল।

বঙ্গদেশস্থ

কাশ্যপ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বংশ পরিচয়।

আদি পুরুষ।

কাশ্যপানাং কুলশ্রেষ্ঠঃ ফলাহারী মধুসূদনঃ ॥

(১) ৺ফলাহারী মধুসূদন মিশ্র ভট্টাচার্য্য

বিষ্ণুপুর (ক)

(৩) ৺রুক্মিণীকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণন।

* ইনি পঞ্চানন্দ দেবশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পঞ্চানন্দের জাগরণ গান রচনা করেন। বিষ্ণুপুরে উক্ত পঞ্চানন্দদেবের স্থান এখনও বিদ্যমান আছে এবং ঐ গান মথুরাপুর নিবাসী নয়ান গায়েনের বংশধরগণ পঞ্চানন্দ পূজার সময় এখনও গান করিয়া থাকে। ঐ গানের ভানিতায় এই আছে'' "রুক্মিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, হরিপদে যাঁর আত্মী, তাঁর সুত রাজীব লোচন, সদাশিব তাঁর সুত, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ, ভণে তাঁর মধ্যম নন্দন।

† রাজপুরের রাধারমণ, ভুদেব ও নবকুমার ইঁহার দৌহিত্র। ইনি একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক ছিলেন।

... বিষ্ণুপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

বিষ্ণুপুর (ক)

৩) ৺রুক্মিণীকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণনা

(৬) কানুরাম বাচস্পতি (ছ) ¶

¶ ইনি একজন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন।

* ইনি হরিবংশ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। কলিকাতা জেনারল এসেম্‌বিলি কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত ছিলেন।

† হোমারের ইলিয়ট বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন এবং অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

‡ তৈলচিত্র বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ।

বিষ্ণুপুর (ক)

৩) ৺রুক্মিণীকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণনা।

(৪) রামেশ্বর মিশ্র (জ)

* বিষ্ণুপুর নিবাসী ভূতনাথ, কেদার ও মতিলাল চক্রবর্ত্তী ইঁহার দৌহিত্র। ইঁহাদের আদি বাটী নিতাড়ার নিকট মাঝের গাঁয় ছিল।

† ৺কাশীধামে বাস করেন।

বিষ্ণুপুর (খ)
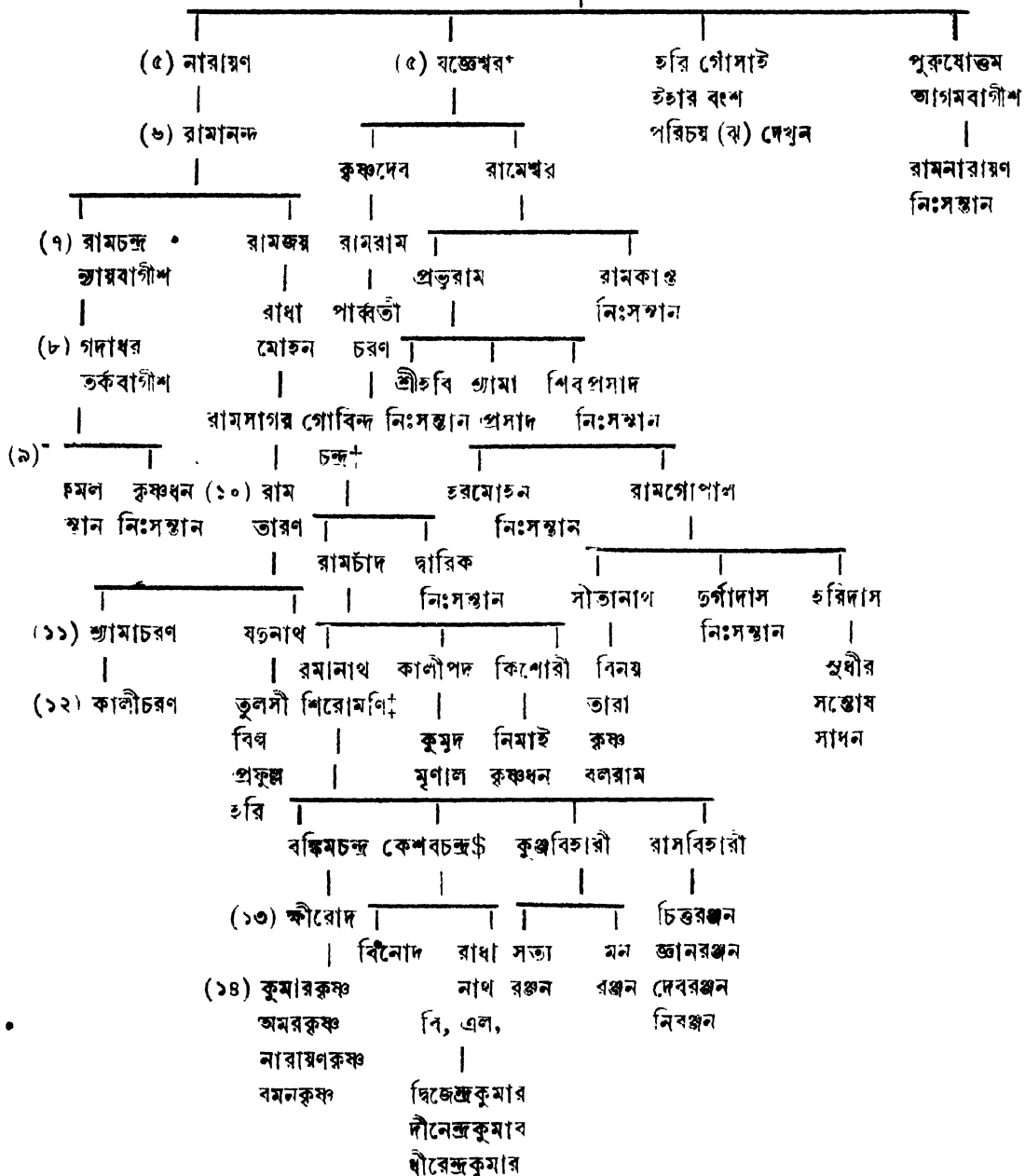
(৩) ৺গোপীকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণনা

* ইঁহার কন্যার সহিত হালিসহর নিবাসী জয়কৃষ্ণের বিবাহ হয়। বিষ্ণুপুরের ধরেরা ইঁহার দৌহিত্র।

• ইনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। ইঁহার সংকলিত দুর্গোৎসব ১০০ বৎসর অবিচ্ছেদে চলিতেছে। বিষ্ণুপুরের নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তীর পিতা ৺ক্ষেত্রনাথ ইঁহার দৌহিত্র। ইঁহাদের আদি নিবাস রাজপুর।

বিষ্ণুপুর (খ)

(৩) গোপীকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণনা।

* প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন

বিষ্ণুপুর (গ)

৺রতিকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণনা।

(৩) ৺রতিকান্ত মিশ্র
|
(৪) রঘুনন্দন (পোষ্যপুত্র)
|
(৫) পুত্র
|
(৬) পুত্র

- (৭) রামহরি
  - (৮) রামবল্লভ
    - (৯) রামদাস
      - (১০) মহেন্দ্র — নিঃসন্তান
      - দেবেন্দ্র
        - গোবর্দ্ধন — নিঃসন্তান
      - ননীলাল — নিঃসন্তান
  - রামনাথ — নিঃসন্তান
- জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী*
  - কামদেব
    - কৃষ্ণচন্দ্র — নিঃসন্তান, কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা
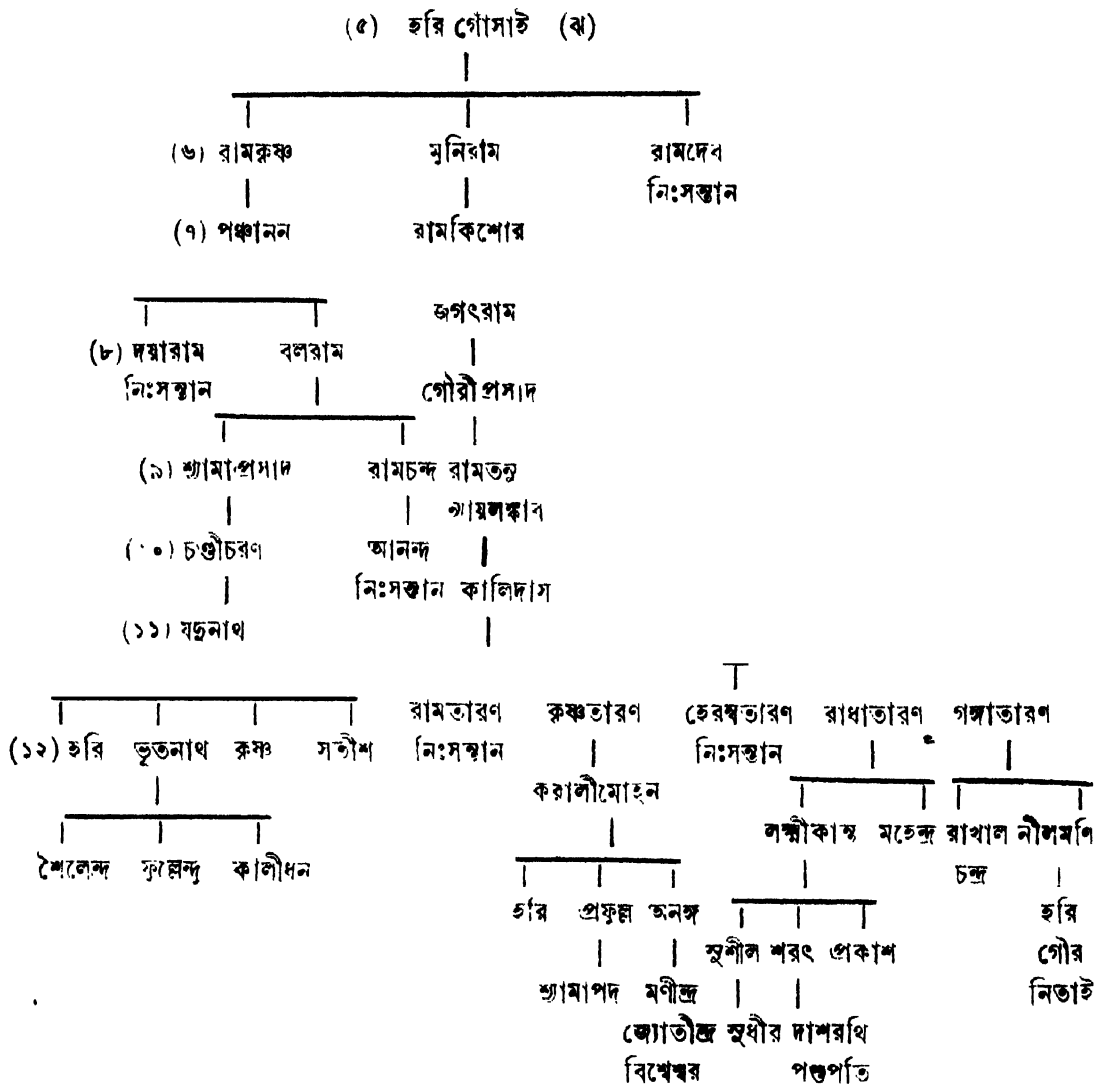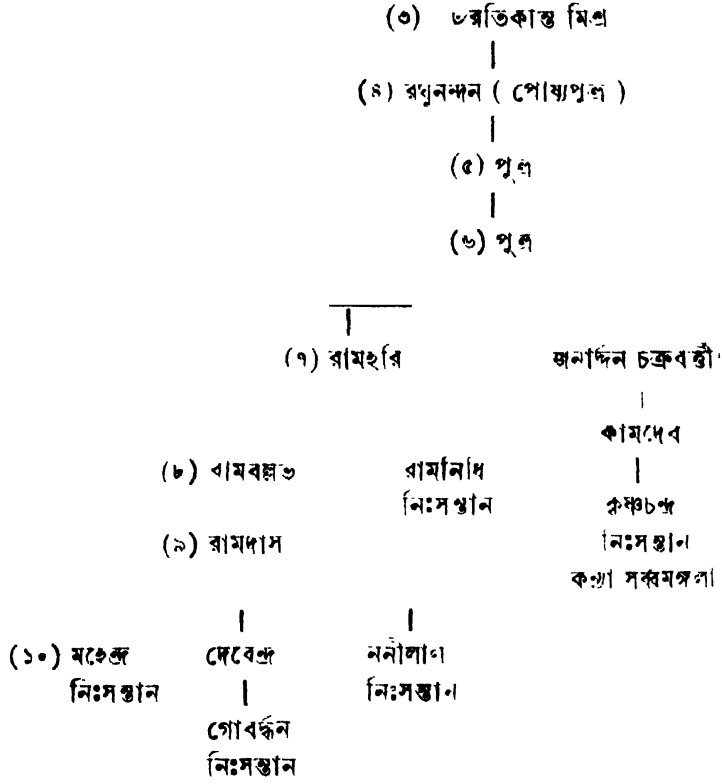
*ইনি ছকু চক্রবর্ত্তীকে রাঢ়দেশ হইতে আনিয়া বিষ্ণুপুরে বাস করান। বিষ্ণুপুরের বাসুদেবেরা উক্ত ছকু চক্রবর্ত্তীর বংশধর। বিষ্ণুপুরের নন্দীরা কাশ্যপদিগের দৌহিত্র।

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় ভিন্ন ঘৃত কৌশিক প্রভৃতি অন্যান্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস আছে। তাঁহারা কাশ্যপগণ কর্তৃক বিষ্ণুপুরে আনীত হয়েন।

(১) যশোহর জেলার অন্তর্গত ভালুকধর নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মাতামহ গৌরমোহন ভট্টাচার্য্যের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করেন। উক্ত মহেন্দ্রনাথের পুত্র রামসেবক ও শশিভূষণ। রামসেবকের পুত্র অন্নদা, অবিনাশ, হরি ও ধীরেন। অবিনাশের পুত্র কালু। শশিভূষণের পুত্র তারাপদ, শ্যামাপদ, গৌর ও সত্য। ইহারা ঘৃত কৌশিক। ইহারা কুলীন।

(২) রাজপুর নিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পৌত্র কৈলাসচন্দ্র, ইহার তিন পুত্র কপালী, ক্ষেত্রনাথ ও হারাধন। কপালী ও হারাধন নিঃসন্তান। ক্ষেত্রনাথের পুত্র নৃত্যগোপাল। নৃত্যগোপালের পুত্র সন্তোষ, জ্ঞানতোষ, পরিতোষ ও প্রাণতোষ ইহারা এক্ষণে যেখানে বাস করেন তথায় পুর্ব্বে কেতকীর জঙ্গল ছিল। ইহারা ঘৃত কৌশিক। ইহারা কুলীন।

(৩) হালিসহর নিবাসী জয়কৃষ্ণধর বিষ্ণুপুর উত্তর পাড়ার যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিষ্ণুপুরে শশুরের নিকট হইতে ভদ্রাশন প্রাপ্ত হয়েন এবং তথায় বাস করেন। রাম সন্তোষ ধর উক্ত জয়কৃষ্ণ ধরের পুত্র। রামসন্তোষের পুত্র রামনিধি ও রামহরি। রামনিধির পুত্র নীলমণি ও রামলোচন এবং রামহরির পুত্র কালিপদ ও মধুসূদন। নীলমণির পুত্র ভগবান ও রাম সর্ব্বস্ব এবং রাম লোচনের পুত্র রাজনারাণ, জয়নারাণ ও মৃত্যুঞ্জয়। ভগবানের পুত্র নন্দলাল। নন্দলালের পুত্র কৃষ্ণ, হরি, গোপাল, রাখাল ও রাধানাথ। কৃষ্ণের পুত্র সুধীর ও হরির পুত্র ধীরেন, কার্ত্তিক। রামসর্ব্বস্বের পুত্র যদুনাথ, মহেন্দ্র, ত্রৈলোক্য নাথ, দ্বারিকানাথ ও শ্রীনাথ, যদুনাথের পুত্র বৈদ্যনাথ, মহেন্দ্রনাথের পুত্র নারাণ ও রাধিকারঞ্জন, ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র ক্ষীরোদ, নীরোদ, বিনয়, ফণী ও ইন্দু। নীরোদের পুত্র সুশীল ও সুকুমার। ফণীর পুত্র সুহাস। দ্বারিকানাথের পুত্র প্রভাস ও প্রকাশ এবং শ্রীনাথের পুত্র ভূপেন, উপেন, নৃপেন ও দেবেন। নীরোদ বি, এল, ফণী বি, এস্ সি, ও ইন্দু এম, এ।

রাজনারাণের পুত্র তারকনাথ, উমেশ ও কৃষ্ণজীবন। তারকের পুত্র বিহারী, ভব, পালান, নিতাই ও গৌর। ভবর পুত্র অতুল, কানাই, জগবন্ধু ও দীনবন্ধু। নিতায়ের পুত্র মাণিক ও মুক্তরাম। উমেশের পুত্র হীরালাল ও ননীলাল, ইহারা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছে। কৃষ্ণজীবনের পুত্র কেশব ও ভূতনাথ। ইহারা মন্দিরের বাজারে বাস করে।

জয়নারায়ণের পুত্র আশুতোষ, অক্ষয় ও শরৎ। আশুর পুত্র নরেন। অক্ষয় নিঃসন্তান, শরতের পুত্র ফণী ও ইন্দু।

মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামরূপ, রামরূপের পুত্র অনিল, অনিলের পুত্র পার্ব্বতি ও নির্ম্মল।

কালীপদর পুত্র কৃষ্ণমোহন ও কাশীনাথ। কৃষ্ণমোহন নিঃসন্তান ইনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। কাশীনাথের পুত্র রামব্রহ্ম, গৌর ও চন্দ্র। রামব্রহ্মর পুত্র শশী ও বিদ্যাধর, গৌরের পুত্র হরমোহন মণি ও নন্ত। চন্দ্রর পুত্র নগেন। নগেন নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গত হয়েন। রামব্রহ্ম ও গৌরের পুত্রগণ কলিকাতায় বাস করেন।

মধুসূদনের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র মথুরানাথ ও শীতল। শীতল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। মথুরের পুত্র নিবারণ, জ্যোতীন্দ্র, মনীন্দ্র ও কিশোরী।

ইহারা ঘৃত কৌশিক। ইহারা মৌলিক।

(৪) রাঢ় দেশ হইতে ছকুরাম চক্রবর্ত্তীকে পশ্চিমপাড়ার জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী আনাইয়া বিষ্ণুপুরে বাস করান। বর্ত্তমান বামুন্তী বংশীয়গণ তাঁহার বংশধর। ছকুরামের পিতা আত্মারাম, আত্মারামের পিতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ছকুরামের পুত্র পঞ্চানন ইঁহার অপর নাম রামচন্দ্র। পঞ্চাননের পুত্র কৃষ্ণমোহন, জগমোহন ও রামজয়।

কৃষ্ণমোহনের পুত্র গঙ্গানারাণ। গঙ্গানারাণের পুত্র রামনারাণ, দুর্গাদাস ও নন্দলাল। রামনারাণের পুত্র অন্নদা, বসন্ত ও বিধু। অন্নদার পুত্র ক্ষীরোদ, বসন্তর পুত্র ঠাকুরদাস ও দেবদাস এবং বিধুর পুত্র হারাধন। দুর্গাদাসের পুত্র অমৃত, লক্ষণ, পূর্ণ ও বিহারী। অমৃতর পুত্র নৃত্য, বিনয়, মণি। পূর্ণর পুত্র বিজয়, বীরেন্দ্র ও হরেন্দ্র। বিহারী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। নন্দলালের পুত্র বৈদ্যনাথ তারক, হরি। বৈদ্যনাথের পুত্র বিভূতি ও পশুপতি, তারকের পুত্র শ্রীপতি। জগমোহনের পুত্র হরমোহন ও দয়াল। হরমোহনের পুত্র দ্বারিক, রামকৃষ্ণ ও আশুতোষ। দ্বারিকের পুত্র বৃন্দাবন ইনি সাতঘরা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র সুরেন ধীরেন ও খগেন। রামকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন। আশুতোষের পুত্র সতীশ, চারুচন্দ্র, প্রতাপ, জ্ঞানেন্দ্র ও প্রকাশ।

দয়ালের পুত্র হরি, গোলোক, জানকী, ষষ্ঠ ও ক্ষেত্র। হরির পুত্র শরৎ। শরতের পুত্র ভূতনাথ। গোলকও ও জানকী নিঃসন্তান। ষষ্ঠর পুত্র ভূষণ, সূর্য্য ও ননীন্দ্র। ক্ষেত্রর পুত্র কিশোরী, মণি, ফনী, ছনী ও লালমোহন। রামজয়ের পুত্র কাশীনাথ ও শিবনাথ উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন। ইঁহাদের মৈত্রান গোত্র। ইঁহারা মৌলিক।

(৫) বারদ্রোণের নিকট হাজারবন্দ গ্রাম নিবাসী রাজনারাণ চক্রবর্ত্তী দীগর সাত ভ্রাতা সন ১২৪০ সালে যে ভয়ানক জলপ্লাবন হয় সেই সময়ে হাজার বন্দ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করেন। স্বর্গীয় কেশবরায় চৌধুরি হাজার বন্দ গ্রাম খানি নিষ্কর করিয়া দিয়া ছিলেন।

ইঁহাদের বংশের দেবিচরণের পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র গঙ্গানারাণ, রাজনারাণ, শিবনারাণ, রামধন, রামরতন, কালাচাঁদ ও গোবিন্দ। গঙ্গানারাণের পুত্র কমল। কমলের পুত্র কেদার ইনি কাশীধামে বাস করেন। রাজনারাণের পুত্র প্রসন্ন ইনি হরানন্দ বিদ্যাসাগরের কন্যার পানি গ্রহণ করেন। প্রসন্নর পুত্র ভবদেব, মন্মথ ও পশুপতি। ভবদেব নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। মন্মথর পুত্র দেবাদিপ্রসাদ, পশুপতির পুত্র দেবপ্রসাদ, তারাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, শ্যামপ্রসাদ, কানাই ও বলাই। শিবনারাণের পুত্র নিমাই। শিবনারাণ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। নিমায়ের পুত্র বিপিন, শশী ও কালীকান্ত। শশীর ও কালীকান্তর পুত্র আছে।

রামধনকে বিষ্ণুপুরের হালদার গঙ্গা হইতে কুম্ভীরে লইয়া যায়। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না। রামরতনের পুত্র কপিলদাস। ইনি বারদ্রোণে মাতামহের আশ্রয়ে বাস করেন। কপিলদাসের পুত্র হরিপদ, শ্যামাপদ, রামপদ ও কালাচাঁদের পুত্র আশুতোষ ও হরি। আশুর পুত্র অহিভূষণ ও হরির পুত্র তারা। গোবিন্দর পুত্র গোপাল, গোপালের পুত্র জীতেন ও চিটে। ইঁহারা ঘৃত কৌশিক। ইঁহারা মৌলিক।

(৬) নিতাড়ার নিকটবর্ত্তী মাঝেগাঁয় ভগবান চক্রবর্ত্তীর পিতামহের বাস ছিল। ১২৪০ সালের ভীষণ জল প্লাবনের পর ভগবানের পিতামহ বাঞ্ছারাম পুত্র ভৈরব সহ বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করেন। পশ্চিম পাড়ার 'আনন্দচন্দ্র শিরোমণির কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ভগবানের পুত্র ভূতনাথ, কেদার ও মণি। ভূতনাথের পুত্র ধীরেন, হীরেন ও বাদল। কেদারের পুত্র দুর্লভ। দুর্লভের পুত্র সন্তোষ ও অমূল্য। মতি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছে।

চণ্ডীচরণ ও সীতানাথ উক্ত ভগবান চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা। চণ্ডীচরণের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র উপেন ও ছ্যানা' ইঁহারা কলিকাতায় বাস করেন। সীতানাথ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন। ইঁহারা মৌলিক। গোত্র ঘৃত কৌশিক।

(৭) নিতাড়া নিবাসী রামমোহন বাচস্পতি নিতাড়া হইতে বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ নন্দী

নামে খ্যাত। রামমোহনের পুত্র ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ভৈরবের পুত্র শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র উমেশ, ক্ষেত্রনাথ ও রাম। উমেশের পুত্র নারাণ, তুলসী। ক্ষেত্রর পুত্র ধীরেন, কেশব, ফণী, ঘুঁটো, বিষ্ণু ও ভুল্টো। রামের পুত্র সুশীল। ইঁহারা জাতুকরণ গোত্রীয় ও মৌলিক।

(৮) জগন্নাথ পাঠক বিষ্ণুপুরের পাঠক বংশের আদিপুরুষ। ইনি কোথা হইতে বিষ্ণুপুরে আসেন তাহা জানা যায় না। ইঁহার পুত্র রামসাগর ও রামগোপাল। রামসাগরের পুত্র কালীনাথ। কালীনাথের পুত্র যদু, নবীন ও ক্ষেত্র। যদুর পুত্র ধীরেন, সতীশ ও বিশ্বনাথ। ক্ষেত্রর পুত্র সুশীল। ইঁহারা বাৎস্য গোত্রীয় ও মৌলিক।

রামগোপাল নিঃসন্তান। মোহিত ও লোলিত তাঁহার দৌহিত্র উহাদের বাটী জয়নগর। ইহারা মৌলিক ও ঘৃত কৌশিক।

(৯) মজীলপুর নিবাসী বাৎস্য গোত্রীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরের মৃত্যুঞ্জয় ধরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করেন। কালীপদ ও ভূতনাথ তাঁহার দুই পুত্র। ইহারা কুলীন।

কেটোয়াড়া

এই গ্রামের প্রকৃত নাম কুটীগোদা। এক সময়ে এই স্থান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এই স্থানে কাষ্ঠের ব্যবসা চলিত এই জন্য এই গ্রামের নাম কেটোয়াড়া হইয়াছে। এই গ্রামে একঘরমাত্র দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। ইঁহার আদি পুরুষ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামশরণ। রামশরণের পুত্র রামগোবিন্দ ও বাসুদেব। ইঁহারা দুই ভ্রাতা প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস বারদ্রোণের নিকট হাজারবন্দ গ্রামে ছিল। বাসুদেব নিঃসন্তান। রামগোবিন্দের পুত্র রামমোহন। রামমোহনের পুত্র রামধন ও শিবনারায়ণ। রামধন নিঃসন্তান। শিবনারায়ণের তিন পুত্র রামতারণ, বিশ্বনাথ ও আশুতোষ। বিশ্বনাথ ও আশুতোষ নিঃসন্তান ছিলেন। রামতারণের দুই পুত্র ঘণশ্যাম ও পূর্ণচন্দ্র। ঘণশ্যামের পুত্র পৃথিরাজ, অমরেন্দ্র, কমলাকান্ত ও বলরাম। ইঁহাদের গোত্র ঘৃত কৌশিক। ইহারা মৌলিক।

কুটীগোদা

বিষ্ণুপুর হইতে শিবপ্রসাদ নন্দীর কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র নন্দী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র সুশীলকৃষ্ণ। ইঁহাদের গোত্র জাতুকরণ। ইহারা মৌলিক।

মন্দির বাজার

এই গ্রামে একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস। বিষ্ণুপুর নিবাসী কৃষ্ণজীবন ধর প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র কেশব ও ভূতনাথ। ইঁহারা ঘৃত কৌশিক। ইহারা মৌলিক।

হিমচি

এই গ্রামে বারাসত নিবাসী ভূষণচন্দ্র পাঠক আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি বিষ্ণুপুর নিবাসী আনন্দচন্দ্রশিরোমণির পুত্র কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের জামাতা। ইঁহার গোত্র ঘৃত কৌশিক। ইহারা মৌলিক।

সাতঘরা

এই গ্রাম গঙ্গার গর্ভে অবস্থিত। এই গ্রামে দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। বিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী (বাসুন্তী) এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র ধীরেন, সুরেন ও খগেন। ইহাদের গোত্র মৈত্রান।

দক্ষিণ তেলেপল্লপুকুর হইতে আর এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহার আদি পুরুষ বিষ্ণুরাম পাঠক। বিষ্ণুরামের পুত্র শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের পুত্র রামতনু ও ভগবান। রামতনুর পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র রাধিকানাথ। রাধিকানাথের পুত্র অভিমন্যু। ভগবানের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র ভুবন, মধু, বিশ্বনাথ ও বিধু। ভুবনের পুত্র গঙ্গাধর, শিবু ও সরস্বতী। মধুর পুত্র প্রফুল্ল। বিশ্বনাথের পুত্র নরেন্দ্র ও ভূষণ। গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী ইহাদের জ্ঞাতি তিনি কলিকাতায় থাকেন। বারাসতের পাঠকেরা ইঁহাদের জ্ঞাতি। ইঁহারা ঘৃত কৌশিক ও মৌলিক।

বিষ্ণুপুর* (ঘ)

৺কুমুদানন্দের বংশবর্ণনা।

(৩) কুমুদানন্দ
|
(৪) রত্নেশ্বর
|
(৫) গঙ্গেশ (ট)
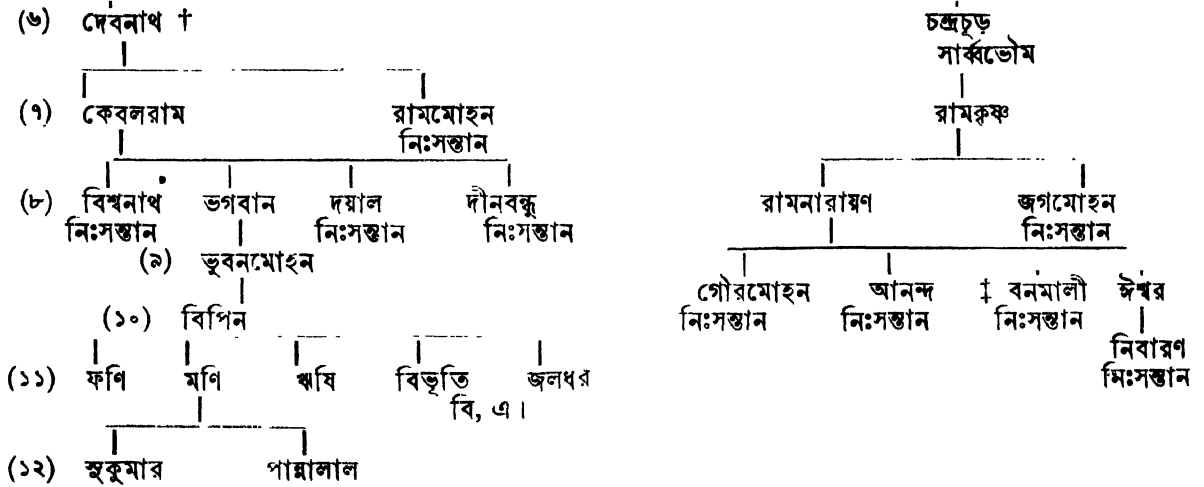
বোলসিদ্ধি।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় ভিন্ন অন্য গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। তন্মধ্যে সন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তীর পিতা জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া প্রথম বাস করেন। ইঁহার আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পুটশুড়ী গ্রামে ছিল। ইঁহারা মৌলিক। ইঁহাদের গোত্র ভরদ্বাজ। ইনি হরিনাভি গ্রামে মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া সেখানে আসিয়া বাস করেন। হরিনাভির বোলেরা ইঁহার মাতামহ-গোষ্ঠী। ইঁহাদের বংশের বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মজিলপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র তিনকড়ি। ইঁহারা মজিলপুরে যে ধন্বন্তরী শ্রীশ্রী৺ শ্যামা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার পূজকের কার্য্য করেন। ইঁহাদের জ্ঞাতি মণিমোহন চক্রবর্ত্তী চাংড়ীপোতায় বাস করেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভাল্লুকঘর হইতে সাবর্ণ-গোত্রীয় একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের উপাধি ত্রিপাঠী। ইঁহারা এক্ষণে ত্রিবেদী বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা মৌলিক। সদাশিব ত্রিপাঠী ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। সদাশিবের পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র ঈশ্বর ও শিবচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র গোলোক, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও রঘুনাথ। গোলোকের পুত্র কেশব। নারায়ণের পুত্র শশী। কৃষ্ণের পুত্র নীলমণি, হরেন্দ্র ও অজিত। হরেন্দ্রের পুত্র গোপাল। রঘুনাথের পুত্র মাখন ও ননী। মাখনের পুত্র গোপী। ননীর পুত্র গদাধর। শিবচন্দ্রের পুত্র পূর্ণ ও জয়দেব। পূর্ণের পুত্র শৈলেন ও নন্তে।

* এই দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয় গ্রন্থে যে যে স্থলে "বিষ্ণুপুর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই ২৪পরগণার অন্তর্গত জয়নগরের দক্ষিণ "বিষ্ণুপুর" গ্রাম বুঝিতে হইবে। সম্ভবতঃ অন্যান্য "বিষ্ণুপুরে" দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের বসতি নাই।

† ইঁহার বংশধরগণ বিষ্ণুপুরে বাস করিতেছেন।

‡ ইঁহার দৌহিত্র বিষ্ণুপুর গ্রামের রামসেবক ও শশিভূষণ। ইঁহাদের আদিবাস যশোহরের ভাল্লুকঘর গ্রামে ছিল।

বারেন্দ্রোণ (ঘ)

৺কুমুদানন্দের বংশবর্ণনা।
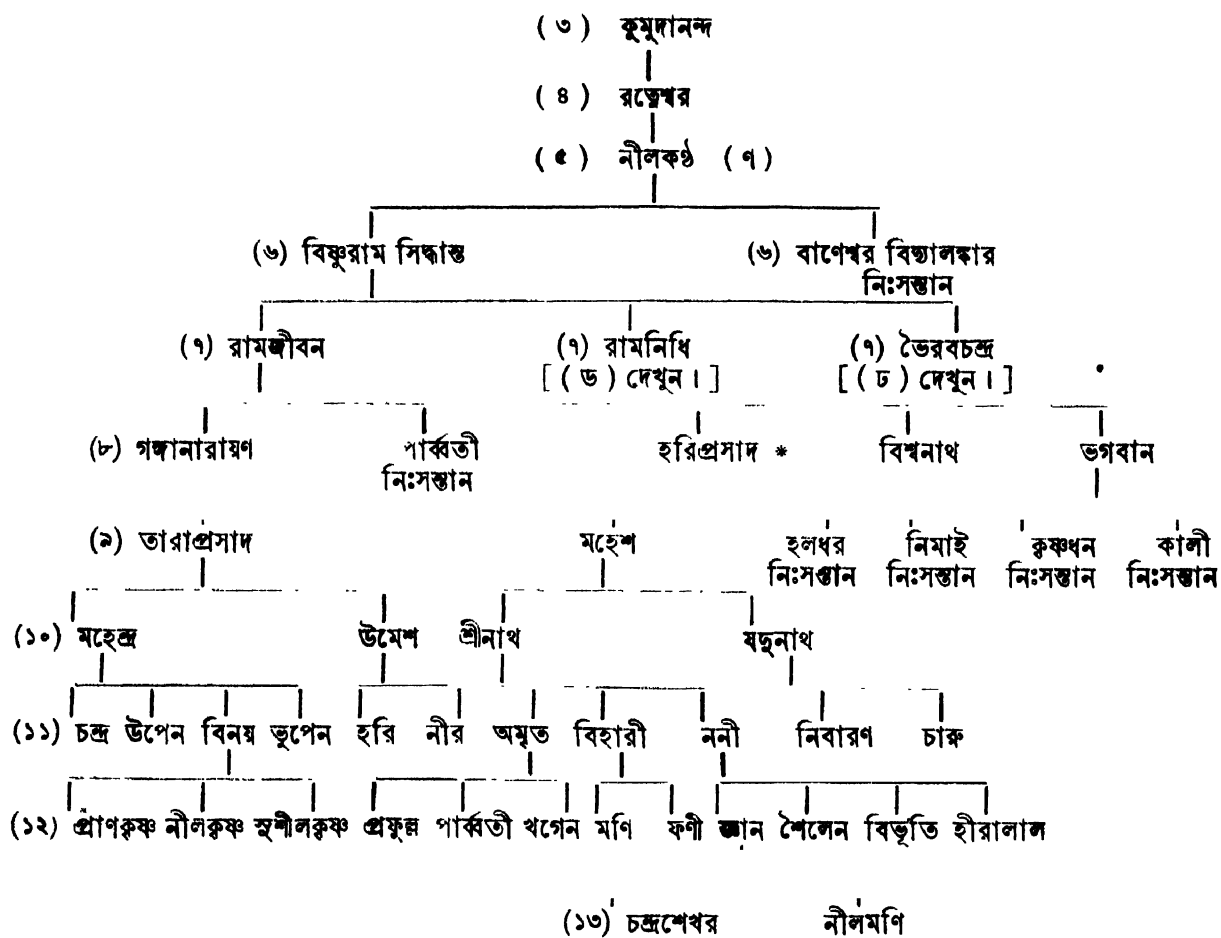
ইঁহার বংশধরগণ মৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন।

বারদ্রোণ (ঘ)

৺কুমুদানন্দ মিশ্রের বংশবর্ণনা।

(৩) কুমুদানন্দ
|
(৪) রত্নেশ্বর
|
(৫) নীলকণ্ঠ
|
(৬) বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত — বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (নিঃসন্তান)
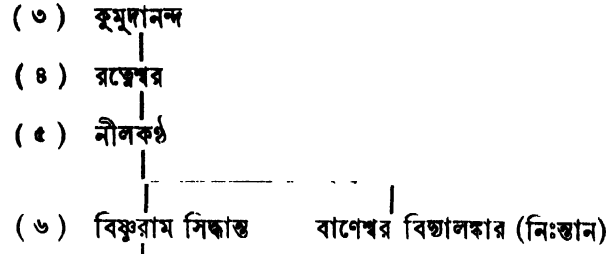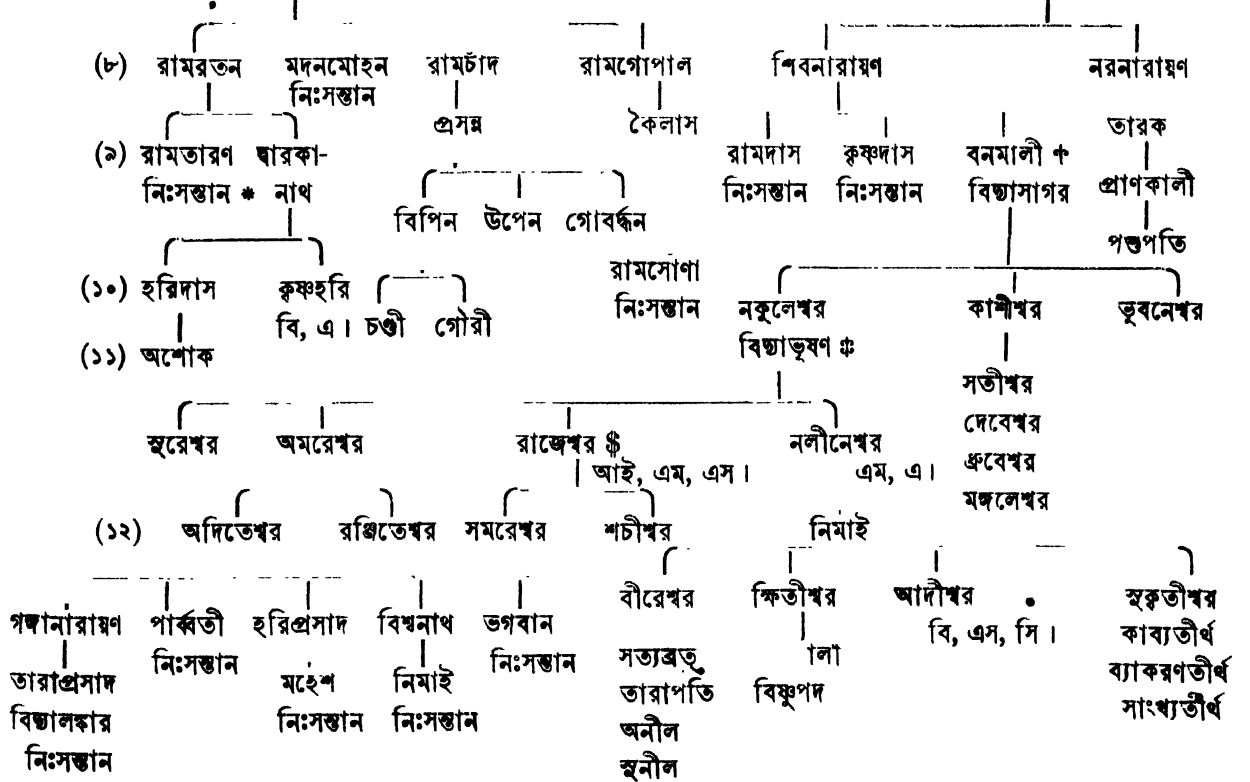
* ইনি উকিল ছিলেন।

+ কলিকাতা ২৭ নং ওয়ার্ডে ইঁহার নামে একটী লেন আছে।

‡ ইনি কলিকাতা মনোহরপুকুরে বাস করেন। ইঁহার নামে মনোহরপুকুরে দুইটী লেন আছে। ইনি কুমুদানন্দ, সন্ন্যাস ও আকবর প্রভৃতি উপন্যাস এবং ভাষাবোধ ব্যাকরণ, সংস্কৃত প্রবেশ ও জ্ঞানোদয় প্রথম ভাগ-প্রণেতা।

$ ইনি বি, এস, সি, এম, বি। ক্যাপ্টেন। (1) Helps to the Study of Meteria Medica and (2) Synopsis of Pharmacology and Therapentics নামক দুইখানি ডাক্তারী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার Clynic ৬।১নং উড ষ্ট্রীটে স্থাপিত। ইনি X Rays এবং Electro Therapy সম্বন্ধে Specialist.

বারেন্দ্রোণ (ঘ)
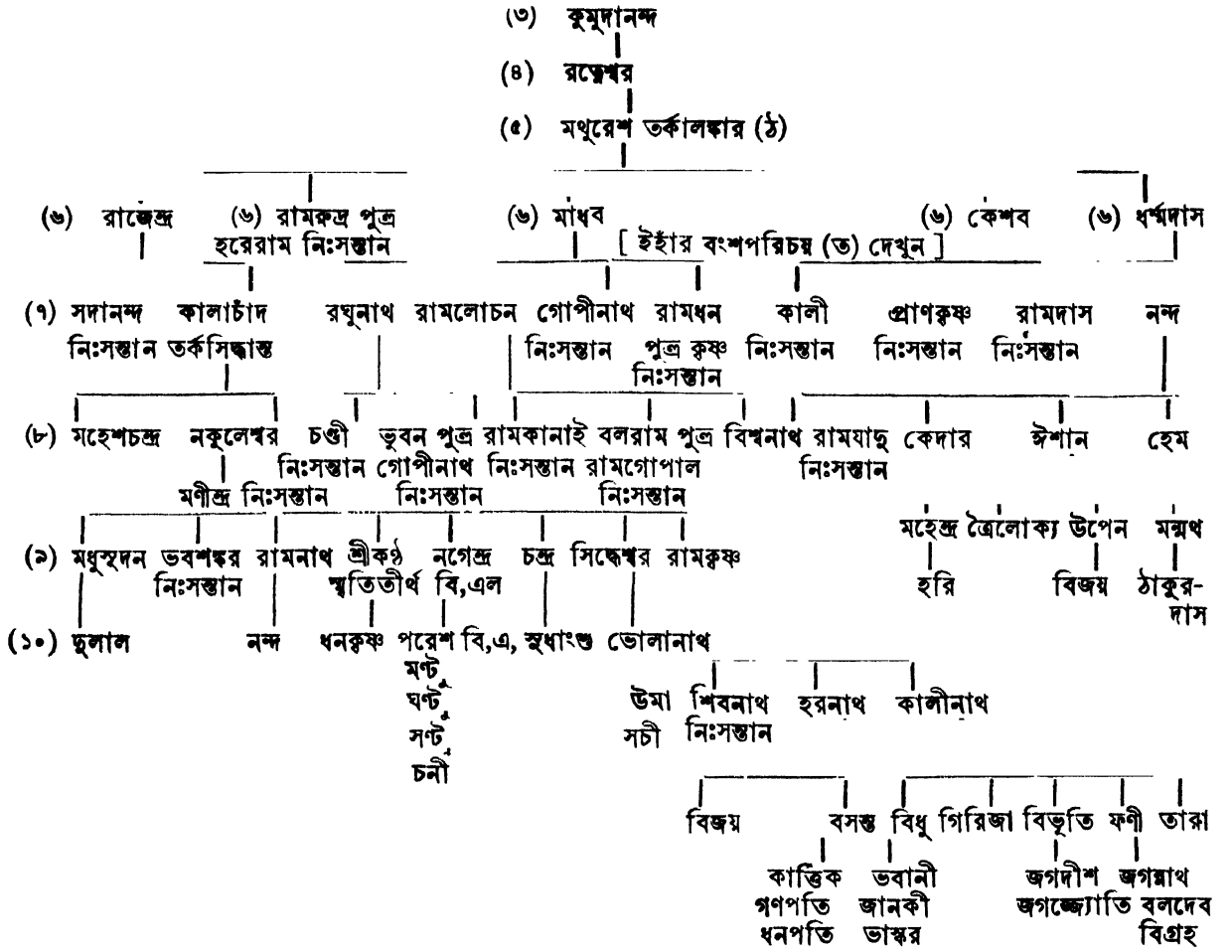
৺কুমুদানন্দ মিশ্রের বংশবর্ণনা

বিষ্ণুপুরের আশুতোষ চক্রবর্ত্তী (হাজরাবন্দ) ইঁহার দৌহিত্র

বারন্দ্রোণ (ঘ)

৴ কুমুদানন্দের বংশবর্ণনা।
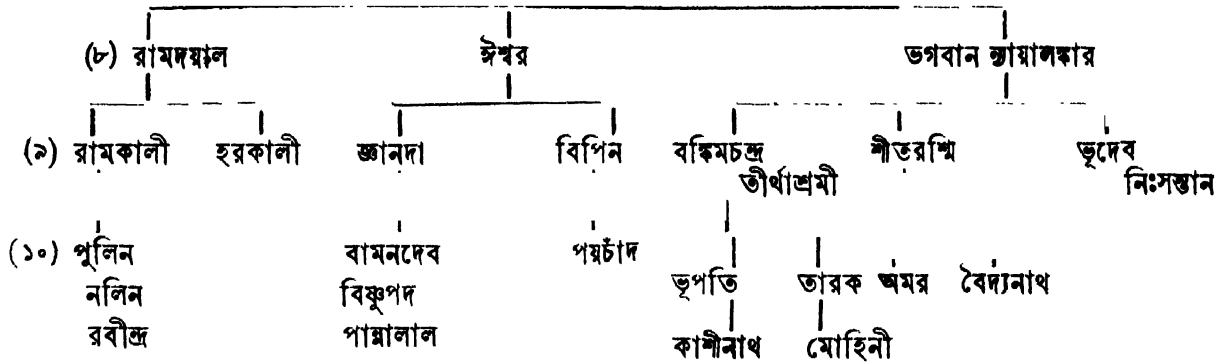
ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন

বারন্দ্রোণ (ঘ)

৺কুমুদানন্দের বংশবর্ণনা

বারদ্রোণ।
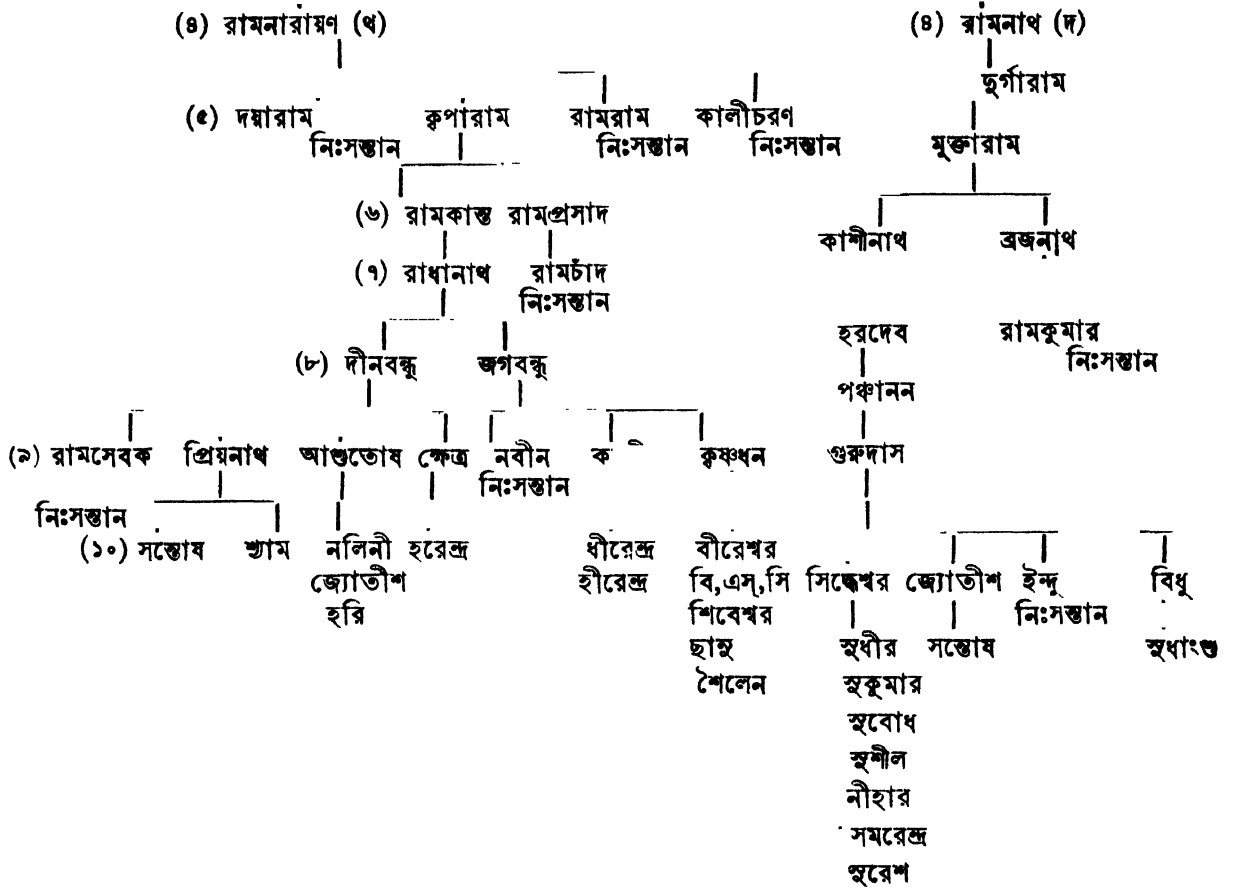
যজুর্ব্বেদী—(কুলীন)।

কুশিক গোত্র।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় ভিন্ন অন্য গোত্রীয় যে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কুশিক-গোত্রীয়গণ একটী সম্ভ্রান্ত বংশ। ইঁহাদের আদি নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত ধূলীপুর গ্রামে ছিল। কাশ্যপ-গোত্রীয়গণের সহিত ইঁহাদের কুটুম্বিতা উপলক্ষে ইঁহারা এদেশে আইসেন। ইঁহাদের আদি পুরুষের নাম শ্রীরাম মিশ্র। শ্রীরাম মিশ্রের পুত্র দয়ারাম। দয়ারামের পুত্র কালীশঙ্কর ও কৃষ্ণশঙ্কর।

কালীশঙ্করের বংশ-বর্ণনা।

কালীশঙ্করের পুত্র মনোহর (ইঁহার অপর নাম বাসুদেব) ও রামেশ্বর। মনোহরের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত (ইঁহার অপর নাম হরানন্দ) ও রামধন। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র চন্দ্রকুমার, হরমোহন ও ভুলুরাম।

চন্দ্রকুমারের পুত্র অক্ষয়কুমার ও রামলাল। অক্ষয়কুমারের পুত্র রাজেন্দ্র, অসিতভূষণ, হেরম্ব, কৃষ্ণকুমার, মহাদেব ও শ্রীপতি। রামলালের পুত্র বসন্তকুমার। বসন্তকুমারের পুত্র ভূষণ ও দুর্গাপ্রসাদ।

হরমোহনের পুত্র তারকনাথ, তারাপদ, ননীগোপাল ও ফণিভূষণ। তারকনাথ ও তারাপদ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন। ননীগোপালের পুত্র বিভূতি, বিমল, বিষ্ণু ও রামকানাই। ফণিভূষণের পুত্র দুর্গাচরণ, তুলসীচরণ ও সত্যচরণ।

রামেশ্বরের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র রামগোপাল ও ভোলানাথ।

রামগোপালের পুত্র নবকুমার, অঘোরনাথ, অক্ষয়কুমার ও শশিভূষণ। নবকুমার সেওরদহ গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহার পুত্র জানকী, প্রতুল ও জটাভূষণ। জানকীর পুত্র প্রভাস, সুরেশ, সুধীর ও একটী শিশু।

অঘোরনাথের পুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের পুত্র পশুপতি, শ্রীপতি ও গণপতি। লক্ষ্মণের পুত্র চিন্তামণি, কালীপ্রসন্ন, মনোমোহন ও তারাপ্রসন্ন।

অক্ষয়কুমারের পুত্র শরৎ, অনুকূল, কালীপদ, ভবতারণ ও নারায়ণ। অনুকূলের পুত্র কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সন্তোষ ও একটী শিশু।

কৃষ্ণশঙ্করের বংশ-বর্ণনা।

কৃষ্ণশঙ্করের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র গৌরচন্দ্র। গৌরচন্দ্রের পুত্র উমেশ, আনন্দচন্দ্র ও আর দুই জনের নাম অজ্ঞাত।

আনন্দচন্দ্রের পুত্র রামযাদু। রামযাদুর পুত্র অমূল্যধন, প্রফুল্ল ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত। ইঁহারা কুলীন।

বারদ্রোণ।

জাতুকরণ গোত্র—(উপাধি—নন্দী)।

এই গ্রামে জাতুকরণ-গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ রামানন্দ ভট্টাচার্য্য। রামানন্দের পুত্র নন্দকিশোর, নন্দকিশোরের পুত্র (১) লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়বাগীশ (২) রামকান্ত ভট্টাচার্য্য।

(১)। লক্ষ্মীকান্তের ছয় পুত্র—রামচন্দ্র, রামসাগর বিদ্যারত্ন, রামকুমার, রামনাথ, রামরূপ ও রামমোহন।

(২)। রামকান্তের পুত্র জগন্নাথ বিদ্যাবাগীশ, ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। রামকুমার, রামরূপ ও রামচন্দ্রের কোন পুত্র নাই। রামসাগরের পুত্র অযোধ্যারাম, রামরাম, রামহরি ও উমাচরণ। অযোধ্যারাম, রামরাম ও উমাচরণের কোন পুত্র নাই। রামহরির পুত্র চন্দ্রকুমার, অন্নদা ও সতীশ। চন্দ্রকুমারের পুত্র বঙ্কিম।

রামনাথের পুত্র অনন্তরাম ও শ্রীরাম। অনন্তরাম নিঃসন্তান। শ্রীরামের পুত্র মদন, অম্বিকাচরণ ও শ্যামসুন্দর। শ্রীরাম বহড়ু গ্রামে বাস করিতেছেন। মদনের দুই পুত্র—খগেন্দ্র ও মন্মথ।

রামমোহনের পুত্র ভগবান, ঈশ্বর ও রামসর্ব্বেশ্বর। ভগবানের পুত্র রামগতি। রামগতির পুত্র হরনাথ, প্রিয়নাথ, মহেন্দ্র, যতীন্দ্র ও দেবেন্দ্র। প্রিয়নাথের পুত্র অচিন্ত্যকুমার। যতীন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণ ও বলাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কেদার ও তারকনাথ। কেদারের পুত্র শীতলদাস। শীতলদাসের পুত্র রামকৃষ্ণ, অনিল, সুশীল, সুনীল ও প্রণীল।

তারকনাথের দুই পুত্র—নির্ম্মল ও সুকুমার।

রামসর্ব্বেশ্বরের পুত্র রামগোপাল, ভুবনমোহন ও কৃষ্ণকিশোর। রামগোপালের পুত্র গোপেশ্বর ও রাসেশ্বর। গোপেশ্বরের পুত্র বিশ্বনাথ। রাসেশ্বরের পুত্র প্রমথনাথ ও খোকা।

ভুবনমোহনের পুত্র দীনেশ্বর, জীবেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর ও রামেশ্বর। দীনেশ্বরের পুত্র সন্ন্যাসীচরণ।

ইঁহারাই কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটীর পুরোহিত। ইঁহারা মৌলিক। নিতাড়া, মজিলপুর, মোল্লারচক ও বিষ্ণুপুরের নন্দীরা ইঁহাদের জ্ঞাতি।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গীতগ্রাম হইতে ভুবনমোহন রায় এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধরের পুত্র গণেশ, গোপাল ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত।

গণেশের পুত্র সুধীর ও সুধন। ইঁহারা মৌলিক।

চাংড়ীপোতানিবাসী কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা ঘৃতকৌশিক। ইঁহার বংশপরিচয় চাংড়ীপোতার ঘৃত-কৌশিকদিগের পরিচয়ের মধ্যে আছে।

মজিলপুরনিবাসী বাৎস্য-গোত্রীয় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (শান্তি) তাঁহার ভ্রাতা সন্তোষকুমার (ছটু) এই গ্রামে বাস করেন। ইঁহাদের বংশপরিচয় মজিলপুর গ্রামের বাৎস্য-গোত্রীয়দিগের মধ্যে আছে।

হাজরাবন্দনিবাসী কপিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় বিষ্ণুপুরে তাঁহার জ্ঞাতিদের বংশপরিচয়ে উল্লেখ আছে। ইনি মৌলিক।

চাংড়ীপোতানিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র গোপাল এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের বংশপরিচয় চাংড়ীপোতা গ্রামে ইঁহাদের জ্ঞাতিদিগের কুলজীনামায় আছে।

দক্ষিণ বারাসত (ঙ)

৺গৌরীকান্ত মিশ্রের বংশবর্ণনা।

* ইনি বারুইপুরে বাস করেন।

দক্ষিণ বারাশত (ঙ)
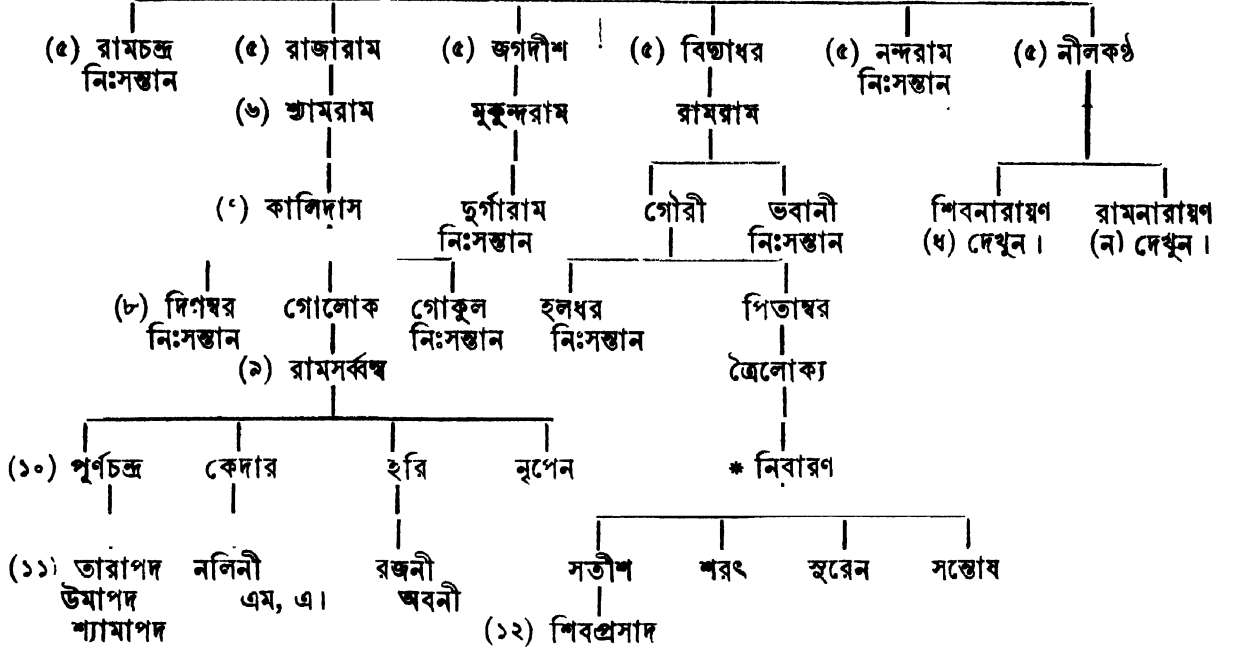
৺গৌরীকান্তের বংশবর্ণনা।

(৪) গৌরীকান্ত

(৫) নীলকণ্ঠ

(৬) শিবনারায়ণ (খ)

দক্ষিণ বারাশত (ঙ)

৺গৌরীকান্ত মিশ্রের বংশবর্ণনা।

(৭) রামনাথ
নিঃসন্তান

(৭) রামনিধি

(৮) জগন্নাথ

কাশীনাথ

(৯) হরপ্রসাদ হরিপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ প্রাণকৃষ্ণ রূপ-নারায়ণ নন্দ-কুমার গুরু-প্রসাদ মাধবরাম নিঃসন্তান গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন রাজচন্দ্র নিঃসন্তান

কৈলাস চন্দ্র নিঃসন্তান নিঃসন্তান

(১০) মধুসূদন গোবিন্দ মথুর দ্বারকা রাম-তারণ রাম-চন্দ্র রাম-রূপ

(১১) বৈকুণ্ঠ

বৈদ্যনাথ যদুনাথ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

প্রাণকালী ভবশঙ্কর বিশ্বেশ্বর

শরৎ

(১২) শশী দেবেন্দ্র দক্ষিণা-চরণ

অন্নদা জ্ঞানদা ভোঁদা সারদা নরেন্দ্র * অম্বিকা

(১৩) জয়দেব ধীরেন রবীন চিত্তরঞ্জন

শশিভূষণ বি, এ বিভূতি বি, এ

সুধাংশু হিমাংশু

২ পুত্র

মাণিক

রামতারণ শিবপ্রসাদ নিঃসন্তান কালীকুমার বিদ্যারত্ন

অভয় দেবী যজ্ঞেশ্বর

মহামহোপাধ্যায়
† পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী
এম, এ

রাজকিশোর ভূপেন্দ্র উপেন্দ্র

হরিদাস বিভূতি বি, এস, সি নন্দ-দুলাল

গৌরীশঙ্কর বি, এ পশুপতি উমাশঙ্কর

* ইনি বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর সভাপণ্ডিত।

† ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) ছিলেন

দক্ষিণ বারাশত (চ)

৺বাণীকান্ত মিশ্রের বংশ বর্ণনা

* ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত ভাল্লুকঘর গ্রামে গিয়া বাস করেন

দক্ষিণ বারাশত।

গৌতম গোত্র।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় ভিন্ন গৌতম-গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইঁহাদের আদি-নিবাস খেজুরে গ্রামে ছিল। ইঁহাদের আদি পুরুষ গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী। গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র কাশীরাম ও মণিরাম। কাশীরাম নিঃসন্তান। মণিরামের পুত্র—আত্মারাম ও বিষ্ণুরাম।

আত্মারামের পুত্র—রামবল্লভ। রামবল্লভের পুত্র—রামলোচন। রামলোচনের পুত্র—রামধন। রামধনের পুত্র—রামকমল। রামকমলের পুত্র—প্রসন্ন, ভূতনাথ, কেদার ও মহেন্দ্র। প্রসন্নের পুত্র—সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র—কালিদাস ও কালীসাধন। ভূতনাথ ও মহেন্দ্র নিঃসন্তান। কেদারের পুত্র সত্যচরণ। সত্যচরণের পুত্র—গৌর।

বিষ্ণুরামের পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র ও রামদেব।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র—জগন্নাথ, মধুসূদন ও লক্ষ্মীনারায়ণ। জগন্নাথের পুত্র—রামকানাই। মধুসূদনের পুত্র—ভৈরব। ভৈরবের পুত্র—ত্রৈলোক্য ও বৈকুণ্ঠ। ত্রৈলোক্যের পুত্র—রামযাদু ও নগেন্দ্র। রামযাদুর পুত্র—হেমচন্দ্র, হরেন্দ্র, ছুটবিহারী ও গোপাল। হেমচন্দ্রের পুত্র—হরেকৃষ্ণ ও শান্তি। হরেন্দ্রের পুত্র—সতীশ। বৈকুণ্ঠ নিঃসন্তান।

রামদেবের পুত্র—রামচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র নাই। কন্যা বিমলা ও কামিনী। এই কামিনী দেবীই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতা।

শিবচন্দ্রের পুত্র—গোবিন্দ ও বৈকুণ্ঠ। ইঁহারা কুলীন।

দক্ষিণ বারাশত।

গৌতম গোত্র।

এই গ্রামে আরও এক ঘর গৌতম আছেন। তাঁহারাও কুলীন। ইঁহাদের আদি পুরুষ—পদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী। ইনিও খেজুরে গ্রাম হইতে বারাশতে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত গৌতম-গোত্রীয়গণের জ্ঞাতি নহেন—বলেন। পদ্মলোচনের পুত্র—রামরাম চক্রবর্ত্তী। রামরামের পুত্র—শ্রীরাম। শ্রীরামের পুত্র—লক্ষ্মীনারায়ণ ও জগন্নাথ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র—কীর্ত্তিচরণ। কীর্ত্তিচরণের পুত্র—দীনতারণ ও নীলরতন। দীনতারণের পুত্র মন্মথ ও কালীপদ। মন্মথের পুত্র—বঙ্কিম, রাসবিহারী ও বিনোদ। বঙ্কিমের পুত্র—নৃপেন্দ্র। বিনোদের পুত্র—হাবু। নীলরতনের পুত্র—সতীশ, জ্যোতীশ, হরিপদ, প্রবোধ ও গোপাল। সতীশের পুত্র—গৌর।

জগন্নাথের পুত্র—ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্রসন্তান নাই।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস হাজরাবন্দ। তথা হইতে রামব্রহ্ম ও তারাচাঁদ দুই ভ্রাতায় এখানে আসিয়া বাস করেন। রামব্রহ্মের পুত্র—সারদা। সারদার পুত্র—মহেশ।

তারাচাঁদের পুত্র—গোপাল, সদানন্দ ও ক্ষেত্রনাথ। সদানন্দর পুত্র—উপেন। উপেনের একটী শিশু পুত্র আছে। ক্ষেত্রনাথের পুত্র—চন্দ্র, যতীন, দেবেন, হরেন্দ্র, নগেন ও সতীশ। চন্দ্রের পুত্র—মণি। যতীন্দ্রের পুত্র—তুলসী সুশীল, কানাই, বলাই ও সুবোল। দেবেনের পুত্র—তারক ও বিভূতি। হরেনের পুত্র—অজিত ও অনিল। নগেনের পুত্র—অমর ও একটী শিশু।

এই গ্রামে ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একঘর কুলীন ঘৃতকৌশিক রাজপুর হইতে আসিয়া বাস করিতেছেন। ভগবানের পুত্র—রাম ও জয়। রামের পুত্র—বিজয়, কালী, হরি, অমূল্য ও নির্ম্মল।

ঘাটেশ্বরা।

এই গ্রামে দুই ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। একঘর তেলে-পদ্মপুকুর হইতে আসিয়া দক্ষিণ বারাশতে বাস করেন। তাঁহার আদি পুরুষ ৺রামকানু চক্রবর্ত্তী। রামকানুর পুত্র—জয়দেব। জয়দেবের পুত্র—লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ একজন পাঠক ছিলেন। এজন্য তাঁহার সময় হইতে এই বংশের পাঠক উপাধি হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ পাঠকের পুত্র কাশীনাথ। এই কাশীনাথই তেলে-পদ্মপুকুর হইতে দক্ষিণ বারাসতে আসিয়া বাস করেন। কাশীনাথের পুত্র গোবিন্দ, নন্দকুমার ও গঙ্গারাম। গোবিন্দ ও গঙ্গারাম নিঃসন্তান। নন্দকুমারের পুত্র—ভূষণ ও কুশচন্দ্র। ভূষণ হিমচী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র—হরিপদ, প্রভাস, হীরালাল। কুশচন্দ্র ঘাটেশ্বরায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র শীতল, নির্ম্মল, জ্যোতীশ, মহাদেব ও ধীরেন্দ্র। সাতঘরা গ্রামের পাঠকেরা ইহাঁদের জ্ঞাতি। ইহাঁদের গোত্র ঘৃতকৌশিক। ইহারা মৌলিক।

আর এক ঘর ব্রাহ্মণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। ইহার আদি পুরুষ রমাকান্ত সিদ্ধ-ভট্টাচার্য্য। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। রমাকান্ত সিদ্ধের পুত্র কালীশঙ্কর। কালীশঙ্করের পুত্র ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পুত্র পূর্ণানন্দ ন্যায়বাগীশ। পূর্ণানন্দের পুত্র শ্যামাচরণ কবিরত্ন। শ্যামাচরণের তিন পুত্র—ত্রিগুণাচরণ, উপেন্দ্রনাথ ও হরিচরণ। ত্রিগুণার পুত্র কালী, গোপাল ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত। ইহাঁরা হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে বাস করেন। উপেন্দ্রনাথের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, রামকালী, ইন্দু, গোষ্ঠ, তারাপদ ও কালীসাধন। হরিচরণের পুত্র বিজয়, রতন, হেমন্ত ও বলাই।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ হইতে অনেক দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ ২৪ পরগণা জেলায় বাস করিতেছেন। রঙ্গিলাবাদ ও শিওড়দহ গ্রামের চক্রবর্ত্তীরা ক্ষেপুৎ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। ইহারা মৌলিক। গোত্র কাশ্যপ।

বংশীধরপুর।

(তেলীপাড়া)।

বারদ্রোণের নিকটবর্ত্তী হাজারাবন্দ গ্রাম হইতে শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের গোত্র বাৎস্য, ইহারা মৌলিক। শিবচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র ও কৈলাস। রামচন্দ্রের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, ঈশ্বর ও ঈশান। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কচি, উপেন ও শরৎ। ঈশ্বরের পুত্র ভূতনাথ ও সুবোধ। ইহারা বারুইপুরে থাকেন। ঈশানের পুত্র চারু। ইহারা কাশীধামে বাস করেন।

কৈলাসের পুত্র—রাধারমণ।

মজিলপুর গ্রাম হইতে ধরপাড়ার যদুনাথ ধর এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা ঘৃতকৌশিক ও কুলীন। যদুনাথের পুত্র কালীপদ, ননী, সুবোধ ও সুরেন্দ্র। কালীপদের পুত্র ঠাকুরদাস। ননীর পুত্র—কানাই।

জয়নগর।

জয়নগর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার শ্রীশ্রীজয়চণ্ডী দেবীর নামানুযায়ী এই গ্রামের নাম জয়নগর হইয়াছে। এই গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ আছেন। এই বিগ্রহ অগ্রে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজা প্রতাপাদিত্য খাড়ী হইতে এই মূর্ত্তি দুইটী জয়নগরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের দোলযাত্রার সময় বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে।

চাংড়িপোতা গ্রাম হইতে এক ঘর কুলীন ঘৃতকৌশিক জয়নগরে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথমে জয়নগরে আসিয়া বাস করেন; তাঁহার নাম ভিখারীমোহন চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পৌত্র রামকান্ত চক্রবর্ত্তী। রামকান্ত চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র;—রামচাঁদ, রামসুন্দর ও শিশুরাম। রামচাঁদ ও শিশুরাম মৌলিকান্ত হয়েন। রামসুন্দর কুলীনই থাকেন।

রামচাঁদের পুত্র বনমালী, ইন্দ্রনারায়ণ ও ঈশ্বর। বনমালীর পুত্র ভোলানাথ। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রসন্তান নাই। ঈশ্বরের পুত্র কেদারনাথ, তারক ও প্রমথ। কেদারনাথের পুত্র মোহিত, ললিত, রামপদ ও রামকানু। ললিতের পুত্র সরোজ, ইন্দু ও অর্দ্ধেন্দু। ইঁহারা বিষ্ণুপুরে বাস করেন।

রামসুন্দরের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দ নিঃসন্তান। গঙ্গাগোবিন্দর পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র অমূল্য, হরিপদ ও কাশীপতি। অমূল্যের পুত্র কেশব ও মাণিক।

শিশুরামের পুত্র জয়নারায়ণ, গোবিন্দ ও মাধব। জয়নারায়ণের পুত্র গোপাল, যদু ও মকো। গোপালের পুত্র হেম ও শরৎ। শরতের পুত্র নিরাপদ, শ্যামাপদ ও দুর্গাপদ।

বনমালীপুর।

ঘৃতকৌশিক গোত্র।

এই গ্রামে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য রাজপুরে বাস করিতেন। তিনি অশূদ্রযাজী ছিলেন। বারুইপুরের চৌধুরী জমীদারগণ জাতিতে কায়স্থ। তাঁহারা যাজন-ক্রিয়ার জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিলে, ইনি তাহাতে অসম্মত হইয়া অত্যাচারের ভয়ে রাজপুর হইতে প্রথমে মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি একজন শ্রুতিধর ছিলেন। কথিত আছে, সে জন্য তাঁহার বংশধরগণ শ্রুতিধর হইতে ধর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (কিন্তু দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর উপাধিও আছে দেখা যায়)। ইনি প্রায়ই মজিলপুর হইতে বনমালীপুরের মধ্য দিয়া বিষ্ণুপুর গ্রামে যাইতেন। তৎকালে বনমালীপুর গ্রামে মজুমদার বংশীয়-গণের প্রবল প্রতাপ ছিল। তাঁহারা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। একদা তিনি বনমালীপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বিষ্ণুপুরে গমনকালীন মজুমদার বাবুরা ইঁহাকে তাঁহাদের পুরোহিত না আসায়, তাঁহাদের বাটীতে একটী শ্রাদ্ধ করাইতে বলেন। তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেও তাঁহারা উহাঁকে কৌশল করিয়া তাঁহাদের বাটীতে লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধ করাইয়া লন। সেই সময় হইতে ইনি শূদ্রযাজী হন। পরে মজুমদারদিগের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। উক্ত প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্যের তিনটী পুত্র (১) অযোধ্যারাম (২) সদাশিব ও (৩) কাশীনাথ।

(১) অযোধ্যারামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গুরুপ্রসাদ ও ভৈরব। গুরুপ্রসাদের পুত্র মথুর। মথুরের পুত্র দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্র—পার্ব্বতী, শিবু, আশুতোষ, হেমচন্দ্র ও গোপাল। পার্ব্বতীর পুত্র ভূপেন। ভূপেনের পুত্র ভদ্রেশ্বর। শিবু নিঃসন্তান ছিলেন। আশুতোষের পুত্র বিহারী। বিহারীর পুত্র

সন্তোষ ও শরৎ। হেমচন্দ্রের পুত্র সৌরীন্দ্র ও ললিত। সৌরীন্দ্রর পুত্র প্রমোদ, নীরোদ, বিষ্ণু ও অজীৎ। ললিত একজন বি, এস, সি। ললিতের পুত্র অনিল। গোপালের পুত্র হরিসাধন ও উপেন্দ্র। উপেন্দ্র একজন বি, এ। উপেন্দ্রের পুত্র মাণিক। হরিসাধন মারা গিয়াছে। হেমচন্দ্র বি, এ। গোপাল একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

ভৈরবের পুত্র ঈশান, প্রেমচাঁদ ও ত্রৈলোক্য। ঈশানের পুত্র রাজকুমার, চন্দ্রকুমার ও নারায়ণ। রাজকুমার নিঃসন্তান। চন্দ্রকুমারের পুত্র হরিপদ, হরিসাধন ও তারানাথ। নারায়ণের পুত্র বিভূতি। বিভূতির পুত্র রতন। প্রেমচাঁদের পুত্র অভয় ও ভুলো। ত্রৈলোক্য নিঃসন্তান।

(২) সদাশিবের দুই পুত্র তারিণী ও রামশঙ্কর। তারিণীর পুত্র কালীপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ। কালীপ্রসাদের পুত্র দুর্গারাম; দুর্গারামের পুত্র দীননাথ। দীননাথের পুত্র রামদাস, মহেন্দ্র ও কেদার। মহেন্দ্রর পুত্র কালীপদ। কেদারের পুত্র হরিগোপাল, নন্দগোপাল, যুগলকিশোর ও রবিগোপাল। বিশ্বনাথের পুত্র রামগোবিন্দ। রামশঙ্করের পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গারামের পুত্র কালাচাঁদ ও ঈশ্বর। কালাচাঁদের পুত্র রামসর্ব্বস্ব ও শ্যামাচরণ। রামসর্ব্বস্ব নিঃসন্তান। শ্যামাচরণের পুত্র কেশব। কেশবের পুত্র বিজয়, বসন্ত, সুশান্ত, অচিন্ত্য ও অনিন্দ্য। ঈশ্বরের পুত্র বৈকুণ্ঠ ও মন্মথ। বৈকুণ্ঠের পুত্র যোগেন্দ্র, যতীন্দ্র, দেবেন্দ্র ও চারুচন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র তারাহরি ও সত্য। যতীন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণধন।

মন্মথের পুত্র বিপিন, বঙ্কিম, সতীশ ও ক্ষিতীশ। বিপিনের পুত্র অমূল্য ও বিশ্বনাথ। সতীশের পুত্র অকিঞ্চন। ইঁহারা কুলীন।

(৩) কাশীনাথের পুত্র ব্রজধর নিঃসন্তান।

সন ১২৪০ সালের জলপ্লাবনের সময় রামহরি চক্রবর্ত্তী হাজারাবন্দ গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের গোত্র বাৎস্য;—ইঁহারা মৌলিক। রামহরির পুত্র রামতারণ। রামতারণের পুত্র কৃষ্ণধন ও কালীধন। কৃষ্ণধনের পুত্র রজনী। রজনীর পুত্র কিশোরী ও শ্যামাপদ। ইনি বনমালীপুর গ্রামে শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহের সেবায়েত আছেন। কালীধনের পুত্র গোপাল, মন্মথ ও পচা। গোপাল নিঃসন্তান। মন্মথের পুত্র ভোলানাথ ও ভুতনাথ। পচা অবিবাহিত অবস্থায় মারা গিয়াছে।

মজিলপুর।

সামবেদী—কুলীন।

বাৎস্য গোত্র।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর উৎকলের বিদ্রোহদমন জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলে, সেই সকল সৈন্যের ও বর্গীর উপদ্রবে এবং বিরূপাক্ষ নামক একজন বীরাচারী সাধক যোগবলে সমস্ত জল মদিরাময় করিয়া দিলে, যাজপুর হইতে যে সকল দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে হোমড়া গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তথায় ঐ সকল ব্রাহ্মণ কিছুকাল সুখে বাস করিবার পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর তাঁহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাস্ত হইলে মানসিংহ তাঁহাকে ধৃত ও লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লী নগরীতে লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে বারাণসীতে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। সম্রাটের সৈন্যগণ সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বাটী লুণ্ঠন ও তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে থাকিলে, তন্মধ্যে চন্দ্রকেতু দত্ত নামক জনৈক কর্ম্মচারী ভয়ে তথা হইতে পলাইয়া আসেন। এই চন্দ্রকেতু দত্তই মজিলপুরের দত্তবংশের আদিপুরুষ। মজিল-

পুরের পোঁড়াবংশীয়দিগের আদিপুরুষ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি ও উক্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা তাঁহার সহিত পলাইয়া আসেন এবং মজা গঙ্গার জঙ্গলমধ্যে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। মজা গঙ্গার গর্ভে বাস হেতু ঐ স্থানের নাম মজাপুর হয় এবং উক্ত নাম হইতে ক্রমে মজিলপুর নাম হইয়াছে।

* বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা একজন সাগ্নিক, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি সামবেদ উচ্চকণ্ঠে গান করিতে পারিতেন, এজন্য তাঁহার উপাধি উদ্গাতা হয়। (উদ্‌, শব্দে উচ্চ ও গাতা শব্দে গায়ক)। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে মজিলপুরে নানা পদবীতে খ্যাত হইয়া বাস করিতেছেন। এই গ্রামের ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মচারী, পাণ্ডব, সিদ্ধান্ত, বাচস্পতি প্রভৃতি বংশীয়গণ উক্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশধর। এই বংশ দাক্ষিণাত্য-বৈদিক সমাজের মধ্যে বিশেষ মাননীয় এবং এই বংশে অনেক সুপণ্ডিতও জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা একখানি প্রস্তরময়ী ৺কালীমূর্ত্তি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; সেখানি অদ্যাবধি সিদ্ধান্ত মহাশয়দিগের বাটীতে আছে এবং তাঁহার নিত্যসেবা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার চারি পুত্র। প্রথম শিবরাম, দ্বিতীয় রত্নেশ্বর, তৃতীয় নৈহাটীতে গিয়া বাস করেন, তাঁহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে নৈহাটীনিবাসী নিমাইচরণ ভট্টাচার্য্য তাহারই বংশধর। তাঁহার বংশপরিচয় নৈহাটী গ্রামের ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে দেওয়া হইল। চতুর্থ রাজেন্দ্র।

প্রথম পুত্র শিবরামের বংশবর্ণনা।

চক্রবর্ত্তী পাড়া।

শিবরামের দুই পুত্র রাধাবল্লভ ও রামচন্দ্র। রাধাবল্লভের পুত্র রঘুনন্দন ও মণিরাম। রঘুনন্দনের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্তর পুত্র জগন্নাথ, জগন্নাথের পুত্র কালীভৈরব ও আনন্দ। কালীভৈরবের পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি। মধুসূদনের পুত্র নন্দ, নৃত্য ও ব্রজ। নন্দের পুত্র হরিপদ, রামময়, রামচরণ ও ভূতনাথ।

আনন্দচন্দ্রের পুত্র রামসেবক বাচস্পতি। রামসেবকের পুত্র অপূর্ব্বকৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ, যাদবকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ। অপূর্ব্বকৃষ্ণের পুত্র বিনয়, বিক্রম ও বীরমূর্ত্তি এম, বি, ডাক্তার। নবীনকৃষ্ণের পুত্র অতুল ও বীরেন্দ্র। যাদবকৃষ্ণের পুত্র বিরাজ ও ধীরেন্দ্র। মাধবকৃষ্ণের পুত্র রাজেন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণের পুত্র জয়কৃষ্ণ ও নীলকৃষ্ণ। বিনয়ের পুত্র বিমল, বিভূতি, ধুনো ও বিন্দু। বিক্রমের পুত্র বিশ্বনাথ ও দেবপ্রসাদ। অতুলের পুত্র শিবনাথ ও শম্ভুনাথ। বীরেন্দ্রর পুত্র কানাই, বলাই, রামু, ভুবন, মহেশ ও একটী শিশু। বীরেন্দ্রের একটী শিশু। অপূর্ব্বকৃষ্ণ একজন সব-ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। নবীনকৃষ্ণ পবলিক ওয়ার্কস্‌ বিভাগের Accountant ছিলেন। বিরাজের পুত্র দিবাকর ও প্রভাকর। বিনয়কৃষ্ণ জয়নগর ও মজিলপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌-চেয়ারম্যান্‌।

মণিরামের পুত্র আন্দিরাম, আন্দিরামের পুত্র রামনিধি, রামনিধির পুত্র বাসুদেব, বাসুদেবের পুত্র রাজকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণের পুত্র ঈশ্বর, কেদার ও মাধব। ঈশ্বরের পুত্র অবিনাশ ও ননীগোপাল,—ইহারা ৺কাশীধামে বাস করেন। অবিনাশের পুত্র ফকিরচাঁদ ও মাণিকচাঁদ। ননীগোপাল একটী শিশু কন্যা রাখিয়া সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।

রামচন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্রের পুত্র রামদেব, রামদেবের পুত্র মুকুন্দরাম ও রামসন্তোষ। মুকুন্দরামের পুত্র রামচরণ, রামচরণের পুত্র রামসুন্দর, রামসুন্দরের পুত্র গোপীনাথ ও গোবিন্দ। গোপীনাথের পুত্র নিমাইচরণ, নিমায়ের পুত্র দামোদর। গোবিন্দের পুত্র ঘনশ্যাম ও প্রসন্ন। প্রসন্নের পুত্র চন্দ্র, হরি ও নিশি; ইহারা বারুইপুরে বাস করিতেছেন।

রামসন্তোষের পুত্র মুক্তারাম ও শ্রীনাথ। মুক্তারাম নিঃসন্তান, শ্রীনাথের পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র ভুবন ও রামগোপাল। ভুবনের পুত্র নারায়ণ ও হরিদাস। নারায়ণের পুত্র ভবভূষণ, হরিদাসের পুত্র অমর। রামগোপালের পুত্র দ্বারিক, শ্যামাচরণ ও বামাচরণ। দ্বারিকের পুত্র চারু, সত্য, ইন্দু ও নির্ম্মল। চারুর পুত্র কালিদাস। শ্যামাচরণের পুত্র রজনী, নিশি, সন্তোষ ও সুকুমার। বামাচরণের পুত্র কৃষ্ণধন ও গোবিন্দ।

দ্বিতীয় পুত্রের বংশবর্ণনা।

সিদ্ধান্তপাড়া।

(২) রত্নেশ্বরের পুত্র রুক্মিণীকান্ত। রুক্মিণীকান্তের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র রামচরণ। রামচরণের পুত্র কালিদাস ও গঙ্গানারায়ণ। কালিদাসের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র রামসাগর ও কৈলাস। রামসাগরের পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র গুরুদাস, হরি ও কালী বি, এল, উকিল। গুরুদাসের পুত্র সত্য। কালীর পুত্র ভূপেনকৃষ্ণ। হরির পুত্র ভদ্রেশ্বর। কৈলাসের পুত্র যোগেন্দ্র ও কেদার। যোগেন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র, শরৎ, হরপ্রসাদ ও হরিপদ। দেবেন্দ্রের পুত্র হরিধন, তুলসী ও পঞ্চানন। হরিধনের পুত্র গোপাল। শরতের পুত্র দিবাকর। হরিপদের পুত্র বিভু, গৌর ও নিতাই। কেদারের পুত্র কৃষ্ণকান্ত ও প্রিয়নাথ। কৃষ্ণকান্তের পুত্র হরিদাস। প্রিয়নাথের পুত্র অতুল ও হরেকৃষ্ণ। অতুলের পুত্র নীলমণি।

গঙ্গানারায়ণের পুত্র রঘুনন্দন, রামরত্ন ও বনমালী। রঘুনন্দনের পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের পুত্র গোবর্দ্ধন, মাধব ও কমল। গোবর্দ্ধনের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের পুত্র নীলমণি। মাধবের পুত্র রামলাল, মতিলাল ও হীরালাল। রামলালের পুত্র রমেন্দ্র, কানাই ও বলাই। মতিলালের পুত্র মণীন্দ্র, নরেন্দ্র ও মহীতোষ। রামরত্নের পুত্র সৃষ্টিধর ও কালাচাঁদ। সৃষ্টিধরের পুত্র উমেশ, গিরীশ, সারদা, অন্নদা ও রজনী। উমেশের পুত্র পাঁচুগোপাল। গিরীশের পুত্র যতীন্দ্র এম, এ, বি, এল, উকিল এবং C. M. S. কলেজের প্রফেসার, হরিপদ ও কিশোরীমোহন। যতীন্দ্রের পুত্র কানাই, রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র। হরিপদর পুত্র বঙ্কিম, গোবিন্দ, অরবিন্দ ও বনমালী। কিশোরীর পুত্র গোপাল ও ভূপাল। ইঁহারা কলিকাতায় বাস করেন।

সারদার পুত্র সতীশ, বিজয়, হৃদয় ও কৃষ্ণ। সতীশের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। বিজয়েব পুত্র ভরত। কৃষ্ণের পুত্রের নাম অজ্ঞাত।

অন্নদার পুত্র হরিদাস। হরিদাসের পুত্র দুলাল। ইঁহারা কলিকাতায় বাস করেন।

রজনীর পুত্র রমেশ, সুরেশ, পান্নালাল ও গোপীনাথ। ইঁহারা কলিকাতায় বাস করেন।

কালাচাঁদের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র অম্বিকাচরণ। অম্বিকাচরণের পুত্র পালান, পুঁটীরাম ও বিশ্বনাথ। বনমালীর পুত্র শিবকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণের পুত্র ভূষণ, ফণী, বিভূতি ও বিষ্ণু। শিবকৃষ্ণ সরস্বতী সংস্কৃত-সাহিত্যে ও অলঙ্কারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি অজবিলাপ-কাব্য নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

(৩) তৃতীয় পুত্রের বংশ নৈহাটীতে বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় নৈহাটী গ্রামের বংশপরিচয়ে আছে।

(৪) চতুর্থ পুত্রের বংশবর্ণনা।

ব্রহ্মচারী পাড়া।

রাজেন্দ্রের পুত্র রাঘবেন্দ্র ও রামেশ্বর। রাঘবেন্দ্রের বংশ নবদ্বীপ পাটুলীতে বাস করেন।

রামেশ্বরের পুত্র রঘুদেব, রামনারায়ণ, রূপরাম ও রামকৃষ্ণ-ন্যায়বাগীশ। রঘুদেবের পুত্র হরিদেব, হরিদেবের পুত্র কালীশঙ্কর। কালীশঙ্করের পুত্র কৃপারাম ও কমলাকান্ত। কৃপারামের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র পার্ব্বতী ও রামসাগর। রামসাগর নিঃসন্তান। পার্ব্বতীর পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র যাদুগোপাল ও শ্যামাচরণ। যাদু-গোপালের পুত্র নগেন্দ্র। নগেন্দ্রের পুত্র বলাই। শ্যামাচরণের পুত্র জ্ঞানদা, ভূপেন, কালী ও শিবচরণ। ভূপেনের পুত্র প্রতাপ।

কমলাকান্তের পুত্র কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র তারাপদ ও কালিদাস। তারাপদর পুত্র কালীপ্রাণ। কালীপ্রাণের পুত্র দ্বিজ, অপূর্ব্ব, শরৎ, কন্দর্প ও পুঁটীরাম। দ্বিজের পুত্র ধীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্রের পুত্র পল্টু। অপূর্ব্বের পুত্র

পূর্ণ। শরতের পুত্র সাধ্যচরণ। কন্দর্পের পুত্র প্রকাশ ও পটাই। পুঁটীরামের পুত্র গোপাল ও শিব। কালিদাসের পুত্র ব্রহ্মা।

এই বংশের কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি যে আসনে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পঞ্চমুণ্ডী-আসন এবং যে শ্রীশ্রী৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ইঁহাদের বাটীতে বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে যে, তিনি প্রত্যহ যোগবলে ৺কাশীধামে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। একদা বর্দ্ধমানাধিপতির কঠিন পীড়া হওয়ায়, ইনি যোগবলে তাঁহাকে সেই কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য করেন, তাহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি ও অর্থ দিতে চাহেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় অর্থ ও সম্পত্তি কিছুই লইতে সম্মত হইলেন না। রাজা তাঁহাকে অবশেষে বর্দ্ধমানে বাস করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাহাতেও সম্মত হন নাই। রাজা বিশেষ অনুরোধ করায়, ব্রহ্মচারী মহাশয় বলেন যে,—"আমার মায়ের আদেশ নাই"। তাহাতে রাজা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মাতার মত করাইবার জন্য মজিলপুর গ্রামে স্বয়ং আসেন এবং বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গর্ভধারিণী মাতার মতামত নহে ;—তাঁহার প্রতিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীকালীমাতার আদেশ নাই। তখন রাজা সমস্ত বুঝিতে পারিয়া মায়ের সেবার জন্য খনিয়া সাহাজাদাপুর মৌজা হইতে ৬০১/০ বিঘা দেবোত্তর এবং ৪০১/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিয়া যান। এখনও ঐ ভূ-সম্পত্তি হইতে উক্ত দেবীর সেবা হইয়া থাকে।

ভট্টাচার্য্য পাড়া।

রামনারায়ণের পুত্র রামরাম, আন্দিরাম, নিধিরাম ও সীতারাম। রামরামের পুত্র আত্মারাম। আত্মারামের পুত্র কৃষ্ণকান্ত ও চন্দ্রশেখর। কৃষ্ণকান্তের পুত্র অভয় ও শ্রীহরি। অভয়ের পুত্র কালীকমল, কালীকমলের পুত্র বিক্রম, ত্রিতাপহারী, ভব, পরেশ, পরশুরাম ও হরিনারায়ণ। শ্রীহরির পুত্র হারাণ। হারাণের পুত্র বিহারী ও রসিক। বিহারীর পুত্র হরিপদ, পূর্ণ ও বিজয়। ইঁহারা ভবানীপুরে থাকেন। হরিপদর পুত্র হরিধন, কালী, চণ্ডী ও চিটে। রসিকের পুত্র দেবেন, বটুক ও বিনয়। ইঁহারা কোদালিয়া গ্রামে বাস করেন।

চন্দ্রশেখরের পুত্র জনার্দ্দন। জনার্দ্দনের পুত্র লোকনাথ। লোকনাথের পুত্র কালীপদ, শশী, শঙ্কর ও রামেশ্বর। কালীপদের পুত্র ধীরেন্। ধীরেনের পুত্র কৃষ্ণ। শশিভূষণের পুত্র গোপীনাথ, প্রবোধ, হরিদাস, গণপতি ও প্রহ্লাদ। গোপীনাথের পুত্র পিটু। প্রবোধের পুত্র সুদিন। শঙ্করের পুত্র সতীশ, পশুপতি, কেশব ও ধনঞ্জয়। সতীশের পুত্র বাসুদেব। রামেশ্বরের পুত্র মতিলাল ও খোকা।

আন্দিরামের পুত্র রামসুন্দর, রামসুন্দরের পুত্র নবকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীভৈরব, কালীভৈরবের পুত্র কাশীকান্ত, কাশীকান্তের পুত্র ক্ষেত্রনাথ, ক্ষেত্রনাথের পুত্র শশধর ও কালাচাঁদ। শশধরের পুত্র অনিল।

নিধিরামের পুত্র রমানাথ, দুর্গারাম ও বৈদ্যনাথ। রমানাথের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র কালীকিঙ্কর ও ভবানী। কালীকিঙ্করের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মথুর ও শ্রীনাথ। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মথুরের পুত্রসন্তান নাই। হেমচন্দ্র আদি-ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত গ্রন্থের একজন অনুবাদক ছিলেন। পরে, সংস্কৃত সটিক বাল্মীকি রামায়ণ সম্পাদন এবং ইহার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীনাথের পুত্র তারাকুমার, বিনয়, যতীন, নগেন ও দুর্গা। তারাকুমারের পুত্র বিশু ও জ্ঞান। বিশু এম্, এ, বি, এল্। বিনয়ের পুত্র প্রকাশ। যতীনের পুত্র ককাই ও মন্মথ। নগেনের পুত্র সত্য, বুড় ও কালী—ইঁহারা ৺কাশীধামে বাস করেন।

ভবানীর পুত্র মধুসূদন, মধুসূদনের পুত্র মহেন্দ্র, মহেন্দ্রর পুত্র শরৎ, চারু ও সতীশ। শরতের পুত্র সুশীল। চারুর পুত্র অনুকূল, রাজেন্দ্র, নন্দ, ভূষণ ও কালী। অনুকূলের পুত্র অনিল। রাজেন্দ্রের পুত্র বরেন্দ্র।

পাণ্ডব পাড়া।

দুর্গারামের পুত্র রামকান্ত ও দর্পনারায়ণ। রামকান্তের পুত্র জগন্মোহন। জগন্মোহনের পুত্র বিশ্বম্ভর ও মহেন্দ্র। বিশ্বম্ভরের পুত্র দেবেন্দ্র ও অমরেন্দ্র—(ইনি একজন এম, বি, ডাক্তার)। দেবেন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্র, শচীন্দ্র ও ভূপেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র পালান। পালানের পুত্র ঋষি, গোবিন্দ, গৌর, নিতাই, পশুপতি ও কৃষ্ণ।

দর্পনারায়ণের পুত্র শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র তারাপ্রসাদ। তারাপ্রসাদের পুত্র কেদার, হরনাথ ও অম্বিকা। কেদারের পুত্র চন্দ্র ও কালী। চন্দ্রের পুত্র নান্থ। হরনাথের পুত্র বিজয় ও বাণীকণ্ঠ। অম্বিকার পুত্র নগেন ও উদয়।

ভট্টাচার্য্য পাড়া।

বৈদ্যনাথের পুত্র তারাশঙ্কর, হয়গ্রীব ও কৃষ্ণেশ্বর। তারাশঙ্করের পুত্র হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণের পুত্র দীননাথ ও ভদ্রেশ্বর। দীননাথের পুত্র তিনকড়ি ও বিরাজ। তিনকড়ির পুত্র হরি ও কাল। ভদ্রেশ্বরের পুত্র নন্দ ও মহেন্দ্র। নন্দের পুত্র অতুল, সত্যহরি, ভূতনাথ, পশুপতি, কালী ও খোকা। অতুল বি, এ। মহেন্দ্রের পুত্র চণ্ডী। হয়গ্রীবের পুত্র হরকালী। হরকালীর পুত্র জগবন্ধু। কৃষ্ণেশ্বরের পুত্র যাদবানন্দ বিদ্যারত্ন। যাদবানন্দের পুত্র উপেন্দ্র ও অমরেন্দ্র কাব্যতীর্থ। উপেন্দ্রের পুত্র নগেন, জ্ঞান ও রমাপতি কাব্যতীর্থ। নগেনের পুত্র হাবু, কুন্তে, কানু ও শঙ্ক। জ্ঞানের পুত্র রজনী। রমাপতির পুত্র দামু। অমরেন্দ্র কাব্যতীর্থের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, শান্তি, গোবর্দ্ধন, হরিচরণ ও ভানু।

সীতারামের পুত্র গৌরীচরণ, রাধানাথ, রামগোপাল ও রামপ্রসাদ। গৌরীচরণের পুত্র শিবনারায়ণ, শিবনারায়ণের পুত্র হরমোহন ও কালীমোহন। হরমোহনের পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের পুত্র কাশীশ্বর ও জীবনকৃষ্ণ। কাশীশ্বরের পুত্র রাখাল ও গোপাল। রাখালের পুত্র হরিধন—(বি, এস্, সি,) রাম ও শ্যাম। হরিধনের পুত্র রঘু ও ফণী। ইহারা কলিকাতায় বাস করেন। জীবনকৃষ্ণের পুত্র বলাই ও কালাচাঁদ। বলাইয়ের পুত্র কালীধন ও হারাধন, কালাচাঁদের পুত্র শিবধন।

কালীমোহনের পুত্র ঈশ্বর, ক্ষেত্র ও বামনদেব। ঈশ্বরের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নের পুত্র কেদার, তারক ও উপেন্দ্র। কেদারের পুত্র সূর্য্য, কৃষ্ণ, ইন্দ্র ও ঋষি। তারকের পুত্র চন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র শান্তি, মন্মথ, বুদ্ধ, ছট্টু ও সুরেন্। শান্তির পুত্র বিজয় ও বিনয়। বুদ্ধের পুত্র মাণিক।

ক্ষেত্রের পুত্র শরৎ, চারু ও পূর্ণ। শরৎ এম, এ ;—(ইনি লাহোরের একটী কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ছিলেন)। চারুর পুত্র হাবু, বিজয়, কুচো, ভুলো ও জীতেন। পূর্ণর পুত্র হরি।

বামনদেব একজন বিচক্ষণ এল্, এম্, এস্ ডাক্তার ছিলেন। ইঁহার পুত্র মতিলালও এম্, বি ডাক্তার। বামনদেবের পুত্র নারায়ণ, হরি, অমৃত ও মতিলাল। নারায়ণের পুত্র চন্দ্রশেখর ও প্রেমতোষ। হরির পুত্র কার্ত্তিক ও বিষ্ণু। মতিলালের পুত্র কানাই, বলাই, পালু, গণেশ, রাম, লক্ষ্মণ ও গোপী।

রাধানাথের পুত্র ঘনশ্যাম ও রামজয় ন্যায়ালঙ্কার। ঘনশ্যামের পুত্র দুর্গাচরণ, দুর্গাচরণের পুত্র কালিদাস, কালিদাসের পুত্র নিবারণ, নিবারণের পুত্র ভূপেন্দ্র ও রমানাথ। ভূপেন্দ্রের পুত্র রাম, হরি, গৌর, কাল ও ভূতেশ্বর।

রমানাথের পুত্র কানাই ও বলাই।

রামজয়ের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র হরানন্দ বিদ্যাসাগর। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও সুরসিক লোক ছিলেন। ইনি নলোপাখ্যান গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করেন এবং মূল বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করেন। ইনি জজ-পণ্ডিত মনোনীত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শিবনাথ শাস্ত্রী ;—(ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন ;—ইনি একজন সাধক ছিলেন)। শিবনাথের পুত্র প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের পুত্র অমরনাথ। (ইনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ;—ইনি বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন)।

রামগোপালের পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদের পুত্র হরদেব ও প্রাণকৃষ্ণ।

কুমার পাড়া।

হরদেবের পুত্র দ্বারিক ও ভোলানাথ। দ্বারিকের পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র তারক, জ্ঞানদা ও হরেন্দ্র। জ্ঞানদার পুত্র কালী। হরেন্দ্রর পুত্র ভবানী। ভোলানাথের পুত্র উমাচরণ, গোলোক, কালীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ। উমাচরণের পুত্র মণি। মণির পুত্র অনিল ও নির্ম্মল। ইঁহারা বেণীপুরে বাস করেন।

গোলোকের পুত্র রামময়। কালীকৃষ্ণের পুত্র মটুক। রামকৃষ্ণের পুত্র সিদ্ধেশ্বর।

প্রাণকৃষ্ণের পুত্র ভুবন। ভুবনের পুত্র কুঞ্জ, বিপিন, অক্ষয় ও ভবতারণ। কুঞ্জের পুত্র নরেন্দ্র ও লক্ষীকান্ত। অক্ষয়ের পুত্র অপূর্ব্ব, অমূল্য, চিন্তামণি ও ধীরেন্দ্র। অপূর্ব্বের পুত্র সুধীর। অমূল্যের পুত্র সনৎকুমার।

রামপ্রসাদের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র কালাচাঁদ ও গোকুল। কালাচাঁদের পুত্র বৈকুণ্ঠ। গোকুলের পুত্র অঘোর। অঘোরের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথের পুত্র কানাই ও বলাই।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার পৌত্র রামেশ্বরের বংশবর্ণনা।

রামেশ্বর ন্যায়বাগীশের চতুর্থ পুত্র রামকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ। রামকৃষ্ণের পুত্র অযোধ্যারাম তর্কবাগীশ, অনন্তরাম বিশারদ ও মথরেশ ন্যায়ালঙ্কার। অযোধ্যারামের পুত্র বিশ্বনাথ, তারিণীচরণ তর্কভূষণ, রামভদ্র ও নীলমণি। বিশ্বনাথের পুত্র হরদেব। হরদেবের পুত্র পার্ব্বতী ও গোলোক। পার্ব্বতীর পুত্র রামযাদু, রামদয়াল ও ভূতনাথ। রামযাদুর পুত্র চন্দ্র, সূর্য্য, কেশব, চণ্ডী, দুর্গা ও কালী। চন্দ্রের পুত্র রাজেন্দ্র—ইনি এম, এ। রাজেন্দ্রের পুত্র বনমালী ও কিশোরী। সূর্য্যের পুত্র শিব ও মধুসূদন। কেশবের পুত্র বসন্ত ও হেমন্ত। রামদয়ালের পুত্র সতীশ। ভূতনাথের পুত্র তারকনাথ—এম্, এ, (গভর্ণমেণ্ট হুগলী কলেজের প্রোফেসর)।

গোলোকের পুত্র মন্মথ ও নবীন। মন্মথের পুত্র বিধু, শশী, হরিমোহন ও হরিচরণ। শশীর পুত্র ভোলানাথ।

নবীনের পুত্র কালী ও শ্যামাপদ। কালীর পুত্র হরিপদ ও নকুলেশ্বর। শ্যামাপদর পুত্র চুণীলাল (ইঁহারা এক্ষণে বিষ্ণুপুরে বাস করেন)।

তারিণীচরণের পুত্র আত্মানন্দ। আত্মানন্দের পুত্র মণীন্দ্র, বেণী, পুঁটিরাম ও ভূতনাথ। মণীন্দ্রের পুত্র বিনয়। বেণীর পুত্র কালী, চণ্ডী, দুর্গা, দেবী, তুলসী ও গোপাল। কালী একজন বি, এ, বি, এস্, সি।

রামভদ্রের পুত্র শ্রীহরি। শ্রীহরির পুত্র পার্শ্বনাথ। পার্শ্বনাথের পুত্র তারক। তারকের পুত্র জানকী, উমাচরণ ও নীলকান্ত। জানকীর পুত্র রামধন, রামনিবাস ও রাজারাম। নীলকান্তের পুত্র ফটিক ও রমণ।

নীলমণির পুত্র রামকানাই ও কালীকমল। রামকানাইয়ের পুত্র নবকুমার স্মৃতিরত্ন, প্রসন্ন, যাদুগোপাল, নৃত্যগোপাল ও নন্দগোপাল।

নবকুমারের পুত্র ললিত। প্রসন্নের পুত্র পান্নান। যাদুগোপালের পুত্র নারায়ণ—(ইনি বি, এ)। ইঁহাদের গোত্রের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথমে বি, এ পাশ করেন। ইনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পশ্চিম অঞ্চলে (U. P) অনেক ইংরাজী উচ্চ স্কুলের হেডমাষ্টারের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ইনি মজিলপুর ত্যাগ করিয়া কোদালিয়া গ্রামে বাস করেন। ইঁহার পুত্র সন্তোষকুমার, গুণেন্দ্রকুমার, প্রভাষকুমার, রাজকুমার, হরেন্দ্রকুমার ও বীরেন্দ্রকুমার। সন্তোষের পুত্র চন্দ্রকুমার।

নৃত্যগোপালের পুত্র দেবেন, রাম, শ্যাম, চিটু, ফণী ও মণি। দেবেনের পুত্র অমর, সমর ও রমেণ। রামের পুত্র বরেণ।

কালীকুমার বহড়ুতে বাস করেন। কালীকুমারের পুত্র বসন্ত, নগেন, কাশী ও যতীন। বসন্তের পুত্র সুরেশ

নগেন্দ্রনাথ সব-জজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র দুর্গাপদ, শান্তিপদ, বিভূপদ ও দেবীপদ। কাশীর পুত্র লাবণ্যকুমার। যতীনের পুত্র শিবনারায়ণ ও বিশ্বনাথ। ইঁহারা বহড়ুতে বাস করেন।

অনন্তরাম ও মথুরেশ নিঃসন্তান ছিলেন। বেলিয়াচণ্ডী গ্রাম হইতে "ভদ্রবংশীয়" কৃষ্ণচন্দ্রকে আনিয়া মথুরেশ প্রতিপালন করেন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মথুরেশের পোষ্যপুত্র, কেহ কেহ বলেন, পোষ্যপুত্র নহে। ইহা লইয়া দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র মথুরেশের পোষ্যপুত্র বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও অশৌচ গ্রহণ করেন না। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র মদন ও গিরিধর। মদনের পুত্র কালীধন পণ্ডিত। ইঁহার পুত্র প্রিয়, তারক, কেদার ও হরি। (তারক বি, এল্ উকিল)। প্রিয়নাথের পুত্র প্রবোধ ও অমূল্য। তারকের পুত্র রাম ও কৃষ্ণ।

কেদারের পুত্র সিদ্ধেশ্বর, বিনয় ও শ্যাম। হরিনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের Chief Valuer and Surveyor. হরির পুত্র মধুসূদন ও দীনবন্ধু।

যজুর্ব্বেদী—কুলীন।

কাণ্বায়ন গোত্র।

ইঁহাদের আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রতাপপুরে ছিল। এক্ষণে ঐ প্রতাপপুর হাওড়া জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। ইঁহাদের আদিপুরুষ ঐ স্থান হইতে মজিলপুর, পাইকেন ও কোদালিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পাইকেন ও কোদালিয়া গ্রামের কাণ্বায়ন গোত্রীয়গণ ইঁহাদের জ্ঞাতি; এখনও ইঁহাদের পরস্পরের অশৌচ সম্বন্ধ আছে। মজিলপুর-নিবাসী কাণ্বায়ন গোত্রীয়গণের আদিপুরুষ রঘুরাম ন্যায়রত্ন প্রথমে মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র রূপরাম তর্কবাগীশ ও বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। রূপরামের পুত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ ও সন্তোষ ন্যায়ালঙ্কার। কৃষ্ণদেবের পুত্র রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী (কারিকাবলী ব্যাকরণ ইনি রচনা করেন)। ইঁহার পুত্র (১) রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার, (২) বাসুদেব সার্ব্বভৌম, (৩) অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ, (৪) রামরাম তর্কলঙ্কার।

(১) রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কারের দুই পুত্র রামকিঙ্কর বিদ্যাবাচস্পতি ও রামগোপাল তর্কালঙ্কার। রামকিঙ্করের পুত্র গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন। গঙ্গাধরের পুত্র গোবর্দ্ধন তর্কবাগীশ। গোবর্দ্ধনের পুত্র কেদারনাথ, ভবতারণ ও বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যারত্ন। কেদারনাথের পুত্র নারায়ণদাস ও রামময়। নারায়ণদাসের পুত্র রামমূর্ত্তি, রামভদ্র, রামরঞ্জন ও রামরমণ।

ভবতারণের পুত্র রামনিবাস (ইনি এম, বি, ডাক্তার)। রামনিবাসের পুত্র রামমোহন ও রামরতন।

বিজয়কৃষ্ণের পুত্র রামপ্রকাশ, রামবল্লভ, রামপঙ্কজ ও রামরাজীব। রামগোপাল তর্কালঙ্কারের পুত্র রামসেবক শিরোমণি। তাঁহার পুত্র রাখালদাস, প্রিয়নাথ ও শশিভূষণ। রাখালদাসের পুত্র কিরণ ও লোকনাথ। কিরণের পুত্র অমরেশ ও সুরেশ।

প্রিয়নাথের পুত্র জানকীজীবন, কুশময় ও সুশীলচন্দ্র। জানকীজীবনের পুত্র বারিদবরণ, নীরদবরণ ও অসীতবরণ।

শশিভূষণের পুত্র মোহিনীমোহন।

(২) বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র রামসুন্দর তর্কবাগীশ। রাধাবল্লভ ইঁহার পুত্র। রাধাবল্লভের পুত্র মদনমোহন। মদনমোহনের পুত্র রামগতি। রামগতির পুত্র মণীন্দ্র। মণীন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ।

(৩) অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশের পুত্র কৃষ্ণদাস তর্কসিদ্ধান্ত। কৃষ্ণদাসের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র মধুসূদন, রমানাথ, ঈশানচন্দ্র ও রামশরণ।

মধুসূদনের পুত্র তিনকড়ি, হীরালাল, নন্দলাল ও কানাইলাল।

রমানাথের পুত্র কেশব, ফণীন্দ্র, মণীন্দ্র ও শান্তিরাম। কেশবচন্দ্রের পুত্র নন্তিরাম, সনাতন, সন্তোষ ও সাধন।

ফণীর পুত্র পঞ্চানন ও একটী শিশু।

ঈশানচন্দ্রের পুত্র ইন্দুভূষণ ও অনুকুল। ইন্দুভূষণের পুত্র শিবরাম। রামশরণের পুত্র খোকা।

(৪) রাম-রাম তর্কালঙ্কারের পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথের পুত্র রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র রামজীবন ও ভুবনমোহন। রামজীবনের পুত্র রামপ্যারী ও রাইচরণ। রামপ্যারীর পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র। নির্ম্মলচন্দ্রের পুত্র ক্ষুদীরাম, জয়রাম, বলদেব, রামকৃষ্ণ। রাইচরণের বনমালী ও আর একটী পুত্র আছে। ভুবনের পুত্র মুক্তরাম, রামলাল ও মতিলাল। রামলালের পুত্র নিত্যানন্দ।

বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বংশবর্ণনা।

বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পুত্র মথুরেশ। মথুরেশের পুত্র রামকান্ত ও অপরটীর নাম অজ্ঞাত। রামকান্তের পুত্র বিষ্ণুরাম। বিষ্ণুরামের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র রামনাথ। রামনাথের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র ভবতারণ এবং আরও দুইটী পুত্র আছে।

মথুরেশের নাম অজ্ঞাত পুত্রের,—পুত্রের নাম জানা যায় নাই। তাঁহার পুত্র জগৎরাম। জগৎরামের পুত্র রামসাগর। রামসাগরের পুত্র প্রসন্ন ও কালীপদ। প্রসন্নের পুত্র কেদারনাথ। কেদারের পুত্র গোপালচন্দ্র। গোপালের পুত্র বলদেব ও অন্যটীর নাম অজ্ঞাত।

কালীপদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও মন্মথনাথ। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র নারায়ণদাস, শ্যামসুন্দর ও মাধবচন্দ্র। মন্মথনাথের পুত্র রাধারমণ,—অন্যটীর নাম অজ্ঞাত।

সন্তোষ ন্যায়ালঙ্কারের বংশবর্ণনা।

সন্তোষ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ। তাঁহার পুত্র মাধবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন। মাধবের পুত্র রামত্রাহি। রামত্রাহির পুত্র শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র বিপিন ও রজনীকান্ত। বিপিনের পুত্র যতীন্দ্র ও শচীন্দ্র। রজনীকান্তের পুত্রের নাম অজ্ঞাত।

মজিলপুরের কাণ্বায়ন বংশে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য এই বংশ দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটী সম্ভ্রান্ত বংশ।

ন্যায়ালঙ্কার পাড়া।

ইঁহাদের আদি-নিবাস চাংড়ীপোতা। ইঁহাদের গোত্র ঘৃতকৌশিক। ইঁহারা কুলীন। ইঁহাদের বংশের রাজারাম বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। রাজারামের পুত্র মনোহর তর্কপঞ্চানন (নিঃসন্তান) ও কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম। কৃষ্ণদাসের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার ও রামরতন। শ্যামাপ্রসাদ একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এক সময়ে বর্ষার প্রারম্ভে এদেশে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ইনি গঙ্গাজলে বসিয়া বরুণমন্ত্র জপ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আকাশে মেঘ দেখা যায় এবং ভীষণ বর্ষণ হইতে থাকে। বৃষ্টির জলে ইহার দেহ প্রায় মগ্ন হইয়া নাসিকা পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিলে, পূর্ব্ব-আদেশমত ইঁহাকে জল হইতে তুলিয়া যথাযথ শুশ্রূষার পর, ইঁহার চৈতন্য হয়। ইঁহার পুত্র শম্ভু ও মহেশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন। মহেশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার টোলে অনেকগুলি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। মহেশের পুত্র অন্নদা ও ক্ষীরোদ। অন্নদার পুত্র ধীরেন্দ্র ও পুলিন। শম্ভুর পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র বামাচরণ। ইনি একজন বিষয়ী লোক ছিলেন ; কিন্তু নিজে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করিয়া ফেলেন। বামাচরণের পুত্র কৃষ্ণ, অক্ষয়, হরিপদ ও ভূষণ। অক্ষয়ের পুত্র কালিদাস।

রামরতনের পুত্র দ্বারিক ও জগবন্ধু। দ্বারিকের পুত্র কেদার, বৈকুণ্ঠ, নগেন, যোগেন ও মনোহর। কেদারের পুত্র শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র বিভূতি, ভবানী ও গোপাল। বৈকুণ্ঠের পুত্র প্রবোধ। প্রবোধের পুত্র কালীকৃষ্ণ,

বামাচরণ ও শ্যামাচরণ। নগেনের পুত্র সুধীর, অমর, অমৃত ও ললিত। যোগেনের পুত্র জীতেন। মনোহরের পুত্র মৃত। জগবন্ধু নিঃসন্তান।

বৈদ্যপাড়া।

মুরারীধর চক্রবর্ত্তী ও জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী দুই ভ্রাতা। বাহিরকুণ্ড ও হাওড়া জেলার গুজরাট্‌ গ্রামের বাৎস্যগোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আদি-পুরুষ হইতেছেন মুরারীধর চক্রবর্ত্তী এবং তেলাড়ী, বুড়ুল ও মজিলপুর গ্রামের বৈদ্যদিগের আদি-পুরুষ হইতেছেন জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী। জগদানন্দের পুত্র দামোদর। দামোদরের তিন পুত্র—মণিরাম, কালীচরণ ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত। মণিরামের বংশধরগণ তেলাড়িতে এবং কালীচরণের বংশধরগণ বুড়ুল গ্রামে বাস করিতেছেন। দামোদরের অজ্ঞাতনামা তৃতীয় পুত্রের পৌত্র রামকিশোর চক্রবর্ত্তীর বংশধরগণ মজিলপুরে বাস করিতেছেন। রামকিশোরের পুত্র রামসুন্দর ও রামলোচন। ইহাঁরা দুই ভ্রাতা মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের উপাধি চক্রবর্ত্তী, কিন্তু এখানে ইহাঁদের বংশ বৈদ্য নামে খ্যাত। রামসুন্দরের পুত্র তারাচাঁদ ও রামধন। তারাচাঁদের পুত্র দীননাথ, জগদীশ ও কেদারনাথ। রামধন নিঃসন্তান। দীননাথের পুত্র রামনাথ ও তারক। জগদীশের পুত্র উপেন। কেদারের পুত্র কেশব ও নকুল। কেশবের তিন পুত্র। রামলোচনের পুত্র ঈশ্বর ও কৈলাস। ঈশ্বরের পুত্র ষষ্ঠীচরণ ও ফটিক। ষষ্ঠীচরণ নিঃসন্তান। ফটিকের পুত্র শশধর, গণেশ ও মটুক। শশধর একজন এম, এ, বি, এল, উকিল। কৈলাসের পুত্র ভবশঙ্কর ও শীতলদাস। ভবশঙ্করের পুত্র হীরালাল। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। হীরালালের পুত্র যতীন। শীতলদাস নিঃসন্তান।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রামকানাই চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি মৌলিক। ইহাঁর পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের পুত্র মহাদেব। মহাদেবের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র ভূষণ ও বিধু। ভূষণের পুত্র অভয়। বিধুর পুত্র বেণী ও কানাই।

এই গ্রামে ভরদ্বাজগোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী ইহাঁদের আদিপুরুষ। রাজীবলোচনের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র হৃষিকেশ।

ক'ড়েপাড়া।

ইহাঁদের আদি-নিবাস ইনাৎপুর। ইনাৎপুরের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ইহাঁদের জ্ঞাতি। ইহাঁদের গোত্র গৌতম। ইহাঁরা কুলীন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ নন্দলাল ইনাৎপুর হইতে মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে তাম্রমুদ্রার স্থলে কড়ির প্রচলন ছিল। নন্দলাল কড়ির ব্যবসায় করিতেন। সেই জন্য ইহাঁদের উপাধি কড়ে হয়। ইহাঁদের প্রকৃত উপাধি চক্রবর্ত্তী।

নন্দলালের পুত্র রামচরণ। রামচরণের পুত্র রামসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথ। রামসুন্দরের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র মহেশ ও গিরীশ। গিরীশের পুত্র মণি। মণির পুত্র দুর্গাপদ, নিরাপদ ও অভয়পদ।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কালী ও হরেন্দ্র। হরেন্দ্রের পুত্র খগেন্দ্র ও জয়দেব।

জগন্নাথের পুত্র কৃষ্ণমোহন ও নবকুমার। নবকুমারের পুত্র রামকমল, অঘোরনাথ ও তারণকৃষ্ণ। রামকমলের পুত্র উমেশ, বসন্ত ও পূর্ণ। উমেশের পুত্র সুবোধ, প্রবীর, তুলসী ও বিভূতি। সুবোধের পুত্র করুণাময় ও সুরেশ।

বসন্তের পুত্র সতীশ ও শরৎ। সতীশের পুত্র পশুপতি, ভূপতি, শ্রীপতি ও গণপতি। পূর্ণের পুত্র সুরেশ, অমূল্য ও সুধীর।

অঘোরের পুত্র ভূতনাথ, জ্যোতিভূষণ ও ইন্দুভূষণ। ভূতনাথের পুত্র রবি। ভূতনাথ একজন ইঞ্জিনিয়ার,—ইনি জয়নগর-মজিলপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্। তারণকৃষ্ণের পুত্র প্রবোধ।

পাঠকপাড়া।

ইঁহাদের আদি-নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেগুনিয়া গ্রামে ছিল। ইঁহারা বংশজ। ইঁহাদের গোত্র বাৎস্য। ইঁহাদের বংশের কৃষ্ণদেব পাঠক মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র সাতটী,—তন্মধ্যে কাশীনাথ ও রামগোপালের নাম পাওয়া যায়।

কাশীনাথের পুত্র হারাণ ও গোবর্দ্ধন। হারাণের পুত্র সুরেশ, বিলাস, যোগেশ ও জ্ঞানেশ। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতার মধ্যে একজন খ্যাতনামা এম, বি ডাক্তার ছিলেন। ইনি অস্ত্র-চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশ্চর্য্যজনক কথা শুনা যায়। ইঁহার দুই পুত্র—অমরেশ ও সমরেশ। অমরেশ একজন এম, বি, ডাক্তার। সমরেশ এম, বি, পরীক্ষা দিয়াছেন। বিলাসের পুত্র ধীরেন্দ্র, নলিন ও বিষ্ণুপদ। যোগেশ নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানেশ একজন Executive Engineer ছিলেন। জ্ঞানেশের পুত্র নন্দলাল ও বেণীমাধব। নন্দলাল একজন Engineer, ইঁহারা এক্ষণে কলিকাতা ৬৬।১নং নিমতলা ষ্ট্রীটে আছেন।

রামগোপালের পুত্র ব্রজনাথ, হরিনাথ, কৃষ্ণ ও বিহারী। ব্রজনাথের পুত্র বিজয়, বসন্ত ও বিষ্ণু। বিজয়ের পুত্র শৈলেন। বসন্তের পুত্র সত্যনারায়ণ। হরিনাথের পুত্র সুশীল, সুবোধ, ননি ও চুনি। কৃষ্ণের পুত্র শৈলেন, দুর্গাপদ ও তারাপদ। বিহারীর পুত্র খগেন ও মদন। সুশীলের পুত্র কালিদাস, মতিলাল, ভূপতি, জগদানন্দ ও খগেন। সুবোধের পুত্র শ্রীপদ ও শঙ্কর। রসুলপুর গ্রামে ইঁহাদের জ্ঞাতিরা বাস করেন।

কাশ্যায়ন গোত্র

এই গ্রামে কাশ্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। আন্দিরাম ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আন্দিরামের পুত্র গোবিন্দরাম। গোবিন্দরামের পুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের পুত্র ঠাকুরদাস। লক্ষ্মণের পুত্র হরিহর, হরিশঙ্কর, রামশঙ্কর ও হরপ্রসাদ। ঠাকুরদাসের পুত্র যদুপতি ও চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার বি, এল। ইনি ডায়মণ্ডহারবার দেওয়ানী আদালতের খ্যাতনামা একজন উকীল ছিলেন। চন্দ্রকুমারের পুত্র নগেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র সৌরেন্দ্র, রবীন্দ্র ও সরোজেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্র কামাখ্যা-পীঠ হইতে তন্ত্ররত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হরিহরের পুত্র মথুরানাথ ও রামকৃষ্ণ। মথুরানাথের কয়েকটী কন্যা ব্যতীত পুত্রসন্তান হয় নাই। রামকৃষ্ণের পুত্র তারণ ও সুরেন্দ্র। তারণের পুত্র নলিনী। সুরেন্দ্রের পুত্র অনিল, ত্রিপদ, কমলাপতি এবং আরও দুইটী শিশু আছে।

হরিশঙ্করের পুত্র যাদুগোপাল। যাদুগোপলের পুত্র নীলকণ্ঠ ও বিহারী। নীলকণ্ঠের পুত্র তুলসী ও বিশ্ব।

রামশঙ্কর নিঃসন্তান।

হরপ্রসাদের পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের পুত্র ললিত, মোহিনী ও যতীন। ললিতের পুত্র কানাই। মোহিনীর পুত্র কালিদাস ও তিনটী শিশু।

রামজয় ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের আর একটী বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। রামজয় মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। রামজয়ের পুত্র রামনাথ ও শিবনাথ। রামনাথের পুত্র মহেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র ভব, সুরেন্দ্র ও অতুল।

কাশ্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন শ্রীপদ ও প্রসন্ন দুই ভ্রাতায় এই গ্রামে বাস করেন। শ্রীপদের পুত্র মন্মথ ও ক্ষেত্র।

কাশ্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কোদালিয়া হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় পোঁড়া-পাড়ার বংশ-পরিচয়ের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে।

নন্দীপাড়া।

এই গ্রামে জাতুকরণ গোত্রীয় মৌলিক কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের আদি-পুরুষ। ইনি হালিসহর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। রামগোবিন্দের পুত্র মধুসূদন, রাজারাম ও রামকিশোর। মধুসূদনের পুত্র রামদেব ও সীতারাম। রামদেবের পুত্র জগন্নাথ, নীলমণি, গঙ্গানারায়ণ ও জয়নারায়ণ। জগন্নাথের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, রঘুনাথ ও রামধন। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র বামাচরণ, সদানন্দ, অঘোর ও ননীলাল। বামাচরণের পুত্র সত্য ও তুলসী। সদানন্দ,—ইনি বহড়ু গ্রামে বাস করেন। অঘোর নিঃসন্তান। ননীলালের পুত্র পালান ও একটী শিশু।

রঘুনাথ নিঃসন্তান।

রামধনের পুত্র ঈশ্বর ও ঈশান। ঈশ্বর নিঃসন্তান। ঈশানের পুত্র চন্দ্র ও মন্মথ। চন্দ্রের পুত্র বিপিন ও ননী। বিপিনের পুত্র অসিতবরণ ও রজনী। ননীর দুই পুত্র। ননী কারেন্সির কয়েন্-অফিসার। মন্মথের পুত্র শৈলেন।

নীলমণির পুত্র শিবনাথ। শিবনাথের পুত্র মথুরানাথ। মথুরানাথ নিঃসন্তান।

গঙ্গানারায়ণের পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথের পুত্র গিরীশ, যদুনাথ ও যোগেন্দ্র। গিরীশের পুত্র কালীপদ। কালীপদের পুত্র রামপ্রসাদ। যদুনাথ নিঃসন্তান। যোগেন্দ্রের পুত্র নিতাই। নিতায়ের পুত্র সোণা, হৃদয়, রাসবিহারি ও প্রাণকৃষ্ণ।

জয়নারায়ণের পুত্র গোবিন্দ, কৈলাস, রামকমল, কৃষ্ণধন ও পীতাম্বর। গোবিন্দ, কৈলাস, কৃষ্ণধন ও পীতাম্বর নিঃসন্তান। রামকমলের পুত্র সারদা ও বরদা—ইঁহারা ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডে বাস করেন। সারদার পুত্র নবীন, শৈলেন, উপেন, পটল প্রভৃতি।

সীতারামের পুত্র রামগোপাল, বনমালী, রামচন্দ্র ও নীলকমল। রামগোপালের পুত্র রামরূপ। রামরূপের পুত্র রামব্রাহ্ম ও রামনাথ। রামব্রাহ্মর পুত্র বসন্ত, জ্ঞানদা, যতীন, সুধীর ও ফণি—ইনি একজন বি, এ। বসন্তের পুত্র অচিন্ত্য। জ্ঞানদার পুত্র সুরেশ, পরেশ, রমেশ ও পুতুল।

রামনাথ নিঃসন্তান।

বনমালীর পুত্র কালীকুমার। কালীকুমারের পুত্র হেম, সারদা, বরদা, চারু, যতীন, মণি ও ফণি। হেমের পুত্র হরি। বরদার পুত্র ইন্দু। চারুর পুত্র উপেন। যতীন ও মণি নিঃসন্তান। ফণির পুত্র মানু, কাল, মান্তু, সুকুমার ও একটী শিশু।

রামচন্দ্রের পুত্র দীননাথ, কেদারনাথ ও উমাচরণ। দীননাথের পুত্র অন্নদা। অন্নদার অনিল প্রভৃতি চারিটী পুত্র। কেদারনাথের পুত্র ঠাকুরদাস, হরনাথ, ভবতারণ ও হরিতারণ। ঠাকুরদাসের পুত্র বিজয়। হরনাথের পুত্র রমেশ ও গোপাল। ভবতারণের একটী পুত্র। হরিতারণের পুত্র কান্ত ও একটী শিশু। উমাচরণ নিঃসন্তান।

নীলকমলের পুত্র প্যারীমোহন, বামাচরণ ও প্রিয়নাথ। প্যারীমোহনের পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও হীরেন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুধীর। হীরেন্দ্রের পুত্র জীতেন ও বীরেন্দ্র। বামাচরণের পুত্র নাই—পাঁচটী কন্যা। প্রিয়নাথ নিঃসন্তান।

রাজারামের পুত্র কালীপ্রসাদ ও চণ্ডীচরণ। কালীপ্রসাদের পুত্র রামমোহন, গৌরমোহন ও রামদাস। রামমোহনের পুত্র রামকুমার। রামকুমার নিঃসন্তান। গৌরমোহন ও রামদাস নিঃসন্তান।

চণ্ডীচরণের পুত্র হরমোহন ও তারাচাঁদ। হরমোহন নিঃসন্তান। তারাচাঁদের পুত্র যদুনাথ, অমৃত ও মন্মথ।

যদুনাথের পুত্র নকুড়। নকুড়ের পুত্র রামগোপাল, কালিদাস ও দুর্গাদাস। অমৃতের পুত্র বিহারী, নিরঞ্জন ও ধীরেন্দ্র। বিহারীর পুত্র বীরেন্দ্র। নিরঞ্জনের পুত্র সুধাংশু ও হিমাংশু। ধীরেন্দ্রের দুইটী কন্যা। ধীরেন্দ্র একজন ডাক্তার।

রামকিশোরের পুত্র কৃষ্ণানন্দ ও রামরতন। কৃষ্ণানন্দের পুত্র হরচন্দ্র ও হরিদাস। হরচন্দ্রের পুত্র রামতারণ, আশুতোষ ও শিবচন্দ্র। রামতারণ ও আশুতোষ নিঃসন্তান। শিবচন্দ্রের পুত্র অক্ষয় ও শৈলেন।

রামরতনের পুত্র রাধানাথ ও ব্রজনাথ। রাধানাথের পুত্র তারকনাথ ও রমানাথ। তারকনাথ, রমানাথ ও ব্রজনাথ নিঃসন্তান।

তারাচাঁদের পুত্র রাধানাথ ধপ্‌ধপী গ্রাম হইতে এই গ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। অধুনা তাঁহারা ভবানীপুরে আছেন।

ভদ্রপাড়া।

১। বেলিয়াচণ্ডী ও তসরালার "ভদ্র" বংশ হইতে কৃষ্ণরাম ভদ্র মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরাম গৌতম-গোত্রীয় কুলীন ছিলেন। কৃষ্ণরামের পুত্র নীলমণি, মাধব ও কাশীনাথ। নীলমণির পুত্র গৌরমোহন ভদ্র। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র—কালীনাথ, কালীধন ও কালীপ্রাণ। কালীনাথ ও কালীধন নিঃসন্তান। কালীপ্রাণের পুত্র জীতেন্দ্র ও বীরেন্দ্র। জীতেন্দ্রের পুত্র অমর, সমর ও একটী শিশু। মাধব নিঃসন্তান। তাঁহার জামাতা বনমালী। ইঁহার আদি-নিবাস রাজপুর। বনমালীর প্রপিতামহ জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। ইনি ঘৃত-কৌশিক-গোত্রীয় কুলীন। ইঁহার পুত্র কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পুত্র দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের পুত্র বনমালী। বনমালীর পুত্র অঘোরনাথ ও যদুনাথ। অঘোরনাথের পুত্র কালীপদ, উমাপদ, হরিনাথ, দুর্গাপদ, হরিসাধন ও নৃত্য-গোপাল। কালীপদের পুত্র বিজয় ও প্রদ্যোতকুমার। উমাপদের পুত্র অনিল, সুনীল, সুকুমার, কাল ও গোবিন্দ। অজিত, তুলসী, মাণিক ও বিভূতি উক্ত অঘোরনাথের পৌত্র।

ধীরেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ উক্ত অঘোরনাথের দৌহিত্র। ইঁহারা গৌতম। ইঁহাদের আদি-নিবাস রাজপুর।

কাশীনাথ নিঃসন্তান। হারাণচন্দ্র ইঁহার জামাতা। হারাণচন্দ্রের আদি-নিবাস হরিনাভি। ইনি কুলীন ও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়। হারাণের পুত্র নারায়ণ, হরি ও চুনি।

যদুনাথের পুত্র চরণদাস ও নারায়ণদাস। চরণদাসের পুত্র ফটিক ও আরও দুইটী পুত্র আছে।

২। রামরুদ্র ভদ্র বেলিয়াচণ্ডী হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি "ভদ্র" বংশোদ্ভব হইলেও মৌলিক হইয়া যান। তাঁহার পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র বুধিরাম। বুধিরামের পুত্র জগৎরাম। জগৎরামের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র মথুর। মথুরের পুত্র প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের পুত্র গোবিন্দ, ভজহরি ও নিতাই।

৩। ইনাৎপুর হইতে কালীমোহন ভট্টাচার্য্য মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার গোত্র কাশ্যপ, ইনি মৌলিক। শঙ্করনারায়ণ ইঁহাদের আদি-পুরুষ। শঙ্করনারায়ণের পুত্র গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের পুত্র তারাচাঁদ, কালীমোহন ও মথুরানাথ।

কালীমোহনের পুত্র ধর্ম্ম, শিবু, অমৃত ও বিশ্বেশ্বর। শিবচন্দ্রের পুত্র রমণ, বিবাজ ও সুধীর। অমৃতের পুত্র হরেন্দ্র ও নরেন্দ্র। বিশ্বেশ্বরের পুত্র তুলসী ও রামগোপাল।

তারাচাঁদ ও মথুরানাথের বংশধরগণ ইনাৎপুরে বাস করেন।

ইনাৎপুর হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র হরিপদ। হরিপদের পুত্র মণীন্দ্র ও সচীন্দ্র।

ধরপাড়া।

এই গ্রামের ধর-বংশীয়দিগের আদি-নিবাস রাজপুরে ছিল। ইহাঁরা কুলীন। ইহাঁদের গোত্র ঘৃতকৌশিক। ইহাঁদের বংশের রাজনারায়ণ ধর মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। রাজনারায়ণের পুত্র কাশীনাথ, রামধন, ব্রজমোহন এবং কাশীনাথের পুত্র গণেশচন্দ্র ও যদুনাথ। গণেশচন্দ্রের পুত্র হরকালী, হরিনাথ, মাখনলাল, ননীগোপাল, ফণিভূষণ ও মণিলাল। হরকালীর পুত্র গোপাল। হরিনাথের পুত্র সুনীলচন্দ্র। মাখনলালের পুত্র নারায়ণচন্দ্র। ননীগোপালের পুত্র সুকুমার। ফণিভূষণের পুত্র সুধীরচন্দ্র।

যদুনাথের পুত্র কালীপদ, ননী, সুবোধ ও সুরেন্দ্র। কালীপদের পুত্র ঠাকুরদাস। ননীর পুত্র কানাই। ইহাঁরা বংশীধরপুরে বাস করেন।

রাজপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন, জয়দেব চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া শ্বশুরের ভদ্রাসনে বাস করেন। রামমোহন চক্রবর্ত্তী ইহাঁর আদি-পুরুষ। জয়দেব চক্রবর্ত্তীর পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও রামযাদু। কালীপ্রসন্নের পুত্র প্রভাস, প্রকাশ ও জ্ঞানেন্দ্র। প্রভাসের পুত্র সুধীর। প্রকাশের পুত্র শম্ভু, পঞ্চু ও একটী শিশু। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র কাল।

রামযাদুর পুত্র হরিদাস।

পোঁড়াপাড়া।

১। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর নগরী হইতে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রথমে মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের উপাধি পোতা হইতে পোঁড়া হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণের এখনও পোতা উপাধি আছে। ইনি মজিলপুরের দত্ত জমিদারগণের আদি-পুরুষ চন্দ্রকেতু দত্ত মহাশয়ের পুরোহিত ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের বন্দী হইবার পর, চন্দ্রকেতু দত্ত যখন পলাইয়া আসেন, ইনিও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। উক্ত রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তীর পর, ইহাঁদের কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায় নাই। রামগোপাল চক্রবর্ত্তী হইতে ইহাঁদের বংশের পরিচয় দেওয়া হইল। রামগোপালের পুত্র বিষ্ণুরাম ও রামহরি। বিষ্ণুরামের পুত্র বলরাম। বলরামের পুত্র হরচন্দ্র ও তারাচাঁদ। হরচন্দ্রের পুত্র পূর্ণ। পূর্ণের পুত্র প্রকাশ ও সুরেশ। তারাচাঁদের পুত্র বনমালী। বনমালীর পুত্র কালী-প্রসন্ন ও সারদা। কালীপ্রসন্নের কোন পুত্রসন্তান নাই। সারদার পুত্র যতীন, ধীরেন্দ্র, জীতেন ও নরেন্দ্র। যতীনের পুত্র সুকুমার।

রামহরির পুত্র রামতনু ও রামজয়। রামতনুর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র শিবচন্দ্র, রামকমল, নীলকমল, শ্রীনাথ ও চন্দ্রনাথ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কালিদাস। রামচন্দ্রের ছয়টী পুত্র,—সমস্তই মৃত। রামজয়ের পুত্র ভৈরব। ভৈরবের পুত্র নবীন ও শ্যামাচরণ। নবীনের পুত্র শরৎ, হেম ও ভূতনাথ। শরতের পুত্র ননী। হেমের পুত্র আশু, নন্দীকেশ্বর ও ফেলু। ভূতনাথের পুত্র সন্তোষ ও সুবল। শ্যামাচরণের পুত্র কেশব ও পালান।

রামকমলের পুত্র হারাণ ও কেদার।

নীলকমলের পুত্র কৃষ্ণধন, কৃষ্ণহরি, কৃষ্ণচন্দ্র, মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্র। কৃষ্ণধন নিঃসন্তান। কৃষ্ণহরির পুত্র মন্মথ, রজনী, সুশীল, বিভূতি, ভূষণ ও নগেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র অশ্বিনী। অশ্বিনীর পুত্র সনৎকুমার ও প্রমোদ। সুরেন্দ্রের পুত্র দুলালী, ঋষি, তুলসী ও বিষ্ণু। ইঁহারা সন্মৌলিক—ইঁহাদের গোত্র বাৎস্য।

হাজারাবন্দ হইতে রামরাঘব চক্রবর্ত্তী মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের গোত্র বাৎস্য। ইঁহারা মৌলিক। রামরাঘবের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র রাধামোহন। রাধামোহনের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র উমেশ ও অম্বিকাচরণ। অম্বিকাচরণের পুত্র হরিসাধন। হরিসাধনের পুত্র অনিলকুমার।

ইনাৎপুর হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্যামাচরণের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথের পুত্র মোহিনী, ফণিভূষণ, পস্তি ও কুচো।

২। কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কোদালিয়া হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি রামচন্দ্র পোঁড়ার কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজকৃষ্ণের পুত্র ক্ষেত্রনাথ, ভোলানাথ, বিনয়কৃষ্ণ ও হরিপদ। ভোলানাথের পুত্র প্রফুল্ল ও অমূল্য। অমূল্য একজন বি, এল্ উকীল। বিনয়ের পুত্র সুধীর ও মোহিত। হরিপদের পুত্র অজিৎ রণজিৎ ও বিশ্বজিৎ।

ইনাতপুর হইতে গোবিন্দ ও গোপাল ওরফে (গরুড় গোপাল) দুই ভ্রাতা মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের গোত্র কাশ্যপ এবং ইঁহারা মৌলিক। গোবিন্দের পুত্র অক্ষয় ও শশিভূষণ। অক্ষয়ের পুত্র বিনয়, প্রণয়, ননী ও ভূতনাথ। বিনয়ের পুত্র বিভূতি। প্রণয়ের পুত্র মুরারী, প্রভাত ও জনার্দ্দন। শশীর পুত্র সত্যপ্রসাদ ও কালীচরণ। সত্যপ্রসাদ অবিবাহিত। কালীচরণের দুইটী কন্যা।

গোপালের পুত্র তারাপ্রসাদ, শীতলদাস ও রামযাদু। তারাপ্রসাদের পুত্র অন্নদা, জ্ঞানদা, বাণেশ্বর ও কাশীশ্বর। অন্নদার পুত্র সতীশ, জ্যোতীশ ও ক্ষিতীশ। জ্ঞানদার পুত্র ললিত, প্রভাত, হরি, কালী প্রভৃতি ছয়টী পুত্র। ইঁহারা সাহেবগঞ্জে বাস করেন। বাণেশ্বরের পুত্র কমলাকান্ত ও মাণিক। কাশীশ্বরের পুত্র রাধাকান্ত, নলিনীকান্ত, বিমলাকান্ত, রেবতীকান্ত ও রতিকান্ত।

শীতলদাসের পুত্র মহাদেব, নীলমণি ও সত্যদেব। মহাদেবের পুত্র জগন্নাথ ও বিশ্বনাথ। নীলমণির পুত্র কেদারনাথ, তারকনাথ ও চাঁদু। রামযাদুর পুত্র জীবানন্দ, শ্যামানন্দ ও পরমানন্দ। জীবানন্দের পুত্র ভীম ও ভূতনাথ। শ্যামানন্দের কোন পুত্রসন্তান নাই। পরমানন্দের একটীমাত্র শিশু।

শীতলদাসের পুত্রগণ বালিগঞ্জে বাস করেন।

ভৃগু-গোত্রীয় বংশজ শ্রীমন্ত বৈদ্য ভালুকঘর হইতে মজিলপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের আদি-উপাধি "চক্রবর্ত্তী", চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন বলিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামযাদু বৈদ্য। রামযাদুর পুত্র শরৎ,—(ইনি বি, এ, বি, এল, উকীল), পূর্ণ ও রমেশ। রমেশ এক জন এম, এ। শরতের দুই পুত্র —সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র। পূর্ণের একটী পুত্র। ইঁহারা এক্ষণে মৌলিক।

মজিলপুর।

জাতুকরণ-গোত্রীয় মৌলিক কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী—(নন্দী), ইনি নিতাড়া গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পুত্র অমৃতলাল বি, এল্,—(ইনি বারুইপুর কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল)। ইঁহার পুত্র সুকুমার, সুশীল, অনিল ও সত্যেশকুমার। অনিলকুমার একজন বি, এ। ইঁহাদের বংশপরিচয় নিতাড়া গ্রামে ইঁহাদের জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে রহিল।

শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর (পুজারী) চারিটী পুত্র—বিনয়, ফণী (অটল), অশ্বিনী ও কালী। ফণী দিল্লীতে থাকেন। ইনি সেখানে Account General office-এর Incharge officer.—ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিনয়ের পুত্র তারাচরণ।

রাজপুর হইতে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক, ভবশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয় যতীন্দ্র ও সৌরীন্দ্র এখানে মাতামহ পণ্ডিত হারানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। যতীন্দ্রের পুত্র বিমলানন্দ, মুরারী ও রাম। সৌরীন্দ্রের পুত্র শ্যাম।

ময়দা।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় ও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ পবন শিরোমণি রাঢ়দেশ হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র গৌরীকান্ত। গৌরীকান্তর পুত্র রাধাবল্লভ। রাধাবল্লভের পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র রামলোচন ও রামবল্লভ। রামলোচনের পুত্র কৈলাস। কৈলাসের পুত্র তারক ও চন্দ্র। তারকের পুত্র প্রফুল্ল ও পালান। চন্দ্রের পুত্র তারা, জ্যোতীন্দ্র, যোগীন্দ্র, কৃষ্ণ ও শীতল। তারার পুত্র পরেশ, সুশীল, অনিল ও দুলাল।

রামবল্লভ পাকুড়তলা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র কালীকুমার, অম্বিক ও পার্ব্বতী। কালীকুমারের পুত্র বিহারী। পার্ব্বতীর পুত্র সতীশ।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক সহস্ররাম পাঠক এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ভৈরব। ভৈরবের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র হেম, মন্মথ ও গৌর। হেমের পুত্র অতুল। অতুলের পুত্র শঙ্কর, কিঙ্কর ও একটী শিশু। গৌরের পুত্র চূণীলাল।

বহড়ু।

এই গ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় কুলীন, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বাস করেন। ইঁহারা মজিলপুরের বাৎস্য-গোত্রীয়-দিগের জ্ঞাতি। ইঁহাদের বংশপরিচয় মজিলপুরে ইঁহাদের জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে দেওয়া হইয়াছে।

জাতুকরণ-গোত্রীয় মৌলিক শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বারদ্রোণ হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় বারদ্রোণ গ্রামে ইঁহাদের বংশপরিচয়ে লিখিত হইয়াছে।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ অনেক দিন হইতে এই গ্রামে বাস করিতেছেন। পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের আদিপুরুষ। পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র রামসেবক। রামসেবকের পুত্র নবীন, শরৎ, তারক, দুর্গাচরণ ও হরি। নবীনের পুত্র মন্মথ। মন্মথের পুত্র কার্ত্তিক ও একটী শিশু। শরতের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র বিজয় ও একটী শিশু। হরির পুত্র ভদু ও বেতি।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক শ্রীধর চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামতারণ। রাম-তারণের পুত্র রাধানাথ, কৃষ্ণনাথ ও হরিনাথ। রাধানাথ নিঃসন্তান। কৃষ্ণনাথের পুত্র নিবারণ, হারাধন ও সুশীল। নিবারণের পুত্র হরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। হারাধনের পুত্র শৈলেন্দ্র। হরিনাথের পুত্র রজনী ও ললিত। রজনীর পুত্র তারাপদ।

জাতুকরণ-গোত্রীয় আরও দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা মৌলিক। তাঁহাদের বংশের আদিপুরুষ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার পুত্র যোগাদ্যা। যোগাদ্যার পুত্র মহেশ। মহেশের পুত্র কালীপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্নের পুত্র কালী ও দুর্গা। কালীর পুত্র মাণিক, হীরু, হরিধন, ধর্ম্মদাস ও গৌর।

আর এক বংশের আদিপুরুষ জগন্নাথ। তাঁহার পুত্র পরাণ। পরাণের পুত্র রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র সদানন্দ সদানন্দের পুত্র খগেন্দ্র, হরেন্দ্র, কানাই ও একটী শিশু।

বেলিয়াচণ্ডী ও তসরালা।

এই দুইটী গ্রামে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের মধ্যে ভদ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ ৺শ্রীকৃষ্ণ ভদ্র,—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমড়া কেঁদুড় গ্রাম হইতে গঙ্গার তীরবর্ত্তী বেলিয়াচণ্ডী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের গোত্র গৌতম। শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রের চারি পুত্র রাধাকান্ত, রামগোপাল, আনন্দরাম ও আর একজনের নাম পাওয়া যায় নাই।

রাধাকান্তের তিন পুত্র—রাজবল্লভ, রামনিধি ও রামসন্তোষ। রাজবল্লভ একজন ব্রহ্মচারী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি ৺কালী মন্ত্রে সিদ্ধ ছিলেন। ইনিই বেলিয়াচণ্ডী গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। অদ্যাপি ঐ মূর্ত্তির নিত্য পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। রাজবল্লভের পুত্র মুক্তারাম সার্ব্বভৌম। তিনি তসরালা নিবাসী কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কালীশঙ্করের পুত্রসন্তান না থাকায়, মুক্তারাম তসরালা গ্রামে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। মুক্তারামের দুই পুত্র—রামহরি ও রামকানাই। রামহরির পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র রামকমল। ইনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। বারুইপুরের পাঠকেরা ইহাঁর মাতামহগোষ্ঠী ছিলেন। এজন্য তিনি কিছুকাল বারুইপুরে বাস করেন। সেই সময়ে পাঠক মহাশয়দিগের চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায়, তিনি ৺কাশীধামে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

মুক্তারামের পুত্র রামকানাই তসরালা গ্রামে মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়া বাস করেন। রামকানাইয়ের পুত্র খ্যাতনামা জ্যোতিষী গঙ্গাধর ভদ্র। ইনি লোকের আকৃতি দেখিয়া তাহার জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত বলিয়া দিতে পারিতেন। ইহাতে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কলিকাতার বাসাবাটীতে অনেকগুলি ভদ্রসন্তানকে প্রতিপালন করিতেন। ইহাঁর পুত্র অঘোরনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ ও আশুতোষ। বৈকুণ্ঠের পুত্র ভূষণ, ভদ্রেশ্বর ও কেশব। আশুতোষ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন। ইহাঁরা এখনও তসরালা গ্রামে বাস করেন।

রাধাকান্তের দ্বিতীয় পুত্র রামনিধি নিঃসন্তান ছিলেন। তৃতীয় পুত্র রামসন্তোষ। রামসন্তোষের পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র হলধর, মদন ও ভগবান। হলধরের পুত্র ত্রৈলোক্য। ত্রৈলোক্যের পুত্র চারু ও গৌর। চারুর পুত্র নারায়ণ ও শৈলেন। গৌরের পুত্র বিষ্ণু ও একটী শিশু। মদনের পুত্র রামকমল। রামকমলের পুত্র সুরেন্দ্র ও মন্মথ। সুরেন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্র। ভগবানের পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও অভয়। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিরূপাক্ষ। ইনি একজন গ্রাজুয়েট। অভয়চরণের পুত্র খগেন্দ্র।

শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র দয়ারাম। দয়ারামের পুত্র রামনাথ। রামনাথের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র নবকৃষ্ণ ও শুকদেব। নবকৃষ্ণের পুত্র জ্ঞানদা ও উপেন্দ্র। জ্ঞানদার পুত্র প্রবোধ। উপেন্দ্রের পুত্র পালান ও হারাণ। শুকদেবের পুত্র দ্বারকানাথ, তারকনাথ ও যজ্ঞেশ্বর।

দ্বারকানাথের পুত্র হরি, কালিদাস ও বরদা। কালিদাসের পুত্র বটকৃষ্ণ। বরদার চারিটী পুত্র। তারকনাথের পুত্র গৌর, ফটিক, শ্যামাচরণ ও সত্য।

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামগোপাল, ননীলাল ও ফণীগোপাল। আনন্দরামের পুত্র নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রের চতুর্থ পুত্রের নাম শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র বনমালী। বনমালীর পুত্র রামদাস ও দিগম্বর। রামদাস নিঃসন্তান। দিগম্বরের পুত্র বঙ্কিম ও হরিদাস। বঙ্কিমের পুত্র বীরেন্দ্র ও রামচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই বেলিয়াচণ্ডীতে বাস করিতেছেন। ইঁহারা কুলীন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বংশজ ভাবাপন্ন হইয়া আছেন। ইঁহাদের গোত্র গৌতম।

বেলিয়াচণ্ডী গ্রামে ইচ্ছাপুর হইতে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরিধর। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র বিনোদ। গিরিধরের পুত্র কেদার, অন্নদা ও রামচন্দ্র। বিনোদের পুত্র সুধীর ও সতীশ। সতীশের পুত্র গণেশ।

কেদারের পুত্র নগেন, নিরাপদ, চারুচন্দ্র, বঙ্কিম ও খগেন। নিরাপদের পুত্র মণীন্দ্র। চারুর পুত্র কার্ত্তিক।

অন্নদার পুত্র হরেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র অহিভূষণ, বিধুভূষণ, বিভূতিভূষণ ও ফণীভূষণ। ইঁহারা মৌলিক এবং ইঁহাদের গোত্র ঘৃতকৌশিক।

তসরালা গ্রামে গৌতম-গোত্রীয় রামরাম চক্রবর্ত্তী সাতঘরা হইতে আসিয়া বাস করেন। রামরামের পুত্র সীতানাথ ও নন্দদুলাল। সীতানাথের পুত্র শিবচন্দ্র ও নন্দদুলালের পুত্র গুরুপ্রসাদ। শিবচন্দ্রের পুত্র কালীপদ, রামচন্দ্র ও হরিপদ। কালীপদর বংশধরগণ হাঁসুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন। কালীপদর পুত্র ক্ষেত্রনাথ। রামচন্দ্রের পুত্র নিশিকান্ত।

গুরুপ্রসাদের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র তুলসী, বিশ্ব ও ভুগুচরণ।

ইঁহারা ভদ্রদিগের জ্ঞাতি নহেন। ইঁহারা মৌলিক।

মজিলপুর নিবাসী গৌরমোহন ভদ্র বেলিয়াচণ্ডীর ভদ্রদিগের জ্ঞাতি।

বেণীপুর

মজিলপুর হইতে বাৎস্যগোত্রীয়, কুলীন উমাচরণ ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি মজিলপুরের ভট্টাচার্য্যদিগের জ্ঞাতি। উমাচরণের পুত্র মণীন্দ্র, ভবশঙ্কর ও হরিশঙ্কর।

এই গ্রামে আরও একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার নাম সীতানাথ। সীতানাথের পুত্র ফণী, সুরেন্দ্র ও রবীন্দ্র।

মোল্লারচক্।

এই গ্রামে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে রামরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী নিতাড়া গ্রামে মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আদিনিবাস রাজপুর পাতিপাড়া হইতে আসিয়া নিতাড়ায় বাস করেন। পরে তথা হইতে হাঁসুড়ি গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়া অবশেষে মোল্লারচকে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার ত্যক্ত নিতাড়া গ্রামের ভদ্রাসনে এক্ষণে অঘোরনাথ সেন ও যোগেন্দ্রনাথ সেন বাস করিতেছেন।

রামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র ব্রজমোহন ও পঞ্চানন। ব্রজমোহনের পুত্র গোলোক ও গোবিন্দ। গোলোকের পুত্র নবীন, রামতারণ ও ষষ্ঠীচরণ। রামতারণের পুত্র নীলরতন ও কপিল। নীলরতনের পুত্রসন্তান নাই। কপিলচন্দ্রের পুত্র বীরেশ্বর। ষষ্ঠীচরণের পুত্র শ্যামাচরণ, হরিহর ও হরিশ্চন্দ্র। শ্যামাচরণের চারিটী পুত্র তিনকড়ি, অমরেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও বিমল। হরিহরের একটীমাত্র পুত্র।

গোবিন্দের পুত্র রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র রামত্রাহি ও জলধর। রামত্রাহির পুত্র বামনদেব, তুলসী ও ফণিভূষণ। বামনদেবের পুত্র শান্তি ও কান্তি। বামনদেব একজন সুদক্ষ ডাক্তার। তুলসীর পুত্র নির্ম্মল, তারাচাঁদ, সনাতন ও কেশব। ফণিভূষণের পুত্র ইন্দুভূষণ। রামত্রাহি এক্ষণে মগরাহাটে বাস করেন।

জলধরের দুই পুত্র—নন্দ ও সন্তোষ। পঞ্চাননের পুত্র নরনারায়ণ। নরনারায়ণের পুত্র জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের পুত্র বিভূতি। বিভূতির পুত্র নিরাপদ ও কুঞ্জ। ইহাঁরা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় এবং কুলীন। রাজপুরের ঘৃতকৌশিকগণ ইহাঁদের জ্ঞাত

দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয়ের সংখ্যা অতি অল্প। এই গ্রামে কয়েকঘর ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পুটশুরী গ্রামে ছিল। তথা হইতে ইহাঁদের আদিপুরুষ প্রথমে রাজপুরে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে রাজপুর হইতে মোল্লারচকে আসিয়া বাস করিতেছেন। যিনি মোল্লারচকে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার নাম ৺ শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শিবচন্দ্রের চারিটী পুত্র—কালিদাস, গুরুদাস, ঠাকুরদাস ও গঙ্গাধর। কালিদাসের পুত্র নিবারণ, রাজকুমার, নবকুমার, ও ননীগোপাল। নিবারণের পুত্র সতীশ ও যতীশ। সতীশের পুত্র অমরনাথ, সমরনাথ, রামনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। যতীশের পুত্র সচীন্দ্রনাথ।

রাজকুমার—রেওয়া ষ্টেটে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্দর্প, দুর্গাদাস, দুর্গাপদ ও দুর্গারাম।

নবকুমার—ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইহাঁর পুত্র গোপাল ও নেপাল। গোপালের একটী শিশু পুত্র।

ননীগোপাল—বন্দিয়ার মহারাজের মন্ত্রী। ইহাঁর পুত্র পান্তুকুমার।

গুরুদাসের পুত্র কৃষ্ণমোহন ও হরিমোহন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র নৃত্যগোপাল। হরিমোহনের পুত্র রমেশ ও রামগোপাল।

ঠাকুরদাসের পুত্র নন্দলাল ও বৃন্দাবন। নন্দলালের পুত্র সুবোধ, সুধীর ও কেশব। বৃন্দাবনের পুত্র হরেন্দ্র, বনমালী, সুশীল ও সুধীর।

গঙ্গাধরের পুত্র পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র তুলসী, সত্য ও বিষ্ণু।

এই গ্রামে ইনাৎপুর হইতে একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁদের আদিপুরুষ ৺কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য। কালাচাঁদের পুত্র হরিনাথ।

হরিনাথের পুত্র অমৃতলাল। অমৃতলালের পুত্র প্রমথ, ভবেন, কিশোরী, খগেন, দেবেন ও হরেন্দ্র। প্রমথর পুত্র সত্য, কার্ত্তিক ও সুধীর। কিশোরীর পুত্র অমূল্য ও ধ্রুব। ইহাঁরা কুলীন এবং গৌতম-গোত্রীয়। ইহাঁদের বিস্তারিত বংশপরিচয় ইনাৎপুর গ্রামে ইহাঁদের জ্ঞাতিদিগের বংশপরিচয়ে প্রকাশ আছে।

নিতাড়া গ্রামে জাতুকরণ-গোত্রীয় যে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের উপাধি "নন্দী"। এই বংশের রাজনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ দুই ভ্রাতা নিতাড়া হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রাজনারায়ণ নিঃসন্তান। গঙ্গানারায়ণের পুত্র গোবর্দ্ধন ও রামযাদু। গোবর্দ্ধনের পুত্র পূর্ণ, চন্দ্র, বৈদ্যনাথ, প্রভাস ও শরৎ। পূর্ণের পুত্র ভবেন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র সাধু। প্রভাসের পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও হরি। ভবেন্দ্র মোল্লারচক্ হইতে দক্ষিণ গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

রামযাদুর পুত্র মণিমোহন, কৃষ্ণ, পুলিন—(বিষ্ণু), রবীন্দ্র, হরকালী ও কালীপদ। মণিমোহন একজন আয়ুর্ব্বেদীয়

সুচিকিৎসক। ইঁহার পুত্র সুকুমার ও সুশান্ত। কৃষ্ণের পুত্র অজিত। পুলিনের পুত্র জানকীরাম ও বিমল। ইঁহারা মৌলিক।

ইনাৎপুর।

এই ইনাৎপুর গ্রাম মগরাহাট থানার অন্তর্গত। এখানে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে গৌতম-গোত্রীয় সামবেদী কুলীন ৺রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমান মাথালিয়ার নিকটবর্ত্তী তৎকালীন ব্রহ্মপুর নামক গ্রাম হইতে আসিয়া ইনাৎপুরে দত্ত জমিদার মহাশয়দিগের গড়ের মধ্যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। ইঁহার অন্য ভ্রাতা নন্দলাল মজিলপুরে চলিয়া যান। তিনি কড়ির ব্যবসা করিতেন, এজন্য তিনি "ক'ড়ে" আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। মজিলপুরের "ক'ড়েরা" ইঁহাদের জ্ঞাতি।

রামনিধি ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের পুত্র বলরাম বিদ্যাবাচস্পতি। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ বিদ্যাবাগীশ, রামতনু তর্কভূষণ, মধুসূদন বাচস্পতি, পরাণচন্দ্র, নবকুমার ও কাশীনাথ সার্ব্বভৌম।

বিশ্বনাথ বিদ্যাবাগীশের বংশবর্ণনা।

বিশ্বনাথের পুত্র ভৈরব ও শিবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন। ভৈরবের পুত্র গোবিন্দ স্মৃতিরত্ন, রমানাথ ও কৃষ্ণচন্দ্র। গোবিন্দের পুত্র ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন সিদ্ধান্ত। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র, বিনোদ, সুরেন্দ্র, হরেন্দ্র ও তুলসী। মহেন্দ্রের পুত্র সারদা—(মোক্তার), নগেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ স্মৃতিভূষণ, যতীন্দ্র, গণেন্দ্র। সারদাচরণের পুত্র দিলীপ ও রামপ্রসাদ। নগেন্দ্রের পুত্র মিহির। যতীন্দ্রের পুত্র শঙ্কর। গণেন্দ্রের পুত্র জয়দেব, বুদ্ধদেব ও শুকদেব। বিনোদের পুত্র পরেশ। পরেশের একটী শিশু। সুরেন্দ্রের পুত্র বিপিন, লালবিহারী ও পুলিন। হরেন্দ্রের পুত্র দেবীপ্রসাদ। রমানাথ নিঃসন্তান।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র সতীশ, হরিশ্চন্দ্র ও পূর্ণ। সতীশের পুত্র, হরেন্দ্র, তুলসী ও বিল্বদল। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ভদ্রেশ্বর, মুটবিহারী ও নীলমণি। পূর্ণের একটী শিশু সন্তান।

শিবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন নিঃসন্তান।

রামতনু তর্কভূষণের বংশবর্ণনা।

রামতনুর পুত্র দিগম্বর বিদ্যারত্ন, নিবারণ, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। দিগম্বরের পুত্র শরৎ, মন্মথ, বিনোদ ও হরিদাস। শরতের পুত্র অমরেন্দ্র ও ফণী। মন্মথের পুত্র নরেন্দ্র, ভোলানাথ, ঘণ্টা ও দুলো। হরিদাসের একটী পুত্র। বিনোদের পুত্র বিষ্ণু, বিভু, অনিল ও সুনিল। নিবারণের পুত্র নন্দ ও শ্রীশ। নন্দর পুত্র যদুপতি, রমাপতি, উমাপতি, প্রজাপতি, ও গণপতি। রামচন্দ্র নিঃসন্তান। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র কিশোরী। কিশোরীর পুত্র গোপাল, নেপাল ও একটী শিশু। বিষ্ণুর একটী শিশু এবং বিভুরও একটী শিশু।

মধুসূদন বাচস্পতির বংশবর্ণনা।

মধুসূদনের পুত্র কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র শিরোমণি। কালাচাঁদের পুত্র হরিনাথ, দীননাথ ও সীতানাথ। হরিনাথের পুত্র অমৃত। ইনি মোল্লারচকে গিয়া বাস করিয়াছেন। অমৃতের পুত্র প্রমথ, ভবেন্দ্র, কিশোরী, খগেন্দ্র, দুর্গা ও হরেন্দ্র। দীননাথের পুত্র হীরালাল। হীরালালের পুত্র রামপ্রসাদ ও হরিপ্রসাদ। সীতানাথের পুত্র নৃত্য ও সুবোধ। নৃত্যের পুত্র কেশব, চারু, গোপাল ও ভোলানাথ। সুবোধের পুত্র শশিভূষণ।

মহেশচন্দ্র শিরোমণি নিঃসন্তান।

পরাণচন্দ্রের বংশবর্ণনা।

পরাণচন্দ্রের পুত্র তারাশঙ্কর সিদ্ধান্ত। তারাশঙ্করের পুত্র রামসর্ব্বস্ব, রামত্রাহি, রামযাদু বিদ্যারত্ন ও হারাণ। রামযাদুর পুত্র উপেন্দ্র। হারাণ, রামসর্ব্বস্ব ও রামত্রাহি নিঃসন্তান। নবকুমার নিঃসন্তান।

কাশীনাথ সার্ব্বভৌমের বংশবর্ণনা।

কাশীনাথের পুত্র নিমাই ও শ্রীরাম। নিমাই ও শ্রীরাম নিঃসন্তান।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ শঙ্কর-নারায়ণ। শঙ্করনারায়ণের পুত্র গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের পুত্র তারা, কালী ও মথুর। তারার পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র বিনোদ, রাসবিহারী, ভূষণ, হৃষিকেশ ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র। বিনোদের পুত্র গোপাল। রাসবিহারীর পুত্র ধনপতি ও একটী শিশু। ভূষণের পুত্র রাম ও বিজয়। হৃষিকেশের পুত্র মুরারী।

কালীর পুত্র ধর্ম্ম, শিবু, অমৃত ও বিশ্বেশ্বর। ইঁহারা মজিলপুরে বাস করেন।

এই গ্রামে কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নন্দদুলাল ইঁহাদের আদি-পুরুষ। নন্দদুলালের পুত্র মহেশচন্দ্র। মহেশের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র ত্রৈলোক্য, ভুবন, যদু, রঘুনাথ, গোপাল, কৃষ্ণধন ও দুর্গাচরণ। ত্রৈলোক্যের পুত্র ক্ষেত্র, শরৎ, হরিদাস ও নরেন্দ্র। ক্ষেত্রের পুত্র ধীরেন্দ্র, রামধন, শ্যামধন ও মুরারী। ধীরেন্দ্রের পুত্র ললিত ও একটী শিশু। শরতের পুত্র সত্য ও খোকা। হরিদাসের চারিটী পুত্র। নরেন্দ্রের চারিটী পুত্র এবং রামধনের একটীমাত্র পুত্র।

রঘুনাথের পুত্র মহিম। মহিমের চারিটী পুত্র। তাঁহারা বারুইপুরে বাস করেন।

গোপালের পুত্র রামনারায়ণ, মতিলাল ও ননী। রামনারায়ণের পুত্র প্রভাস ও সন্তোষ। ননীর পুত্র সুধীর।

কৃষ্ণধনের পুত্র চুনীলাল। চুনীলালের বিভূতি প্রভৃতি চারিটী পুত্র। দুর্গাচরণের পুত্র হীরালাল ও বিহারী। হীরালালের পুত্র বিভূতি ও প্রফুল্ল। বিহারীর পুত্র মদন, কড়িরাম ও একটী শিশু।

বারদ্রোণ গ্রাম হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয়, কুলীন ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র ত্রৈলোক্য ও উপেন্দ্র এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ত্রৈলোক্যের পুত্রসন্তান নাই, দুইটী কন্যা আছে। উপেন্দ্রের পুত্র বিজয়, পঞ্চানন ও একটী শিশু।

হাঁসুড়ী।

এই গ্রাম মোল্লারচক্ গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রামে কুশীক-গোত্রীয় মৌলিক কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নন্দরাম ভট্টাচার্য্য ইঁহাদের আদিপুরুষ। নন্দরামের পুত্র চন্দ্রশেখর পাঠক। চন্দ্রশেখরের পুত্র রামেশ্বর ও মুক্তরাম। রামেশ্বরের পুত্র গঙ্গাধর, রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও রামকুমার। গঙ্গাধরের পুত্র গুরুদাস। রাম কৃষ্ণের পুত্র বৃন্দাবন, রামগোবিন্দ ও শ্যামাচরণ। রাধাকৃষ্ণের পুত্র কার্ত্তিক, উমাচরণ ও অম্বিকাচরণ। কার্ত্তিকের পুত্র রাজারাম। রাজারামের পুত্র শরৎ, বিপিন, হেম, অনুকূল ও হরিপদ। শরতের পুত্র শৈলেন্দ্র, ধনঞ্জয়, ননীলাল ও খোকা। হেমচন্দ্রের পুত্র প্রভাসচন্দ্র। রামকুমারের পুত্র গোপাল, নিবারণ ও চুণীলাল। নিবারণের পুত্র মাখন, ননী, বীরেশ্বর, ত্রিগুণেশ্বর, সুরেশ্বর, কেশবেশ্বর, নকুলেশ্বর ও কাশীশ্বর।

মুক্তরামের পুত্র বিশ্বনাথ, রামকমল, কৃষ্ণনাথ ও প্রাণকৃষ্ণ। বিশ্বনাথের পুত্র নাই। রামকমলের পুত্র রামসর্ব্বস্ব, রামত্রাহি, রামদয়াল, রামচরণ, রামনাথ, রামজীবন ও রামকানাই।

রামসর্ব্বস্বের পুত্র কালীপ্রাণ ও কালীধন। কালীধনের পুত্র খড়্গেশ্বর। রামত্রাহির পুত্র অভিমন্যু, অর্দ্ধচন্দ্র, নন্দলাল ও হরি। অভিমন্যুর পুত্র বেণীমাধব, অনন্ত, বাসুদেব ও মুকুন্দ।

অর্দ্ধচন্দ্রের পুত্র শিবনাথ ও যোগেশ। রামচরণের পুত্র সতীশ।

কৃষ্ণনাথের ও প্রাণকৃষ্ণের পুত্রসন্তান নাই।

তসরালা গ্রাম হইতে গৌতম-গোত্রীয় কালীপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে মাতামহের বাটীতে বাস করিতেছেন। রামরাম ইহাঁদের আদিপুরুষ। ইহাঁদের বংশপরিচয় তসরালা গ্রামে ইহাঁদের জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে থাকিল। ক্ষেত্রনাথের পুত্র বিষ্ণুপদ, অনাদিপদ, নিরাপদ ও নৃসিংহপদ। বিষ্ণুপদর পুত্র বিজয়।

রঙ্গিলাবাদ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ হইতে একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা কাশ্যপ-গোত্রীয় এবং মৌলিক। সেহড়দহের কাশ্যপেরা ইহাঁদের জ্ঞাতি। আত্মারাম তর্কবাগীশ ইহাঁদের আদিপুরুষ। আত্মারামের পুত্র সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য। সন্তোষকুমারের পুত্র জগৎরাম। জগৎরামের পুত্র বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের পুত্র বিষ্ণুরাম। বিষ্ণুরামের পুত্র বিজয়রাম। বিজয়রামের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র খেলারাম। খেলারামের পুত্র ভবানীচরণ। ভবানীচরণের পুত্র রামরতন, রাধামোহন, রামচাঁদ ও রামধন। রামরতনের পুত্র কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র দীননাথ। দীননাথের পুত্র চুণীলাল ও শশিভূষণ। চুণীলালের পুত্র পান্নালাল। রাধামোহন নিঃসন্তান।

রামচাঁদের পুত্র বেণী, দিগম্বর, জয়গোপাল ও রামগোপাল। বেণী নিঃসন্তান। দিগম্বরের পুত্র উপেন ও গিরীশ। জয়গোপালের পুত্র প্রমথ ও রমেশ। রামগোপালের পুত্র জ্ঞান ও ভূদেব।

প্রমথের পুত্র ভূপেন্দ্র। রমেশের পুত্র সত্যগোপাল ও কৃষ্ণগোপাল। উপেনের পুত্র ভোলা, খগেন, ভূতনাথ ও ঋষি। গিরীশের পুত্র ভৃগুরাম। জ্ঞানের পুত্র মণ্টু।

রামধনের পুত্র পার্ব্বতী, শ্যামাচরণ, রামচন্দ্র ও ভোলানাথ। পার্ব্বতী নিঃসন্তান। শ্যামাচরণের পুত্র হারাণ ও ভূতনাথ। হারাণের পুত্র মধুসূদন। ভূতনাথের পুত্র নারায়ণ ও শম্ভু। রামচন্দ্রের পুত্র কালী, নন্দ ও দামোদর। কালীর পুত্র প্রফুল্ল। নন্দের পুত্র মোহিত। ভোলানাথের পুত্র অম্বিক, বামাচরণ, তারিণী, কালী, শক্তি, ত্রিগুণ, ও অনাদি। বামাচরণ একজন মুন্সেফ। ত্রিগুণ বি, এস্, সি। অম্বিকাচরণের পুত্র উদ্ধবকুমার, প্রবোধ ও প্রশান্ত। বামাচরণের পুত্র অমিয় ও একটী শিশু। তারিণীর পুত্র বিভূতি ও দুইটী শিশু। কালীর পুত্র ব্যোমকেশ ও নির্ম্মল। ত্রিগুণের পুত্র রবীন্দ্র। ভোলানাথ একজন ডাক্তার,—(ইনি সোণারপুরে আসিয়া বাস করেন)।

সেহড়দহ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ হইতে এই গ্রামে একঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের গোত্র কাশ্যপ। ইহাঁরা বংশজ। ভগীরথ চক্রবর্ত্তী ইহাঁদের আদিপুরুষ। ভগীরথের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, তারাচাঁদ ও রামকুমার। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র সীতানাথ, নিমাই, রামকৃষ্ণ, জীবন ও ভুবন। সীতানাথের পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র বিভূতি, পাগল ও বিষ্ণু। নিমাইয়ের পুত্র

মন্মথ, হরিদাস ও পটল। রামকৃষ্ণের পুত্র উপেন্দ্র, নগেন্দ্র ও ভগবতী। উপেন্দ্রের পুত্র উমাশঙ্কর ও হরিরাম। নগেন্দ্রের পুত্র পাঁচু, রঞ্জন, অমূল্য, কাল ও পঞ্চানন। জীবন নিঃসন্তান। ভুবনের পুত্র শরৎ। শরতের পুত্র বটো ও পাঁচু।

রামচন্দ্রের পুত্র নীলকমল, দীননাথ, উমাচরণ ও বরদা। নীলকমলের পুত্র বঙ্কিম ও ননী। বঙ্কিমের পুত্র ভজ, নক, হারা ও কাল। ননী অপুত্রক। দীননাথের পুত্র পূর্ণ ও ফণী। পূর্ণর পুত্র পালান। ফণীর পুত্র তমু ও খোকা। উমাচরণের পুত্র বসন্ত, শরৎ, মনমোহন, জাঙ্গী ও কচি। বরদার পুত্র উমাকান্ত ও ললিত।

তারাচাঁদের পুত্র চন্দ্রনাথ ও ক্ষেত্রনাথ। চন্দ্রনাথের পুত্র বিপিন, চণ্ডীচরণ, মতিলাল ও ললিত। রামকুমার নিঃসন্তান।

এই গ্রামে বারদ্রোণ হইতে কুশিক-গোত্রীয় কুলীন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র নবকুমার ভট্টাচার্য্য আসিয়া মাতামহের বাটীতে বাস করিতেছেন। নবকুমারের পুত্র জানকী, ভোদো ও জটাধারী। জানকীর পুত্র প্রভাস, সুরেশ্বর, সুধীর ও খোকা। নবকুমারের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ বারদ্রোণে বাস করিতেছেন।

মালঞ্চ।

রাজপুর হইতে বাৎস্যগোত্রীয় রামানন্দ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা মৌলিক। রামানন্দের পুত্র রামকান্ত, রামহরি ও কৃষ্ণপ্রসাদ। রামকান্তের পুত্র রামধন ও গোপীনাথ। রামধনের পুত্র রামতারণ, রামদয়াল, মহেশ, দিগম্বর ও যদু। রামতারণের পুত্র ভোলানাথ, ভুবন, শ্যাম, বামাচরণ ও ননী। শ্যামের পুত্র ললিত ও জ্যোতীশ। বামাচরণের পুত্র হরিরাম, যোগেন্দ্র, মন্মথ ও বাসুদেব। ননীর পুত্র ভূষণ, গোপী ও শীতল।

রামদয়ালের পুত্র শরৎ, পূর্ণ, রামলাল ও মতিলাল। শরতের পুত্র নগেন, ধীরেন্দ্র, চারু ও প্রভাস। চারুর পুত্র বাদল।

রামলালের পুত্র মণীন্দ্র ও রামগোপাল। মতিলালের পুত্র ভূদেব ও রমেশ। দিগম্বরের পুত্র সতীশ, জ্যোতীশ, বসন্ত, সুরেন্দ্র ও প্রবোধ। বসন্তের পুত্র ফকির ও নরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র কালিদাস। সতীশের পুত্র জীতেন, সন্তোষ ও চিত্তরঞ্জন। গোপীনাথের পুত্র জটীরাম ও কটীরাম।

রামহরির পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র রামরূপ। রামরূপের পুত্র শশী ও বিহারী। শশীর পুত্র দেবেন। বিহারীর পুত্র মোহনলাল ও পান্নালাল। কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র গৌরহরি। শশী বারুইপুরে বাস করিতেছেন।

এই গ্রামে পাকুড়তলা হইতে গোলোকনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রপৌত্র ধর্ম্মদাস আসিয়া বাস করেন। ইনি মৌলিক এবং কাশ্যপ-গোত্রীয়। গোলোকনাথের পুত্র কুশ ও লব। কুশের পুত্র প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের পুত্র ধর্ম্মদাস ও রজনী। ধর্ম্মদাসের পুত্র সন্ন্যাসী, শিবরাম ও কানাই। রজনীর পুত্র ভূতনাথ ও পাঁচু।

বারদ্রোণ হইতে মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি মৌলিক ও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়। মহেন্দ্রের পুত্র হরি, দুর্গা, ভূষণ ও সতীশ। দুর্গার পুত্র চিটে এবং ভূষণের পুত্র টুকো।

একতারা।

এই গ্রামে একঘরমাত্র দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। এই গ্রামটী হটুগঞ্জ পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত। রামশঙ্কর ধর এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রামশঙ্করের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র গিরিধর। গিরিধরের পুত্র

হরমোহন। হরমোহনের পুত্র হরি ও কালীপদ। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী (ধর) এই গ্রাম হইতে বিষ্ণুপুরে গিয়া বাস করেন। তাঁহার কন্যার নাম রাজলক্ষ্মী। ইঁহারা মৌলিক। ইঁহাদের গোত্র ঘৃতকৌশিক।

মাঝের গাঁ।

এই গ্রামটী নিতাড়া গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ সন্তোষ চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার চিতদাসপুর গ্রাম হইতে এই মাঝের গাঁ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তী। বাঞ্ছারামের তিন পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, গোরাচাঁদ ও ভৈরব।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের পুত্র ঈশান, ভোলানাথ, উমেশ, বিপ্রদাস, হরিদাস ও হরকালী। ঈশানের পুত্র নিবারণ, সর্ব্বস্ব ও তারক। নিবারণের পুত্র বটকৃষ্ণ। সর্ব্বস্বর পুত্র নট এবং আর একটী শিশু। তারকের পুত্র কটীরাম ও নেপাল। ভোলানাথের পুত্র আশু, ক্ষেত্র, অবিনাশ ও সুরেন্দ্র। আশুর পুত্র পশুপতি ও অন্নদা। ক্ষেত্র ও অবিনাশের কোন পুত্রসন্তান নাই। সুরেন্দ্রের পুত্র শীতল, দেবেন, গণেশ, বিষ্ণু ও কুলী। উমেশ নিঃসন্তান।

বিপ্রদাসের পুত্র নগেন, উপেন, ভবেন, মণি ও জ্ঞানদা। নগেনের পুত্রসন্তান নাই। উপেনের পুত্র হাবু, ফটু, সন্তু প্রভৃতি। ভবেনের একটীমাত্র পুত্র। মণির পুত্র কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি। হরিদাস নিঃসন্তান। হরকালীর পুত্র সুধীর ও পূর্ণ।

গোরাচাঁদের পুত্র গোবিন্দ ও রতন। গোবিন্দের পুত্র নারায়ণদাস ও রাখাল। নারায়ণদাসের পুত্র ফণিভূষণ। ফণিভূষণের পুত্র পার্ব্বতী ও মণ্টী। রাখাল ও রতন নিঃসন্তান।

ভৈরবের পুত্র চণ্ডীচরণ, ভগবান ও সীতানাথ। ইঁহারা বিষ্ণুপুরে বাস করেন। চণ্ডীচরণের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র উপেন ও ছেনা। রামচন্দ্রের একটী পুত্র,—ইনি গ্রাজুয়েট।

ভগবানের পুত্র ভূতনাথ, কেদার ও মতিলাল। ভূতনাথের পুত্র ধীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র ও বাদল। কেদারের পুত্র দুর্লভ, খোকা ও অমূল্য।

মতিলাল ও সীতানাথ নিঃসন্তান। রামচন্দ্র কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা এক্ষণে মৌলিক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন।

নিতাড়া।

এই গ্রামে জাতুকরণ-গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক বাস করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস মুকুন্দপুরে ছিল। ইঁহাদের উপাধি নন্দী। ইঁহারা মৌলিক। কণ্ঠীরাম বাচস্পতি ইঁহাদের আদিপুরুষ। কণ্ঠীরামের দুই পুত্র—ঘনশ্যাম এবং আত্মারাম। ঘনশ্যামের পুত্র কৃপারাম, মুক্তারাম ও অদ্বৈত। কৃপারামের পুত্র ভবশঙ্কর ও ভবানী। ভবশঙ্করের পুত্র গোবর্দ্ধন ও গৌরহরি। গোবর্দ্ধনের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র চৈতন্য ও আমিনচাঁদ। চৈতন্যের পুত্র হরবল্লভ। হরবল্লভের পুত্র রামচাঁদ ও তারিণী। রামচাঁদ নিঃসন্তান। তারিণীর পুত্র রামকালী। রামকালীর পুত্র হরানন্দ। হরানন্দ নিঃসন্তান।

আমিনচাঁদের পুত্র হরগোপাল। হরগোপালের পুত্র কাঙ্গালীচরণ। কাঙ্গালীচরণের তিন পুত্র নিত্যানন্দ, রামদুলাল ও রামজয়। নিত্যানন্দের পুত্র ধরণীধর ও কৃষ্ণকিঙ্কর। ধরণীধর নিঃসন্তান। কৃষ্ণকিঙ্করের পুত্র আত্মারাম। আত্মারামের পুত্র নয়নানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। নয়নানন্দের পুত্র চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজের পুত্র আশারাম, কৃপারাম ও জানকীরাম। ব্রহ্মানন্দ, আশারাম ও কৃপারাম নিঃসন্তান। জানকীরামের পুত্র রামচরণ। রামচরণের পুত্র কাঙ্গালদাস

ও বাণেশ্বর। কাঙ্গালদাসের পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের পুত্র জনার্দ্দন ও জগমোহন। জনার্দ্দনের পুত্র বিশ্বনাথ ও রাধাচরণ। বিশ্বনাথের পুত্র উমেশ, গোবিন্দ, রামগোপাল ও ভোলানাথ। উমেশ, গোবিন্দ ও ভোলানাথ নিঃসন্তান। রামগোপালের পুত্র ঠাকুরদাস, কৃষ্ণদাস ও রাম। ঠাকুরদাস ও রাম নিঃসন্তান। কৃষ্ণদাসের পুত্র অমৃত। অমৃতের পুত্র সুকুমার, সুশীল, অনিল ও সন্তোষ,—ইহাঁরা মজিলপুরে বাস করেন।

রাধাচরণের পুত্র রামনারায়ণ, পরাণ, রামলাল ও রামব্রহ্ম। রামনারায়ণ, পরাণ ও রামলাল নিঃসন্তান। রামব্রহ্মের পুত্র দীননাথ, বিশ্বনাথ, কৃষ্ণনাথ, চন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, যদুনাথ, ভূতনাথ, অঘোরনাথ, প্রিয়নাথ, সূর্য্যনাথ ও শ্যামনাথ। দীননাথের পুত্র বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের পুত্র হৃষিকেশ ও বাসুদেব। শিবনাথের পুত্র যতীন্দ্র,—(ইনি একজন বি, এ,), কেশব, জীতেন্দ্র ও হরিচরণ। যতীন্দ্রের পুত্র সদানন্দ। কেশবের পুত্র কানাই ও বলাই। কৃষ্ণনাথের পুত্র অনাথ ও অনাদি। অনাথের পুত্র জগজ্জ্যোতিঃ। অনাদির পুত্র জ্যোতির্ম্ময়।

চন্দ্রনাথের পুত্র যোগজীবন। যোগজীবনের পুত্র সচ্চিদানন্দ।

কেদারনাথ নিঃসন্তান।

যদুনাথের পুত্র শরৎ, বঙ্কিম ও শীতাংশু। শরৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

ভূতনাথের পুত্র হৃদয়, হরি ও ক্ষুদিরাম। হরির পুত্র সুশীল।

অঘোরনাথের পুত্র সত্য, প্রফুল্ল, হিরণ ও অশ্বিনী। প্রফুল্লের পুত্র সরোজ।

প্রিয়নাথের পুত্র ললিত, লালমোহন, রেবতী ও মোহিনী। সূর্য্যনাথ নিঃসন্তান।

শ্যামনাথের পুত্র যামিনী, বিষ্ণু, নলিনী ও ইন্দু।

জগমোহনের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রামসেবক। রামসেবকের পুত্র রামতারণ ও নারায়ণদাস;—ইহাঁরা উভয়েই নিঃসন্তান।

বাণেশ্বরের পুত্র শিবেশ্বর। শিবেশ্বরের পুত্র গদাধর। গদাধরের পুত্র জগৎরাম সিদ্ধান্ত ও রামশঙ্কর। জগৎরামের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র আনন্দসাগর, রামকমল ও মাধব। আনন্দসাগর নিঃসন্তান। রামকমলের পুত্র নিরঞ্জন ও নিবারণ। নিরঞ্জনের পুত্র রজনী ও কালাচাদ। রজনীর পুত্র অধর, ভূধর ও শ্রীধর। নিবারণের পুত্র ভবানী, করালী, মুরারী ও গোপীনাথ।

রামশঙ্করের পুত্র কমললোচন, রাজনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, রামমোহন ও ভরত। কমললোচনের পুত্র ঈশান,—ঈশান নিঃসন্তান।

রাজনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ;—(ইহাঁরা নিতাড়া হইতে মোল্লারচকে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের পরবর্ত্তী বংশপরিচয় মোল্লারচকে প্রদত্ত হইয়াছে)।

রামমোহন বিষ্ণুপুরে গিয়া বাস করেন। বিষ্ণুপুরের নন্দীরা ইহাঁর বংশধর।

ভরত বনমালীপুরে গিয়া বাস করেন।

গৌরহরির পুত্র রামরাম ও রাজগোপাল। রামরামের পুত্র নরেশ্বর। নরেশ্বর বোলসিদ্ধি গ্রামে গিয়া বাস করেন। নরেশ্বরের পুত্র মুক্তারাম। মুক্তারামের পুত্র রামপ্রসাদ ও রামনিধি। রামপ্রসাদ নিঃসন্তান। রামনিধির পুত্র শ্যামদুলাল ও দক্ষনারায়ণ। শ্যামদুলাল নিঃসন্তান। দক্ষনারায়ণের পুত্র বল্লভীকান্ত। বল্লভীকান্তের পুত্র শ্রীধর। রাজগোপাল নিঃসন্তান।

ভবানীর পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথ নিঃসন্তান।—(এই ভবানী কৃপারামের দ্বিতীয় পুত্র)।

মুক্তারামের পুত্র বাণেশ্বর। বাণেশ্বরের পুত্র কাশীশ্বর, মুক্তারাম ও সীতারাম। কাশীশ্বর ও মুক্তারাম নিঃসন্তান। সীতারামের পুত্র জয়রাম ও জয়নারায়ণ। জয়রামের পুত্র দর্পনারায়ণ,—(ইনি বারদ্রোণে যান)। জয়নারায়ণ নিঃসন্তান।

আত্মারামের পুত্র ধরণীধর ও রামেশ্বর। ধরণীধরের পুত্র রামভদ্র, কাঙ্গালীচরণ ও কালিদাস। রামভদ্রের পুত্র গোকুল ও শিবশঙ্কর। গোকুলের পুত্র মুকুন্দরাম। মুকুন্দরামের পুত্র শম্ভুরাম ও বিশ্বেশ্বর।

শিবশঙ্করের পুত্র জানকীরাম। জানকীরামের পুত্র দামোদর।

গোকর্ণী।

এই গ্রামে কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। গোপীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ইঁহাদের আদিপুরুষ। গোপীবল্লভের পুত্র রামগোপাল ও রামনাথ। রামগোপালের পুত্র ছকুরাম। ছকুরামের পুত্র মধুসূদন ও রামশম্ভু। মধুসূদনের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র রামমোহন ও লক্ষ্মীনারায়ণ। রামমোহনের পুত্র গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের পুত্র হরগোবিন্দ, রামগোবিন্দ ও শ্যামাচরণ। হরগোবিন্দ নিঃসন্তান। রামগোবিন্দের পুত্র ক্ষেত্রনাথ, বঙ্কিম ও প্রাণকৃষ্ণ। ক্ষেত্রনাথের পুত্র সন্তোষ, ভূপেন ও কানাইলাল। বঙ্কিমের পুত্র হরিদাস ও পতিত-পাবন। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র মোহন ও নরেন্দ্র। শ্যামাচরণের পুত্র ভুবন, বসন্ত, অক্ষয় ও অমৃত। ভুবনের পুত্র বটকৃষ্ণ ও গোপাল। বসন্তের পুত্র বৈদ্যনাথ। অক্ষয়ের পুত্র দুর্গাদাস, নারায়ণদাস ও তুলসীদাস। অমৃতের পুত্র পাঁচুগোপাল)।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র রামচাঁদ। রামচাঁদের পুত্র রামকমল, কালিদাস, মহেশচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র ও রামনাথ। রামকমল, মহেশচন্দ্র ও রামনাথ নিঃসন্তান। কালিদাসের পুত্র উমেশ ও শ্রীনাথ। উমেশ দুর্গাপুরে গিয়া বাস করিয়াছেন। উমেশের পুত্র হরিপদ। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র প্রিয়নাথ, অমৃতনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ। (প্রিয়নাথ—"জীবন্ত-পিতৃদায়" ও "কুমাররঞ্জন" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন)।

রামশম্ভুর পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র রামকৃষ্ণ ও জয়নারায়ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র কাশীনাথ ও রামব্রহ্ম। কাশীনাথের পুত্র রামগোবিন্দ, রামসর্ব্বস্ব, রামত্রাহি ও রামকিঙ্কর। রামগোবিন্দের পুত্র ভূদেব। ভূদেবের পুত্র শান্তিরাম ও সুবোধ। শান্তিরামের পুত্র ভূতনাথ ও গোপাল। রামসর্ব্বস্ব ও রামত্রাহি নিঃসন্তান। রামকিঙ্করের পুত্র ভবদেব। ভবদেবের পুত্র নরেন্দ্রনাথ ও কালী। রামব্রহ্ম নিঃসন্তান। জয়নারায়ণের পুত্র রামজীবন ও রামরূপ। রামজীবন অপুত্রক,—মাত্র একটী কন্যা মহামায়া। রামরূপের পুত্র রামযাদু, ননীলাল ও মণিলাল। রামযাদুর পুত্র নিত্য, ফেলা ও ফটিক। ননীর পুত্র তুলসী, বিল্ব ও বিষ্ণু। মণির পুত্র সত্য, আদিত্য ও অনন্ত।

রামনাথের পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র শোভারাম, রামরাম ও রামসন্তোষ। শোভারামের পুত্র রামসুন্দর ও মাণিক। রামসুন্দরের পুত্র বিশ্বম্ভর, রামরূপ ও শিবচন্দ্র। বিশ্বম্ভরের পুত্র চন্দ্রকুমার ও কালীপ্রসন্ন। চন্দ্রকুমারের পুত্র সুরেন্দ্র, হেমচন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র কমলাকান্ত। কালীপ্রসন্নের পুত্র কৈলাসচন্দ্র, হরিদাস ও বিষ্ণু-ভূষণ। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র চরণদাস। হরিদাসের পুত্র চুণীলাল, ভজহরি ও কৃষ্ণ। রামরূপ ও শিবচন্দ্র নিঃসন্তান। মাণিকের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র গোপাল ও গিরীশ। গোপালের পুত্র যতীন্দ্র, সতীশ, ধীরেন্দ্র ও দীনবন্ধু। যতীন্দ্রের পুত্র তারক ও কৃষ্ণ। সতীশের পুত্র শৈলেন্দ্র ও সুমেরু। গিরীশ অপুত্রক। রামরামের পুত্র কেবলরাম। কেবলরামের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র জয়গোপাল। রামসন্তোষের পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র ঘনশ্যাম। ঘনশ্যামের পুত্র দিগম্বর ও মথুর।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেগুণ গ্রাম হইতে বাৎস্যগোত্রীয় রামজীবন চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন ;—ইঁহারা বংশজ। রামজীবনের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের পুত্র রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণের পুত্র মুক্তরাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র হলধর, রামতারণ ও গোবিন্দ। রামতারণের পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল। মহেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীর। নন্দলালের পুত্র প্রভাস ও প্রবোধ। প্রভাসের পুত্র বলাই এবং প্রবোধের পুত্র অসিতবরণ। হরগোবিন্দের পুত্র রামপ্রাণ, প্রাণকৃষ্ণ ও যতীন্দ্র। রামপ্রাণের পুত্র ভূপেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র। সত্যেন্দ্রের পুত্র কানাই। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র বিজয় ও বসন্ত;—ইঁহারা কোদালিয়া গ্রামে বাস করেন। যতীন্দ্রের পুত্র দীনেশ, সুশীল ও সুবোধ।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক আরও কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহাদের আদি-পুরুষ শ্যামসুন্দর ও রামদেব।

শ্যামসুন্দরের পুত্র গোপীনাথ, রঘুনাথ, অঘোরনাথ ও জগমোহন। গোপীনাথের পুত্র মধুসূদন, রাজকৃষ্ণ, গোলোক ও গোবর্দ্ধন। মধুসূদনের পুত্র বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের পুত্র মণি ও চুনি। মণির পুত্র উমাপতি, কানাই, শৈলেন্দ্র ও সুবোধ। রাজকৃষ্ণ ও গোলোকের কোন সন্তানাদি নাই। গোবর্দ্ধনের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র ব্রহ্মা, ছেনা ও খাঁদা।

রঘুনাথের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র হারাণ, মহেশ, পার্ব্বতী, প্রিয়, মাখন ও ভোলানাথ। হারাণের পুত্র যাদুগোপাল ও কমলা। মহেশের পুত্র রাম, খগেন, কুসুম, কেশব, ভগবান ও অনন্ত।

পার্ব্বতীর পুত্র গোপাল ও ননী। প্রিয়নাথের পুত্র কৃষ্ণ। মাখনের পুত্র সুধীর। ভোলানাথের পুত্র মাণিক।

অঘোরের পুত্র দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর পুত্র দীননাথ। দীননাথের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র হরিপদ ও বিনয়।

জগমোহনের পুত্র প্রভুরাম। প্রভুরামের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র নিবারণ। নিবারণের পুত্র হরিপদ, বিনয় ও ভূষণ। হরিপদের পুত্র নরেন্দ্র, অনাদি ও তারক।

রামদেবের পুত্র নিধিরাম। নিধিরামের পুত্র গয়ারাম। গয়ারামের পুত্র গৌরী। গৌরীর পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র দ্বারিক ও পরাণ। দ্বারিকের পুত্র প্রসন্ন, পূর্ণ, উমেশ, গিরীশ ও শরৎ। প্রসন্ন অপুত্রক। পূর্ণর পুত্র প্রমথ, ভুড় ও নন্ত। উমেশের পুত্র নীলমণি। গিরীশের পুত্র দীনেশ, তুলসী ও মাণিক।

পরাণের পুত্র হারাণ ও নারায়ণ। হারাণের পুত্র মহিম, ভূপেন, খগেন, ললিত ও কালীপদ।

দীনেশচন্দ্র—কাব্য ও ব্যাকরণতীর্থ।

সদানন্দ ভদ্র নামক একজন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন;—ইনি মৌলিক। গোত্র গৌতম। ইঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র, ত্রৈলোক্য ও প্রসন্ন। কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র আশু, পূর্ণ, শশী, শিবু ও রজনী। আশুর পুত্র অবিনাশ। অবিনাশের পুত্র সন্ন্যাসী। পূর্ণর পুত্র অতুল, সত্য ও মধুসূদন। শশীর পুত্র বিজয় ও বসন্ত। রজনীর পুত্র হরিধন ও বিষ্ণু।

ত্রৈলোক্যের পুত্র যোগেন্দ্র,—ইঁহারা ধপ্‌ধপী গ্রামে বাস করেন। প্রসন্নের পুত্র কার্ত্তিক।

হরিনাভি হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন হীরালাল চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ললিত, হেমকুমার, সতীশ, ধীরেন্দ্র, কৃষ্ণধন ও নরেন্দ্র। ললিতের পুত্র ভূপতি ও পশুপতি।

হরিনাভি হইতে আর একঘর কুলীন ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তাঁহার নাম সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। তিনি একজন ডাক্তার,—তাঁহার পুত্র শিবকালী। শিবকালীর পুত্র দুর্গাপদ।

হরিনাভি হইতে গিরিমাধব চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন;—ইনি কুলীন এবং ইঁহার গোত্র গৌতম। গিরিমাধবের পুত্র ঠাকুরদাস ও হরিদাস।

চাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক একজন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি মৌলিক। গোত্র গৌতম। চাঁদ চক্রবর্ত্তীর পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র বামাচরণ। বামাচরণের পুত্র জীতেন।

ধপ্‌ধপী হইতে কাত্যায়ন-গোত্রীয় আর একঘর বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের আদি-পুরুষ জগৎরাম চক্রবর্ত্তী। জগৎরামের পুত্র রামধন ও রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র গদাধর (গোবিন্দ)। গোবিন্দের পুত্র তারক, রামগোপাল, উমাচরণ, রামযাদু, রাম ও লক্ষ্মণ। তারক, উমাচরণ ও রামযাদু নিঃসন্তান। রামগোপালের পুত্র ললিত ও সদানন্দ। রাম বনমালীপুরে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণের পুত্র হরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র।

ক্ষেপুৎ গ্রাম হইতে একঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁর আদি-পুরুষ ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ভৈরবের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র আনন্দ। আনন্দের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্র জয়কৃষ্ণ ও মন্মথ। মন্মথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও নন্দলাল। মন্মথ এবং তাঁহার পুত্রেরা এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। জয়কৃষ্ণের পুত্র কাল, ভীম প্রভৃতি,—ইহাঁরা ক্ষেপুৎ গ্রামে বাস করেন।

পাইকেন।

পাইকেন গ্রামে কাত্যায়ন-গোত্রীয় যে সকল দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগের আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রতাপপুরে ছিল। মজিলপুর, রাজপুর, কোদালিয়া ও পাইকেন গ্রামের কাত্যায়নেরা উক্ত প্রতাপপুর হইতে আসিয়াছেন;—ইহাঁরা কুলীন।

পাইকেন গ্রামের কাত্যায়নদিগের আদিপুরুষ ৺ শোভারাম ভট্টাচার্য্য। ইনি প্রথমে ফল্‌তা থানার অন্তর্গত জামিরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরে তথা হইতে পাইকেন গ্রামে বাস করিতেছেন।

শোভারাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীহরি, রামনিধি, কালীচরণ ও যাদবেন্দ্র তর্কালঙ্কার। এই যাদবেন্দ্র একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীহরির পুত্র রামধন ও নীলমণি। রামধন নিঃসন্তান। নীলমণির পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র মথুরামোহন। মথুরামোহনের পুত্র আশুতোষ, ক্ষেত্রমোহন ও ভবশঙ্কর। আশুতোষের পুত্র ঘনশ্যাম ও ননী। ঘনশ্যামের পুত্র পশুপতি। ননীর পুত্র অনিল ও কালীকৃষ্ণ। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র যজ্ঞেশ্বর, কেদার ও গোপাল। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র অমূল্য, অজিত, অতুল ও বিজয়। কেদারের পুত্র ভূতনাথ ও নব। গোপালের পুত্র মিনু।

রামনিধির পুত্র ভগবান্‌। ভগবানের পুত্র রামকুমার, মহেশ ও গণেশ।

কালীচরণের পুত্র গঙ্গাধর, গোবিন্দ ও শ্যামাপ্রসাদ। গঙ্গাধরের পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র ধরণীধর,—ইনি খিদিরপুরে বাস করেন। গোবিন্দের পুত্রসন্তান নাই। ইহাঁর কন্যার সহিত স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত গিরীশচন্দ্রের পুত্রগণ এক্ষণে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। শ্যামাপ্রসাদের পুত্র বেণীমাধব ও দুর্লভ।

যাদবেন্দ্র তর্কালঙ্কারের পুত্র রামচন্দ্র, জয়নারায়ণ, কালীচরণ, চণ্ডীচরণ, শিবচন্দ্র ও রাজনারায়ণ।

রামচন্দ্র নিঃসন্তান। জয়নারায়ণ ভাল্লুকঘরে গিয়া বাস করেন। ইহাঁর পুত্র শশিশেখর। শশিশেখরের পুত্র অক্ষয় ও নবীন।

কালীচরণের পুত্রসন্তান নাই। চণ্ডীচরণের পুত্র রামকুমার, আনন্দ ও রামতারণ। রামকুমারের পুত্র নাই। আনন্দের পুত্র নারায়ণ ও নিবারণ। রামতারণের পুত্র হারাণ, প্রাণকৃষ্ণ ও ভরত। ভরতের পুত্র অমৃত। অমৃতের পুত্র কুটো। শিবচন্দ্রের কোন পুত্রসন্তান নাই।

রাজনারায়ণের পুত্র ভুবনেশ্বর ও রামেশ্বর। ভুবনেশ্বরের পুত্র পূর্ণ ও চন্দ্র। পূর্ণর পুত্র হরিসাধন ও পার্ব্বতী। রামেশ্বরের পুত্র রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র সুবুদ্ধি, বসন্ত ও বিজয়। চন্দ্র নিঃসন্তান।

মল্লিকপুর।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গীতগ্রা-নিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র নন্দকিশোর রায়-চৌধুরী, নবাবের অত্যাচারে কেবলমাত্র শালগ্রাম শিলা গলায় বাঁধিয়া রাত্রিযোগে কয়েকজন জ্ঞাতিসহ পলাইয়া মল্লিকপুর গ্রামে আসিয়া নিজের উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া, চক্রবর্ত্তী উপাধি লইয়া তথায় বাস করেন। ইঁহার একজন জ্ঞাতিও মালা গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশে কেহ নাই। অন্যান্য জ্ঞাতিরা যে, কে কোথায় বাস করিয়া আছেন, তাহা জানা যায় নাই।

নন্দকিশোর চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজারাম চক্রবর্ত্তী। রাজারামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মধ্যম রামকিঙ্কর ও কনিষ্ঠ রামধন।

(১) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোলে অনেকগুলি ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাঁহার তিন পুত্র—ত্রৈলোক্যনাথ, ভুতনাথ ও আশুতোষ।

ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র বিপিন, হরিদাস ও বঙ্কবিহারী। বিপিনের রামজীবন প্রভৃতি চারি পুত্র। হরিদাসের রামপ্রাণ প্রভৃতি তিনপুত্র। বঙ্কবিহারীর রামবল্লভ প্রভৃতি চারি পুত্র।

ভুতনাথের পুত্র যোগেন্দ্র, নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। যোগেন্দ্রের সত্যচরণ প্রভৃতি তিন পুত্র। নগেন্দ্রের সুশীল প্রভৃতি তিন পুত্র। দেবেন্দ্রের সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দুই পুত্র।

আশুতোষের পুত্র প্রমথনাথ, ধীরেন্দ্র ও হীরেন্দ্র। ধীরেন্দ্রনাথের পুত্র গোরাচাঁদ। এই ধীরেন্দ্রনাথ জর্ম্মাণী হইতে পি, এচ, ডি, পরীক্ষায় উপাধি পাইয়াছেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

(২) রামকিঙ্করের পুত্র যদুনাথ ও অক্ষয়কুমার। যদুনাথের পুত্র জীবনগোপাল ও হরিগোপাল। জীবনের নন্দ-দুলাল প্রভৃতি তিনটী পুত্র। হরিগোপালের পুত্র সচীন্দ্র।

অক্ষয়কুমারের পুত্র গোপাল, নৃত্যগোপাল ও বিজয়গোপাল। গোপালের পাঁচুগোপাল প্রভৃতি চারি পুত্র। নৃত্যগোপালের পুত্র নবগোপাল। বিজয়গোপালের কৃষ্ণগোপাল প্রভৃতি তিন পুত্র।

(৩) রামধনের পুত্র কৈলাসচন্দ্র। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র চারু, সতীশ ও পূর্ণ। চারুর পান্নালাল প্রভৃতি চারি পুত্র। সতীশের হরিসাধন প্রভৃতি দুই পুত্র। পূর্ণর অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি ছয় পুত্র।

এই গ্রামে রাজপুরনিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন ষষ্ঠীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পৌত্র কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলমণি তর্করত্ন। কেদারনাথের চারি পুত্র—প্যারিমোহন, নারায়ণচন্দ্র, মোহিনীমোহন ও রামযাদু।

প্যারিমোহনের ভবানীভূষণ প্রভৃতি দুই পুত্র। নারায়ণের মনোমোহন, কালসোণা প্রভৃতি চারি পুত্র। মোহিনী-মোহনের দুই পুত্র। রামযাদুর কোন পুত্রাদি নাই।

বুড়ুল।

এই গ্রামে একটী পোষ্ট আফিস আছে। তেড়ালী ও বাহিরকুঞ্জ গ্রাম এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই কয়েকটী গ্রামে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের গোত্র বাৎস্য। ইঁহারা মৌলিক। তেড়ালী ও

বাহিরকুঞ্জ গ্রামের চক্রবর্তীরা, মজিলপুরের বৈদ্যেরা, হাওড়া জেলার গুজারাট ও শিবগঞ্জ গ্রামের চক্রবর্ত্তীরা, রাজপুরের তেল, গাড়ু উপাধিখ্যাত চক্রবর্ত্তীরা ইহাঁদের জ্ঞাতি। মুরারীধর চক্রবর্ত্তী ও জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী,—এই দুই ভ্রাতা প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু প্রথমে কোথায় আসিয়া তাঁহারা বাস করেন, তাহার কিছুই জানা যায় নাই। তবে উক্ত জগদানন্দের প্রপৌত্র ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর নামে সন ১১৯০ সালের জরিপী চিঠায় বুড়ুল গ্রামে ব্রহ্মোত্তর লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং ১১৯০ সালের পূর্ব্বে যে বুড়ুল গ্রামে তাঁহার বাস ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

জগদানন্দের পুত্র দামোদর চক্রবর্ত্তী। দামোদরের তিন পুত্র—মণিরাম, কালীচরণ, (তৃতীয় পুত্রের নাম অজ্ঞাত)। মণিরামের বংশধরগণ তেড়ালী গ্রামে এবং কালীচরণের বংশধরগণ বুড়ুলে ও অজ্ঞাতনামা তৃতীয় পুত্রের বংশধরগণ মজিলপুরে বাস করিতেছেন।

কালীচরণের পুত্র ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র রামহরি ও রামকৃষ্ণ। রামহরির পুত্র হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র রামযাদু, রামসর্ব্বস্ব ও ললিতমোহন। রামযাদুর পুত্র নলিনী, অমৃত ও কার্ত্তিক। নলিনীর পুত্র সন্তোষ। অমৃতের পুত্র হরিধন ও ক্ষেত্রমোহন। কার্ত্তিকের পুত্র তারা ও মনোমোহন। রামসর্ব্বস্বের পুত্র অমর, অক্ষয় ও অনন্ত। ললিতমোহনের পুত্র মণীন্দ্র।

রামকৃষ্ণের পুত্র রামধন ও রামচাঁদ। রামধনের পুত্র কমলাকান্ত ও নরনারায়ণ। কমলাকান্তের পুত্র অঘোর, যজ্ঞেশ্বর ও কালীপদ। অঘোরের পুত্র বিশ্বনাথ, বিভূতি ও বিনয়। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র সত্যভূষণ। কালীপদর পুত্র অনিল, সুশীল, সুনীল, হরিদাস, কৃষ্ণদাস ও বিষ্ণুদাস। রামচাঁদ নিঃসন্তান।

তেলাড়ী

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। মণিরাম চক্রবর্ত্তী হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। মণিরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র দয়ারাম। দয়ারামের পুত্র আত্মারাম। আত্মারামের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রামকুমার ও কালাচাঁদ। কালাচাঁদের পুত্র সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, উমাকান্ত, কালীকান্ত ও শ্রীকান্ত। সূর্য্যকান্তের পুত্র দামোদর। চন্দ্রকান্তের পুত্র গোকুল ও অতুল। উমাকান্ত কাব্যতীর্থ,– ইনি বুড়ুল হাই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত,—ইহাঁর পুত্র সত্যশরণ ও মুরারীশরণ। কালীকান্তের পুত্র বটকৃষ্ণ। শ্রীকান্ত অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। রামকুমার নিঃসন্তান।

. বাগাণ্ডা গ্রাম হইতে কুশীক-গোত্রীয় মৌলিক রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র জীতেন, অজীত, হরিনাথ, চণ্ডী ও কালসোণা। জীতেনের পুত্র নীলমণি। অজীতের পুত্র গৌর।

বাহিরকুঞ্জ।

মুরারীধর চক্রবর্ত্তীর পুত্র চৈতন্যচরণ। চৈতন্যচরণের পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র রামতনু, রামনিধি ও ঘনশ্যাম। রামনিধির চারি পুত্র—রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। রামচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গঙ্গানারায়ণ ও ভগবান। গঙ্গানারায়ণ নিঃসন্তান। ভগবানের পুত্র কেদারনাথ ও প্রিয়নাথ। কেদারনাথের পুত্র রাধাকান্ত ও রাধাবিনোদ। রাধাকান্তের পুত্র সুধীর, কমল, বিমল ও নির্ম্মল।—ইহাঁরা বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

প্রিয়নাথের পুত্র গোপাল, যতীন্দ্র ও সুরেন্দ্র। গোপালের পুত্র হরিরাম। যতীন্দ্রের পুত্র শৈলেশ্বর।

শিবচন্দ্রের পুত্র কালীকুমার। কালীকুমারের পুত্র শ্যামাচরণ ও উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র প্রমথনাথ।

ঘনশ্যামের পুত্র রামমোহন। রামমোহনের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র প্রসন্নকুমার, অন্নদাপ্রসাদ ও কালাচাঁদ। প্রসন্নকুমারের পুত্র শশধর, বসন্ত, কৃষ্ণদাস ও বিষ্ণুদাস।

শশধরের পুত্র ধীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও সতীশ। ধীরেন্দ্রের পুত্র হৃষিকেশ। বসন্তের পুত্র হরনাথ, হরিদাস ও রামলাল। কৃষ্ণদাসের পুত্র গুরুদাস, বিজয় ও নারায়ণ। বিষ্ণুদাসের পুত্র ঠাকুরদাস, কমলাকান্ত, হরিনাথ ও মুটবিহারী।

অন্নদাপ্রসাদের পুত্র জলধর, নবগোপাল, ভূদেব ও হরিগোপাল। জলধরের পুত্র বিশ্বনাথ, ভৈরব ও সত্যনারায়ণ। নবগোপাল নিঃসন্তান। ভূদেবের পুত্র দুর্গাচরণ। হরিগোপালের পুত্র পঞ্চানন।

কালাচাঁদের পুত্র শরৎচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ভূতনাথ ও রামচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের পুত্র হরিচরণ। ভূতনাথের পুত্র মধুসূদন এবং রামচন্দ্রের পুত্র ছানু।

রামতনুর বংশধরগণ হাওড়া জেলার অন্তর্গত গুজরাট্ গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের বংশপরিচয় হাওড়া জেলার গুজরাট্ গ্রামের বংশপরিচয়ে দেওয়া হইল।

পাকুড়তলা।

(বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ)।
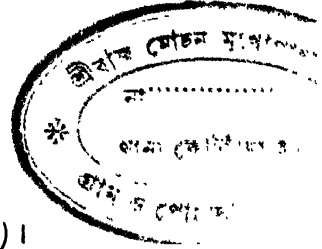
ময়দা হইতে রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র কালীকুমার, অম্বিক ও পার্ব্বতী। কালীকুমারের পুত্র বিহারী। বিহারীর পুত্র জীবন ও মণিলাল। মণিলালের একটী শিশু। পার্ব্বতীর পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র কার্ত্তিক।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গৌরিচরণ। গৌরিচরণের পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র চণ্ডীচরণ, বিশ্বনাথ, লালচাঁদ ও রামরূপ। চণ্ডীচরণ, লালচাঁদ ও রামরূপ নিঃসন্তান। বিশ্বনাথের পুত্র শ্যামাচরণ, উমাচরণ, রামসর্ব্বস্ব, যদুনাথ ও কেদারনাথ। শ্যামাচরণ, উমাচরণ ও রামসর্ব্বস্ব নিঃসন্তান। যদুনাথের পাঁচটী কন্যা। কেদারনাথের পুত্র নরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, হরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র।

এই গ্রামে কয়েকঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের উপাধি পাঠক। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুৎগ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। এখনও ক্ষেপুৎগ্রামে ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ বাস করিতেছেন। বারুইপুরের পাঠকেরা, সেহড়দহের ও রঙ্গিলাবাদের চক্রবর্ত্তীরা ইঁহাদের জ্ঞাতি। রঘুনাথ পাঠকের পুত্র কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ। কাশীনাথ নিঃসন্তান। বিশ্বনাথের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র ক্ষেত্রমোহন, মণিমোহন ও ফণিমোহন। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র পঞ্চানন।

নবকৃষ্ণ পাঠক ও জানকীরাম পাঠক ইঁহাদের জ্ঞাতি।

নবকৃষ্ণ পাঠকের পুত্র আনন্দ, ঈশান ও কৃষ্ণধন। আনন্দের পুত্র সারদা, কালীপ্রসন্ন ও উপেন্দ্র। সারদার পুত্র ভোলানাথ। কালীপ্রসন্নের পুত্র কার্ত্তিক। উপেন্দ্র নিঃসন্তান। ঈশানের পুত্র অমূল্য। কৃষ্ণধন নিঃসন্তান।

জানকীরাম পাঠকের পুত্র গোকুলচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র রামকমল ও দুর্গাচরণ। রামকমলের পুত্র হারাধন। হারাধনের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র প্রফুল্ল।

দুর্গাচরণের পুত্র অম্বিকাচরণ, কৃষ্ণধন, শশিভূষণ, বরদাপ্রসাদ ও সুরেন্দ্রনাথ। অম্বিকাচরণের পুত্র মন্মথ, বিপিন,

কালী, যতীন ও দেবেন। মন্মথের একটী কন্যা রাজলক্ষ্মী। বিপিনের পুত্র পূর্ণ, সুশীল ও সুবোধ। কালীর পুত্র সুধীর ও সুনীল। যতীনের পুত্র পাঁচু। দেবেন নিঃসন্তান।

কৃষ্ণধনের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ি নিঃসন্তান।

শশিভূষণের পুত্র হরিচরণ, ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র। হরিচরণের একটী শিশু।

বরদাপ্রসাদের পুত্র নলীন, কালীপদ ও অমৃত।

সুরেন্দ্রনাথের পুত্র তারকনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, হরনাথ, শম্ভুনাথ, ভোলানাথ ও ভূতনাথ।

মুন্সি

ইনাৎপুর হইতে গৌতমগোত্রীয় কুলীন ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্র সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ইনি ষ্টেশনমাষ্টার ছিলেন, এক্ষণে আলিপুর ফৌজদারী-কোর্টে মোক্তারী করিতেছেন। ইঁহার পুত্র দিলীপ ও রামপ্রসাদ। ইঁহাদের বংশপরিচয় ইনাৎপুরে ইঁহাদের জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে দেওয়া আছে।

শরবেড়িয়া।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পীতাম্বরের চারি পুত্র,—বিশ্বম্ভর, উমেশ, গোপাল ও আশুতোষ। বিশ্বম্ভর ও গোপাল নিঃসন্তান। উমেশের পুত্র শিবু, নগেন ও রঙ্গলাল। শিবুর বিজয় প্রভৃতি চারি পুত্র। নগেন বি, এল্। রঙ্গলাল বি, এ। আশুতোষের পুত্র হরি, রাজন ও একটী শিশু।

কেশবপুর।

সাতঘরা গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক ভুবনমোহন পাঠক এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহার বংশপরিচয় সাতঘরা গ্রামে দেওয়া আছে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আরও বিস্তারিত পরিচয় পাওয়ায়, এস্থলে তাহা প্রদত্ত হইল। সীতারাম পাঠক দাক্ষিণাত্য হইতে এদেশে আসেন। তিনি মজিলপুরের রক্ষিত জমিদারকর্ত্তৃক আনীত হইয়া তাঁহাদের দক্ষিণ তেলে-পদ্মপুকুর তালুকে বাস করেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরগণ দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সাতঘরা গ্রামে বাস করিতেছেন।

সীতারাম পাঠক এই বংশের আদিপুরুষ। সীতারামের পুত্র তনুরাম পাঠক। তনুরামের পুত্র বিষ্ণুরাম। বিষ্ণুরামের পুত্র শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের পুত্র রামতনু, ভগবান ও গৌর। রামতনুর পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র অভয়চরণ ও হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র রাধিকা, নগেন্দ্র ও মন্মথ। রাধিকার পুত্র রবীন্দ্র (অভিমন্যু)। নগেন্দ্রের পুত্র সত্যেন্দ্র।

ভগবানের পুত্র রামগোপাল ও যজ্ঞেশ্বর। রামগোপালের পুত্র ভুবন, মধুসূদন, বিশ্বনাথ ও বিধুভূষণ। ভুবনের পুত্র গঙ্গাধর, শিবু ও সরস্বতী। মধুসূদনের পুত্র প্রফুল্ল। প্রফুল্লর পুত্র লক্ষ্মণ, গোকুল ও ভরত। বিশ্বনাথের পুত্র নরেন্দ্র ও ভূষণ।

গৌরের পুত্র কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধনের পুত্র ভূতনাথ। ইঁহারা রাজপুর ও হরিনাভিতে বাস করিতেছেন।

নারায়ণপুর।

এই গ্রাম ক্যানিং থানার অন্তর্গত বাঁশড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রামে ধপ্‌ধপী হইতে একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। তিনি বংশজ এবং তাঁহার গোত্র কাশ্যায়ন। তাঁহার বংশপরিচয় ধপ্‌ধপী গ্রামে দেওয়া হইয়াছে।

চৌহাটী।

(চোঙ্গাটী)

এই গ্রামে একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের আদিপুরুষ। কালাচাঁদের পুত্র কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধনের পুত্র যদুনাথ, তারকনাথ ও রমানাথ। যদুনাথ নিঃসন্তান।

তারকনাথের পুত্র সুরেশ, সুবোধ, প্রবোধ, সতীশ, জ্যোতীশ ও অনাথ। সুরেশ নিঃসন্তান। সুবোধের পুত্র চুণীলাল ও ফণিলাল। প্রবোধ নিঃসন্তান। সতীশের পুত্র পরেশনাথ ও একটী শিশু। জ্যোতীশের পুত্র নন্দদুলাল।

রমানাথের পুত্র সুধীর, দীনবন্ধু ও অজিৎকুমার। সুধীরের পুত্র অমূল্য। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডুয়া জেলা হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা গৌতম-গোত্রীয় এবং বংশজভাবাপন্ন।

বারুইপুর।

এই গ্রামের জমিদার ৺দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী মহাশয় যশোহর জেলার অন্তর্গত ধুলিয়াপুর গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় ৺রামরুদ্র চক্রবর্ত্তীকে এখানে আনাইয়া বাস করান। ইঁহারা কুলীন।

রামরুদ্র চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র—কাশীশ্বর ও কৃষ্ণচন্দ্র। কাশীশ্বরের পুত্র রামরাম। রামরামের পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের তিন পুত্র—ভগীরথ, যাদবানন্দ ও হলধর। ভগীরথের পুত্র নীলকমল ও রামকমল। যাদবানন্দ ও হলধর নিঃসন্তান। নীলকমলের কোন পুত্র নাই। রামকমলের পুত্র সারদাপ্রসাদ। সারদার পুত্র বিমল, হরিশ্চন্দ্র, দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র ও বরদাপ্রসাদ। বিমল অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র খগেন্দ্র ও যোগীন্দ্র। নরেন্দ্রের পুত্র গণেন্দ্র ও মুকুন্দদেব।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র নীলমণি ও রামকৃষ্ণ।

নীলমণির পুত্র রামকুমার, হরমোহন ও প্যারিমোহন। রামকুমারের পুত্র কেদার,—ইঁহার কোন পুত্র নাই। হরমোহনের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র কালো, হীরালাল ও নন্দলাল। কালো নিঃসন্তান। হীরালালের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, নিতাই ও দুলো। নন্দলালের পুত্র মঙ্গল। প্যারিমোহনের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র দুর্গাচরণ ও দেবীচরণ।

রামকৃষ্ণের পুত্র বৈদ্যনাথ ও রামরতন। বৈদ্যনাথের পুত্র ভৈরব, আনন্দ, শিবরাম ও অনন্ত। ভৈরবের পুত্র রসিক ও প্রিয়নাথ। রসিক নিঃসন্তান। আনন্দ নিঃসন্তান। শিবরামের পুত্র রাজন ও মণি। অনন্তরামের পুত্র কেশব। কেশবের পুত্র কেনারাম।

রামরতনের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র অঘোর, গোঁড়া, গোলোক, শ্রীনাথ, নেপাল ও গোপাল। অঘোরের পুত্র অমৃত ও হরিদাস। হরিদাসের পুত্র রামপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদ। গোঁড়া ও নেপাল অপুত্রক। শ্রীনাথের পুত্র গোবিন্দ ও শৈলেন। গোপালের পুত্র কানাই।

বারুইপুর গ্রামে যে সকল দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পাঠকেরা ঐ গ্রামের চৌধুরী জমিদার মহাশয়গণকর্ত্তৃক এই গ্রামে আনীত হয়েন। ইহাঁদের আদিনিবাস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ গ্রামে ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ তথাকার শ্রীশ্রী৺ক্ষিপ্তেশ্বরী কালী দেবীর সেবায়েত ছিলেন। এখনও ইহাঁদের জ্ঞাতিগণ যাহাঁরা সেখানে বাস করেন, তাঁহারা উক্ত ৺কালীমাতার সেবা করিয়া থাকেন। এই ক্ষেপুৎ গ্রামের চক্রবর্ত্তীদিগের একজন ঘাটেশ্বরা গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। এ সম্বন্ধে মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুৎ গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। ইহাঁদের গোত্র "কাশ্যপ" এবং পদবী "চক্রবর্ত্তী" ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে ক্ষেপুৎ হইতে পাকুড়তলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই পাকুড়তলা গ্রামে আসিবার পর হইতে ইহাঁদের উপাধি পাঠক হয়। পাকুড়তলা হইতে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ মগরাহাটের নিকট দোডেলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সেখানে এখনও ইহাঁদের ভদ্রাসন-বাটী আছে; কিন্তু তথায় আর কেহ বাস করেন না। বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বারুইপুরের চৌধুরী বাবুরা ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষকে ৺কালীপূজা করিবার জন্য বারুইপুরে আনেন এবং ব্রহ্মোত্তর ভূমি দিয়া বাস করান। এখনও পর্য্যন্ত ইহাঁদের বংশের একজন উক্ত চৌধুরী বাবুদের প্রতিষ্ঠিত ৺ব্রহ্মময়ী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের একটী সংস্কৃত "টোল" ছিল। অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত এবং তজ্জন্য "চৌবাড়ী" বলিয়া একটী বৃত্তিও ছিল।

ইহাঁদের একজন জ্ঞাতি "আত্মারাম পাঠক" বারুইপুর হইতে বালাণ্ডা পরগণার সালিপুর গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় সালিপুর গ্রামের বর্ণনায় প্রদত্ত হইবে। এস্থলে ত্রিলোচন পাঠক হইতে ইহাঁদের বংশের পরিচয় দেওয়া হইল:—

ত্রিলোচনের পুত্র রামকানু। রামকানুর পুত্র চতুরানন। চতুরাননের পুত্র জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের পুত্র রামকান্ত ও জগন্নাথ। রামকান্তের পুত্র ভবদেব ও দুর্গানন্দ। ভবদেবের পুত্র গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের পুত্র দীননাথ ও যদুনাথ। দীননাথের পুত্র নারায়ণদাস। নারায়ণদাসের পুত্র তারাদাস ও অমরেন্দ্র। যদুনাথের পুত্র হরেন্দ্র—(ইনি একজন বি, এল, এবং গভর্ণমেন্টের উকীল), ফণীন্দ্র, সতীন্দ্র ও নরেন্দ্র। হরেন্দ্রের পুত্র হিরণ্যেন্দ্র। ফণীন্দ্রের পুত্র প্রীতীন্দ্র। সতীন্দ্রের পুত্র সুধীন্দ্র। দুর্গানন্দের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের পুত্র বিপিন। বিপিনের পুত্র সুধীর ও অধীর।

জগন্নাথের পুত্র নীলমণি, রাজচন্দ্র, লালন ও সনাতন। নীলমণির পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণহরি, শিবহরি, গৌরহরি ও গোবিন্দহরি। কৃষ্ণহরির পুত্র খগেন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও উপেন্দ্র। খগেন্দ্রের পুত্র রমেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। শিবহরির পুত্র বিনোদ। বিনোদের পুত্র নন্দ, আনন্দ ও উপানন্দ। সনাতনের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণের পুত্র যামিনী ও রজনী,—ইহাঁরা মৌলিক।

বারুইপুরের নিবারণ ভট্টাচার্য্য দক্ষিণ বারাশতের কাশ্যপদিগের জ্ঞাতি। নিবারণের পুত্র সতীশচন্দ্র, শরৎ, সুরেন্দ্র ও সন্তোষ। সতীশের পুত্র শিবচন্দ্র। ইহাঁর বংশপরিচয় দক্ষিণ বারাশত গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে।

বারুইপুর গ্রামে এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁরা কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। ইহাঁদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বিষ্ণুপুরের কাশ্যপদিগের জ্ঞাতি চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য। ইহাঁর পুত্র বিলাসচন্দ্র ও জ্ঞানেশচন্দ্র। বিলাসের পুত্র মহেশ্বর। ইহাঁর বংশপরিচয় বিষ্ণুপুরে ইহাঁর জ্ঞাতিদিগের বংশপরিচয়ে আছে। ইনি কুলীন।

শ্রীরামপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়, মৌলিক হরিতারণ ভট্টাচার্য্য এখানে বাস করিতেছেন। ইহাঁর অবশিষ্ট পরিচয় শ্রীরামপুরে ইহাঁর জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

রামনগর হইতে কুলীন, ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী এখানে বাস করিতেছেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ

শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথের পুত্র নীলকমল। নীলকমলের পুত্র বৈকুণ্ঠ, যদুগোপাল ও হারাণ। বৈকুণ্ঠের পুত্র উপেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র। যদুগোপালের পুত্র মন্মথ, প্রমথ ও অনাথ। হারাণের পুত্র শৈলেন্দ্র, সুশেন ও প্রভাস। উপেন্দ্রের পুত্র কালিদাস। রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র নিঃসন্তান। মন্মথের পুত্র দেবেন্দ্র। প্রমথর পুত্র কালীপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ। অনাথের পুত্র সত্যেন্দ্র ও রমেন্দ্র। শৈলেন্দ্রের পুত্র অবনীভূষণ। সুশেনের পুত্র অমর ও বিজয়। প্রভাসের পুত্র বিনয়। কালিদাসের একটী শিশু। ইহাঁদের অবশিষ্ট পরিচয় রাজপুর পাতিপাড়ায় জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

রাজপুর দক্ষিণ পাড়ার গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র তুলসী ও উদয় এক্ষণে এখানে বাস করিতেছেন। তুলসীর পুত্র চন্দ্রশেখর এবং উদয়ের পুত্র শশাঙ্ক। ইহাঁদের পরিচয় রাজপুর পাতিপাড়ায় ইহাঁদের জ্ঞাতিগণের পরিচয়ে থাকিবে।

মজিলপুর হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁর পুত্র পালান ও একটী শিশু। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় মজিলপুরে ইহাঁর জ্ঞাতিগণের পরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

গাজিপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁদের পরিচয় গাজিপুর হইতে পাওয়া যাইবে।

রাজপুর গৌতমপাড়া হইতে রমানাথ চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁর পুত্র বিনোদ, বিপিন ও বিজয়। বিনোদ ও তাঁহার পুত্র যামিনী এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলায় মাতামহের বাটীতে বাস করিতেছেন। বিপিনের পুত্র হাবু এখানে আছে এবং বিজয় অবিবাহিত অবস্থায় মারা গিয়াছে।

গোকর্ণী হইতে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য এখানে অসিয়া বাস করিতেছেন। গোপীবল্লভ ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ। ক্ষেত্রনাথের পুত্র সন্তোষ, ভূপেন ও কানাইলাল। ইহাঁদের অবশিষ্ট পরিচয় গোকর্ণী গ্রামে ইহাঁদের জ্ঞাতিগণের পরিচয়ে থাকিবে।

ইনাৎপুর হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন মহিমনাথ চক্রবর্ত্তী এখানে বাস করিতেছেন। নন্দদুলাল ইহাঁর অদিপুরুষ। মহিমের পুত্র ললিত, দেবেন্দ্র ভূতনাথ ও সন্তোষ। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় ইনাৎপুরে আছে।

মালঞ্চ গ্রাম হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী এখানে বাস করিতেছেন। শশিভূষণের পুত্র দেবেন্দ্র। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় মালঞ্চ গ্রামে ইহাঁর জ্ঞাতিগণের পরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

খোকাঠাকুর ও ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী রাজপুর হইতে আসিয়া এখানে জমিদার মহাশয়দিগের দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন। রাজপুরে এখনও ইহাঁদের ভদ্রাসন আছে। খোকাঠাকুরের পুত্র সনাতন এবং সনাতনের পুত্র দেবেন্দ্র। ভূতনাথের পুত্র মধুসূদন ও রামতারণ। ইহাঁদের বংশপরিচয় রাজপুরে পাওয়া যাইবে।

রামনগর।

এই গ্রামটী বারুইপুরের নিকট। এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় একঘর কুলীন ও একঘর মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রাজপুর হইতে ঘৃতকৌশিক কুলীন নীলকমল চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নীলকমল চক্রবর্ত্তীর পুত্র বৈকুণ্ঠ, যদুগোপাল ও হারাণ। বৈকুণ্ঠের পুত্র উপেন্দ্র, ব্রজেন ও রাজেন। উপেন্দ্রের পুত্র কালিদাস।

যদুগোপালের পুত্র মন্মথ, প্রমথ ও অনাথ। অনাথ একজন গ্র্যাজুয়েট। মন্মথর পুত্র দেবেন। প্রমথর পুত্র কালীপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ। অনাথের পুত্র সত্যেন্দ্র ও রমেন্দ্র। ইহাঁরা এক্ষণে বারুইপুরে বাস করেন।

হারাণের পুত্র শৈলেন, সুশেন ও প্রভাস। শৈলেনের পুত্র অবনী। সুশেনের পুত্র অমর ও বিজয়। প্রভাসের পুত্র বিনয়।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক ভবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নিতাড়া গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহার পুত্র ঠাণ্ডা ও শীতল।

ধপ্‌ধপী।

এই গ্রামে কাণ্বায়ন ও অন্যান্য গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখানকার কাণ্বায়নেরা বংশজ। হরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র জগৎরাম। জগৎরামের পুত্র রামধন ও রামপ্রসাদ। রামধনের পুত্র কালাচাঁদ, শম্ভু ও মহেশ। রামপ্রসাদের বংশধরগণ গোকর্ণী গ্রামে বাস করিতেছেন।

কালাচাঁদের পুত্র বিশ্বনাথ, নবীন, যদুনাথ ও মহেন্দ্র। বিশ্বনাথের পুত্র পূর্ণ, শ্যাম, অন্নদা ও হীরালাল। পূর্ণর পুত্র মধুসূদন। শ্যামের পুত্র পতিতপাবন। অন্নদার পুত্র গোবিন্দ। নবীন নিঃসন্তান। যদুনাথের পুত্র বসন্ত, নগেন্দ্র ও বিরাজ। বসন্তর পুত্র পুলিন ও হারাধন। নগেন্দ্রের পুত্র সন্তান নাই। বিরাজের পুত্র মনোরঞ্জন। মহেশের পুত্র হরেন্দ্র।

শম্ভুর পুত্র কৈলাস, ভুবন ও কালীপ্রসন্ন। কৈলাসের পুত্র নরেন্দ্র। নরেন্দ্রের পুত্র শরৎ। নরেন্দ্র নারায়ণপুরে বাস করেন। ভুবনের পুত্র হরি, ননীগোপাল ও ফণি। হরির পুত্র মুরারি, ত্রিপুরারি ও শঙ্করী। ফণির পুত্র দুলাল। কালীপ্রসন্নের পুত্র চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তের পুত্র চণ্ডীচরণ।

মহেশের পুত্র দেবেন্দ্র ও সুরেন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র হৃষিকেশ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেগুণে গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রামেশ্বরের পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র কালাচাঁদ ও বৃন্দাবন। কালাচাঁদ নিঃসন্তান। বৃন্দাবনের পুত্র নারায়ণ ও বিহারী। বিহারীর পুত্র কালী ও কৃষ্ণ।

গৌতমগোত্রীয় কুলীন কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশের আদি-পুরুষ মুক্তারাম। মুক্তারামের পুত্র হরপ্রসাদ। হরপ্রসাদের পুত্র দয়াল। দয়ালের পুত্র উমেশ, গিরীশ ও সুরেন্দ্র। উমেশের পুত্র সত্য, সন্তোষ ও নব।

রামচন্দ্র হইতে ঐ গোত্রীয় আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্য। ত্রৈলোক্যের পুত্র তারক ও নিতাই। তারকের পুত্র কৃষ্ণ। নিতায়ের পুত্র ফেলারাম।

এঁড়েদহ হইতে রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি গৌতমগোত্রীয় কুলীন। ইঁহার পুত্র নন্দরাম, শঙ্করলাল ও রঘুদেব। নন্দরামের পুত্র ভবানীচরণ। ভবানীচরণের পুত্র রামমোহন ও রামসুন্দর। রামমোহনের পুত্র রামচন্দ্র ও রামজীবন। রামচন্দ্রের পুত্র অভয়চরণ ও কন্যা বিমলা দেবী ;—ইনি রঙ্গিলাবাদ গ্রামের দিগম্বর, জয়গোপাল ও রামগোপাল চক্রবর্ত্তীর মাতা। অভয়চরণের পুত্র আশুতোষ, যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র। আশুতোষের দুই কন্যা। যোগেন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, কালীকান্ত, উমাকান্ত ও মৃগাঙ্কশেখর। উপেন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন। যোগেন্দ্র এক্ষণে কলিকাতায় বাস করেন। রামজীবন নিঃসন্তান।

রামসুন্দরের পুত্র নসীরাম ;—ইনি কোদালিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। নসীরামের পুত্র ত্রৈলোক্য প্রভৃতি,—ইহাদের বংশপরিচয় কোদালিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইল।

শঙ্করলাল,—ইহার পর হইতে ইহার বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই।

রঘুদেবের পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্র দেবনারায়ণ। দেবনারায়ণের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র মন্মথ ও নিবারণ। মন্মথর পুত্র শরৎ, হরিদাস ও লক্ষ্মণ। শরতের পুত্র সত্যেন ও চিড়ু। হরিদাসের পুত্র পাঁচু, অমর ও একটী শিশু। লক্ষ্মণের পুত্র গোবিন্দ ও করুণা। নিবারণের পুত্র শশী, বঙ্কিম, প্রতাপ ও বিনোদ। শশীর পুত্র বসন্ত ও বিজয়। বঙ্কিমের পুত্র রাজকুমার ও ভেবারাম। প্রতাপ নিঃসন্তান। বিনোদের পুত্র বলরাম। বসন্তের মাণ্টু, নলে প্রভৃতি পাঁচ পুত্র। বিজয়ের সোমনাথ ও আর একটী পুত্র।

লাঙ্গলবেড়িয়া।

এই গ্রামটী দক্ষিণ গোবিন্দপুর পোষ্ট আফিসের অধীন। এই গ্রামে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন মহাদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজপুর হইতে প্রথম এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র মধুসূদন ও অযোধ্যারাম। মধুসূদনের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র রামগোপাল, রামলোচন ও রাধানাথ। রামগোপালের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র নব, ভোলানাথ, যজ্ঞেশ্বর, ভুবন ও শরৎ। নবর পুত্র নিতাই ও গৌর। ভোলানাথের পুত্র সুধীর ও সুশীল। ভুবনের পুত্র দ্বারিক ও যতীন। দ্বারিকের পুত্র পাঁচু, তিনকড়ি ও একটী শিশু। যতীনের পুত্র মুরারী ও একটী শিশু। রামলোচনের পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের পুত্র গিরীশ ও মহেন্দ্র। গিরীশের পুত্র বিষ্ণু ও বিজয়। মহেন্দ্রের পুত্র হরেকৃষ্ণ, নগেন ও ভূদেব। রাধানাথের পুত্র রঘুদেব, রামকমল ও রামনারায়ণ। রঘুদেবের পুত্র হরিহর। হরিহরের পুত্র পরমানন্দ ও অম্বিক। পরমানন্দের পুত্র ঈশান, ভবশঙ্কর, সারদা ও কেদার। ঈশানের পুত্র জীতেন, মণীন্দ্র, অমরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ। জীতেনের পুত্র পটল ও একটী শিশু। মণীন্দ্রের পুত্র রতন। সারদার পুত্র কৃষ্ণধন, বসন্ত, সুধীর ও হারাধন। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, অনিল ও পরেশ। বসন্তর পুত্র রজনী ও একটী শিশু। সুধীরের পুত্র সুশীল ও অমর। হারাধনের পুত্র তুলসী। কেদারের পুত্র হরিদাস, ফণীন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও অনাথ।

অম্বিকের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র নকুড়।

অযোধ্যারামের পুত্র রামকিশোর, রামপ্রসাদ ও গঙ্গারাম। রামকিশোরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র আনন্দ, জনার্দ্দন ও ধনেশ্বর। আনন্দের পুত্র কালী, গোবিন্দ ও গণেশ। কালীর পুত্র মতিলাল, জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ। মতিলালের পুত্র তিনকড়ি ও কপিল। জয়কৃষ্ণের পুত্র রামকৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ ও একটী শিশু।

রাজকৃষ্ণের পুত্র মণি ও মনোমোহন। গোবিন্দের পুত্র পঞ্চানন ;—ইনি মালঞ্চ গ্রামে বাস করিতেছেন। পঞ্চাননের পুত্র কমলকৃষ্ণ ও অমলকৃষ্ণ। কমলকৃষ্ণের পুত্র নারায়ণদাস। অমলকৃষ্ণের একটী শিশু।

গণেশের পুত্র যদুনাথ, প্রিয়নাথ ও ভূতনাথ। যদুনাথের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নর পুত্র হারাধন। প্রিয়নাথের পুত্র সুবোধ, ললিত ও চণ্ডীচরণ। প্রবোধের পুত্র সন্তোষ, বিভূতি ও মধুসূদন। ভূতনাথের পুত্র সুবোধ, সচ্চিদানন্দ ও হৃষিকেশ।

জনার্দ্দন নিঃসন্তান।

ধনেশ্বরের পুত্র রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার ও জগদীশ। রাধাকান্তের পুত্র নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ ও নীলমণি। নন্দলালের

পুত্র গোপাল, রাখাল ও প্রকাশ। গোপালের পুত্র প্রভাত, হাঁদু ও খাঁদু। রাখালের পুত্র প্রজিত। জগদীশের পুত্র ভুবন।

রামপ্রসাদের পুত্র কালীচরণ ও হরিনারায়ণ। কালীচরণের পুত্র শিবচন্দ্র ও কানাই। শিবচন্দ্রের পুত্র যাদব, মাধব, ব্রজ ও শম্ভু। যাদবের পুত্র শ্যামাচরণ ও ভগবতী। শ্যামাচরণের পুত্র ধর্ম্মদাস ও ষষ্ঠী। ধর্ম্মদাসের পুত্র হরিদাস। হরিদাসের পুত্র হারাধন। ষষ্ঠীর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও নটবর। মাধবের পুত্র দীননাথ, কেদার, মথুর ও ভূতনাথ। দীননাথের পুত্র তুলসী। কেদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম।

ব্রজর পুত্র দয়াল ও ভোলানাথ। দয়ালের পুত্র অমরেন্দ্র। অমরেন্দ্রের পুত্র দুলাল ও অনাদি।

কানায়ের পুত্র জানকী, রামতারণ ও রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র হরি।

হরিনারায়ণের পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র বিশ্বম্ভর, রামধন, রামরূপ ও রামদাস। বিশ্বম্ভরের পুত্র মধুসূদন ও অম্বিক। অম্বিকের পুত্র উপেন, বিষ্ণু ও কেশব।

রামরূপের পুত্র গোপাল, শশিভূষণ, যোগেন ও রামচরণ। গোপালের পুত্র পরশুরাম ও রামযাদু। পরশুরামের পুত্র রামপদ। রামচরণের পুত্র রামলাল ও হরিপদ।

রামদাসের পুত্র নগেন্দ্র, সদানন্দ, অভয়, তারক, সর্ব্বেশ্বর ও অমূল্য। নগেন্দ্রের পুত্র কুঞ্জ, কানাই, কালধন ও ভুলো। সদানন্দের পুত্র সুধীর, নেড়া, হরিধন ও কচি। অভয়ের পুত্র মেনু, কালীপদ ও একটী শিশু। তারকের পুত্র প্রকাশ ও একটী শিশু।

এই গ্রামে গৌতমগোত্রীয় কুলীন রামকিশোর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। রামনাথ বিদ্যালঙ্কার ইঁহাদের আদি-পুরুষ। রামনাথের পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের পুত্র রামজয় বিদ্যারত্ন। রামজয়ের পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র রামনারায়ণ ও রামতনু।

রামনারায়ণের পুত্র নন্দকুমার। নন্দকুমারের পুত্র হরিচরণ ও অতুল। হরিচরণের পুত্র গিরিজা। গিরিজার পুত্র শীতলদাস। অতুলের পুত্র প্রফুল্ল।

রামতনুর পুত্র রামচন্দ্র, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, লক্ষ্মণচন্দ্র, শত্রুঘ্ন ও প্রাণকৃষ্ণ। রামচন্দ্রের পুত্র আনন্দ। আনন্দের পুত্র জানকী, মন্মথ ও প্রমথ। জানকীর পুত্র সুবোধ, নীলমণি, পেনো, হরিদাস ও ইন্দু। মন্মথর পুত্র হরিদাস ও নরেন্দ্র। প্রমথর পুত্র ফেলা, ফটিক ও মৃত্যুঞ্জয়।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি একজন স্মৃতিশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালে কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে ইঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার যথেষ্ট প্রণয় ছিল। ইনি লাঙ্গলবেড়িয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইনি যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার নিকটে অনেকগুলি মুসলমানের বাস ছিল। একদা একটী মোরগ শিরোমণি মহাশয়ের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে শিরোমণি মহাশয়ের সহিত মুসলমানদিগের বিবাদ হয়। শিরোমণি মহাশয় তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। ছোটলাট সাহেব পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়কে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা মুসলমানদিগের অত্যাচারের কথা বলেন। লাটসাহেব পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়কে আশ্বস্ত করিয়া পুলিশ কমিশনারকে অত্যাচারের বিধান করিতে আদেশ দেন। পুলিশ কমিশনার সদলবলে মুসলমানপাড়ায় গিয়া উপস্থিত হন। পরে মুসলমানেরা শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাহিয়া এবং আর কখনও মোরগ তাঁহার বাটীতে যাইবে না, এই অঙ্গীকার করিলে পুলিশ-কমিশনার সাহেব মুসলমানদিগকে নিষ্কৃতি দেন। তদবধি মুসলমানেরা শিরোমণি মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও ভয় করিত। প্রিন্স অব

ওয়েলস্ কলিকাতায় আসিলে ইনি তাঁহাকে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তাহা লইয়া তৎকালে ব্রাহ্মণসমাজে একটু আন্দোলন হইয়াছিল। ইঁহার লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ বিল পাশ করান, সে সময়ে শিরোমণি মহাশয় তাঁহার মত সমর্থন করেন। তাহা লইয়া শিরোমণি মহাশয়কে সমাজে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

ইঁহার পুত্র কালিদাস ও হরমোহন। কালিদাসের পুত্র যজ্ঞেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, নকুলেশ্বর, কপিলেশ্বর, পরমেশ্বর ও অখিলেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রজনী, অঘোর ও সীতানাথ। রজনীর পুত্র ননী, রতন ও পরেশ। অঘোরের পুত্র জীতেন, খগেন ও একটী শিশু। বিশ্বেশ্বরের পুত্র কিশোরী, আশুতোষ ও হৃষিকেশ। কিশোরীর পুত্র খগেন। আশুতোষের পুত্র হলধর ও জলধর। ভুবনেশ্বরের পুত্র সদানন্দ। নকুলেশ্বরের পুত্র মোহিনী, চন্দ্রমোহন, বসন্ত ও বুধ। চন্দ্রমোহনের পুত্র খগেন, ধীরেন্দ্র ও ধনঞ্জয়। কপিলেশ্বরের পুত্র মিলন, উদয় ও প্রতাপ। মিলনের পুত্র সত্যপ্রিয় ও ভৈরব। উদয়ের পুত্র উজ্জ্বল ও নির্ম্মল। পরমেশ্বরের পুত্র বিপিন ও হরিচরণ। বিপিনের পুত্র ললিত। হরিচরণের পুত্র ধন। অখিলেশ্বরের পুত্র নরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও জীতেন্দ্র। নরেন্দ্রের পুত্র খোকা।

হরমোহনের পুত্র রাজেন্দ্র, শশী, হরি, ঝড়ু, নৃত্যগোপাল ও হাবু। রাজেন্দ্রের পুত্র অতুল। অতুলের পুত্র ননী। শশীর পুত্র বসন্ত, সুরেন্দ্র ও সতীশ। হরির পুত্র নগেন্দ্র, যতীন্দ্র, মনীন্দ্র। নগেন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র ও অমর ;—ইঁহারা এক্ষণে ফুটীগোদা গ্রামে বাস করেন। মনীন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্র ও হরেন্দ্র। লক্ষ্মণের পুত্র উপেন। উপেনের পুত্র মণি ও অটল।

শত্রুঘ্নের পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র ফণী ও মণি।

ভজহরি ভট্টাচার্য্য ইঁহাদের জ্ঞাতি। তাঁহার পুত্র জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র যদুনাথ ও মধুসূদন। যদুনাথের পুত্র কার্ত্তিক ও হরিদাস। হরিদাসের পুত্র রাসবিহারী ও একটী শিশু। মধুসূদন দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের রামচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন ;—ইনি নিঃসন্তান। হরিদাস এক্ষণে বদরতলায় বাস করেন।

শ্রীরামপুর।

এই গ্রামটী বারুইপুর এবং রাজপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ গোবিন্দপুর পোঃ আফিসের অধীন। এখানে কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অযোধ্যানাথের পুত্র মুকুন্দরাম ন্যায়বাগীশ ও রামকানাই। মুকুন্দরামের পুত্র রামচন্দ্র —(পাগল)। রামচন্দ্রের পুত্র রঘুনাথ, গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাসাগর ও শিবনারায়ণ। রঘুনাথের পুত্র মধুসূদন ও গোবিন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম। গোবিন্দচন্দ্রের একটী চতুষ্পাঠী ছিল। মধুসূদনের পুত্র কালীকুমার ও বৈকুণ্ঠকুমার। কালীকুমারের পুত্র রামপ্রাণ। রামপ্রাণ নিঃসন্তান। বৈকুণ্ঠও নিঃসন্তান।

গোবিন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌমের পুত্র বিশ্বম্ভর, উমেশ, যদু ও শশী। বিশ্বম্ভরের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র। জ্ঞানচন্দ্রের পুত্র জীতেন, ননী, সতীশ ও নরেন্দ্র। জীতেনের পুত্র সুশীল ও শৈলেন। ননী নিঃসন্তান। সতীশের পুত্র মনোমোহন ও ভম্বল। নরেন্দ্রের পুত্র সন্তান নাই।

উমেশের পুত্র প্রিয়নাথ ও প্রমথ। প্রিয়নাথের পুত্র ভূপেন, অশ্বিনী ও বিজয়। ভূপেনের পুত্র মদন, দীনু ও একটী শিশু। অশ্বিনীর একটী পুত্র।

প্রমথর পুত্র যতীন, সুধীর ও অধীর। যতীনের পুত্র বিভূতি, গোপাল ও সচীন। সুধীরের পুত্র পাঁচু।

যদুর পুত্র বিনোদ। বিনোদের পুত্র হরেকৃষ্ণ ও রামনারায়ণ। হরেকৃষ্ণের দুইটী কন্যা। রামনারায়ণের পুত্র

ভবেন ও একটী শিশু। শশীর পুত্র শরৎ। শরতের পুত্র মন্মথ ও রানমাথ। মন্মথের পুত্র প্রভাস। রামনাথের দুইটী কন্যা।

গঙ্গানারায়ণের পুত্র রামকৃষ্ণ ও মাধব। রামকৃষ্ণের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র আশু ও দেবেন। আশুর পুত্র সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র। মাধব নিঃসন্তান;—অধুনা ইঁহারা গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন।

শিবনারায়ণের পুত্র রামরূপ ও রামদাস। রামরূপের পুত্র রামসেবক, রামসর্ব্বস্ব, রামযাদু—(নসীরাম), রামনিস্তার, কৃষ্ণমোহন ও হরিতারণ। রামসেবক নিঃসন্তান। রামসর্ব্বস্বের পুত্র নন্দলাল ও হেমচন্দ্র। নন্দলালের পুত্র গৌরীশঙ্কর, কাশীনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরেশনাথ। লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরেশনাথ বি, এ, বি, এল্। গৌরীশঙ্করের দুই কন্যা। কাশীনাথ এল, এম, পি, ডাক্তার ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র শান্তিকুমার। পরেশনাথের একটী কন্যা। হেমচন্দ্র নিঃসন্তান।

রামযাদুর পুত্র নির্ম্মল, নবীন, অক্ষয় ও মন্মথ। নির্ম্মল ও অক্ষয় নিঃসন্তান। নবীনের পুত্র সন্তোষ, চণ্ডীচরণ, দাশরথী, প্রফুল্ল—(ঝুনু) ও গিরীশচন্দ্র। সন্তোষের পুত্র পরিতোষ।

মন্মথের পুত্র বিশ্বনাথ ও একটী শিশু।

রামনিস্তারের পুত্র বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বরের পুত্র বিপিন ও বনবিহারী—(দুলাল)।

কৃষ্ণমোহনের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, ভূপেন ও প্রফুল্ল—(ফটীক)।

হরিশ্চন্দ্রের পুত্র নারায়ণদাস। ভূপেন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্র।

রামদাসের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র কালিদাস,—(একজন এম, বি ডাক্তার), তুলসী, অমূল্য ও নলিন। কালিদাসের পুত্র চন্দ্রশেখর। তুলসীর দুইটী কন্যা। অমূল্যর পুত্র যতীন।

রামকানাই চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

রামকানাই চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের নাম জানা যায় নাই। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্গাদাস।

রামকানাই চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুই পুত্র। তাঁহাদের নামও জানা যায় নাই। প্রথম পুত্রের পুত্র পরাণ। ইনি রাজপুরে মাতামহের বাটীতে বাস করেন। দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র উপেন, নগেন, খগেন ও ধীরেন্দ্র। উপেন নিঃসন্তান। নগেনের একটী কন্যা। খগেনের পুত্র ভোলা। ধীরেন্দ্রের পুত্র মনোরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন।

রামকানাই চক্রবর্ত্তীর মধ্যম পুত্রের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম জানা যায় নাই। তাঁহার পুত্র রামব্রহ্ম রাজপুরে বাস করেন। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মনোহর। মনোহরের পুত্র নিমচাঁদ। নিমচাঁদের পুত্র নগেন ও উপেন। নগেনের পুত্র মণিশঙ্কর। উপেনের পুত্র পাঁচু।

রামকানাই চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস। তাঁহার পাঁচ পুত্র,—প্রথম ও তৃতীয় পুত্রের নাম জানা যায় নাই। প্রথম পুত্রের পুত্রের নাম কালী। কালীর পুত্র নগেন। নগেনের পুত্র অরুণ;—ইঁহারা ভবানীপুরে বাস করেন।

দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাজচন্দ্র। তাঁহার পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নের পুত্র তুলসী ও হরিচরণ। তুলসীর একটী শিশু।

তৃতীয় পুত্রের পুত্রের নাম আশুতোষ;—ইনি গাজিপুরে মাতামহের বাটীতে বাস করেন। আশুর পুত্র সত্যরঞ্জন, নিত্যরঞ্জন, ও জ্ঞানরঞ্জন।

চতুর্থ পুত্র ব্রজমোহনের পুত্র শ্রীনাথ ও গণেশ। শ্রীনাথের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র বিনয়, তারা, জ্যোতীশ, ষষ্ঠী ও অজয়। গণেশের পুত্র কালীচরণ। কালীচরণের একটী শিশু।

পঞ্চম পুত্র রামরামের পুত্র শ্যামাচরণ, কেদার ও বামাচরণ। শ্যামাচরণ নিঃসন্তান। কেদারের পুত্র হীরালাল, অতুল ও বসন্ত। বসন্তের একটী শিশু।

বামাচরণের পুত্র খগেন ও হরিদাস। খগেনের পুত্র গোপাল, ননীলাল ও কার্ত্তিক। হরিদাসের পুত্র বিশ্বনাথ।

হরিনাভি হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া তাঁহার শ্বশুর রামপ্রাণের বাটীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র চণ্ডীচরণ ও অনিলকুমার।

ইনাৎপুর হইতে কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীও তাঁহার শ্বশুর রামপ্রাণের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র হরিচরণ।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজপুর হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র হরিচরণ।

সোণারপুর।

রঙ্গিলাবাদ ও রাজপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা রঙ্গিলাবাদ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের বংশপরিচয় রঙ্গিলাবাদ গ্রামে তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে উল্লেখ হইয়াছে। আর যাঁহারা রাজপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন।

৺ রামভদ্র চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

৺ রামভদ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণের পুত্র শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র শ্রীধর ও নীলকমল। শ্রীধরের পুত্র কৃষ্ণধন ও নিত্যগোপাল। কৃষ্ণধনের পুত্র নিমাই, প্রবোধ ও নীরোদ। নিমায়ের পুত্র চণ্ডীচরণ। প্রবোধের পুত্র গঙ্গাধর, সন্তোষ, হরিদাস, হরিশরণ, হরিচরণ ও হরিপদ।

নীলকমল রামনগরে বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় রামনগর গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে দেওয়া হইয়াছে।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন।

৺রামচরণ চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

৺ রামচরণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র তিনকড়ি ও হরিদাস। তিনকড়ির পুত্র ভোলানাথ। হরিদাসের পুত্র কালিদাস, দুর্গাদাস ও উমাদাস।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

ভুবনমোহন চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার আদিনিবাস চন্দননগরে ছিল। ইঁহার পুত্র ফটিক, যতীন ও যুগল। ফটিকের পুত্র আশুতোষ। যতীনের পুত্র শিবকালী।

বোড়াল।

এই গ্রামটী গড়িয়া রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে গৌতম ও কাত্যায়ন-গোত্রীয় দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন শিবরাম চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র রত্নধন। রত্নধনের পুত্র কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধনের পুত্র শশিভূষণ ও বিপিন। শশিভূষণের পুত্র অমূল্য, নৃপেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও সুশীল। বিপিনের পুত্র নন্দ ও রামসোণা।

গৌতমগোত্রীয় কুলীন ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণ। নারায়ণের পুত্র সুধীর ও সুবোধ।

মালিকাপুর।

মালিকাপুর রাজপুরের উত্তরাংশে অবস্থিত। এই গ্রাম রাজপুরের সহিত প্রত্যেক বিষয়ে এত অধিক সংশ্লিষ্ট যে, ইহাকে রাজপুরের অংশবিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে বহুকাল হইতে পাঁচঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। ইহাঁদের আদিপুরুষের নাম কি এবং কোথা হইতে আসিয়া তিনি এই গ্রামে বাস করেন, তাহার কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, উল্লিখিত পাঁচঘরের আদিপুরুষের দুই পুত্র হইতে পাঁচঘরের উদ্ভব হইয়াছিল। নিম্নে সেই পাঁচঘরের বংশপরিচয় বিবৃত হইল :—

প্রথম ঘরের বংশপরিচয় :—রামদাস ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল। রামদাসের পিতা পিতামহাদির নাম অজ্ঞাত।

রামদাস ভট্টাচার্য্য ; তাঁহার পুত্র রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—(বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান্ ও বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। দেশের জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যারত্ন" উপাধি লাভ করেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ, লা-মার্টিনিয়ার কলেজ ও ক্যাথিড্রাল মিসন্ কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং এসিয়াটিক সোসাইটির একজন মেম্বারও ছিলেন। কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ প্রতিভাবলে তিনি ইংরাজী, পঞ্জাবী, উড়িয়া এবং বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। লাটিন্ এবং আরবী ভাষাতেও তাঁহার কথঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল। লা-মার্টিনিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ বা মিশনারী সাহেবদিগের প্রয়োজনে তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎকাল-প্রচলিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী ও মিসনারী সাহেবদিগের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল)।

রামনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ (ইনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনারের পেশ্‌কার ছিলেন)। উপেন্দ্রের পুত্র শরৎ ও সতীশ। শরতের পুত্র শ্রীপতি ও ভূপতি। সতীশের পুত্র সচীন, বলাই ও কৃষ্ণ।

দ্বিতীয় ঘরের বংশপরিচয় :—লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর এই বংশে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা-পিতামহাদির নাম অজ্ঞাত। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রসন্তান হয় নাই,—দুইটী কন্যা হইয়াছিল। পুত্রহীনতা বশতঃ তাঁহার বংশ লোপ হইয়াছে। কন্যাদ্বয়ের বংশ রাজপুর ও সালিপুরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তৃতীয় ঘরের বংশপরিচয় :—এই বংশে যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারও পিতা-পিতামহাদির নাম অজ্ঞাত। যাদবচন্দ্রের একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রটী বাল্যাবস্থায় মারা যায়। কন্যার নাম বিমলা। চাংড়িপোতার কুলীন ঘৃতকৌশিকদিগের বংশপরিচয়ে যে গিরীশচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয়, এই বিমলা তাঁহার গর্ভধারিণী। যাদবচন্দ্র অপুত্রকতাহেতু বংশহীন হইয়াছেন।

চতুর্থ এবং পঞ্চম ঘরও পুত্রহীনতা বশতঃ বংশহীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একজনের কন্যার বংশ গাজিপুরে ও অপরের বংশ ধপ্‌ধপীতে দৃষ্ট হয়।

রাজপুর পাতিপাড়ানিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন সদানন্দ চক্রবর্ত্তীর (তিন্থর) তিন পুত্র :—শরচ্চন্দ্র, প্রিয়নাথ ও শশিভূষণ। তন্মধ্যে শরচ্চন্দ্র সম্প্রতি মালিকাপুরে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র প্রণবেশ, পরেশ ও

প্রমথ। প্রিয়নাথ সেওড়াফুলিতে বাস করেন এবং শশিভূষণ কলিকাতায় বাস করিতেছেন। শশিভূষণের পুত্র অন্থ, শৈলেন, চারু ও প্রফুল্ল।

এই গ্রামে রাজপুর দক্ষিণপাড়ানিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র কৈলাসচন্দ্র আসিয়া বাস করেন। কৈলাসের পুত্র বঙ্কিম ও বিপিন। বঙ্কিমের পুত্র বিজন, বিমল ও ভূষণ। বিপিনের পুত্র কুড়ো ও বিষ্ণু।

চাঁদপুর।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র প্রবোধ। প্রবোধের একটী শিশু।

মালঞ্চ

এই গ্রামটী দক্ষিণ গোবিন্দপুরের সন্নিকট। লাঙ্গলবেড়িয়া হইতে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। গোবিন্দচন্দ্র ইঁহার পিতা। পঞ্চাননের পুত্র কমলকৃষ্ণ ও অমলকৃষ্ণ। কমলকৃষ্ণের পুত্র নারায়ণ এবং অমলকৃষ্ণের একটী শিশু পুত্র। ইঁহাদের আদিনিবাস রাজপুর। ইঁহারা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন।

বৈকুণ্ঠপুর।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার আদিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার বুড়ার গ্রামে ছিল। শ্যামসুন্দরের পুত্র রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। ইনি বৃন্দাবন হইতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আনিয়া বুড়ার গ্রামে স্থাপন করেন এবং তাঁহার সেবায়েত নিযুক্ত হন। তখন হইতে তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ চক্রবর্ত্তী স্থলে অধিকারী আখ্যা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ব্রজনাথ অধিকারী। ইনি বুড়ার গ্রাম হইতে বর্দ্ধমান জেলার বড়বেলুন গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার তিন পুত্র রাজেন্দ্র, শরৎ ও অজিৎ রাজপুর গ্রামে মাতামহ যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আসেন এবং পরে এই গ্রামেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। রাজেন্দ্রনাথের পুত্র সুশীল ও গৌর।

চাংড়িপোতা।

ঘৃতকৌশিক গোত্র।

কুলীন।

এই গ্রাম পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে ভাগীরথীর সে স্রোত লুপ্ত হইয়াছে। এই গ্রামে অনেকগুলি পণ্ডিতের বাস ছিল। ইহার পুরাতন নাম বংশীধরপুর। বাঙ্গালা সংবাদপত্র "সোমপ্রকাশ" এই গ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই গ্রামটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এতদঞ্চলে বিদ্যায় ও সম্পদে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল।

চাংড়িপোতা, কোদালিয়া ও হরিনাভির ঘৃতকৌশিক-গোত্রের আদিপুরুষ মহেশ্বর বিশারদ। বিদ্যাধর বাচস্পতি—(আচার্য্য চূড়ামণি) ইঁহার পুত্র। বিদ্যাধরের পুত্র সত্যসম্পদ্ আচার্য্য। সত্যসম্পদের পুত্র গণপতি। গণপতির পুত্র জ্ঞানার্ণব। জ্ঞানার্ণবের পুত্র পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের পুত্র পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের পুত্র শঙ্কর। শঙ্করের পুত্র পুরন্দর। পুরন্দরের পুত্র জানকীবল্লভ। জানকীবল্লভের পুত্র অযোধ্যারাম। অযোধ্যারামের পুত্র রঘুনাথ, গঙ্গাধর ও রাঘবেন্দ্র। রঘুনাথের পুত্র রামরাম। রামরামের চারি পুত্র—আনন্দরাম, শোভারাম, বিনোদরাম ও নীলকণ্ঠ। আনন্দরাম, বিনোদরাম ও নীলকণ্ঠের বংশধরগণ চাংড়িপোতার ঘৃতকৌশিক।

আনন্দরামের বংশবর্ণনা।

আনন্দরামের পুত্রের নাম অজ্ঞাত। তাঁহার দুই পৌত্র,—গৌরমোহন ও আর এক জনের নাম অজ্ঞাত। গৌরমোহনের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ।—(ইনি শেষ বয়সে খৃষ্টান হইয়াছিলেন। "মোহনলাল খৃষ্টান হইলেন কেন?" শীর্ষক গ্রন্থে ইঁহার বিষয় সবিশেষ লিখিত আছে)। মোহনলালের পুত্রসন্তান ছিল না।—একটীমাত্র কন্যা, তাহার নাম সুবোধিনী।—(সুবোধিনীর বিবাহ দমদম্-গোপালপুরে হইয়াছিল। তাহার সন্তানগণ গোপালপুরে বাস করিতেছেন)। আনন্দরামের অজ্ঞাতনামা পৌত্রের পুত্র গোবিন্দ ও রামমোহন।* গোবিন্দ বংশহীন। রামমোহনের পুত্র মধুসূদন, রামকানাই, রামকমল ও নীলকমল। মধুসূদন ও রামকানাই নিঃসন্তান। রামকমলের পুত্র কেদারনাথ ও গিরীশচন্দ্র। নীলকমলের পুত্র সতীশ।

রামমোহনের বংশবর্ণনা।
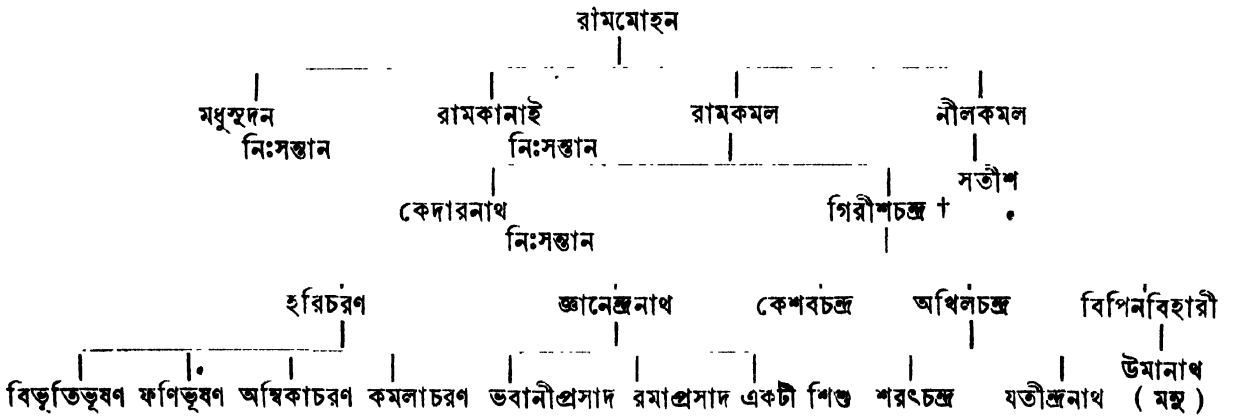
শোভারামের বংশধরগণ কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের বংশপরিচয় কোদালিয়া গ্রামের বংশ-পরিচয়ে দেওয়া হইল।

বিনোদরামের বংশবর্ণনা।

বিনোদরামের পুত্রের নাম রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র রামকুমার, শ্যামকুমার ও রামকমল। রামকুমারের পুত্র কালীকুমার ও কেদারনাথ। শ্যামকুমারের অপর নাম অভয়চরণ। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং কলিকাতাস্থ একটী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিতেন। ইনি পাখোয়াজ উত্তম

* গোবিন্দ ও রামমোহনের পিতা বা পিতামহ চাংড়িপোতা হইতে হরিনাভিতে আসিয়া বাস করেন।

† ইনি এবং ইঁহার বংশধরগণ কলিকাতার অধিবাসী হইয়া আছেন। মালিকাপুরের কাশ্যপ-গোত্রীয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইঁহার মাতামহ ছিলেন।

বাজাইতে পারিতেন। ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ পত্রের ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক ও লেখক ছিলেন। ইঁহার পুত্র ছিল না, মাত্র কয়েকটী কন্যা ছিল। ইঁহার মাতা বিষ্ণুপুরের গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের সহোদরা ছিলেন। রামকমলের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দ নিঃসন্তান।

কালীকুমারের পুত্র মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও নগেন্দ্র। মহেন্দ্র ও নগেন্দ্র (তারকনাথ) নিঃসন্তান। দেবেন্দ্রের পুত্র তারাপদ ও উমাপদ। তারাপদর পুত্র সত্য, শশাঙ্ক ও সুধাংশু। উমাপদ চিরকুমার,—ইনি একজন বি, এ, এবং রাজপুর মিউনিসিপালটীর কমিশনার ও স্থানীয় বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীর সেক্রেটরী।

যোগেন্দ্রের পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের পুত্র মদনমোহন ও মনোমোহন।

কেদারনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র। রাজেন্দ্র A. G. P. T. আফিসের Superintendent ছিলেন ;—বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। ইনি একজন মিউনিসিপাল-কমিশনার ও অনারারী মাজিষ্ট্রেট। ইঁহার পুত্র নরেন্দ্র, যতীন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও জিতেন্দ্র। নরেন্দ্রের পুত্র অমিয়, অজিৎ ও অসিৎ। ব্রজেন্দ্রের পুত্র হরিভূষণ। দ্বিজেন্দ্রের পুত্র জগদীশ, কৃষ্ণ, কানাই ও বলাই।

নীলকণ্ঠের বংশবর্ণনা।

নীলকণ্ঠের পুত্র জগন্নাথ, রামরুদ্র ও মুক্তরাম।

জগন্নাথের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবনারায়ণ, হরিনারায়ণ ও নিমনারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র হরচন্দ্র ও ঈশান। হরচন্দ্রের পুত্র দ্বারকানাথ ও শ্রীনাথ। পূর্ব্বে যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথা বলা হইয়াছে, ইনিই সেই যশস্বীপুরুষ। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত অতি অল্পই ছিল। বাঙ্গালার সংবাদপত্র "সোমপ্রকাশের" ইনি সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "কল্পদ্রুম" নামক মাসিকপত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি চাংড়িপোতায় রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন, রাজপুর মিউনিসিপালটী গঠন ও হরিনাভি হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মাসান্তে কলেজ হইতে যে বেতন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেন। সোমপ্রকাশের আয় হইতেই ইঁহার সংসার চলিত। এই সোমপ্রকাশ চাংড়িপোতা গ্রাম হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। "ইঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী দেশহিতৈষী পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে আর নাই" এ কথা অনায়াসে বলিতে পারা যায়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তদীয় গ্রামে "বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী" নামক একটী সাধারণ পাঠাগার প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র—উপেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নৃপেন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্রনাথ চাংড়িপোতার মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত জমিদার। ইঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ১৬০০০৲ টাকা। ইনি হরিনাভি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য ১৫০০৲ টাকা ও বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীর জন্য ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উপেন্দ্রের পুত্র সতীশ, হরি ও কেশব। সতীশের পুত্র জিতেন ও সন্তোষ। হরির পুত্র সুনীল। কেশবের পুত্র কালীচরণ ও সাধন।

ভূপেন্দ্রের পুত্র বঙ্কিম, দেবেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, ফণি, মণি ও বীরেন্দ্র। বঙ্কিম চাংড়িপোতার প্রথম গ্রাজুয়েট ও উকীল। বঙ্কিমের পুত্র রণজিৎ ও বিশ্বরূপ। দেবেন্দ্রের পুত্র অমিয়। ধীরেন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বৃন্দাবনবাসীরা মুগ্ধ। নৃপেন্দ্রের পুত্র ননীগোপাল। ননীগোপালের পুত্র চণ্ডীদাস ও অজিৎ।

শ্রীনাথের পুত্র নকুলেশ্বর, রাখাল, কুঞ্জ ও অবিনাশ। নকুলেশ্বরের পুত্র কৃপাসিন্ধু, পূর্ণ ও অলোক। কৃপাসিন্ধুর

পুত্র গোপাল। কুঞ্জর পুত্র তুলসী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, কানাই, বলাই, অমূল্য ও শম্ভু। তুলসীর পুত্র পরেশ। কৃষ্ণের পুত্র সুরেশ, নরেশ ও মণি। অবিনাশের পুত্র রাসবিহারী।

ঈশানের পুত্র কৈলাস ও লোকনাথ। কৈলাস পণ্ডিতলোক ছিলেন। দেশে তাঁহার যথেষ্ট সুনামও ছিল। কৈলাসের পুত্র প্রিয়, সুরেন্দ্র, রামধন ও শ্যামাপদ। লোকনাথের পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণ। শ্যামাপদ এক্ষণে বারদ্রোণে বাস করিতেছেন;—ইনি ই, বি, রেলওয়ের একজন গার্ড ছিলেন।

হরিনারায়ণের পুত্র ভুবন ও সর্ব্বানন্দ। সর্ব্বানন্দ একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। সর্ব্বানন্দের পুত্র ত্রৈলোক্য ও নবীন। নবীনের পুত্র নিবারণ ও নীলাম্বর। নীলাম্বরের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র নেপাল। সতীশ এক্ষণে বারদ্রোণ গ্রামে বাস করিতেছেন। নীলাম্বর বাঙ্গালা ভাষায় একজন ভাল পণ্ডিত ছিলেন।

নিমনারায়ণের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র হারাণ।

রামরুদ্রের পুত্র রামতনু, গঙ্গারাম ও রাধামোহন। রামতনুর পুত্র গোবর্দ্ধন। গঙ্গারামের পুত্র হরমোহন ও নবকুমার। হরমোহনের পুত্র শ্যামাচরণ। নবকুমারের পুত্র দুর্গাচরণ ও ভুবন। দুর্গাচরণের পুত্র সতীশ। ভুবনের পুত্র হরিচরণ প্রভৃতি।

মুক্তারামের পুত্র রাজচন্দ্র ও কালীনাথ। রাজচন্দ্রের পুত্র দিগম্বর, পঞ্চানন ও ভোলানাথ। দিগম্বরের পুত্র অধর, অমৃত ও ভূষণ। অমৃতের পুত্র শৈলেন। শৈলেন বি, এ;—ইঁহারা এখন ভবানীপুর চক্রবেড়ে লেনে বাস করেন। পঞ্চাননের পুত্র অতুল। ভোলানাথ এক্ষণে কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কাশ্যপগোত্র।

কুলীন।

রামময় ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের আদিপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। রামময়ের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। রঘুনাথের প্রথম পুত্র বিশ্বেশ্বর। ইঁহার বংশ কোদালিয়া গ্রামে বাস করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কৃপানাথ। কৃপানাথের পুত্র হৃদয়রাম। হৃদয়রামের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাম, বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বর। রামের পুত্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের পুত্র জগবন্ধু, রসিক ও মতিলাল। জগবন্ধুর পুত্র কিশোরী, রাজমোহন, রাজগোপাল, যতীন্দ্র ও বীরেন্দ্র। তন্মধ্যে রাজগোপাল বিখ্যাত "ভট্টাচার্য্যের চা"-এর স্বত্বাধিকারী। রসিকের পুত্র শরৎ ও ভূতনাথ। শরতের পুত্র প্রমথনাথ, মন্মথনাথ, অনাথনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও পূর্ণেন্দুপ্রকাশ;—ইঁহারা এখন কলিকাতা মাণিকতলায় চারাবাগানে বাস করেন। মতিলালের পুত্র কটিরাম।

বিশ্বম্ভরের পুত্র শম্ভুচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্র ১০৮ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র দীনবন্ধু গবর্ণমেণ্ট অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ২৫ বৎসরেরও অধিককাল পেন্‌সন ভোগ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর পুত্র পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্যকুমার ও গয়াপ্রসাদ। পূর্ণচন্দ্র একজন বলশালী লোক ছিলেন। তিনি ২॥০ মণ বস্তা একা মাথায় তুলিতে পারিতেন। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র দুর্গাচরণ, তুলসীচরণ ইত্যাদি।

সূর্য্যকুমার ও গয়াপ্রসাদ কলিকাতায় বাস করেন।

মহেশচন্দ্রের পুত্র অমৃতলাল, হীরালাল ও বিহারী। অমৃতলাল একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। তিনি কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেন এবং দেশের দরিদ্রগণের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ছিল। তাঁহার পুত্র ব্রজগোপাল ও নন্দগোপাল। নন্দগোপাল মহামান্য হাইকোর্টের একজন উকীল। হীরালাল নিঃসন্তান। বিহারীলাল একজন

উকীল ছিলেন। তাঁহার পুত্র বলরাম ও ক্ষুদু। বলরাম বৈষ্ণবচূড়ামণি রামদাস বাবাজীর একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর পুত্র চন্দ্রশেখর।

মজিলপুরনিবাসী বাৎস্য-গোত্রীয় রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোদালিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তাঁহার সহোদর বিহারীর পুত্র হরিপদ চাংড়িপোতায় বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র হীরালাল,—ইনি রেঙ্গুনে থাকেন, কালীপদ, চণ্ডীচরণ রামধন ও সোণা।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় মৌলিক রমানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রাজপুর হইতে মজিলপুরে ধন্বন্তরীতলায় বাস করেন। তিনি চাংড়িপোতার ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় নিবারণচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মণীন্দ্রনাথ মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া চাংড়িপোতায় বাস করিতেছেন। মণীন্দ্রের পুত্র কালিদাস ও শান্তিকুমার।

কোদালিয়া।

কোদালিয়া একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম সম্বন্ধে আড়াই শত বৎসরের ইতিহাস অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। তৎ-পূর্ব্বেও যে এই গ্রামে লোকালয় ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় পুরাতন গড়ের চিহ্ন এবং ১০।১২ হাত মাটীর নিম্নে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ একটী ইঁদারা পাওয়া গিয়াছে। পুণ্যসলিলা জাহ্নবী এই গ্রামের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভূমিকম্পে পুরাতন গ্রামটী ধ্বংস হইলে ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যায়। পরে পুনশ্চ ধীরে ধীরে ইহা গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

সেই সময় হইতে এই গ্রাম বাঙ্গলার ইতিহাসে একটী প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সংবাদপত্র প্রচার, ত্যাগ, পাণ্ডিত্য,—সর্ব্ববিষয়েই ইহা বাঙ্গালার মধ্যে একটী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কালিদাস ন্যায়রত্নের ন্যায়ের মীমাংসা, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের বেদান্তগ্রন্থ, কৃষ্ণমোহন শিরোমণির কথকতা, রমানাথ সরস্বতীর পাণ্ডিত্য, তারাকুমার কবিরত্নের কাব্য, দানশীল রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুরের ভূরিদান, ডাক্তার চুনীলাল বসুর রাসায়নিক-তত্ব, ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিপ্লবযুগের মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), বর্ত্তমান অসহযোগের সুভাষচন্দ্র বসু, এই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

চাংড়িপোতা ও কোদালিয়া এই দুইটী গ্রাম এরূপভাবে জড়িত যে, একের কথা ছাড়িয়া অন্যের কথা বলা যায় না।

এই গ্রামটী পণ্ডিতের স্থান বলিয়া তদানীন্তন লোকেরা ইহাকে তীর্থস্বরূপ মনে করিতেন এবং পুণ্যতীর্থ কাশীর সহিত ইহার উপমা দিতেন। যথা—

"কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চানন ব্যাসো ভবানী কালভৈরব॥"

যাহা হউক, এই গ্রামের ইতিহাস লেখা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। কোন্ সময় হইতে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক এই গ্রামে প্রথম আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন ইহাই আলোচ্যের বিষয়।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে, যে সকল দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পুরীর সুপ্রসিদ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন বিদ্যাধর বাচস্পতি মহাশয় প্রথমে এদেশে আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব বর্ত্তমান বাঁশড়ার নিকটবর্ত্তী হোমড়া গ্রামে বাস করেন। তৎকালে রাজা প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশে রাজত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে বেদজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সুপণ্ডিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে এই হোমড়া গ্রামে ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করান।

বাঁশড়ার পার্শ্বে যে বৃহৎ নদী প্রবাহিতা রহিয়াছে, উক্ত বিদ্যাধরের নামানুসারে ঐ নদীর নাম "বিদ্যাধরী" হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের পতনের পর, ঐ স্থান ক্রমশঃ জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায়, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইতে থাকে, সেজন্য ব্রাহ্মণগণ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

এই কোদালিয়া গ্রাম হোমড়া হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানটী জাহ্নবীর পূর্ব্বকূলে থাকায়, ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে বংশবাটী (বাঁশবেড়ে) গ্রামের স্বর্গীয় রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয় এই প্রদেশের জমীদার থাকায়, তিনি এই গ্রামে ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য অনেক ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দেন। এক্ষণে যেখানে সখের বাজার হইতেছে, সেখানে প্রথমে উক্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহারাই ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কালে বিবাহাদি কার্য্যোপলক্ষে কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রামরাম ভট্টাচার্য্য এই কাত্যায়নদিগের আদিপুরুষ।

রাঢ়দেশের অন্তর্গত বেগুণিয়া গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাতার গঙ্গাবাস উপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করেন।

১১৯০ সালের জরিপে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় শোভারাম চক্রবর্ত্তী, কাত্যায়ন-গোত্রীয় কালিদাস ন্যায়রত্ন, অনন্তরাম প্রভৃতি এবং ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তীর নাম পাওয়া যায়। কালিদাসের পুত্র রামভদ্রের নাম জমীদারের খাজনা-আদায়ী দাখিলা রসিদেও পাওয়া যাইতেছে। তিনি বর্ত্তমান বংশ হইতে আট পুরুষ উর্দ্ধে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, এই দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ প্রায় ২০০শত বৎসর হইল, বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন।

এক্ষণে যেখানে সখের বাজার হইতেছে, সেখানে বংশবৃদ্ধি হেতু স্থানাভাব ঘটিতে থাকায়, ক্রমশঃ উক্ত ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়গণ চাংড়িপোতা, হরিনাভি ও রাজপুর গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন। "Harinavi Past & Present" পুস্তিকা পাঠ করিলে উহা বুঝিতে পারা যায়

পরে হরিনাভি হইতে গৌতমগোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ ও ধপ্‌ধপী হইতে গৌতমগোত্রীয় অন্য শাখার দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বর্ত্তমানে দক্ষিণ বারাশত হইতে কাশ্যপগোত্রীয়, মজিলপুর হইতে বাৎস্যগোত্রীয় ও ভরদ্বাজগোত্রীয়, ক্ষেপুৎ হইতে কাশ্যপগোত্রীয়, রাজপুর হইতে ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন।

এই গ্রাম হইতে কাত্যায়নগোত্রীয় কয়েকঘর ৺কাশীধামে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহারাই কাশীর বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য। ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় ও গৌতমগোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ কলিকাতায় স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন।

ঘৃতকৌশিক গোত্র।

কুলীন।

ইহাদের আদিপুরুষ মহেশ্বর বিশারদ। মহেশ্বরের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতি। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় সুপণ্ডিত তৎকালে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে ছিল না। তিনি পুরীধামে বাস করিতেন,—ইনিই চৈতন্যদেবের গুরু। বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতি আচার্য্য-চূড়ামণি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—ইনিও একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন,—ইনিই উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বিদ্যাধরের পুত্র সত্যসম্পদ্‌ আচার্য্য। সত্যসম্পদের পুত্র গণপতি। গণপতির পুত্র জ্ঞানার্ণব। জ্ঞানার্ণবের পুত্র পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের পুত্র পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের পুত্র শঙ্কর। শঙ্করের পুত্র পুরন্দর। পুরন্দরের পুত্র জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য। ইঁহার পুত্র অযোধ্যারাম। অযোধ্যারামের

পুত্র রঘুনাথ, গঙ্গাধর ও রাঘবেন্দ্র। রঘুনাথের পুত্র কৃষ্ণরাম, রামরাম, রামনাথ তর্কালঙ্কার ও দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ কোদালিয়া গ্রামে, রামরামের বংশধরগণ কতক কোদালিয়া গ্রামে ও কতক চাংড়িপোতা গ্রামে এবং রামনাথ ও দুর্গারামের বংশধরগণ হরিনাভি গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাঘবেন্দ্রের বংশধরগণ অধিকাংশই হরিনাভিতে এবং ২।১টী শাখা কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রঘুনাথের প্রথম পুত্রের বংশবর্ণনা।

কৃষ্ণরামের পুত্র বিদ্যাধর,—ইনিই প্রথমে হোমড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারই নামানুযায়ী হোমড়ার পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ নদীর নাম বিদ্যাধরী হইয়াছে। বিদ্যাধরের পুত্র রামেশ্বর ও আর এক পুত্রের নাম অজ্ঞাত। রামেশ্বরের পুত্র রামগোপাল ও শোভারাম। রামগোপালের পুত্র শ্যামনাথ বিদ্যালঙ্কার ও কৃষ্ণজীবন। শ্যামনাথের পুত্র রামচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও হরিনারায়ণ। রামচন্দ্রের পুত্র কালিদাস কলি ও হরমোহন। কালিদাস কলি হইতে ইঁহার বংশীয়েরা "কলির" বংশ বলিয়া খ্যাত। কলিদাসের চারি পুত্র—গোবিন্দ, মাধব, নবীন ও ভূতনাথ। নবীন ও ভূতনাথ অপুত্রক। গোবিন্দের পুত্র পূর্ণ ও হারাণ। হারাণ চিরকুমার ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের চারি পুত্র—গোপীনাথ, ভোলানাথ, সারদা ও বরদা,—ইঁহারা সকলেই দশকর্ম্মান্বিত ছিলেন। গোপীনাথ (চণ্ডীচরণ) বাচস্পতি একজন পণ্ডিতলোক ছিলেন। তাঁহার পুত্র নিমাই, অমর ও গণেশ।

ভোলানাথ অপুত্রক। সারদার চারিপুত্র—সৌরেন্দ্র, শচীকান্ত, নন্দদুলাল ও বিভূতি। সৌরেন্দ্রের পুত্র সন্তোষ ও বিহারী। বরদার পুত্র ফণীন্দ্র, মণীন্দ্র, গিরীন্দ্র, অমূল্য, হৃষীকেশ, বিনোদ, দুর্গা ও মহাদেব। ফণীন্দ্রের পুত্র গোঁড়া।

নবীনের তিন পুত্র—ভবশঙ্কর, বামাচরণ ও প্রসন্নকুমার। ভবশঙ্করের পুত্র কালধন বিদ্যানিধি। কালধনের পুত্র শিবনাথ ও শম্ভুনাথ। শিবনাথের পুত্র পরেশনাথ। বামাচরণের পুত্র অক্ষয়, হরিমোহন, তুলসী, অমর ও ফণীন্দ্র। অক্ষয়ের একটী পুত্র। হরিমোহনের পুত্র সত্যশরণ। প্রসন্ন অপুত্রক—কন্যা যোগমায়া, বিবাহ বিষ্ণুপুরে হয়।

কালিদাস কলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরমোহন। হরমোহনের চারি পুত্র—সীতানাথ, রমানাথ (রামচন্দ্র), অন্নদা ও আশুতোষ। অন্নদা ও রমানাথ অপুত্রক। সীতানাথের পুত্র কানকাটা ও মতিলাল। কানকাটার পুত্র বুদ্ধদেব। মতিলালের পুত্র মোহিনী, মদন ও প্যারী। আশুতোষের পুত্র নিমাই ও আর একটী।

শ্যামনাথ বিদ্যালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র ভবানী, জয়নারায়ণ ও রতন। ভবানী অপুত্রক। জয়নারায়ণের পুত্র গোলোক। গোলোকের পুত্র দ্বারিক, কেদার ও উমেশ। দ্বারিক অপুত্রক। কেদারের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র অতুল ও নকুল—উভয়েই অপুত্রক। রতনও নিঃসন্তান।

হরিনারায়ণ নিঃসন্তান।

শ্যামনাথ বিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণজীবনের পুত্র রামমোহন। রামমোহনের পুত্র শম্ভু ও ব্রজমোহন। শম্ভুর পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র দীননাথ, শশী ও জগন্নাথ। দীননাথের পুত্র তারাকুমার, অমর, চন্দ্র ও বিশ্বনাথ,—ইঁহারা সকলেই এক্ষণে কলিকাতায় থাকেন। তারাকুমারের চারি পুত্র। চন্দ্রকুমারের দুই পুত্র। বিশ্বনাথের দুই পুত্র। শশিভূষণ ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শশীর পুত্র অক্ষয়, কুশচন্দ্র, নন্দকুমার ও হৃষীকেশ। অক্ষয় ও নন্দকুমার উভয়েই বি, এল্ উকীল। অক্ষয়ের পুত্র রণজিৎ প্রভৃতি। নন্দকুমারের পুত্র অনিল ও শিশির। কুশচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন।

ব্রজমোহনের পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বর অপুত্রক।

জগন্নাথের পুত্র ললিত।

রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র শোভারাম। পূর্ব্বে ১১৯০ সালের জরিপী চিঠায় ইঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শোভারামের পুত্র মুক্তারাম। মুক্তারামের পুত্র তিলকরাম ও অনন্তরাম। তিলকরামের পুত্র শিবনারায়ণ, রাম-

নারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ। শিবনারায়ণের পুত্র কৈলাস। কৈলাসের পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র যতীন্দ্র, নলীন্দ্র, ফণীন্দ্র ও মণীন্দ্র। যতীন্দ্র একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি Accountant General Office-এর Superintendent। ইঁহার পুত্র সৌরেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, সমরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, রবীন্দ্র ও নীরেন্দ্র। ফণীন্দ্রের একটী পুত্র। রামনারায়ণের পুত্র তারণ। ইন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান।

অনন্তরামের পুত্র রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণের পুত্র রামতারণ ও ভুবন,—ইঁহারা উভয়েই অপুত্রক।

বিদ্যাধরের অজ্ঞাতনামা পুত্রের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার পুত্র গোকুল। গোকুলের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও তারাকান্ত। চন্দ্রকান্তের পুত্র কালীপ্রসন্ন, শ্যামাচরণ ও চণ্ডী। কালীপ্রসন্নের পুত্র ললিতমোহন। ললিতের পুত্র অনুকূল ও সিদ্ধেশ্বর। শ্যামাচরণের পুত্র নারায়ণ, পুঁটীরাম (নবগোপাল) ও ভূতনাথ। নারায়ণের পুত্র অমূল্য। নবগোপালের পুত্র সুশীল, সুবোধ, প্রবোধ, সুসার ও সন্তোষ। সুশীলের পুত্র অরবিন্দ। ভূতনাথের দুই পুত্র।

চণ্ডীচরণের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও সত্যচরণ। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র অনিল।

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্রের বংশবর্ণনা।

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র রামরাম। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শোভারামের বংশধরগণ কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। শোভারামের পুত্র পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর পুত্র রামনারায়ণ ও রামচাঁদ,—এই রামনারায়ণই "কোদালিয়া পুরী কাশী" শ্লোকের রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন,—ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিশ্বকোষে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—ইনি ন্যায়ের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অনেকে কৃতবিদ্য পণ্ডিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নাম উল্লেখযোগ্য,—ইনি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উক্ত শাস্ত্রে সুচারু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র লোকমুখে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনিয়া নিজে তাঁহার কুটীরে গিয়াছিলেন; কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তৎকালে তাঁহার পর্ণকুটীরে শাস্ত্রচিন্তায় এরূপ নিমগ্ন ছিলেন যে, রাজা তাঁহার পর্ণকুটীরে আসিয়াছেন, তিনি তাহা প্রথমে দেখিতে পান নাই। পরে রাজাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করেন।

একসময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের শোভাবাজারস্থ ভবনে আগমন করেন। তদুপলক্ষে তথায় একটী মহতী সভা হয়, অনেক স্থান হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ঐ সভায় আগমন করেন। রামনাথও সেই সভায় গিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামনাথই সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করেন।

রামনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণমোহন (শিরোমণি), মথুরামোহন ও মধুসূদন। শিরোমণি মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তাঁহার কথকতার সুললিত ভাষা, ভঙ্গিমা ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে যুগপৎ ভক্তি ও ভাবের উদ্রেক করিত। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়। তাঁহার লিখিত পুস্তকে তাঁহার পিতৃদেবের কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

কৃষ্ণমোহনের দুই পুত্র কালীকুমার ও তারাকুমার। কালীকুমার অপুত্রক,—ইনি একজন প্রসিদ্ধ পাখওয়াজী ছিলেন। চিত্রশিল্পে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইঁহার হস্তাঙ্কিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র কলিকাতার ঠাকুর-বাড়ীতে ও জগদ্দলের স্থানীয় জমিদার গোলোকনাথ ঘোষের বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চিত্রশিল্প ও কলাবিদ্যার নৈপুণ্যের জন্য কলিকাতা ঠাকুর-পরিবার মধ্যে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সেইখানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের পরিচয় বিশেষভাবে দিবার প্রয়োজন নাই,—ইনি একজন দেশবিখ্যাত কবি।

ছাত্রাবস্থায় যাঁহারা চাণক্যশ্লোক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহাকে জানেন। ইংরাজীতেও ইঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে,—ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন।—"অকিঞ্চনের নিবেদন", "মোহমুদ্গার", "শিক্ষা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ", "চরিতামৃত", "তারা মা", "কবিবচন সুধা", "পঞ্চসার", "কথাসার", "হিতোপদেশ" ও "চাণক্য-শ্লোক",—ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। এক্ষণে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইবে।

পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের পুত্র—বসন্ত, হেমন্ত, বিজয়, ললিত, হরেন্দ্র ও সৌরেন্দ্র। বসন্তের পুত্র প্রভাত ও বিনয়। হেমন্তের পুত্র প্রমোদ, সত্যেন্দ্র ও সত্যশঙ্কর। বিজয়ের পুত্র সন্তোষ। ললিতের পুত্র ভূপেন্দ্র ও আর একটী। হরেন্দ্রের পুত্র রবীন্দ্র। সৌরেন্দ্রের পুত্র আনন্দ ও আর একটী। ইঁহারা সকলেই কলিকাতায় বাস করেন।

মথুরামোহনের পুত্র প্রসন্ন, নন্দ ও যোগেন্দ্র। প্রসন্নকুমার R. S. N Co, গোয়ালন্দ সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। দেশের অনেক লোককে তিনি চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও ভবকুমার। জ্ঞানেন্দ্র আসাম ডিব্রুগড় ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার। তাঁহার পুত্র যামিনীকুমার,—ইনি ডাক্তারী পাশ করিয়া ঐ অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছেন।

নন্দকুমারের পুত্র নগেন্দ্রকুমার,—ইনি হাতুয়া রাজষ্টেটের বিদ্যালয়ে Gymnastic এবং Drawing মাষ্টার,—ইনি একজন চিত্রবিদ্যায় নিপুণ। ইঁহার পুত্র নৃপেন্দ্র ও কিশোরী।

যোগেন্দ্রকুমারের পুত্র হরিকুমার, সনৎকুমার ও মাখম। হরিকুমার দুইবার রাজবন্দী হইয়াছিলেন,—ইনি এক্ষণে "স্বাধীনতা" পত্রিকার সম্পাদক।

সনৎকুমারের পুত্র মাখম অবিবাহিত।

মধুসূদনের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র সতীশ, হরিভূষণ, বিহারী ও তুলসী। সতীশের পুত্র সুধীর, সুশীল ও সুবোধ। বিহারীর পুত্র সত্যদাস। হরিভূষণের এক পুত্র অমরেন্দ্র। তুলসীর পুত্র অজিৎ।

রামচাঁদের পুত্র গোপাল, পূর্ণ ও যদু। গোপালের পুত্র বিপিন। পূর্ণর পুত্র নিবারণ। যদুর পুত্র বরদা।

রাঘবেন্দ্রের বংশধরগণের একটী শাখা কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—রাঘবেন্দ্রের পুত্র রামদেব ও রামশরণ। রামদেবের পুত্র জনার্দ্দন। অপর এক পুত্রের নাম অজ্ঞাত। জনার্দ্দনের পুত্র অযোধ্যারাম ও বিজয়রাম। বিজয়রামের পুত্র গৌরহরি চূড়ামণি,—ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে যে, Warren Hestings-এর সময়ে যখন এদেশে হিন্দু-আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উঠে, সেই সময়ে তখনকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতের আবশ্যক হয়। তজ্জন্য গভর্ণর জেনারেল এই গৌরহরি চূড়ামণিকে আহ্বান করেন। উক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া পারিশ্রমিক লইলে খৃষ্টানের দান গ্রহণ করিতে হয়, অথচ তখনকার দিনে গভর্ণর জেনারেলের আহ্বান প্রত্যাখ্যানও একটা কঠিন ব্যাপার। উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বনামপ্রসিদ্ধ লাঙ্গলবেড়িয়ানিবাসী সুপণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন। বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দু-আইন তাঁহারই ইঙ্গিতে লিখিত হয়। তিনি এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বড় বড় পণ্ডিত ও তদানীন্তন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি বড় বড় লোক শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র। তিনি তাঁহার পিতার ছাত্রদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম বেদ অনুবাদ করেন। তিনি অত্যন্ত উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তখনকার দিনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে মিশিতেন এবং বেদপাঠ প্রভৃতি আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনি উপবীতী ও বর্ণাশ্রমী ছিলেন,—ইনি বেদান্তের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তাঁহাকে সমাজে একটু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন বলিয়া উহা অকাতরে

সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমায় যে বৃহৎ জলাশয় আছে, ইহা তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। অদ্যাপি ঐ জলাশয়ের নাম "বেদান্তবাগীশের দীঘি" বলিয়া খ্যাত আছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য রাজপুর মিউনিসিপালটী হইতে একটী রাস্তার নাম "বেদান্তবাগীশ রোড" নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি গীতা ও উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এবং "পঞ্চদশী" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত আরও কতকগুলি পুস্তক ছাপান হয় নাই,—হস্তলিপি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আনন্দচন্দ্রের দুই পুত্র—জ্ঞানচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। জ্ঞানচন্দ্র ইংরাজীশিক্ষিত,—বি, এল্, পাশ ছিলেন। তিনি বহুদিন শিক্ষকতার কার্য্য করেন। রাজপুর মিউনিসিপালটীর তিনি একজন কমিশনার ছিলেন। গুণচন্দ্র অপুত্রক। জ্ঞানচন্দ্রের পুত্র যতীশচন্দ্র। তিনি এফ, এ, পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন। তাঁহার পুত্র জগজ্জ্যোতি ক্যাম্বেল স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছেন। যতীশচন্দ্রের নান্টু প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র আছে।

জনার্দ্দনের অজ্ঞাতনামা পুত্র ও পৌত্রের নাম জানা যায় নাই। তাঁহার পুত্র গুরুদাস ও বলরাম। বলরাম অপুত্রক। গুরুদাসের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। তাঁহার পুত্র—ভুবন, হর, উমেশ ও ভূতনাথ। ভুবনের তিন পুত্র,—মন্মথ, প্রমথ ও দ্বিজেন। দ্বিজেনের দুই পুত্র। তিনি এখন কলিকাতায় ইটালিতে থাকেন। মাখন ও প্রমথ অপুত্রক। হর একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁহার তৈলচিত্র অদ্যাপি গ্রামের অনেকের বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র সতীশ। সতীশের দুই পুত্র কানাই ও মন্মথ। উমেশের দুই পুত্র সুরেশ ও শিরীষ। শিরীষের দুই পুত্র খগেন ও অমর। ভূতনাথের একটী পুত্র পশুপতি। সুরেশেরও একটী পুত্র রঘুনাথ।

কাত্যায়ন গোত্র।

কুলীন।

এই গ্রামে কাত্যায়নগোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বিশেষ মান্য-গণ্য। ইঁহাদের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রতাপপুরে ছিল। ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ মজিলপুর, পাইকেন প্রভৃতি গ্রামে আছেন। বিবাহসূত্রে ইঁহাদের এদেশে আগমন। ইঁহাদের আদিপুরুষ রামময় ভট্টাচার্য্য। শুনা যায়, রামময়ের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষের নাম রামরাম। রামরামের পুত্র শম্ভুরাম। শম্ভুরামের পুত্র শিবরাম ও শঙ্করপ্রসাদ। শিবরামের পুত্র রামধনী। রামধনীর পুত্র রামময়। শঙ্করপ্রসাদ অপুত্রক। রামময় ভট্টাচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র বিশ্বেশ্বর, কৃপানাথ ও রামরত্ন।

বিশ্বেশ্বরের বংশ কোদালিয়া গ্রামে, কৃপানাথের বংশ চাংড়িপোতা গ্রামে ও রামরত্নের বংশ ভাটপাড়ায় বাস করেন।

বিশ্বেশ্বরের তিন পুত্র—রামময়, রামজীবন ও রামশরণ। রামময়ের বংশ নাই। রামজীবনের বংশ সাঁড়াপুলে বাস করেন। রামশরণের বংশ কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রামশরণের পুত্র রামভদ্র। রামভদ্রের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র অনন্তরাম এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কালিদাস ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণানন্দ ও পদ্মলোচন।

অনন্তরামের বংশবর্ণনা।

অনন্তরামের দুই পুত্র নরহরি ও রামশঙ্কর। নরহরির পুত্র গোপীনাথ ও বিশ্বনাথ। গোপীনাথের পুত্র মহেশ, উদ্ধব, কাশীনাথ, রামকুমার, গোলোক ও বেণী। মহেশের পুত্র তিনু, মোহন ও যদু। তিনুর পুত্র অসিধারী বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেছেন। মোহনের পুত্র কালীপ্রসন্ন,—ইনি হরিনাভিতে বাস করেন। যদু নিঃসন্তান। উদ্ধবের পুত্র ভুবনমোহন। ভুবনমোহনের পুত্র প্রিয়নাথ ও রাধানাথ। প্রিয়নাথের পুত্র গোবিন্দ, সত্য ও সাধন। রাধানাথের পুত্র কেনারাম। কাশীনাথ নিঃসন্তান। রামকুমারের পুত্র রাজু,—ইনি নিঃসন্তান। গোলোকের পুত্র

বিপিন নিঃসন্তান। বেণী নিঃসন্তান। নরহরির পুত্র বিশ্বনাথ একজন প্রথিতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রোগীকে একবারমাত্র দেখিলে রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন। এক সময়ে আনন্দ বেদান্তবাগীশের একটী পুত্র খেলা করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই বালকটী অদ্যই মারা যাইবে"। সত্য সত্যই তাহা ঘটিয়াছিল। বিশ্বনাথের চারি পুত্র—দুর্গাদাস,* চণ্ডীদাস, ভোলানাথ ও শ্রীনাথ। দুর্গাদাসের পুত্র নিবারণ। নিবারণের পুত্র কেদার, হেম, কৈলাস ও সুবোধ। কেদারের পুত্র প্রভাস ও প্রকাশ। প্রভাসের একটী পুত্র। হেমচন্দ্রের পুত্র সরোজ,—তিনি হরিনাভি গ্রামে মাতুলালয়ে থাকেন। কৈলাস অপুত্রক। সুবোধের পুত্র প্রভাতকুমার,—ইহাঁরা এক্ষণে হাজারীবাগে বাস করেন। চণ্ডীদাসের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও বেচারাম। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের একটী পুত্র। বেচারামের পুত্র খগেন্দ্র, বগেন্দ্র ও একটী শিশু। ভোলানাথ ও শ্রীনাথ নিঃসন্তান।

অনন্তরামের দ্বিতীয় পুত্র রামশঙ্করের পুত্র (১) শিবনাথ, (২) ভৈরব, (৩) বনমালী, (৪) নন্দকুমার ও (৫) গৌরমোহন।

(১) শিবনাথের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র ও কৈলাস। আনন্দচন্দ্র ও কৈলাস নিঃসন্তান। ঈশ্বরচন্দ্র এই গ্রামে বিখ্যাত ব্রহ্মময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর স্থান এক্ষণে একটী পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কালীকমল,—ইনি একজন তন্ত্র-সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি বৎসরে দুইবার দুর্গোৎসব করিতেন,—(শারদীয়া ও বাসন্তী)।

কলিকাতা হরিতকীবাগাননিবাসী Army Clothing-এর Contractor বাবু ক্ষেত্রমোহন দের একটী পুত্রের কঠিন পীড়া হইলে চিকিৎসকগণ ঐ রোগ দুরারোগ্য বলিয়া জবাব দেন। সেই সময়ে ইনি তাঁহার বাটীতে গৃহযাগ করিয়া ঐ বালককে রোগমুক্ত করেন। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেবের বাটীতে ইনি দৈবক্রিয়া সম্বন্ধে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইলে, ইনি নিজে সেই মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া তাহার সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র কালীকুমার বাচস্পতি। এই কালীকুমার গোঘাটা হইতে একাকী নৌকাযোগে কাশীধামে গিয়া বাস করেন। ইহাঁর বংশধরগণ কাশীতে কোদালিয়ার ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই এক এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। কালীকুমারের চারি পুত্র—জয়গোপাল, জয়রাম বেদান্তবাগীশ, জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যানিধি। জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কাশীরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইহাঁরা সকলেই কাশীতে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন। কেবলমাত্র জয়গোপালের বংশধরগণ কলিকাতায় আছেন। জয়গোপালের পুত্র মহাদেব, হরিদেব শাস্ত্রী ও বামদেব। মহাদেব ও বামদেব অপুত্রক।

হরিদেব শাস্ত্রী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সাঙ্খ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্রে গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। বারাণসী সরকারী বিদ্যালয় হইতে তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "মহারাণী স্বর্ণময়ী" পদক এবং রাণী মধুমতীর তিন বৎসরব্যাপী বৃত্তি লাভ করেন। বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি শ্রীশ্রী স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি এবং মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মন্ শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ন্যায়, বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি শিক্ষা করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান থাকায়, তিনি কলিকাতা বিশপ্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর এবং মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জে, জি, উডরফ্ সাহেবের সংস্কৃতের শিক্ষাগুরু ছিলেন। বিচারপতি জে, জি, উডরফ্ সাহেব যখন তন্ত্রশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ করেন, তখন ইনি তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সামবেদজ্ঞা শ্রীমতী সত্যবালা দেবী তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা। অতঃপর ইনি সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন এবং কলিকাতা মুক ও বধির স্কুলের একজন সভ্য হয়েন। মহারাণী স্বর্ণময়ী একবার

তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তথায় তিনি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ যখন রাজপদ লাভ করিয়া প্রথম ভারতে আগমন করেন, তখন ইনি দিল্লী নগরীতে নিমন্ত্রিত হইয়া মনোহর সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় "ভারতের শিক্ষিত মহিলা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। হরিদেবের দুই পুত্র—ভূদেব ও গিরীন্দ্রদেব। ভূদেবের পুত্র রবীন্দ্রদেব ও সত্যেন্দ্রদেব। জয়রামের পুত্র নৃসিংহদেব। নৃসিংহদেবের পুত্র অমৃতদেব ও শৈলেন্দ্রদেব। জয়কৃষ্ণের পুত্র বাসুদেব ও ভবদেব। বাসুদেবের পুত্র রাজেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র ও মণীন্দ্র। ভবদেবের পুত্র দেবেন্দ্র, হরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও একটী শিশু। বিজয়কৃষ্ণের পুত্র হরদেব, জয়দেব, শুকদেব, উপেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, বিপ্রেন্দ্র ও নরেন্দ্র। জয়দেবের পুত্র জীতেন্দ্র ও জীবন। শুকদেবের পুত্র সচীন্দ্র ও নৃপেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র সোমনাথ।

(২) ভৈরবের পুত্র হর। হরর পুত্র নব ও রাজকৃষ্ণ। নবর পুত্র সদানন্দ। রাজকৃষ্ণের পুত্র ভোলানাথ,—ইঁহারা কতক রাজপুরে ও কতক রাঢ়দেশে আছেন। এখানে কেহ নাই।

(৩) বনমালীর পুত্র দেবীদাস ও মধু। দেবীদাসের পুত্র ধর্ম্মদাস, শক্তিদাস ও ব্রহ্মদাস,—ইঁহারা এক্ষণে কলিকাতায় থাকেন। শক্তিদাসের এক পুত্র এম্, এস্, সি। মধু নিঃসন্তান।

(৪) নন্দকুমারের পুত্র চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমারের পুত্র নিবারণচন্দ্র। নিবারণচন্দ্রের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্র নাথের এক পুত্র।

(৫) গৌরমোহনের পুত্র উমেশ। উমেশের পুত্র রামপ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন। রামপ্রসন্নের পুত্র অক্ষয়কুমার ও পাঁচকড়ি। সারদা নিঃসন্তান। তাঁহার স্ত্রী ভৈরবী হইয়া কাশীধামে আছেন।

রামভদ্রের প্রথম পক্ষের পুত্র অনন্তরামের বংশপরিচয় দেওয়া হইল। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম পুত্র কালিদাস ন্যায়রত্ন।

কালিদাস ন্যায়রত্নের বংশপরিচয়।

কালিদাস ন্যায়রত্ন একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার একটী সংস্কৃত টোল ছিল। তাঁহার সময়ে এতদ্দেশে অত্যধিক সংস্কৃত চর্চ্চা হইত। তাঁহার সম্বন্ধে Harinavi Past and Present পুস্তিকায় সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। গোঘাটার নিকট গঙ্গাতীরে যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ অদ্যাদি দৃষ্ট হয়, ঐ বৃক্ষটী উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বহস্তরোপিত। তাঁহার তিন পুত্র—রামলোচন সার্ব্বভৌম, বৈদ্যনাথ ও রামব্রহ্ম। রামলোচনও একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবীপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার। দেবীপ্রসাদের চারি পুত্র—তারাচাঁদ সার্ব্বভৌম, রামচাঁদ ন্যায়রত্ন, ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি ও দিগম্বর শিরোমণি। তারাচাঁদও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা সার্ব্বভৌম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছেন।

তারাচাঁদের পুত্র শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন,—তিনি কাশীধামে বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—অঘোরনাথ বিদ্যারত্ন, হরিচরণ ভট্টাচার্য্য ও হরিরাম ভট্টাচার্য্য। অঘোরনাথ একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি গিধোড়ের মহারাজের Private Secretary ও সভাপণ্ডিত ছিলেন,—কাশীধামে তিনি বিস্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ৺কাশীধামে সোণারপুরা মহল্লায় তাঁহার নামে একটী রাস্তা আছে। তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ একজন জ্যোতিষী। তিনি কাশীধামে বাস করেন। হরিচরণ অপুত্রক। হরিরামের পুত্র সত্য।

দেবীপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদ ন্যায়রত্নের পুত্র উমাচরণ তর্করত্ন। তিনি বহুদিন কলিকাতা রিপন্ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মহাসমারোহের সহিত দোল-দুর্গোৎসবাদি করিতেন। তিনি মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে এতদঞ্চলের বৈদিকসমাজ আবাহন করিয়াছিলেন। সে আয়োজন এক বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের পুত্র—দুর্গাচরণ, ভবানী, অম্বিকা, বিমল ও চণ্ডী।

কালিদাস ন্যায়রত্নের দ্বিতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ ও রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ। গোবিন্দ নাবালক অবস্থায় মারা যান।

রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ একজন যজনশীল, নিষ্ঠাবান্ এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁহার এরূপ প্রতাপ ছিল যে, স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে "মরদ গোপাল" এই আখ্যা দিয়াছিল। বাংলার অন্যতম ছোট লাট সাহেব Sir Charles Bailey তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তিনি বাটীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি নানা প্রকার পূজা উপলক্ষে অনেক ব্যয় করিতেন। তিনি রাজপুর মিউনিসিপালিটীর একজন কমিশনার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। মিউনিসিপালটীতে তাঁহার নামে একটী রাস্তাও আছে। রামগোপাল বিদ্যাবাগীশের সাত পুত্র—রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ, কেদারনাথ, ভুবনমোহন, নিবারণচন্দ্র, প্রিয়নাথ, অমৃতলাল ও মন্মথনাথ। ৮৫ বৎসর বয়সে মাত্র তিন দিনের জ্বরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

(১) রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ একজন সুরসিক পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত মেট্রোপলিটান (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) কলেজের ও পরে রিপন্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। জগদ্বিখ্যাত কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বসুমতী-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

রামসর্ব্বস্বের একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনাথ অতিশয় বুদ্ধিজীবী ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। তিনি রিপন্ কলেজে কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে নিম্নপদ হইতে উক্ত কলেজের Superintendent-এর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুর মিউনিসিপালটীর Chairman এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইং ১৯২৪ সালের ৩রা জুন তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি একজন গণ্য-মান্য লোক ছিলেন। তাঁহার নিকট কেহ বিপন্ন হইয়া যাইলে, তিনি প্রাণপণে তাহার উপকার করিতেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন।

(২) কেদারনাথ অল্প বয়সে মারা যান।

(৩) ভুবনমোহনের পুত্র উপেন্দ্র—তিনিও অপুত্রক অবস্থায় মারা যান।

(৪) নিবারণচন্দ্র একজন উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। লোকসেবা তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি লোকের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করিত। তাঁহার পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ ও নলেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ রিপন্ কলেজের Head Clerk ছিলেন,—সেই হিসাবে তিনি উক্ত কলেজের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন তাঁহার বিনয় ও মিষ্ট ব্যবহারে কি ছাত্র, কি অধ্যাপক সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র অদ্যাপি তাঁহার গুণের কথা কহিয়া থাকেন।

দেবেন্দ্রনাথের দুই পুত্র—নীরেন্দ্র ও দ্বীপেন্দ্র। নীরেন্দ্র বি, এ,—তিনিও রিপন্ কলেজে Law বিভাগের Head Clerk আছেন। দেশের যে সকল Public কার্য্য আছে, সে সমস্ততেই ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখা যায়।

হরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

নলেন্দ্রনাথ বি, এ,—ইনি রাজপুর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক। ইনি Accountant General Bengal আফিসে কার্য্য করেন। ইনি একজন Public Sprited লোক এবং E. B. Railway-এর Southern Section-এর Passenger Association-এর Secretary। ইঁহার পুত্র—রামেন্দ্র, ভারতেন্দ্র, লক্ষণেন্দ্র, সতেন্দ্র, গতীন্দ্র ও একটী শিশু।

(৫) প্রিয়নাথের পুত্র বিজয়, কৃষ্ণধন ও বসন্ত। বিজয়ের পুত্র কমল। বসন্তের পুত্র সনৎকুমার ও বঙ্কিমকুমার।

(৬) অমৃতলালের পুত্র নৃপেন্দ্র, ফণীন্দ্র, হরেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র।

নৃপেন্দ্রের পুত্র—মহাদেব, রঘুদেব, বিশ্বদেব ও ভৃগুদেব। ফণীন্দ্রের পুত্র বিভূতি ও শ্রীমন্ত। হরেন্দ্রের চারি পুত্র।

(৭) শুনা যায়, মন্মথনাথের প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল; যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। তাঁহার পুত্র নরেন্দ্র, রবীন্দ্র, যতীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। নরেন্দ্র অপুত্রক। রবীন্দ্রের পুত্র বিভূতিভূষণ ও ইন্দুভূষণ। যতীন্দ্রের পুত্র কিরণ। জ্ঞানেন্দ্র একজন এম্, এ। তিনি রিপন্ কলেজিয়েট্ স্কুলের Assistant Head Master-এর কার্য্য করেন। তাঁহার পুত্র সোমনাথ।

রামব্রহ্ম নিঃসন্তান।

রামভদ্রের দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের পুত্র রামনারায়ণ। তাঁহার পুত্র—হাবু, মহেন্দ্রনাথ, দীননাথ ও আশুতোষ। হাবু ও আশুতোষ অপুত্রক। মহেন্দ্রনাথের পুত্র—যোগীন্দ্র, হরিদাস ও ফণীন্দ্র। যোগীন্দ্র অপুত্রক। হরিদাসের পুত্র—চারুচন্দ্র, জীবন, রামকৃষ্ণ ও আর একটী পুত্র।

দীননাথের পুত্র—অমৃত, হীরালাল ও ভূতনাথ। অমৃত ও হীরালাল অপুত্রক। ভূতনাথের একটী পুত্র।

বংশজ ঘৃতকৌশিক।

কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এদেশে বসবাস করিবার পর, রাঢ়দেশের অন্তর্গত বেগুণে গ্রামের ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাতার গঙ্গাবাস উপলক্ষে কোদালিয়ায় আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে বর্ণিত হইল :—

চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পাঁচ পুত্র—রামসুন্দর, রামকানাই, রঘুমণি, দেবনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। রামসুন্দরের পুত্র রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণ অপুত্রক। রামকানাইয়ের পুত্র ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের পুত্র নবকান্ত,- ইনি নিঃসন্তান। রঘুমণির পুত্র কালীকুমার। কালীকুমারের তিন পুত্র--তারাকুমার, গণেশচন্দ্র ও ভোলানাথ। তারাকুমার অপুত্রক। গণেশচন্দ্রের পুত্র—অক্ষয়, হরি, তুলসী ও শ্যাম। শ্যামের পুত্র কেবলচন্দ্র।

ভোলানাথের পুত্র জানকীনাথ,—ইনি একজন খ্যাতনামা মোক্তার এবং বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও হিন্দুশাস্ত্রানুরাগী।

দেবনারায়ণের পুত্র রামনারায়ণ,—ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ অপুত্রক।

"চূড়ের বাড়ীর" পঞ্চানন দেবের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়দেশের অন্তর্গত বেগুণে গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাতার গঙ্গাবাস উপলক্ষে কোদালিয়া গ্রামে আসিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক মাতা-পুত্রে বাস করিতে থাকেন। তখন এই সকল স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কিছুদিন পরে চন্দ্রচূড় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। এই সঙ্কট অবস্থায় তিনি একদিন রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন,—এক দিব্যমূর্ত্তি-পুরুষ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"চন্দ্রচূড় তোমার ভয় নাই। আমি সর্ব্বব্যাধির ঈশ্বর পঞ্চানন দেব; এই ঔষধ লও,—ইহা সেবনে তুমি নিরাময় হইবে। তোমার ভদ্রাসনের পূর্ব্বাংশে আমার স্থান;—ঐ স্থানে অনুসন্ধান করিলে তুমি আমার বিগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। তুমি আরোগ্য হইয়া ঐ বিগ্রহে আমার নিত্যপূজা করিবে। তোমার বাটীতে আমার আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিল। তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হও।" চন্দ্রচূড় সেই স্বপ্নলব্ধ ঔষধ সেবন করিয়া অচিরে আরোগ্যলাভ করিলেন এবং স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জঙ্গলের মধ্যে বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া গৃহনির্ম্মাণ করতঃ যথারীতি তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। স্থানীয়লোকে

এখনও তাঁহার নামের অংশবিশেষ লইয়া এই বাড়ীকে "চূড়ের বাড়ী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে উক্ত বিগ্রহের পূজা ভোগাদি যথাসাধ্য তাঁহার কৃপায় সম্পন্ন হইতেছে।

এই বিগ্রহসম্বন্ধে বহু ঘটনা লোকমুখে শুনা যায়; তন্মধ্যে একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোদালিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের জগন্নাথ কাশ্যপ নামে জনৈক সদাচারী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতেন। একদিন শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; দেখিলেন,—পথে তাঁহার বিপরীত দিক হইতে এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ গামছা লইয়া স্নানে আসিতেছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসায় শেষোক্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি বোসপুকুরে স্নান করিতে যাইতেছি"। জগন্নাথ কাশ্যপ মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি নিকটস্থ গঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী বোসপুকুরে স্নান করিতে যাইতেছেন কেন?—আপনার নিবাস কোথায়?—আপনি কে?"—তদুত্তরে আগন্তুক ব্রাহ্মণ গমনে বিরত হইয়া জগন্নাথ কাশ্যপ মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিজমূর্ত্তি প্রকট করিয়া বলিলেন,—"আমি বোসপুকুরে স্নান করি; সানবাঁধায় (বর্ত্তমান নবীনচাঁদ ঘোষের গঙ্গাতীরে) জলযোগ করি; চূড়ের বাড়ী আহার করি; বাঁশবেড়িয়ায় শয়ন করি; তুমি আমাকে চেন না—জগন্নাথ কাশ্যপ?" কথিত আছে, বৃদ্ধ জগন্নাথ কাশ্যপ মহাশয় এই মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ প্রভাত হইলে পথিক লোক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া শুশ্রূষাদিদ্বারা সুস্থ করিয়া বাটীতে রাখিয়া আসিলে তিনি সর্ব্বসমক্ষে এই ঘটনা বিবৃত করেন। অদ্যাপি স্থানীয় প্রাচীন লোকের মুখে এই ঘটনার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়।

গৌতমগোত্রীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিক।

হরিনাভিতে স্থানাভাব ঘটিলে রামভদ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কোদালিয়াতে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামমোহন ও জয়নারায়ণ। রামমোহনের পুত্র রামচাঁদ। রামচাঁদের পুত্র—ভগবান, ঈশান ও মহেশ। ভগবানের পুত্র—নন্দলাল, কৃষ্ণ, তারাকুমার, নীলমণি ও তারিণী (চটো)। নন্দলালের পুত্র অতুল ও অনুকূল। অতুল মেসোপোটমিয়াতে কর্ম্মসূত্রে আছেন। অনুকূল বারাশতে (উত্তর) ভগিনীর বাটীতে থাকেন। কৃষ্ণের পুত্র সতীশ। তিনি দমদমার নিকট গৃহনির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করিতেছেন। তারাকুমারের পুত্র রজনী। রজনীর পুত্র যুগলকিশোর। যুগলের পুত্র অনিল। নীলমণির পুত্র পাচুগোপাল। তারিণীর পুত্র অমূল্য,—ইনি Calcutta Corporation-এর Electrical Engineer,—তাঁহার একটী পুত্র।

জয়নারায়ণের পুত্র রামধন ও কমলাকান্ত,—ইঁহারা অপুত্রক। ঈশানও অপুত্রক।

মহেশের পুত্র মতিলাল,—ইনি কলিকাতায় বাস করেন। ইঁহার পুত্র—বিজয়, অনন্ত, হেমন্ত ও ধুমন্ত। অনন্ত ও হেমন্ত উভয়েই বি, এল, পাশ;—কলিকাতা ছোট আদালতের উকিল।

ধপধপী হইতে আগত গৌতম-গোত্রীয়দিগের বংশপরিচয়।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র নন্দরাম। নন্দরামের পুত্র ভবানীচরণ। ভবানীচরণের পুত্র রামমোহন ও রামসুন্দর তর্কবাগীশ। রামমোহনের পুত্র রামচন্দ্র ও রামজীবন। রামচন্দ্রের পুত্র অভয়চরণ। অভয়চরণের পুত্র আশুতোষ প্রভৃতি। রামজীবন নিঃসন্তান।

রামসুন্দরের পুত্র রামধন ও কৃষ্ণমোহন (নসীরাম)। রামধন নিঃসন্তান। কৃষ্ণমোহনের পুত্র—ত্রৈলোক্যনাথ, কেদারনাথ, উপেন, অম্বিকাচরণ, জয়গোপাল, হেমচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র।

ত্রৈলোক্য, কেদার, উপেন ও হেমচন্দ্র অপুত্রক।

অম্বিকাচরণের পুত্র বিপিনবিহারী ও নলিনবিহারী। বিপিনবিহারীর পুত্র নাই। নলিনের সত্যকিঙ্কর, সত্যশরণ, সত্যদয়াল প্রভৃতি পাঁচ পুত্র।

জয়গোপালের পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের একটী পুত্র।

হরিশ্চন্দ্রের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র গৌরিপ্রসন্ন ও আর এক জন,—ইহাঁরা এখানে থাকেন না।

রাজপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ধনিরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইহার পর এই গ্রামে আসেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে ঈশানচন্দ্রের বংশ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। ঈশানচন্দ্রের পুত্র কালীপদ, কালীকৃষ্ণ ও রাম।

কালীপদর পুত্র গোপালচন্দ্র,—ইনি Accountant General Post & Telegraph-এর জনৈক কর্ম্মচারী, রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ডাক্তারখানার সভ্য এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের সহঃ-সম্পাদক।

কালীকৃষ্ণের পুত্র সতীশ,—ইনি Surveyor General Office-এর জনৈক কর্ম্মচারী এবং রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর এক জন কমিশনার। দ্বিতীয় পুত্র জ্যোতীশ (তুলসী)। সতীশের পুত্র কানাই। জ্যোতীশের পুত্র হাবুল।

ইহার পর একজন বাৎস্য-গোত্রীয় সামবেদী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ মজিলপুর হইতে এখানে আসেন। তাঁহার নাম নারায়ণচন্দ্র।

রামকানাই ভট্টাচার্য্যের পুত্র—ঝড়ু, নবকুমার, প্রসন্ন, যাদুগোপাল, নৃত্যগোপাল ও নন্দগোপাল।

যাদুগোপালের পুত্র নারায়ণচন্দ্র। এই নারায়ণচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে কাত্যায়ন-গোত্রীয় অভয়চরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি জানকীনাথ চড় (চক্রবর্ত্তী) মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করেন। সেই সময় হইতেই তিনি এদেশে স্থায়ীরূপে বসবাস করেন। তিনি বি, এ, পাশ। যুক্তপ্রদেশে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। গোরক্ষপুর, মোরাদাবাদ, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা করিয়াছেন। এখন তিনি অবসর প্রাপ্ত হইয়া দেশে বাস করিতেছেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। তাঁহার ছয় পুত্র—সন্তোষকুমার, গুণেন্দ্রকুমার, প্রভাসকুমার, রাজকুমার, হরেন্দ্রকুমার ও ধীরেন্দ্রকুমার। সন্তোষকুমারের এক পুত্র।

ইহার পর বাৎস্য-গোত্রীয় রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মধুসূধন চক্রবর্ত্তী (শিরোমণি) মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মজিলপুর হইতে বসবাস তুলিয়া এখানে স্থায়ীরূপে বাস করেন। তাঁহার চারি পুত্র—দেবেন্দ্র, ভূপেন্দ্র (বটুক), বিনয় ও কিরণ। দেবেন্দ্র Macnil Co.-এর একজন বড় কর্ম্মচারী। তাঁহার পুত্র অনিল। ভূপেন্দ্র নিঃসন্তান। বিনয় এখন কলিকাতায় বাস করেন। কিরণ মৃত।

মজিলপুরনিবাসী বাৎস্য-গোত্রীয় হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তিন পুত্র—দীনবন্ধু, জগবন্ধু ও বঙ্কিমবিহারী। এই বঙ্কিমবিহারী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় উকীল নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র অমূল্যকুমার পিতৃবিয়োগের পর হইতেই এখানে মাতামহ বাটীতে বাস করিতেছেন;—ইনি রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর Sanitary Inspector-এর কর্ম্ম করেন।

রাজপুরের সন্নিহিত মালিকাপুর গ্রামস্থ বাৎস্য-গোত্রীয় মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় হরিমোহন চক্রবর্ত্তীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া এখানে আসেন। তাঁহার এক পুত্র বিবেকানন্দ।

রাঢ়দেশের অনুগুণা গ্রামের কয়েক ঘর কাশ্যপ চন্দননগরে বাস করেন; তন্মধ্যে ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী একজন। তাঁহার পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় হরিমোহন চক্রবর্ত্তীর অন্য এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র মনোরঞ্জন। পিতার মৃত্যুর পর মনোরঞ্জন প্রায় ২১।২২ বৎসর হইল মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন।

দক্ষিণ বারাশত হইতে আগত কাশ্যপ গোত্রীয় কুলীন গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র—সত্যচরণ, নিমাইচরণ, বিজয়কৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ। এই সত্যচরণ ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় নবগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানে সাত বৎসর বাস করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র—নন্দদুলাল, অমর ও কানাই।

চাংড়িপোতানিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় রাজচন্দ্রের পুত্র ভোলানাথ এক্ষণে কোদালিয়াতে স্থায়ীরূপে বাস করিতেছেন। তিনি অপুত্রক।

চাংড়িপোতানিবাসী কাণ্বায়ন-গোত্রীয় মতিলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে কোদালিয়াতে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র রুচিরাম। রুচিরাম মৃত।

গোকর্ণী হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী (চূড়) মহাশয়ের অন্য এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়া এদেশে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র,—বিজয় ও বিনয়।

সাঁড়াপুল হইতে আগত অগস্ত্য-গোত্রীয় নিবারণচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় এদেশে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্র অমরেন্দ্রনাথ,—ইনি E. I. Ry.-এর একজন কর্ম্মচারী। তাঁহার পুত্র শিবনাথ। নিবারণ উপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে E. I. Ry. জামালপুরে থাকিতেন। এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখানেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।

হরিনাভি।

হরিনাভি গ্রামটী ২৪ পরগণার অন্তর্গত মেদনমল্ল পরগণায় অবস্থিত। এই গ্রাম কলিকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষপ্রণীত Harinavi Past and Present পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে এই গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। উক্ত পুস্তক পাঠে জানা যায়, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে চক্রপাণি দে (যিনি দে-বংশ স্থাপিত করেন), প্রথমে এদেশে আসিয়া বাস করেন। বিখ্যাত জমিদার মদন চৌধুরী নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পার্শ্বস্থ কোদালিয়া গ্রাম হইতে হরিনাভির বিখ্যাত চক্রবর্ত্তী পরিবার (বড়বাড়ী) এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় রামনাথ তর্কালঙ্কার এখানকার প্রথম বাসিন্দা। স্থানাভাব বশতঃ তিনি উক্ত কোদালিয়া গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে এই গ্রামে গৌতমগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাও আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা যশোহর জেলা হইতে বিবাহসূত্রে এদেশে আসেন। ক্রমে ক্রমে বাৎস্য, কাশ্যপ এবং অন্যান্য গোত্রীয় বৈদিক-ব্রাহ্মণেরাও এদেশে আসেন। (হরিনাভি বলিতে বাজেমরিচদান গ্রামটীও ধরিয়া লইতে হইবে)। এই অংশে গৌতম ও কাশ্যপগোত্রীয় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

চাংড়িপোতা ও কোদালিয়ার ন্যায় হরিনাভিও একটী পণ্ডিতপ্রধান স্থান। বঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত হরসুন্দর তর্কবাচস্পতি, মধুসূদন বাচস্পতি, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও রামকমল বিদ্যারত্ন কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় নাটক লিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রামে একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ইহা রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত। ৺ নবীনচাঁদ ঘোষ এখানকার একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন।

হরিনাভি—(বড়বাড়ী)।

ঘৃতকৌশিক কুলীন।

রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র রামনাথ তর্কালঙ্কার কোদালিয়া গ্রাম হইতে হরিনাভির বর্ত্তমান চক্রবর্ত্তী পাড়াতে প্রথমে আসিয়া বাস করেন। বাঙ্গালা ১১৭৭ সালের দলিলে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণদেব, বাসুদেব ও কামদেব তাঁহার এই তিন পুত্র। কৃষ্ণদেবের পুত্র ব্রজরাম সার্ব্বভৌম। ব্রজরামের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ, বংশীধর ও নন্দদুলাল ন্যায়রত্ন। গোবিন্দপ্রসাদের পুত্র শ্রীধর, যাদব, মাধব, রামগতি ও হরানন্দ। শ্রীধরের পুত্র গোলোকনাথ বিদ্যারত্ন ও নিবারণ। নিবারণের পুত্র পঞ্চানন। যাদবের পুত্র জন্মেজয়, রামকমল বিদ্যারত্ন ও ক্ষেত্রমোহন। রামকমলের পুত্র প্রিয়নাথ, অমৃত, ভোলানাথ, শশী ও মতি। প্রিয়নাথের পুত্র চারুচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও অমূল্য। হেমচন্দ্র একজন ইঞ্জিনিয়ার ও অমূল্যচরণ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার। চারুচন্দ্রের পুত্র ধীরেন্দ্র কলিকাতার একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার। ধীরেন্দ্রের অশোক প্রভৃতি তিন পুত্র। হেমচন্দ্রের পুত্র ভোলানাথ এম, বি, এবং যোগেন্দ্র বি, এস্, সি,এম, বি, ও বি, টি, এম। কৃষ্ণচন্দ্র অমূল্যচরণের একমাত্র পুত্র। অমৃতের পুত্র শরৎ, সদানন্দ, সুরেশ ও সতীশ। শরতের পুত্র অক্ষয়, সুধীর ও নীরদ। সদানন্দের পুত্র নিরঞ্জন। সুরেশের পুত্র হরিপদ, অনিল, রবীন্দ্র ও তুলসী।

হরানন্দের পুত্র আশুতোষ ও রাখাল। রাখালের পুত্র ভূপতি ও জগৎপতি। ইঁহারা বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় বেগুনিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

নন্দদুলাল ন্যায়রত্নের পুত্র কেশব। কেশবের পুত্র রাধাকান্ত, কেদার ও রাম। রামের পুত্র শ্যামসুন্দর, মদন ও মধুসূদন। শ্যামসুন্দর বিদ্যারত্নের পুত্র হরি ও গোবিন্দ। হরির এক পুত্র। মদনেরও এক পুত্র। বর্ত্তমানে ইঁহারা কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

রামনাথ তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র হরিহর, নিধিরাম, রামকান্ত, রামরুদ্র, জগৎরাম ও জয়দেব। হরিহরের পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র ভবানীচরণ ও মধুসূদন। ভবানীচরণের পুত্র গোবিন্দ ও গোপী। গোবিন্দের পুত্র প্রসন্ন ও সূর্য্যকান্ত। গোপীর পুত্র কালীকমল। সূর্য্যকান্তের বংশধরেরা গোকর্ণী গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রসন্নর পুত্র দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র পরেশ। মহেন্দ্রের পুত্র নিতাই।

মধুসূদনের পুত্র হরিশ। হরিশের পুত্র হীরালাল,—ইঁহারা বর্ত্তমানে গোকর্ণী গ্রামে বাস করিতেছেন।

রামকান্তের পুত্র চণ্ডীচরণ, বারাণসী, দেবীচরণ ও কালীকিঙ্কর। বারাণসীর পুত্র হরপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ। কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র অভয় ঠাকুর।

দেবীচরণের পুত্র রামতারণ, কালীচরণ ও গোপীনাথ। কালীচরণের পুত্র নীলকমল, হলধর ও হারাণ। হারাণের পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র শশী। শশীর পুত্র যোগেন্দ্র, নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র। গোপীনাথের পুত্র দিগম্বর।

জগৎরামের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ও ভৈরব। ভৈরবের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকান্ত ও নবীন। শ্রীকান্তের পুত্র তারক। নবীনের পুত্র রাম ও অম্বিক। রামের পুত্র অতুলকৃষ্ণ। অম্বিকের পুত্র বামাচরণ ও হরিচরণ। বামাচরণের পুত্র শচীন্দ্র, অমরেন্দ্র ও একটী শিশু। হরিচরণের পুত্র সুধীর।

জয়দেবের পুত্র গুরুপ্রসাদ ও রামগোপাল। গুরুপ্রসাদের পুত্র রাধামোহন, আনন্দ ও রামদাস। রাধামোহনের পুত্র শিবচন্দ্র ও তারাকিঙ্কর। শিবচন্দ্রের পুত্র শ্যামানাথ। শ্যামানাথের পুত্র অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ ও পশুপতি শাস্ত্রী। অমরনাথের পুত্র অশোকনাথ এম, এ। পশুপতির পুত্র গৌরীনাথ ও কৈলাসনাথ।

পশুপতি শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল ও P.H.D.—ইনি বি, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বেদ ও স্মৃতি মীমাংসা বিভাগে এম, এ, পরীক্ষায় ইনি সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারস্বরূপ বহু স্বর্ণপদক, সাড়ে সাতশত টাকা এবং শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। গভর্ণমেণ্ট হইতে বিলাত যাইবার জন্য ইহাঁকে দুইবার ষ্টেট-স্কলারশিপ দিবার প্রস্তাব হয়;—ইনি অত্যন্ত আচারবান্ ছিলেন বলিয়া ঐ বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমে ইনি বঙ্গবাসী কলেজে, পরে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট্ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি "ডক্টর অফ ফিলজফি" উপাধি লাভ করেন। ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল ইহাঁকে বিদ্যাসুধাকর উপাধি দান করেন। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির নিদর্শন—কলিকাতা শ্যামবাজারে "সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ",—ইনি জর্ম্মন্, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন্, গ্রীক্ ও জাপানী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

রামদাসের পুত্র হরিদাস, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস। হরিদাসের পুত্র মতি ও বিহারী। মতির পুত্র ফকির।

রামগোপালের পুত্র হরসুন্দর তর্কবাচস্পতি, রাধাকান্ত, সীতানাথ ও ষষ্ঠী। হরসুন্দর তর্কবাচস্পতি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর চতুষ্পাঠীতে দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্র অধ্যয়ন করিতে আসিত,—ইনি দিবারাত্রি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকিতেন। সাংসারিক চিন্তা ইহাঁর মনে স্থান পাইত না। শুনা যায়, শাস্ত্র-বিচারে কয়েকজন মৈথিলী-পণ্ডিত ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন।

হরসুন্দরের পুত্র বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র ভূতনাথ ও প্রমথ। ভূতনাথের পুত্র ললিত ও অনঙ্গ। 'প্রমথর পুত্র কাশীনাথ।

রাধাকান্তের পুত্র কৃষ্ণকান্ত।

রামনাথ তর্কালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র কামদেব। কামদেবের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র নিমাই ও নারায়ণ।

রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কেদার (রামনারায়ণ)। কেদারের পুত্র দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার। দুর্গারামের পুত্র মনোহর। মনোহরের পুত্র রামশঙ্কর শিরোমণি,—ইহাঁর নাম হইতে হরিনাভির "শিরোমণির বাড়ী" নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রামশঙ্করের পুত্র বনমালী ও কালিদাস। বনমালীর পুত্র আনন্দ। আনন্দের পুত্র যোগী। কালিদাসের পুত্র কান্তি। কান্তির পুত্র পূর্ণ, নগেন, অম্বিক, উমাচরণ ও আশু। পূর্ণর পুত্র তারাপ্রসন্ন, শৈলেন ও শরত। শরত একজন বি, এ। তারাপ্রসন্নের পুত্র জীতেন, সতীশ, নির্ম্মল ও অমূল্য। জীতেনের পুত্র পবিত্রকুমার। শৈলেনের পুত্র সুধীর। শরতের পুত্র অখিল, অনিল ও সুনীল। উমাচরণের পুত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র সন্তোষ। উমাচরণ বারুইপুর হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত।

আশুর পুত্র ফণী। ফণীর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও একটী শিশু। ফণী P. W. D. বিভাগের একজন Sub-overseer.

হরিনাভি—বাচস্পতিপাড়া।

অযোধ্যারামের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্র কোদালিয়া হইতে আসিয়া হরিনাভির বাচস্পতি পাড়ায় প্রথমে বাস করেন,—ইহার দুই পুত্র—রামদেব ও রামশরণ। রামদেবের পুত্র জনার্দ্দন ও বিজয়রাম। জনার্দ্দনের পুত্র অযোধ্যারাম।

অযোধ্যারামের পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র কৃষ্ণমোহন বাচস্পতি। কৃষ্ণমোহনের পুত্র শম্ভু ও মদন। শম্ভুর পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র প্রিয়, নগেন ও শশী। প্রিয়র পুত্র হরি। হরির পুত্র কমলকুমার।

নগেনের পুত্র শ্যামাপদ ও পশুপতি। শ্যামাপদর পুত্র ভোলানাথ ও শিবু। শশীর পুত্র অমরনাথ।

রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র বিজয়রাম,—ইঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমানে কোদালিয়ার বোসপাড়ায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বংশপরিচয় কোদালিয়া গ্রামে দ্রষ্টব্য।

রাঘবেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামশরণ। রামশরণের পুত্র পঞ্চানন ও রামকিশোর। পঞ্চাননের পুত্র আত্মারাম, দয়ারাম, শ্যামসুন্দর ও ভবানী। দয়ারামের পুত্র রামদুলাল, রামনিধি, রামমোহন, রামশঙ্কর ও রামহরি। রামনিধির পুত্র রামধন, কিঙ্কর, গুরুচরণ ও তারক। রামধনের পুত্র ঠাকুরদাস, রামতারণ ও দীননাথ। গুরুচরণের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র কেদার। কেদারের পুত্র সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র। তারকের পুত্র কালী। কালীর পুত্র প্রবোধ ও সুবোধ। সুরেন্দ্রের ভোলানাথ প্রভৃতি তিন পুত্র। ব্রজেন্দ্রের পুত্র ভবানীপ্রসাদ।

রামমোহনের পুত্র নন্দ।

রামশঙ্করের পুত্র রামরতন ও হরচন্দ্র। রামরতনের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র ভুবন। হরচন্দ্রের পুত্র ঈশান, কীর্ত্তিবাস ও নিবারণ। ঈশানের পুত্র বসন্ত, রামতনু ও কালী। কীর্ত্তিবাসের পুত্র অন্নদা ও উপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। অন্নদার পুত্র হরি। হরির পুত্র কানাই। কালীর পুত্র প্রবোধ ও সুবোধ,—ইঁহারা শ্যামপুকুরে বাস করেন। নিবারণের পুত্র শরৎ, বঙ্কিম ও ঝড়ু,—ইঁহারা কালীঘাটে বাস করেন।

ভবানীর পুত্র কাশীনাথ ও রাম। কাশীনাথের পুত্র তারাপদ, হরচন্দ্র, চন্দ্র, কালাচাঁদ ও পার্ব্বতী। কালাচাঁদের পুত্র মহেন্দ্র। রামের পুত্র লালমাধব, যদু ও কৈলাস। পার্ব্বতীর পুত্র হারাণ, গনেশ ও বিরাজ।

রামশরণের দ্বিতীয় পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের পুত্র জগদীশ তর্কালঙ্কার, শুকদেব ও সীতারাম। জগদীশের পুত্র জগন্নাথ, কেবলরাম, রামপ্রসাদ, পরশুরাম, রামসাগর, ভৈরব, মাণিক ও হরিরাম।

জগন্নাথের পুত্র জয়নারায়ণ ও বিশ্বনাথ। জয়নারায়ণের পুত্র ঈশ্বর, মহেশ ও রামসুন্দর। ঈশ্বরের পুত্র রামকালী,—এখন ইঁহারা মজিলপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। মহেশের পুত্র কালী, শিবকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ ও বৈকুণ্ঠ। কালীর পুত্র অম্বিক, নারায়ণ ও হরিচরণ। অম্বিকের পুত্র সতীশ ও জ্যোতীশ। নারায়ণের পুত্র মন্মথ,—এখন ইঁহারা হরিনাভির "নন্নন" নামক অংশে বাস করিতেছেন। মন্মথর পুত্র গঙ্গাধর ও ললিতমোহন। হরিচরণের পুত্র কানাই। শিবকৃষ্ণের পুত্র বামাচরণ। বামাচরণের পুত্র পঞ্চানন ও গোপাল। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র হরিপদ ও সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র শান্তিরাম। বৈকুণ্ঠের পুত্র খুঁদিরাম ও গোপাল,—ইঁহারা বর্দ্ধমান জেলার পুটুশুড়ি গ্রামে বাস করিতেছেন।

বিশ্বনাথের পুত্র ধরণীধর।

পরশুরামের পুত্র রঘুনাথ ও গোপীনাথ। রঘুনাথের পুত্র গোবিন্দ, জয়গোপাল, বনমালী ও ভোলানাথ।

রামসাগরের পুত্র মধু, পীতাম্বর ও দিগম্বর। মধুর পুত্র আশুতোষ।

ভৈরবের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও রামদাস (রাখাল)।

মাণিকের পুত্র রামেশ্বর, গোপাল, রামতারণ ও দীননাথ। রামেশ্বরের পুত্র শ্যামাচরণ ও বামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র নারায়ণ। নারায়ণের পুত্র জীবেশ। বামাচরণ একজন বিখ্যাত এল, এম, এস, ডাক্তার ছিলেন। বামাচরণের পুত্র সুরেন্দ্র ও কালীচরণ। কালীচরণ একজন বি, এস, সি। সুরেন্দ্রের পুত্র প্রমথ, মণীন্দ্র ও হরিহর,—ইঁহারা এক্ষণে খিদিরপুরে বাস করিতেছেন।

কালীর পুত্র যতীন্দ্র।

শুকদেবের পুত্র রামচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও গঙ্গারাম। রামচন্দ্রের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র রূপচাঁদ, হলধর,

বেনীমাধব ও পূর্ণ। রূপচাঁদের পুত্র হারাণ। হারাণের পুত্র ননীলাল,—ইনি P. W. D.—Overseer,—ইঁহার একটী পুত্র,—ইঁহারা মজিলপুরে বাস করিতেছেন। পূর্ণর পুত্র হরিনারায়ণ,—ইনি ভাটপাড়ায় বাস করিতেছেন। বেনীমাধবের পুত্র মন্মথ। মন্মথর পুত্র তারাপ্রসন্ন, শশী, ভূতনাথ, সতীশ, কালীপদ ও বঙ্কিমচন্দ্র। তারাপ্রসন্নর নারাণচন্দ্র, কৃষ্ণধন প্রভৃতি তিন পুত্র। শশীর এক পুত্র। ভূতনাথের পুত্র হাবুল। হরিদাসের এক পুত্র।

গঙ্গারামের পুত্র তারাপদ। তারাপদর পুত্র যদু।

রামকিশোরের তৃতীয় পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র রামচাঁদ। রামচাঁদের পুত্র দুর্গাচরণ ও চণ্ডীচরণ।

হরিনাভি—আচার্য্য পাড়া।

গৌতমগোত্রীয় কুলীন।

এই গ্রামে কয়েক ঘর গৌতমগোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। বঙ্গদেশের অনেক প্রথিতনামা পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জহ্নুকর ইঁহাদের আদিপুরুষ। জহ্নুকরের পুত্র মুরারী। মুরারীর পুত্র নন্দন। নন্দনের পুত্র প্রভাকর আচার্য্য। প্রভাকরের পুত্র বসুদেব বেদান্তবাগীশ, মুকুন্দ ও সঙ্কেত। বসুদেবের পুত্র বিষ্ণু ও শ্রীধর। হরিনাভিনিবাসী শ্রীধরের পুত্র গোপাল ভূম্যধিকারী। রামনাথ রাজপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন। রাজপুরের মধ্যে ইঁহার বংশাবলীর তালিকা আছে। মধুসূদন হরিনাভির বাজে-মরিচদানে গিয়া বাস করেন,—ইঁহার বংশাবলীর পরিচয় বাজে-মরিচদানে প্রদত্ত হইল।

গোপালের পুত্র শিবরাম ও রামেশ্বর। শিবরামের পুত্র গণেশ, মহাদেব ও যাদব। গোপাল আচার্য্য ৩০৭নং তালুক কালেক্টারী হইতে ক্রয় করেন। তিনি নিজের নামানুসারে ঐ তালুকের নাম আচার্য্য-তালুক রাখেন এবং তাঁহার বংশধরেরা ঐ তালুকেই বাস করিতেছেন। এক্ষণে উক্ত তালুকের বর্ত্তমান নাম "আচার্য্য পাড়া"। গণেশের পুত্র বাসুদেব, রামশরণ ও রামানন্দ। বাসুদেব অপুত্রক। রামশরণের পুত্র রাজারাম। রাজারামের পুত্র দুলাল। দুলালের পুত্র সুন্দরাচার্য্য। সুন্দরাচার্য্যের পুত্র হারু। রামানন্দের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র নিধিরাম ও মনোহর। নিধিরামের পুত্র মাণিক্যরাম ও হরিশ্চন্দ্র। মনোহরের পুত্র চন্দ্রচূড়, রামরতন ও রামধন। চন্দ্রচূড়ের পুত্র মদনমোহন। মদনমোহনের পুত্র মধু, হরানন্দ, ভোলানাথ ও কমলাকান্ত। মধুর পুত্র অবিনাশ। অবিনাশের পুত্র অরুণ ও গোপাল। অরুণের পুত্র মাণিক, উষাপ্রকাশ ও প্রভাপ্রকাশ। মাণিকের পুত্র ভগবান্। গোপালের পুত্র ফণীভূষণ, হরিভূষণ ও কৃষ্ণলাল। রামরতনের পুত্র গঙ্গারাম। রামধন অপুত্রক।

হরানন্দের পুত্র অপূর্ব্ব ও ফটিক (উপেন্দ্র)। ফটিকের পুত্র বরুণ, প্রবোধ, ননীলাল, গোপীনাথ ও রাধানাথ। বরুণের পুত্র হরিধন ও শরৎ। প্রবোধ এক্ষণে ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন।

ভোলানাথ অপুত্রক। কমলাকান্তের পুত্র চারুচন্দ্র। চারুচন্দ্রের পুত্র শরৎ।

শিবরামের দ্বিতীয় পুত্র মহাদেব। মহাদেবের পুত্র রামনাথ, জানকীরাম, হরিরাম, গোপীরাম ও বিদ্যাধর। রামনাথের পুত্র অনন্তরাম। অনন্তরামের পুত্র পতিরাম, বিষ্ণুরাম ও রামানন্দ। পতিরাম অপুত্রক। বিষ্ণুরামের পুত্র মদনমোহন। রামানন্দের চারি পুত্র,—ইঁহারা যশোহর জেলায় বাস করিতেছেন।

জানকীরামের পুত্র শ্রীরাম ও কণ্ঠীরাম। শ্রীরামের পুত্র মনোহর, শঙ্কর ও দুলাল। মনোহরের পুত্র রামকান্ত ও জগৎরাম। রামকান্তের পুত্র রামনারায়ণ ও মদন। মদনের পুত্র গোলোক।

কণ্ঠীরাম অপুত্রক।

জগৎরামের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ, কাশীনাথ, হরানন্দ ও হলধর। শ্যামাপ্রসাদের পুত্র মথুর। কাশীনাথের পুত্র

রামতারণ ও বনমালী। রামতারণের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নের পুত্র সারদা বিদ্যাভূষণ ও হরিপদ। সারদা বহুদিন শীল্‌স্ ফ্রি স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন এবং অনেকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে "বালক রচনা" ও "সংস্কৃত ব্যাকরণ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারদার পুত্র বাসুদেব বিলাতে আছেন,—ইনি "স্বদেশী যুগের" একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। বাঙ্গালার বিপ্লববাদীদিগের মধ্যে ইনি একজন। ইউরোপে ইনি ভারতের দুর্দ্দশার কথা প্রচার করেন।

হরিপদ ও বনমালী অপুত্রক।

হরানন্দের পুত্র কালী, মতি, নৃত্য ও শ্রীনাথ। কালী, মতি ও শ্রীনাথের কোন পুত্র সন্তান নাই। নৃত্যের পুত্র উপেন্দ্র, মহেন্দ্র, কৃষ্ণ ও ননীগোপাল। মহেন্দ্রের পুত্র কানাই ও অনিল। কৃষ্ণের পুত্রেরা কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ননীগোপালের এক পুত্র,—ইনি ও কলিকাতায় থাকেন।

মহাদেবের তৃতীয় পুত্র হরিরাম। হরিরামের পুত্র রামকিশোর, রামরাম ও রামসন্তোষ। রামকিশোরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, বাণেশ্বর (দণ্ডী), পদ্মলোচন,—(ইনি বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে সকলেই ইঁহার সুচিকিৎসার কথা বিদিত ছিলেন) ও দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণের পুত্র শত্রুঘ্ন,—ইনি অপুত্রক।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র গঙ্গারাম, লক্ষ্মীনাথ, দেবনাথ ও গুরুদাস। গঙ্গারামের পুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষ্মীনাথের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র যদুরাম। যদুরামের পুত্র বেচারাম। বেচারামের পুত্র সুরেশ, শুকদেব ও হরিচরণ। সুরেশের পুত্র বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। হরিচরণের একটী পুত্র।

দেবনাথের পুত্র মহেশ ও রামকালী। মহেশের পুত্র গিরীশ ও রাজকুমার। রামকালীর পুত্র ভূপেন (চিটে) ভূপেনের পুত্র নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র।

গুরুদাসের পুত্র শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথ অপুত্রক।

গোপালের (ভূম্যধিকারীর) দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের তিন পুত্র—রামজীবন, রামনারায়ণ ও রামভদ্র। রামজীবনের পুত্র—রঘুনাথ, ভুবনেশ্বর ও আনন্দরাম। আনন্দরাম নিঃসন্তান। রামভদ্রের পুত্র রামচন্দ্র ও রামশঙ্কর। রামশঙ্কর কোদালিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। ইঁহার বংশাবলীর তালিকা কোদালিয়া গ্রামের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন।

রঘুনাথের পুত্র রামরাম (কিনু) ও শ্যামসুন্দর। রানরামের পুত্র কৃপারাম, ভবানীশঙ্কর ও রামলোচন। কৃপারামের পুত্র ভোলানাথ ও কাশীনাথ। ভোলানাথের পুত্র রামরতন। রামরতনের পুত্র তারাচাঁদ, যাদব ও হারাণ। তারাচাঁদের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র,—ইনি বারুইপুরে বাস করিতেছেন। যাদবের পুত্র শ্রীনাথ। হারাণের পুত্র পাঁচু ও প্রিয় মাষ্টার। ইঁহার দুই পুত্র। তাঁহারা ৺ কাশীধামে বাস করিতেছেন। শ্যামসুন্দর অপুত্রক।

কৃপানাথের দ্বিতীয় পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর পুত্র ঈশ্বর ন্যায়রত্ন,—ইনি বহুদিন শীল্‌স্ ফ্রি স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল,—ইঁহার পুত্র রাজকুমার ও বসন্তকুমার। ইঁহারা সিভিল আমিন ছিলেন। রাজকুমার বাবু প্রায় ৩৫ বৎসর রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কয়েক বৎসর চেয়ারম্যানের কার্য্যও করেন। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺ নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি রাজপুর মিউনিসিপালিটীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বদান্যতাগুণে লোক মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র হরিপদ (ভেলু),—ইনি একজন সাহিত্যিক। কয়েকখানি কবিতা পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সাহিত্যিক রসিকচূড়ামণি অমৃতলাল বসু মহাশয় এই পুস্তকগুলির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। হরিপদর পুত্র গোপীনাথ ও রাধাকান্ত বি, এস্, সি। গোপীনাথের পুত্র বিমলেন্দু।

বসন্তকুমারের পুত্র চারুচন্দ্র,—ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতীর" একজন বিশেষ সভ্য। ইঁহার প্রণীত "খাদ্যকথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক গবেষণাপূর্ণ লিখনদ্বারা ইনি "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছেন,—ইনি রাজপুর মিউনিসিপালিটীর একজন কমিশনার এবং ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর চেয়ারম্যানও ছিলেন। চারুচন্দ্রের পুত্র অমল ও বিমল।

ভবানীশঙ্কর অপুত্রক।

রামলোচনের পুত্র রাধামাধব, রামমোহন ও রামধন। রাধামাধবের পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি, আনন্দ শিরোমণি ও গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন। মধুসূদনের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র সারদা ও অন্নদা। আনন্দ শিরোমণির পুত্র রামরূপ, দীননাথ ন্যায়রত্ন—(ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন) ও কালীপ্রসন্ন। দীননাথ ন্যায়রত্নের পুত্র মতিলাল বিদ্যারত্ন ও পরেশ। মতিলাল বিদ্যারত্ন একজন এম, এ,—ইনি প্রথমে আগ্রা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; পরে উদয়পুরের রাণার পুত্রদের গৃহশিক্ষক ও "Director of Public Instruction—Rajputana" এই পদে নিযুক্ত হন। উদয়পুর রাজদরবারে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল,—ইনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে "Lecture on Vedanta Philosophy", "তত্ত্বকথা", "নূতন প্রণালী" ও "সত্যসংবাদ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতিলালের পাঁচ পুত্র—নন্দলাল, ইন্দুলাল, সিন্ধুলাল, বিন্দুলাল ও কৃষ্ণলাল। নন্দলাল বি, এ, বি, ই,—ইনি এক্ষণে যুক্তপ্রদেশের Government-এর পূর্ত্তবিভাগে Executive Engineer-এর কার্য্য করিতেছেন,—ইনি কিছুদিন অস্থায়ীভাবে Superintending Engineer-এর কার্য্যও করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র ও ফণীন্দ্র। রাজেন্দ্র একজন বি, এস্, সি, এম, বি, ডাক্তার,—ইনি কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছেন। ইঁহার দুই পুত্র হিতেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। ফণীন্দ্রলাল এম, এ, বি, এল,—ইনি এখন কলিকাতায় Income Tax Officer। ইঁহার এক পুত্র জিতেন্দ্রলাল।

ইন্দুলাল একজন এম, এ, বি, এল,—ইনি বর্ত্তমানে রেঙ্গুনে Burmah Government-এর Accountant General অফিসের একজন Assistant Account Officer। ইঁহার চারি পুত্র—মণীন্দ্র, বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। মণীন্দ্র বি, এস, সি,—ইনি রেঙ্গুন University তে Demonstrator-এর কার্য্য করিতেছেন।

সিন্ধুলাল একজন বি, এ, বি, এস, সি,—ইনি বর্ত্তমানে Delhi-তে Accountant General Central Revenues-এর Assistant Accounts Officer-এর কার্য্য করিতেছেন,—ইঁহার ছয় পুত্র—মণিলাল, গুণীন্দ্রলাল, রবীন্দ্রলাল, উপেন্দ্রলাল, শচীন্দ্রলাল প্রভৃতি।

বিন্দুলাল একজন—বি, এ, বি, এল,—ইনি উদয়পুর রাজষ্টেটের একজন Magistrate,—ইঁহার পুত্র দেবেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র।

কৃষ্ণলাল একজন—এম, এ,—ইনি রুড়কীর Engineering College-এর অন্যতম অধ্যাপক,—ইঁহার একটী পুত্র মাণিকলাল।

দীননাথ ন্যায়রত্নের দ্বিতীয় পুত্র পরেশলাল,—ইনি একজন এল, এম, এস ডাক্তার,—আজমীরে ইনি ডাক্তারী করিতেছেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—প্রমথ, মন্মথ, অমূল্য, প্রফুল্ল ও কাবু। প্রমথর ও মন্মথর একটী করিয়া পুত্র।

দীননাথ ন্যায়রত্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্নর পুত্র হাবুল। হাবুলের পুত্র গদা।

গোবিন্দ তর্কপঞ্চাননের পুত্র রামতারণ। রামতারণের বাদল, লব, কুশ প্রভৃতি চারি পুত্র।

রামলোচন ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, বিশ্বম্ভর, বনমালী ও রাম-

নারায়ণ তর্করত্ন। রামনারায়ণ বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয় ইঁহার ছাত্র।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "বৈদিক-কুলপঞ্জিকা" নামক দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-দিগের আদি-কুলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। (তাঁহার প্রণীত সেই গ্রন্থ এই পুস্তকের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে)। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কালিদাস। বিশ্বম্ভর ও বনমালী অপুত্রক। রামনারায়ণের পুত্র যতীন্দ্র, উপেন্দ্র ও সুরেন্দ্র। যতীন্দ্রের পুত্র গণেশ ও রমেশ। রমেশের একটী পুত্র।

সুরেন্দ্রের পুত্র হরিচরণ এম, এ, এবং শশিভূষণ বি, এস, সি,—ইঁহারা বর্ত্তমানে রাঁচী সহরে বাস করিতেছেন।

রামজীবনের দ্বিতীয় পুত্র ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরের চারি পুত্র—কৃষ্ণ, বলরাম, রামকিশোর ও রামচরণ। বলরামের পুত্র দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার ও রামশঙ্কর। দুর্গারামের পুত্র হরদেব। হরদেবের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র লক্ষ্মণ, মধু, দিগম্বর ও দ্বারিক। মথুরের পুত্র ভূতনাথ ও পাঁচু। ভূতনাথের পুত্র চারু। চারুর পুত্র সত্য। পাঁচুর ধীরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি চারি পুত্র। দিগম্বরের পুত্র রাখাল।

রামশঙ্করের পুত্র হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন,—ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হরিপ্রসাদের পুত্র তারাপ্রসাদ তর্কভূষণ ও আনন্দ শিরোমণি। তারাপ্রসাদের পুত্র পীতাম্বর ন্যায়রত্ন, হেরম্ব তত্ত্বরত্ন ও অম্বিকা। পীতাম্বর ন্যায়রত্নের পুত্র বামাচরণ, শ্যামাচরণ ও ভূতনাথ বিদ্যারত্ন। বামাচরণের পুত্র দেবেন ও শ্যামাচরণের পুত্র নাড়ু।

হেরম্ব তত্ত্বরত্ন,—ইনি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ইঁহার পুত্র সুরেন্দ্র বিদ্যারত্ন, উপেন্দ্র ও হেমেন্দ্র। সুরেন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ,—ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। সুরেন্দ্রের তিনপুত্র—শৈলেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও ভুঁদী। উপেন্দ্রের পুত্র জীবনকুমার বি, এস, সি। জীবনের পুত্র অজিতকুমার।

ভুবনেশ্বরের তৃতীয় পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের পুত্র জগন্নাথ (জটাধর ন্যায়পঞ্চানন) জগন্নাথের পুত্র মাণিক্যরাম। মাণিক্যরামের পুত্র মহেশচন্দ্র। মহেশচন্দ্রের পুত্র গিরীশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও কালীকৃষ্ণ। উমেশচন্দ্রের পুত্র কেশবচন্দ্র। কালীকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক। ইনি অতি মিষ্টভাষী, শান্তস্বভাব ও অমায়িক লোক। যাঁহাদের সহিত ইঁহার একবার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা একবাক্যে ইঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। যথাশক্তি লোকের উপকার করিবার প্রবৃত্তিও ইঁহাতে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে "বঙ্গের রত্নমালা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীকৃষ্ণের তিন পুত্র—তুলসীচরণ, বিষ্ণুচরণ ও হরিচরণ। তুলসীচরণ এম, বি, ডাক্তার,—ইনি কলিকাতাতেই থাকেন। তুলসীচরণের সত্যচরণ, সুধীরচরণ, সুবোধচরণ প্রভৃতি আটটী পুত্র। হরিচরণ (হোমিওপ্যাথিক) এম, বি, ডাক্তার,—ইঁহার চারিটী পুত্র—অজিতকুমার, অরবিন্দকুমার, অজয়কুমার ও অমরকুমার। বিষ্ণুচরণ এম, এ,—বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। বিষ্ণুচরণের একটী পুত্র—মিনা। ইঁহারা বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

ভুবনেশ্বরের চতুর্থ পুত্র রামচরণ। রামচরণের পুত্র রামপ্রসাদ, জয়দেব, রত্নেশ্বর ও রাধানাথ। রামপ্রসাদের পুত্র শিবরাম, মাধব ও নন্দরাম। শিবরামের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র দেবীদাস ও সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র কানাই। মাধবের পুত্র নিমাই ও রামচন্দ্র। নিমাইয়ের পুত্র গোবর্দ্ধন ও গণেশ। গণেশের পুত্র সতীশ, ননীলাল ও ফণিভূষণ। সতীশের পুত্র চিন্তামণি। ননীলালের পুত্র চণ্ডী ও অনিল। ফণিভূষণের পুত্র অজিত ও অনিল।

রামচন্দ্রের পুত্র উপেন ও মহেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র অমিয়।

নন্দরামের পুত্র রামকৃষ্ণ ও ভগবান। ভগবানের পুত্র কেদার। কেদারের পুত্র সুশীল ও হরি,—ইঁহারা বর্ত্তমানে কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গায় বাস করিতেছেন।

জয়দেবের পুত্র বৈদ্যনাথ। রত্নেশ্বরের পুত্র গঙ্গা ও কচি। রাধানাথের পুত্র রামচাঁদ। রামচাঁদের পুত্র ক্ষেত্র ও নিবারণ।

রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র শ্যাম, কৃষ্ণ ও গৌরী। শ্যামের পুত্র নীলমণি ও হরনাথ। নীলমণির পুত্র রাজকুমার, চণ্ডীচরণ ন্যায়বাগীশ, জগমোহন ও রাম। রাজকুমারের পুত্র গোপাল, ঈশান ও কৈলাস। গোপালের পুত্র রামতারণ। রামতারণের পুত্র হেম ও শরৎ। হেমের পুত্র পূর্ণ ও কৃষ্ণ। পূর্ণর পুত্র শুকদেব ও বাসুদেব। শরতের পুত্র তারা ও কালী। জগমোহন, রাম ও ঈশান অপুত্রক। কৈলাসের পুত্র কৃষ্ণ।

চণ্ডীচরণ ন্যায়বাগীশের পুত্র যাদব, হারাণ ও ভুবন। যাদবের পুত্র কালী। হারাণের পুত্র ভোলানাথ ও সতীশ। ভোলানাথ একজন Police Inspector। ভোলানাথের পুত্র হরিদাস। সতীশের পুত্র হৃষীকেশ ও ব্যোমকেশ,—ইঁহারা এক্ষণে ভবানীপুরে বাস করিতেছেন।

হরনাথের পুত্র রামচাঁদ ও রামধন। রামচাঁদের পুত্র ভূতনাথ, গিরিবালা ও রামশরণ। গিরিবালার পুত্র উপেন ও সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র মালঞ্চ গ্রামে বাস করিতেছেন। উপেনের পুত্র বিজয় ও হরিশ। রামশরণ অপুত্রক

রামধনের পুত্র গুরুদাস।

কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন।

হরিনাভির আচার্য্য পাড়ায় কয়েকঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন বাস করেন। হরিনাভির কাশ্যপবাড়ী বলিয়া ইঁহারা পরিচিত। বহুদিন পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ২৪ পরগণার বারাশত গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের বংশাবলীর তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

হরিনাভির কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন।
৮ বাণীকান্ত মিশ্রের বংশবর্ণনা।—[চ] ১১ পৃষ্ঠা দেখুন।
(৪) বাণীকান্ত
(৫) রমাপতি সিদ্ধান্ত
(৫) হরিরাম মিশ্র
(৬) রত্নেশ্বর বাচস্পতি
[প] ৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন।
(৭) বামদেব নিঃসন্তান
মনোহর সিদ্ধান্ত
(৮) রামলোচন
রামপ্রসাদ
(৯) জগন্নাথ বিদ্যাভূষণ
গঙ্গাসাগর
(১০) শ্রীধর তর্কালঙ্কার রামচন্দ্র নবকুমার
রাজচন্দ্র
রামচাঁদ সার্ব্বভৌম
মহাদেব মধুসূদন
গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন
মৃত্যুঞ্জয় নিঃসন্তান
যদুনাথ
কালী
কটিরাম
ঈশান (উকীল)
উমেশ
(১১) ভুবন কালাচাঁদ গোপাল
সনাতন
কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন
বিষ্ণুচরণ
শিব-নারাণ
প্রফুল্ল
চুনী
ননী
ধীরেন্দ্র
কান্তি
অমূল্য
কৈলাস
নীলকমল নিঃসন্তান
দীন নিঃসন্তান
পূর্ণ নিঃসন্তান
(১২) শ্যাম নিঃসন্তান
অঘোর-নাথ বিদ্যাভূষণ
বিনোদ নিঃসন্তান
কুঞ্জ
বিপিন
যতীন
মণি
জ্ঞানেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
গণেশ
প্রিয়নাথ
যতীন্দ্র
মন্মথ
ললিত এল,এম,এস
বঙ্কিম
পুলিন
গোপাল
বামাচরণ
শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ
(১৩) খগেন্দ্র অমৃত দেবেন নগেন পরেশ
ধীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র
দাসু ও বুলী
রমণ
বিশ্বেশ্বর (বিশ্বনাথ)
শিশু
পশুপতি
বিনোদ
নন্দ
ভোলানাথ
শরৎ
বসন্ত
নির্ম্মল
অতুল
(১৪) খগেন্দ্র এম,ই
সত্যেন্দ্র এম,এ
চণ্ডী
অনিল
রবীন্দ্র
ললিত
চণ্ডী
অক্ষয়
রজনী
চুনী
হীরালাল
চিন্তামণি
কৃষ্ণগোপাল
পাঁচুগোপাল

পূর্ব্বোক্ত কয়েক ঘর ব্যতীত আরও দুই ঘর কুলীন-কাশ্যপ ভিন্ন-গ্রাম হইতে আসিয়া এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র (মুচিরাম) ভট্টাচার্য্যের বাটী ২৪ পরগণার বোলসিদ্ধি গ্রামে। তাঁহার পুত্র কেদারনাথ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কেদারের পুত্র হারাণ ও ভূপেন। হারাণ রাজপুরে এবং ভূপেন হরিনাভিতে বাস করিতেছেন।, ভূপেনের পুত্র নিমাই, বিশ্বনাথ, শিবনাথ, নলীন ও রবীন।

আর এক ঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণি ভট্টাচার্য্য। তিনি মাতামহের বাটীতে বসবাস করিতেছেন। নীলমণির পুত্র কৃষ্ণকুমার, তারাকুমার, কালীকুমার ও কার্ত্তিক।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক।

শুনা যায়, রামরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎকলের যাজপুর হইতে আসিয়া এই পাড়ায় প্রথমে বাস করেন,—ইঁহার বংশাবলীরা "ভূঁড়ি" বলিয়া প্রসিদ্ধ,—ইঁহারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও ভূঁড়িবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, ঐ পদবী লাভ করিয়াছেন। রামরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র দুর্গারাম। দুর্গারামের পুত্র কৃষ্ণরাম ও বলরাম। কৃষ্ণরামের পুত্র ভৈরব। ভৈরবের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র উমেশ, দীননাথ ও প্রিয়নাথ। উমেশের পুত্র বিষ্ণুচরণ, যাদবচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। বিষ্ণুচরণের পুত্র মণিলাল ও হরিধন।

দীননাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র, নগেন্দ্র, কার্ত্তিকচন্দ্র ও গণেশচন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র গোপালচন্দ্র। কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্র পঞ্চানন ও সুকুমার। গণেশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষকুমার।

প্রিয়নাথের পুত্র স্মৃতিকণ্ঠ। স্মৃতিকণ্ঠের পুত্র পঞ্চানন,—ইঁহারা রাজপুরে বাস করেন।

দুর্গারামের দ্বিতীয় পুত্র বলরাম। বলরামের চারি পুত্র—রামমোহন, গোবিন্দ, মহেশচন্দ্র ও শ্যামচাঁদ। রামমোহনের পুত্র গঙ্গাধর, গুরুদাস ও ভোলানাথ। গঙ্গাধর ও গুরুদাস অপুত্রক। ভোলানাথের পুত্র মন্মথ ও কানাইলাল। মন্মথের পুত্র রমেশ, সুরেশ ও যোগেশ। কানাইলালের পুত্র পান্নালাল। গোবিন্দের পুত্র ঈশানচন্দ্র। ঈশানচন্দ্রের পুত্র গিরীশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার। গিরীশের পুত্র হরিদাস,—ইনি একজন বিখ্যাত ও বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন। হরিনাভি গ্রামে Antimalarial Society স্থাপনের তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুনিবন্ধন চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। উপরি-উক্ত গিরীশের পুত্র হরিদাস, হরিপদ, হরিচরণ ও হরিভূষণ। হরিদাসের পুত্র সুশীলকুমার ও বিলাসকুমার। হরিপদের পুত্র সনৎকুমার। হরিভূষণের এক পুত্র।

উপেন্দ্রনাথ অপুত্রক। মহেন্দ্রনাথের পুত্র তারকনাথ। অক্ষয়কুমারের পুত্র প্রকাশচন্দ্র।

মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র হারাণচন্দ্র। হারাণের পুত্র আশুতোষ ও বিজয়কৃষ্ণ। আশুতোষের পুত্র চণ্ডীচরণ। বিজয়কৃষ্ণের পুত্র বিনয়কুমার।

শ্যামচাঁদের একমাত্র কন্যা নৃত্যকালী।

আচার্য্য পাড়ায় আর এক ঘর এই গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিক বাস করেন। দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী গৌতম-গোত্রীয় মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া ২৪ পরগণার ইনাৎপুর গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। দীনবন্ধুর পুত্র দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র প্রবোধ, প্রফুল্ল, প্রণত ও প্রশান্ত। প্রবোধের পুত্র প্রভাত। প্রফুল্লর পুত্র প্রভাস। প্রশান্তর পুত্র পরিতোষ।

কাশ্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন।

জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাটপাড়া হইতে আসিয়া হরিনাভির আচার্য্য পাড়ায় বাস করেন। তিনি মাতামহের বিষয় পাইয়া এখানে আসেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সাঁড়াপুলে বাস করিতেছেন। জগন্নাথের পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র বিপিনবিহারী ও তারকনাথ। বিপিনবিহারীর, পুত্র হরিপদ ও অভয়পদ। তারকনাথের পুত্র সুনীল ও গণেশ।

হরিনাভির নন্দন-পাড়া।

এই পাড়ায় কয়েক ঘর কাশ্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন বাস করেন। লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমে হুগলী জেলার পাঁউনন গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। লক্ষ্মীকান্তের দুই পুত্র—রামরাম ও রামমোহন। রামরামের পুত্র গোবিন্দ, বৈদ্যনাথ ও শম্ভু। গোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধনের পুত্র ভূতনাথ, কেদারনাথ, সীতানাথ ও সতীশচন্দ্র। কেদারনাথের পুত্র কালীপদ ও অমর। সীতানাথের পুত্র দুর্গাচরণ, বিজয়, বসন্ত ও হেমন্ত।

বৈদ্যনাথের পুত্র আশুতোষ ও চন্দ্রকুমার। আশুতোষের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র জীতেন। চন্দ্রকুমারের পুত্র অন্নদা। অন্নদার পুত্র কার্ত্তিক, সুশীল ও সুনীল।

রামমোহনের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র মহেশচন্দ্র, জগবন্ধু, রামসর্ব্বস্ব ও উমেশচন্দ্র। রামসর্ব্বস্বর পুত্র ধীরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র। ধীরেন্দ্রের পুত্র সুধীর, শচীন, সুবোধ, প্রবোধ ও ভোলানাথ।

এই পাড়ায় একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের কুলজী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়গণের মধ্যে প্রদত্ত হইল। নারায়ণ এখানে বাচস্পতি পাড়া হইতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র মন্মথ।

হরিনাভির বাজে-মরিচদান।

এই পাড়ায় কয়েক ঘর গৌতম-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিক কুলীন-ব্রাহ্মণ বাস করেন। শ্রীধরের তৃতীয় পুত্র মধুসূদন প্রথমে হরিনাভির আচার্য্যপাড়া হইতে আসিয়া এই বাজে-মরিচদানে বাস করেন। বাজে-মরিচদান পূর্ব্বে ভিন্ন গ্রাম ছিল। এক্ষণে ইহা হরিনাভির অন্তর্গত। এই গ্রাম বারুইপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের তালুক। শুনা যায়, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় জঙ্গল কাটাইয়া প্রথমে এখানে বাস করেন। ইঁহার বংশাবলীর সঠিক তালিকা পাওয়া যায় না। অনেক অনুসন্ধানের পর যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। রামনিধি ন্যায়বাচস্পতির পুত্র রামনারায়ণ ও রামহরি ইত্যাদি চারি জন। রামনারায়ণের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র গোবিন্দ, মধুসূদন ও চন্দ্রকুমার। গোবিন্দ ও মধুসূদন নিঃসন্তান। চন্দ্রকুমারের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র শ্যামাচরণ ও উমাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র অনিল ও রামহরি। রামহরি সার্ব্বভৌমের পুত্র রামশম্ভু। রামশম্ভুর পুত্র রামরূপ, রামসর্ব্বস্ব ও যদুনাথ। রামরূপের পুত্র গোপালচন্দ্র। গোপালচন্দ্রের পুত্র রামপদ বি, এ, শ্যামাপদ, বামাপদ, দুর্গাপদ ও উমাপদ। রামপদর এক পুত্র। শ্যামাপদরও এক পুত্র।

যদুনাথের পুত্র বসন্ত, রাজকুমার, আশুতোষ, শরৎ, কালীপদ, কৃষ্ণধন ও ফণী। রাজকুমারের পুত্র নিতাই ও গৌর। আশুতোষের পুত্র সুধীর ও সুরেশ। কালীপদর দুই পুত্র—অতুল ও আর একটী। কৃষ্ণধনের পুত্র অমর।

ইঁহাদের আর একঘর জ্ঞাতি এখানে বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পুত্র শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও নবীনচন্দ্র। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র কেদার ও বিশ্বেশ্বর। কেদারের পুত্র ভূদেব, ভবদেব ও বলদেব। ভূদেবের পুত্র বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরিদেব ও প্রফুল্ল। হরিদেবের পুত্র অমল ও কমল। নবীনচন্দ্রের পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের পুত্র ভূপতি,—ইনি এক্ষণে কলিকাতায় বহুবাজারে বাস করিতেছেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ হরিনাভির চক্রবর্ত্তী পাড়া ও আচার্য্য পাড়ার মধ্যে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের আদিপুরুষ রামগোপাল চক্রবর্ত্তী,—ইনি বর্দ্ধমান জেলা হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। ইনি হরিনাভির আচার্য্য পাড়ার গৌতমবংশে বিবাহ করেন। রামগোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামগোকুল, লালবিহারী, মথুরেশ ও হরিরাম। রামগোকুলের পুত্র রামজয় ও রামলোচন। রামজয়ের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র গিরীশ, কৈলাস, উমেশ ও ভুবন। গিরীশের পুত্র নগেন ও নেড়া। কৈলাসের পুত্র নারায়ণচন্দ্র। উমেশের পুত্র প্যারিলাল। প্যারিলালের পুত্র পান্নালাল।

রামলোচন নিঃসন্তান।

লালবিহারীর পুত্র কালীপ্রসাদ ও গোরাচাঁদ। কালীপ্রসাদের পুত্র তারাচন্দ্র, পার্ব্বতী ও গোবিন্দ। পার্ব্বতীর পুত্র যাদব ও মধু। গোবিন্দের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র সুরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র সত্যচরণ।

গোরাচাঁদের পুত্র গুরুদাস। গুরুদাসের পুত্র গোলোক,—ইহাঁরা এক্ষণে দক্ষিণ গোবিন্দপুরে বাস করেন।

মথুরেশের পুত্র রামরতন। রামরতনের পুত্র ঠাকুরদাস, রামতারণ ও দিগম্বর। ঠাকুরদাসের পুত্র শ্রীনাথ ও মহেন্দ্র। রামতারণের পুত্র প্রসন্ন ও কেদার। প্রসন্নর পুত্র কৃষ্ণধন ও সুবোধ। কৃষ্ণধনের পুত্র হরিচরণ, হরিমোহন ও হরিদাস। সুবোধের পুত্র নারায়ণ, সুধীর ও সুশীল। কেদারের পুত্র ফণিভূষণ। দিগম্বরের পুত্র ত্রৈলোক্য। ত্রৈলোক্যের পুত্র মতিলাল, অতুল ও ননীলাল।

হরিরাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণার পুত্র পীতাম্বর।

এতদ্ব্যতীত আরও একঘর বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ঐ পাড়ায় বাস করেন। ইহাঁরা পূর্ব্বোক্ত বাৎস্য-গোত্রীয়দিগের জ্ঞাতি নহেন বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ কোন্ স্থান হইতে কি সূত্রে এখানে আসেন, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই বংশের মনোহর চক্রবর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র কালীকমল। কালীকমলের পুত্র আশুতোষ, বিপিনবিহারী ও উপেন। আশুতোষের পুত্র বঙ্কিম ও রমানাথ। বঙ্কিমের পুত্র সন্তোষ। রমানাথ শ্বশুরের বিষয় পাইয়া যশোহর জেলায় ভালুকঘরে বাস করিতেছেন। বিপিনবিহারীর পুত্র কালীপদ ও হরিপ্রসাদ। উপেনের সুরেশ, জ্ঞানেন্দ্র, হরিধন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র।

রাজপুর।

বখ্‌তিয়ার খিলিজী যখন গৌড়দেশ জয় করেন, তখন অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ মহাশয় মুসলমান-অত্যাচারে ধর্ম্মহানির ভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করেন। প্রথমে তিনি কোথায় গিয়া বাস করেন, তাহার কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার তিন পুত্র সপরিবারে এক বিধবা ভগ্নীসহ রাজপুরের নিকটস্থ মহামায়ীতলা নামক স্থানে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরগণ এই রাজপুর গ্রামে ও অন্যান্য স্থানে গিয়া বাস করিতেছেন।

রাজপুর গ্রামটী গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন রাজপুরের (বর্ত্তমান বারুইপুরের) দশ-আনি চৌধুরী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ মদন রায়-চৌধুরীকে বাকি রাজস্বের জন্য ধৃত করিয়া

মুর্শিদাবাদে লইয়া যান, তখন তাঁহার পুরোহিত রমাবল্লভ বেদবাগীশ সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে কোন রাঢ়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকিতেন এবং প্রতিদিন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে মৌলবীদিগের সহিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করিতেন। এইরূপ তর্কে মৌলবীগণকে পরাস্ত করায়, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেঁচাকুলী পরগণা জায়গীরস্বরূপ দান করেন। কিন্তু তিনি মুসলমানের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, তাঁহার যজমান মদন রায়-চৌধুরীকে উক্ত পাঞ্জাসমেত দানপত্র দিয়া বলিয়া দেন যে,—"তুমি ইহা তোমার পুরোহিতকে দিবে।" শুনা যায়, তিনি মদন রায়ের নিকট হইতেও উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায়, মদন রায় তাহার পরিবর্ত্তে রাজপুর দক্ষিণপাড়ায় পঞ্চাশ বিঘা জমি তাঁহাকে দান করেন। সেই পাঞ্জাসমেত দানপত্র এখনও তাঁহার পুরোহিতবংশের হস্তগত আছে।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন।

উক্ত অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের বংশ দাক্ষিণাত্য-বৈদিক সমাজে একটী অতি সম্মানিত বংশ। এই বংশে অনেকগুলি পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চাননের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে রাজপুর "দক্ষিণ-নবদ্বীপ" নামে খ্যাত হইয়াছিল। রাজপুরের ছয়-আনি চৌধুরীবংশের ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী নিজ বাটীতে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নবদ্বীপ হইতে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাঁহাকে ন্যায়ের তর্কে পরাস্ত করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌমও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশের মহাদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন।

এই বংশের পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পাণ্ডিত্যে ও দানে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া ও চাংড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বিধবাগণের ভরণপোষণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। সেই ব্যবসায়ের আয় হইতে উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বিধবাগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অনন্তরাম কণ্ঠাভরণের তিন পুত্র—চণ্ডীদাস ধর-ভট্টাচার্য্য, রমাবল্লভ বেদবাগীশ ও দিব্যসিংহ ভট্টাচার্য্য।

পাতিপাড়া।

চণ্ডীদাস ধর-ভট্টাচার্য্যের বংশবর্ণনা।

চণ্ডীদাসের পুত্র মণিরাম। মণিরামের পুত্র অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ, রামানন্দ ও রামরাম। অনন্তরামের পুত্র কবি, বীরেশ্বর ও শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন। শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ ও চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌম। হরিনারায়ণের পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের পুত্র রামকৃষ্ণ ও রামচাঁদ। রামকৃষ্ণের পুত্র গুরুদাস। গুরুদসের পুত্র দিগম্বর, চন্দ্রনাথ, যদুনাথ, আশুতোষ, যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র ও নগেন্দ্র। দিগম্বরের পুত্র অক্ষয়, শরৎ ও রাজকুমার। অক্ষয়ের পুত্র শান্তিরাম। শরতের পুত্র পরাণ ও খোকা। চন্দ্রনাথের পুত্র শশিভূষণ, বিধুভূষণ, ননী, সুরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র।

যদুনাথের পুত্র ফটিকচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র জিতেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র।

আশুতোষের পুত্র হরিপদ, লালবিহারী ও ফণিভূষণ। হরিপদর পুত্র ভোম্বল।

চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌমের পুত্র—রাধানাথ, রূপনারায়ণ, ধনঞ্জয় ও রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। রাধানাথের পুত্র কালীনাথ, শিবনাথ ও রঘুনন্দন। কালীনাথের পুত্র গোপাল ও রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র শশিভূষণ, বরেন্দ্র ও নরেন্দ্র। শশিভূষণের পুত্র প্রবোধ, ললিত ও প্রতাপ। প্রবোধের পুত্র বিভূতি, ভোম্বল ও ডম্বল। বরেন্দ্রের পুত্র বিজয়, লালমোহন, হরিপদ ও প্রসাদ। নরেন্দ্রের পুত্র হৃষীকেশ।

শিবনাথের পুত্র সূর্য্যকুমার ও রামদয়াল। রামদয়ালের পুত্র রাখালচন্দ্র।

চন্দ্রচূড়ের দ্বিতীয় পুত্র রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র আনন্দচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র।

চন্দ্রচূড়ের তৃতীয় পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের পুত্র গঙ্গাদাস ও রামব্রহ্ম। গঙ্গাদাসের পুত্র পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ির পুত্র মোহিনীকান্ত। মোহিনীকান্তের পুত্র ভোলানাথ ও বটকৃষ্ণ।

রামব্রহ্মের পুত্র রামসেবক বিদ্যারত্ন ও শ্যামাচরণ। রামসেবকের পুত্র অক্ষয়কুমার ও প্রবোধ। অক্ষয়কুমারের পুত্র নৃপেন্দ্র। প্রবোধের পুত্র সুবোধ। (রামসেবক বিদ্যারত্ন একজন কথক ছিলেন)।

দক্ষিণপাড়া।

চন্দ্রচূড়ের চতুর্থ পুত্র রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। রামধন বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র। গিরীশচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, শ্রীনাথ বিদ্যানিধি এম, বি ও শশিভূষণ কৃতিরত্ন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ এম, এ (প্রফেসার) ও মুণীন্দ্রনাথ এল, এম, এস, ডাক্তার। যোগীন্দ্রনাথের পুত্র সতীশচন্দ্র ও বুদ্ধদেব। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। শ্রীনাথ বিদ্যানিধি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং শশিভূষণ কৃতিরত্ন একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সতীশচন্দ্র এম, এ,—ইনি ডেরাডুন কলেজের প্রফেসার।

শ্রীনাথের পুত্র উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রের পুত্র সতীশ, প্রবোধ, সুশীল ও চারু। সতীশ এম, এস, সি, P. H. D. of Germany। প্রবোধ এম, এ। চারুচন্দ্র বি, এস, সি। প্রবোধের পুত্র তাসু।

সুরেন্দ্র একজন এম, বি, ডাক্তার। তাঁহার পুত্র কালীপদ, তারাপদ ও বিষ্ণুপদ। তারাপদর পুত্র বিমল। তারাপদ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

নগেন্দ্রনাথ একজন এম, এ, বি, এল,—ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং Law College-এর প্রফেসার। নগেন্দ্রের পুত্র সুধীরকুমার।

নরেন্দ্র একজন এল, এম, এস, ডাক্তার। নরেন্দ্রের পুত্র সুধাংশুশেখর।

শশিভূষণের পুত্র বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও ক্ষীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রের পুত্র বাসুদেব ও শুকদেব।

ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নবকুমার।

রামানন্দের বংশপরিচয়।

রামানন্দের পুত্র কালীশঙ্কর ও রতিকান্ত। কালীশঙ্করের পুত্র রামহরি, রামদেব, মহাদেব, দেবরাম ও জগন্নাথ। রামদেবের পুত্র রামরতন, রামচাঁদ, শিবনারায়ণ, রামমোহন ও গৌরীশঙ্কর। রামরতনের পুত্র গুরুপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের পুত্র রামকমল, কালীকমল ও ভূতনাথ। রামকমলের পুত্র রামযাদু ও শশিভূষণ। কালীকমল ও ভূতনাথ নিঃসন্তান।

রামচাঁদ নিঃসন্তান।

শিবনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণধন ও কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণধনের পুত্র গোপাল। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র মন্মথ ও প্রমথ। প্রমথর পুত্র ব্রজেন্দ্র ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত।

রামমোহনের পুত্র আনন্দ ও মহেন্দ্র। আনন্দের পুত্র যোগেন্দ্র, নগেন্দ্র, হরিদাস ও সুরেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র ফকির। ফকিরের পুত্র সরোজকুমার।

নগেন্দ্রের পুত্র কেশব, প্রবোধ, সত্যচরণ ও সত্যদাস। সত্যচরণের পুত্র ননীগোপাল ও ফণিগোপাল। হরিদাসের পুত্র প্রকাশ, সুধীর ও ললিত।

প্রকাশের পুত্র সঞ্জীব। সুরেন্দ্রের পুত্র প্রভাস ও শীতল। মহেন্দ্রের পুত্র সতীশ, জ্যোতীশ ও বিনয়। সতীশের পুত্র ভূপেন, শৈলেন ও একটী শিশু। জ্যোতীশের পুত্র অমূল্যধন ও একটী শিশু। বিনয়ের দুইটী পুত্র। ইঁহারা কলিকাতায় থাকেন।

গৌরীশঙ্কর নিঃসন্তান।

গৌতমগোত্রীয় কুলীন বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী এক্ষণে পাতিপাড়ায় মাতামহ আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতেছেন।

মহাদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশপরিচয় লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেবরামের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও রামচন্দ্র। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র রামগোবিন্দ ও ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র শরচ্চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও সুরেশ। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র ননী।

জগন্নাথের পুত্র গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণের পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্র অমৃত, রামলাল ও মতিলাল। অমৃতের পুত্র ননী, পান্না ও বিহারী। রামলালের পুত্র দুনিয়া, ফণিয়া ও মনিয়া। মতিলালের পুত্র হীরালাল, মাণিক-লাল ও শৈলেন। রামলাল একজন উকীল ছিলেন।

রতিকান্তের পুত্র নীলমণি, ভবদেব, মদন ও হরি। নীলমণি, ভবদেব ও মদন নিঃসন্তান। হরির পুত্র বিশ্বনাথ, রামনারায়ণ ও শিবনারায়ণ। বিশ্বনাথের পুত্র গঙ্গারাম, মহেশ, নবীন ও ভুবন। নবীনের পুত্র পীতাম্বর (ঝড়ু)। পীতাম্বরের পুত্র নগেন্দ্র, বিজয় ও বসন্ত। নগেন্দ্রের পুত্র সন্তোষকুমার।

রামরামের বংশপরিচয়।

রামরামের পুত্র নয়ন ও কামদেব। নয়নের পুত্র রামসুন্দর ও লক্ষ্মণ। রামসুন্দরের পুত্র গঙ্গাধর ও রামমোহন। গঙ্গাধরের পুত্র রামসর্ব্বস্ব, হারাণ ও রামকালী। রামসর্ব্বস্বের পুত্র নরেন্দ্র। রামকালীর পুত্র শশী ও রাখাল। লক্ষ্মণের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের পুত্র রামশরণ, রামপ্রসন্ন, শিবচন্দ্র ও পঞ্চানন। রামশরণের পুত্র রামহরি, রামজীবন, অমৃত, কালীপদ ও নীলরতন। রামপ্রসন্নর পুত্র রামমোহন। রামহরির পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র। রাজেন্দ্রের পুত্র হরিদাস, দুর্গাদাস ও কৃষ্ণদাস। সুরেন্দ্রের পুত্র সত্যচরণ ও বিশ্বনাথ,—ইঁহারা হুগলী জেলায় দোগেছে গ্রামে বাস করিতেছেন।

কামদেবের পুত্র রামতারণ, তারাপ্রসাদ ও গোপাল রামতারণের পুত্র ঈশান, রামকমল, শ্যামাচরণ ও মাধব। মাধবের পুত্র রামসেবক, মহেন্দ্র ও চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের পুত্র চারুচন্দ্র, সতীশ ও অতুল। চারুচন্দ্রের পুত্র যুগল। যুগলের পুত্র সচ্চিদানন্দ, ধীরেন্দ্র প্রভৃতি।

সতীশের পুত্র শৈলেন্দ্র, নন্দ ও কালীপদ। অতুলের পুত্র সুধীর ও মধুসূদন। মহেন্দ্র ও রামসেবক অপুত্রক।

গোপালের পুত্র জয়নারায়ণ ও মহেশ। মহেশের পুত্র হারাণচন্দ্র ও কালীপদ। হারাণের পুত্র অবিনাশ। অবিনাশ জগদ্দলে বাস করিতেছেন।

পূর্ব্বপাড়া।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন।

রমাবল্লভ বেদবাগীশের বংশবর্ণনা।

রমাবল্লভ বেদবাগীশের সাত পুত্র। (১) রামগোবিন্দ (২) রাজারাম (৩) রামদেব (৪) মৃত্যুঞ্জয় (৫) রামনারায়ণ (৬) রামগোপাল (৭) রঘুনন্দন।

(১) রামগোবিন্দের পুত্র ভুবনেশ্বর বাচস্পতি, মুক্তরাম, সদাশিব সার্ব্বভৌম ও ষষ্ঠীরাম—(ইঁহার আর দুইটী নাম—শম্ভুরাম ও গঙ্গারাম)। ভুবনেশ্বরের পুত্র দয়ারাম বাচস্পতি ও মনোহর। মনোহর নিঃসন্তান,—তিনি একস্থানে বসিয়া অর্দ্ধ মণ পর্য্যন্ত আহার করিতে পারিতেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে "মনোহর হাঁড়া" আখ্যা দিয়াছিল। দয়ারামের পুত্র রামসুন্দর সার্ব্বভৌম, ষষ্ঠীচরণ সার্ব্বভৌম ও রামমোহন। রামসুন্দরের পুত্র পঞ্চানন তর্কালঙ্কার ও রামরাম,—নিঃসন্তান। পঞ্চানন তর্কালঙ্কারের পুত্র মধুসূদন, সদানন্দ, পরাণ, নবীন ও বৃন্দাবন। মধুসূদন আবগারীর দারোগা ছিলেন। মধুসূদন, পরাণ, নবীন ও বৃন্দাবন নিঃসন্তান। সদানন্দের পুত্র শশিভূষণ,—(ইনি রিপন্ কলেজের একজন শিক্ষক), প্রিয়নাথ ও শরৎ। শশিভূষণের পুত্র শৈলেন, প্রফুল্ল, চারু, অনুকূল, সুরেশ ও পঙ্কজ। প্রিয়নাথের পুত্র পঞ্চানন,—(ইনি বর্দ্ধমান জেলায় আনুগুণা গ্রামে থাকেন), গোপাল, যতীন্দ্র ও সুরেন্দ্র। শরতের পুত্র প্রমথ, পরেশ ও মল্লিনাথ। ষষ্ঠীচরণের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র কেদারনাথ (দুঃখীরাম),—(ইনি মালামল্লিকপুরে বাস করেন)। রামমোহনের পুত্র মাণিক। মাণিকের পুত্র ঠাকুরদাস,—(ইনি বর্দ্ধমান জেলায় নিঃশঙ্ক গ্রামে বাস করেন।

মুক্তরামের পুত্র আন্দীরাম। আন্দীরামের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র রামরাম। রামরাম নিঃসন্তান।

সদাশিবের পুত্র জানকীনাথ সার্ব্বভৌম। জানকীনাথের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র গোবর্দ্ধন ও হলধর চূড়ামণি। গোবর্দ্ধনের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পুত্র কালীপদ ও বামাপদ। কালীপদ ও হলধর চূড়ামণি নিঃসন্তান। ষষ্ঠীরামের পুত্র আন্দীরাম। আন্দীরামের পুত্র রামপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র কালী, রামলোচন ও গৌর,—ইঁহারা সকলেই নিঃসন্তান। ইঁহারা পাতিপাড়ায় বাস করেন।

(২) রাজারামের পুত্র কৃষ্ণরাম ও মুকুন্দরাম। কৃষ্ণরামের পুত্র বাসুদেব ও রতিকান্ত। বাসুদেবের পুত্র ভৈরব ও গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ভৈরবের পুত্র ভোলানাথ ও রামধন। ভোলানাথের পুত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র মতিলাল। মতিলালের পুত্র কাশীনাথ ও বাবু। গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের পুত্র পীতাম্বর ও বিশ্বম্ভর। পীতাম্বরের পুত্র হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র অমৃত। বিশ্বম্ভরের পুত্র শশী, বিধু, ননী, রাম ও রজনী। শশীর পুত্র হরি, মন্মথ, সীতানাথ ও তুলসী। হরির পুত্র সোণা। মন্মথর একটী শিশু। বিধুর পুত্র কিশোরী ও হরিমোহন,—ইঁহারা কলিকাতায় থাকেন। ননীর পুত্র কৃষ্ণ ও বিভূতি। রামের পুত্র বাঁটুল, ভোঁদা, গণেশ, জীতেন, সুবোধ ও প্রবোধ। রজনীর পুত্র হাবলী। রতিকান্ত বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শম্ভু কথক। শম্ভুর পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র নীলমণি। রামধনের পুত্র কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধনের পুত্র অজিতকুমার ও অমলকুমার।

রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দরামের পুত্র সনাতন। সনাতনের পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র পীতাম্বর ও জয়দেব। পীতাম্বরের পুত্র বসন্ত ও দুর্গাচরণ। বসন্তর পুত্র হরি, নগেন্দ্র, খগেন্দ্র ও

বীরেন্দ্র। হরির পুত্র রামকৃষ্ণ। নগেন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্র, ন-কড়ি ও অনিল। দুর্গাচরণের পুত্র নরেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্র-নাথ। নরেন্দ্রের পুত্র অজিৎ।

জয়দেবের পুত্র সীতানাথ, রমানাথ ও কালীনাথ। সীতানাথের পুত্র শরৎ। শরতের পুত্র গণপতি ও শ্রীপতি। গণপতির পুত্র বনমালী। রমানাথের পুত্র বৃন্দাবন ও পুঁটীরাম। বৃন্দাবনের পুত্র নীলমণি (হরিমোহন)। হরি-মোহনের পুত্র তারাপদ। কালীনাথের পুত্র নকুলেশ্বর। পুঁটীরাম নিঃসন্তান। হরিমোহন বারুইপুরে বাস করিতেছেন। (পীতাম্বর ও জয়দেব উভয় ভ্রাতাই গাজিপুরে বাস করিতেন)।

দক্ষিণপাড়া।

(৩) রামদেবের* পুত্র পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের পুত্র বিষ্ণুরাম ও মুকুন্দরাম। বিষ্ণুরামের পুত্র ব্রজনাথ, রামনিধি ও রামরুদ্র। ব্রজনাথের পুত্র গৌরিপ্রসাদ ও দুর্গানন্দ। গৌরিপ্রসাদের পুত্রসন্তান নাই। দুর্গানন্দের পুত্র চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের পুত্র ঈশান ও গোপাল। ঈশানের পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র ও হরিচরণ। গোপালের পুত্র হরিদাস। হরিদাসের পুত্র ললিত ও গণেশ।

রামনিধির পুত্র লক্ষ্মীকান্ত, শিবচন্দ্র ও জগমোহন। শিবচন্দ্রের পুত্র রামকমল ও রামদুলাল। রামকমলের পুত্র গিরীশ, বলাই ও কানাই। গিরীশের পুত্র হরি, তুলসী ও উদয়। তুলসীর পুত্র চন্দ্রশেখর। উদয়ের পুত্র শশাঙ্ক-শেখর,—ইঁহারা এক্ষণে বারুইপুরে বাস করেন। বলাইচন্দ্রের পুত্র ভূতনাথ। কানাইলালের পুত্র হরি, দীনবন্ধু ও প্রাণকৃষ্ণ। রামদুলালের পুত্র প্রসন্ন ও তারক। প্রসন্নর পুত্র অঘোর,—(ইনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন)। অঘোরের পুত্র হরেন্দ্র। হরেন্দ্রের পুত্র কালী, তারা ও গৌরী। তারকের পুত্র অম্বিক, বেণীমাধব, শরৎ ও ক্ষীরোদ। অম্বিকের পুত্র ফটা। বেণীমাধবের পুত্র কালী। কালীর পুত্র ভূপেন্দ্র। বেণীমাধব গাজিপুরে বাস করিতেছেন। ক্ষীরোদের পুত্র কার্ত্তিক ও দ্বিজ।

রামরুদ্রের পুত্র কালীপ্রসাদ, পার্ব্বতী ও ভৈরব। কালীপ্রসাদের পুত্র হরদেব। হরদেবের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্র কাশীপতি,—ইঁহারা কলিকাতায় থাকেন।

পার্ব্বতীর পুত্র হরানন্দ। হরানন্দের পুত্র সাতকড়ি। সাতকড়ির পুত্র ঠাকুরদাস। ভৈরবের পুত্র যোগেন্দ্র, অক্ষয় ও অমৃত। যোগেন্দ্রের পুত্র হরিপদ। হরিপদর পুত্র তুলসী ও বিভূতি। অক্ষয়ের পুত্র অমূল্যচরণ,—(ইনি বি, এ,), বসন্ত, মাখনলাল, ননীলাল, গৌরী ও গোষ্ঠ। অমূল্যর পুত্র অতুল্য ও অনিল। মাখনের পুত্র গুণেন্দুশেখর। অমৃতের পুত্র ললিত, সুশীল, নীলরতন, ভজহরি, কমল ও অমল। ললিতের পুত্র সুশান্ত ও প্রশান্ত। সুশীলের পুত্র সুকান্ত,—ইঁহারা কলিকাতায় বাস করেন।

---

* রামদেব রাজপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার দুর্গারাম কর-চৌধুরীর পুরোহিত ছিলেন। বহুতর সদনুষ্ঠান ও অত্যধিক দানশীলতার জন্য দুর্গারামের নাম এতদঞ্চলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত হীনাবস্থা হইতে দৈবানুগ্রহে তিনি বিশাল জমিদারী ও অতুল ধনসম্পদের অধীশ্বর হইয়াও বোধ হয়, প্রথম জীবনের সেই নির্ম্মম দারিদ্র্যের তাড়না বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; সেই জন্যই অভাবগ্রস্ত লোকদিগের প্রতি তাঁহার অধিকতর অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশ পাইত। কি আহারে,—কি পরিচ্ছদে,—এমন কি, বাক্যালাপেও দুর্গারামকে সামান্য লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। দুঃখ জানাইয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহা কখন কেহ শ্রবণও করে নাই। দেব-দ্বিজে দুর্গারামের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। প্রতিদিন ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন ও পাদোদক পান না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না।

আজ ন্যূনাধিক ৮০-৮৫ বৎসর হইল, দুর্গারাম কর ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ২৪ পরগণার বহুতর গ্রামে এবং তৎপার্শ্বস্থ কোন কোন জেলার স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়সহ অর্দ্ধভগ্ন, অসংস্কৃত জীর্ণ দেবমন্দির সকল অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই "মহাপ্রাণ দুর্গারাম কর-চৌধুরীর" কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

চক্রবর্ত্তী পাড়া।

(৪) মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র কালীচরণ, আত্মারাম, ভৈরব, রামরাম ও গোকুল।

কালীচরণের পুত্র রামলোচন, রামকিশোর ও রামধন। রামলোচরের পুত্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের পুত্র পরাণ। পরাণের পুত্র রামত্রাহি। রামত্রাহির পুত্র অবিনাশ (ফটিক) ও আশুতোষ (নষ্ট),—ইনি একজন উৎকৃষ্ট গায়ক। অবিনাশের পুত্র পরেশ ও কমলকৃষ্ণ। রামধনের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র সারদা ও লালবিহারী (ঝড়ু)। সারদার পুত্র যতীন ও প্রবোধ। যতীনের পুত্র সতীশ ও ক্ষিতীশ। লালবিহারীর পুত্র প্রফুল্ল।

আত্মারামের পুত্র সর্ব্বানন্দ সার্ব্বভৌম। সর্ব্বানন্দের পুত্র চণ্ডীরণ ন্যায়লঙ্কার ও গঙ্গাধর। চণ্ডীচরণের পুত্র জয়শঙ্কর ও ভবশঙ্কর। জয়শঙ্করের পুত্র ব্রজেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। ব্রজেন্দ্রের পুত্র নন্দ। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র রাম ও অনিল। ভবশঙ্করের পুত্র বিশ্বনাথ, তারক, কৃষ্ণমোহন ও বলাইচাঁদ। বিশ্বনাথের পুত্র বিজন। তারকের পুত্র দাশরথী ও ধর্ম্মদাস। কৃষ্ণ-মোহনের পুত্র যুগল ও মিলন। বলাইচাঁদের পুত্র সুধীর ও সুশীল। গঙ্গাধরের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র অভয়চরণ, উমাচরণ ও শ্যামাচরণ। অভয়চরণ ও উমাচরণ নিঃসন্তান। শ্যামাচরণের পুত্র রামরূপ।

রামরামের পুত্র রামসুন্দর,—ইনি নিতাড়া গ্রামে মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া প্রথমে তথায় বাস করেন। পরে তথা হইতে ইহাঁর বংশধরগণ হাঁসুড়ী গ্রামে, অতঃপর তথা হইতেও মোল্লারচকে গিয়া বাস করেন। এক্ষণে ঐ বংশের একটী ধারা মগরাহাটে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের বংশপরিচয় মোল্লারচকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গোকুলের পুত্র হরদেব (তিতু)। হরদেবের পুত্র দীনবন্ধু।

(৫) রামনারায়ণের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ধারাবাহিক বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

(ক) রামজীবন ভট্টাচার্য্য হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। রামজীবনের পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি। মধুসূদনের পুত্র রামকমল, কালীকৃষ্ণ ও হরিনাথ। কালীকৃষ্ণের পুত্র শ্যামাচরণ, দুর্গাচরণ তর্করত্ন, বামাচরণ ও অভয়চরণ। শ্যামাচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র নির্ম্মলকুমার। দুর্গাচরণ নিঃসন্তান। বামাচরণের পুত্র বলাই ও কানাই। বলায়ের দুইটী কন্যা। কানায়ের পুত্র মণীন্দ্র, শিবনাথ ও ভোলানাথ। অভয়চরণের পুত্র অনুকূল। দুর্গাচরণ কলিকাতার ইটালীতে বাস করেন।

(খ) দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায় :—দুর্গাদাসের পুত্র মধুসূদন ও হরি। মধুসূদনের পুত্র কেদার, আশুতোষ ও রামচন্দ্র। কেদারের পুত্র অঘোরনাথ,—ইনি কলিকাতার ইটালীতে বাস করেন। তাঁহার পুত্র নৃত্যগোপাল। সুরেন্দ্র ও প্রবোধ অঘোরের অপর দুই ভ্রাতা। প্রবোধের পুত্র কালী ও কৃষ্ণ। রামচন্দ্রের পুত্র রাসবিহারী। রাসবিহারীর পুত্র বিশ্বনাথ ও পাঁচকড়ি।

(গ) জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায় :—জগন্নাথের পুত্র কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পুত্র দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের পুত্র মহেশ, গোবিন্দ, রামতারণ ও বনমালী। গোবিন্দের পুত্র ত্রৈলোক্য, অবিনাশ ও নকুল। ত্রৈলোক্যের পুত্র অতুল। অতুলের পুত্র ভোলা ও কাল। রামতারণের পুত্র নিবারণ। নিবারণের পুত্র শরৎ, সতীশ ও সুরেন্দ্র,—ইহাঁরা কলিকাতায় থাকেন। বনমালী মজিলপুরের ভদ্রপাড়ার মাধবচন্দ্র ভদ্রের জামাতা,—শ্বশুর নিঃসন্তানহেতু তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করেন। বনমালীর পুত্র অঘোর ও যদুনাথ। অঘোরের পুত্র কালীপদ, উমাপদ, হরিনাথ, দুর্গাপদ, হরিসাধন ও নৃত্যগোপাল। কালীপদর পুত্র বিজয় ও প্রদ্যোত। উমাপদর পুত্র অনিল, সুনীল, সুকুমার, কাল ও গোবিন্দ। অজিত, তুলসী, মাণিক ও বিভূতি প্রভৃতি অঘোরনাথের আরও কয়েকটী পৌত্র আছে। যদুনাথের পুত্র চরণদাস ও নারায়ণদাস। চরণদাসের পুত্র ফটিক ও আরও দুইটী পুত্র আছে।

(ঘ) হরদেব, রামরতন, সীতানাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ (খনা) ও প্রাণকৃষ্ণ,—এই কয়েক ব্যক্তি হইতে কয়েকটী বংশের পরিচয় দেওয়া গেল :—

হরদেবের পুত্র জনার্দ্দন। রামরতনের বংশ নাই। সীতানাথের পুত্র উমেশ, গিরীশ ও উমানাথ। উমানাথ ৺কাশীধামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র কেদার ও কাশীনাথ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র দুর্গাদাস ও দ্বারিকানাথ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রামসর্ব্বস্ব। রামসর্ব্বস্বের পুত্র রামগোপাল, রামত্রাহি ও রামনাথ।

(৬) রামগোপালের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র হরি। হরির পুত্র রাঘব ও ভবানী। রাঘবের পুত্র মাণিক। মাণিকের পুত্র রাধামোহন, নীলমণি ও দুর্গাপ্রসাদ। রাধামোহনের পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের পুত্র সূর্য্যকুমার। সূর্য্যকুমারের পুত্র মাধব, উমেশ, আশুতোষ ও নিবারণ। মাধবের পুত্র শশিভূষণ। উমেশের পুত্র ভূপতি ও নন্দকুমার। ভূপতির একটী শিশু। আশুতোষের পুত্র দেবেন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র সন্তোষ ও মনোতোষ। নীলমণির পুত্র নরনারায়ণ। নরনারায়ণের পুত্র গুরুদাস। গুরুদাসের পুত্র সুরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র সত্য। দেবেন্দ্রের একটী শিশু।

দুর্গাপ্রসাদের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র শিবনাথ। শিবনাথের পুত্র অক্ষয় ও ভুলি। অক্ষয়ের পুত্র সুশীল, সুবোধ, নন্দ, ফণী, রাম, বিষ্ণু ও ভূতনাথ। ভুলির একটী শিশু।

ভবানীর পুত্র রামতনু ও শ্যামাপ্রসাদ। রামতনুর পুত্র গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন, ভগবান ও রামহরি। গোবিন্দের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও গোকুল। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামগতি। রামগতির পুত্র প্রিয়নাথ ও নন্তে। রামগতি মজিলপুরে গিয়া বাস করেন।

গোকুলের পুত্র মহেন্দ্র, জগবন্ধু, যদু ও হরচন্দ্র। যদুর পুত্র মন্মথ। মন্মথর পুত্র হরিদাস, দুর্গাদাস, সরোজ, মানু ও ননী। হরচন্দ্রের পুত্র হরিপদ ও নন্ত। হরিপদর পুত্র গিরীন্দ্র ও রামকৃষ্ণ। ভগবানের পুত্র গোপাল,—ইনি দক্ষিণ বারাশতে বাস করেন।

রামহরির পুত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র ননীলাল ও নগেন্দ্র। ননীলালের পুত্র সত্য, ভূতনাথ ও একটী শিশু। নগেন্দ্রের পুত্র ছেনা।

ভবানীর দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র কৈলাস। কৈলাসের পুত্র অক্ষয়। অক্ষয়ের পুত্র ধীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র, কাল ও নলিনী।

(৭) রঘুনন্দনের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ধারাবাহিক বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই। রামচরণ (রামচন্দ্র) চক্রবর্ত্তী হইতে এইরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যায় :—রামচরণের পুত্র মাধব ও কৈলাসচন্দ্র। কৈলাসচন্দ্র,—ইনি বিষ্ণুপুরে গিয়া বাস করেন। কৈলাসের পুত্র কপালী, ক্ষেত্রনাথ ও হারাধন। কপালী ভাটপাড়ায় বাস করেন,—তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ক্ষেত্রনাথের পুত্র নৃত্যগোপাল,—ইনি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার পুত্র সন্তোষ, জ্ঞানতোষ, পরিতোষ ও প্রাণতোষ। হারাধন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন।

মাধবের পুত্র নিবারণ ও মহেন্দ্র। নিবারণের সুরেন্দ্র প্রভৃতি তিন পুত্র। সুরেন্দ্রের দুই পুত্র। মধ্যম ও কনিষ্ঠের একটী করিয়া পুত্র। মহেন্দ্রের পুত্র রমেশ, হরি ও তুলসী। হরির তিন পুত্র। এই বংশের গোবিন্দ তর্কবাগীশ নিঃসন্তান।

বনমালীপুরের ধরেরা এই রমাবল্লভ বেদবাগীশের বংশধর।

দিব্যসিংহ ভট্টাচার্য্যের বংশপরিচয়।

দিব্যসিংহের পুত্র কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধনের পুত্র রামভদ্র। রামভদ্রের পুত্র দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণের পুত্র রামরাম ও শম্ভু। রামরামের পুত্র জগবন্ধু। জগবন্ধুর পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র শৈলেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। শৈলেন্দ্রের পুত্র

সচীন্দ্র। শম্ভুর পুত্র শ্রীধর ও নীলকমল। শ্রীধরের পুত্র কৃষ্ণধন ও নৃত্যগোপাল। কৃষ্ণধনের পুত্র নিমাই, প্রবোধ ও নীরদ। নিমায়ের পুত্র চণ্ডীচরণ। প্রবোধের পুত্র গঙ্গাধর, সন্তোষ, হরিদাস, হরিশরণ, হরিচরণ ও হরিপদ। নীলকমলের পুত্র বৈকুণ্ঠ, যদুগোপাল ও হারাণ। বৈকুণ্ঠের পুত্র উপেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র ও রাজেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র কালিদাস। যদুগোপালের পুত্র মন্মথ, প্রমথ ও অনাথ,—ইনি বি, এ। মন্মথের পুত্র দেবেন। প্রমথর পুত্র কালীপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ। অনাথের পুত্র সত্যেন্দ্র ও রমেন্দ্র। শ্রীধর ও নীলকমলের বংশধরগণ রামনগর, বারুইপুর ও সোণারপুরে বাস করিতেছেন

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভাবকঘরনিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের জ্ঞাতি।

গৌতমপাড়া।

গৌতমগোত্রীয় কুলীন।

এই গ্রামে গৌতমগোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বাস আছে। ইঁহাদের আদিনিবাস কোথায় ছিল, তাহা জানা যায় নাই এবং ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দেবীদাস ও ঘৃতকৌশিক গোত্রের আদিপুরুষ অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ। ইঁহারা দুইজনেই প্রথমে রাজপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা পরস্পর মামাত ও পিসতুত ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহাদের বংশতালিকা যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) রমানাথ চক্রবর্ত্তী হইতে এক বংশের বংশপরিচয় পাওয়া যায় :—তাঁহার পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র রামরুদ্র। রামরুদ্রের পুত্র চাঁদ শিরোমণি। চাঁদ শিরোমণির পুত্র মধুসূদন ও নবকুমার। মধুসূদনের পুত্র নিবারণ ও সর্ব্বস্ব। নিবারণ নিঃসন্তান। সর্ব্বস্বর পুত্র নগেন, শরৎ ও প্রবোধ। শরতের দুই পুত্র। নবকুমারের পুত্র তারানাথ, হরিচরণ, অবিনাশ ও সুরেন্দ্র। তারানাথের পুত্র সতীশ, তুলসী ও কিশোরী। সতীশের পুত্র ললিত। তুলসীর পুত্র রবীন্দ্র। কিশোরীর পুত্রের নাম অজ্ঞাত। সুরেন্দ্র ও হরিচরণ নিঃসন্তান। অবিনাশের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও মণীন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র কার্ত্তিক।

(২) আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায় :—আনন্দের পুত্র উপেন্দ্র, পঞ্চানন ও মহেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রমোহন। পঞ্চাননের পুত্র হারাণ ও শ্যাম। হারাণের পুত্র যোগেশ ও অমর। যোগেশের পুত্র বিমানবিহারী। মহেন্দ্র নিঃসন্তান।

(৩) সীতারাম চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায় :—সীতারামের পুত্র কৈলাস। কৈলাসের পুত্র রামগোপাল, নৃত্যগোপাল ও নবগোপাল। রামগোপালের পুত্র বিনোদ, বিপিন ও ব্রজ। নৃত্যগোপালের পুত্র বিহারীলাল। বিহারীর দুই পুত্র। নবগোপাল নিঃসন্তান।

(৪) রামহরি চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায় :—রামহরির পুত্র রামকানাই, রামধন ও মণিরাম। রামকানায়ের পুত্র রামসুন্দর ও ঈশ্বর। রামসুন্দরের পুত্র কৃষ্ণদাস ও শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র বেণীমাধব। বেণীমাধবের পুত্র সাতকড়ি, উমাচরণ, তুলসী ও হরি। সাতকড়ির পুত্র হৃষীকেশ ও ত্রিপুরারি। উমাচরণের পুত্র জনার্দ্দন, মৃত্যুঞ্জয় ও জগজ্জ্যোতি। তুলসীর একটী পুত্র। হরি নিঃসন্তান। ঈশ্বরের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র অঘোর ও শরৎ। অঘোরের পুত্র প্রসাদ, রাসবিহারী, হীরালাল ও সুরেশ। প্রসাদের পুত্র কালিদাস। শরতের পুত্র কুঞ্জলাল। রামধনের পুত্র জয়রাম ও তারাচাঁদ। জয়রামের পুত্র হেমচন্দ্র ও মহেন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র মতিলাল

ও হারাণ। মতিলাল অপুত্রক। মহেন্দ্রের পুত্র কালী ও মথুর। কালীর পুত্র সন্তোষ, বিমল ও একটী শিশু। মথুরের পুত্র দেবীপ্রসাদ। হারাণের পুত্র রামলাল, প্রভাস ও সন্তোষ,—ইঁহারা ভবানীপুরে বাস করেন। রামহরির তৃতীয় পুত্র মণিরামের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণের পুত্র রমানাথ। রমানাথের পুত্র ধীরেন্দ্র ও রবীন্দ্র। ধীরেন্দ্রের একটী পুত্র।

(৫) হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—হারাণের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র অমৃত, মাখন ও নীলমণি। অমৃত ও মাখন নিঃসন্তান। নীলমণির পুত্র বিজয়, বিনয়, কৃষ্ণ ও ভোঁদা।

(৬) পীতাম্বর ন্যায়রত্ন হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—পীতাম্বরের পুত্র নিবারণ তর্কালঙ্কার ও রামসর্ব্বস্ব। নিবারণের পুত্র সনাতন, রামপ্রাণ (সংস্কৃতে এম, এ), উমাচরণ, হরিচরণ, সত্যচরণ (বি, এ,) ও কাল। রামপ্রাণের পুত্র বিভূতি এম, বি, ডাক্তার ছিলেন এবং সুধাংশু বি, এ। বিভূতির পুত্র অমরনাথ। উমাচরণ নিঃসন্তান। হরিচরণ ইঞ্জিনিয়ার। হরিচরণের পুত্র ক্ষেত্রনাথ।

রামসর্ব্বস্বের পুত্র অঘোরনাথ ও পূর্ণ। অঘোরের পুত্র সুবোধ ও প্রবোধ। সুবোধের পুত্র ধীরেন্দ্র ও হরেন্দ্র। প্রবোধের পুত্র অজিৎ। পূর্ণর পুত্র সুশীল, সুধীর ও রবীন্দ্র।

(৭) রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—রামগোবিন্দের পুত্র রমাপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র শিবনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গানারায়ণ অপুত্রক। শিবনারায়ণের পুত্র আনন্দচন্দ্র, জয়চন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র। জয়চন্দ্রের পুত্র জগদীশ্বর। জগদীশ্বরের পুত্র ভুবন, কালীকৃষ্ণ, বিপিন ও উপেন্দ্র। ভুবনের পুত্র অক্ষয়। কালীকৃষ্ণের পুত্র অমূল্য। বিপিনের পুত্র বঙ্কিম। বঙ্কিমের একটী পুত্র। গোপালের পুত্র উমেশ। উমেশের পুত্র হরিমোহন। হরিমোহনের পুত্রসন্তান নাই। আনন্দ ও গণেশ অপুত্রক।

(৮) রাজকুমার চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—রাজকুমারের পুত্র রামহরি। রামহরির পুত্র কামদেব ও মাণিক। কামদেবের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র শরৎ, অবিনাশ, নীলমণি ও অমূল্য (বি, এ)। শরতের পুত্র কৃষ্ণ, মহাদেব ও পান্নালাল। কৃষ্ণ বি, এস, সি। অবিনাশের পুত্র সাধন ও মদন। অমূল্যর একটী শিশু। মাণিকের পুত্র ক্ষেত্রনাথ। ক্ষেত্রনাথের পুত্র শশিভূষণ।

(৯) রামলোচন হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—

রামলোচন, ভৈরব ও শম্ভু তিন সহোদর। রামলোচনের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র হারানন্দ। হারানন্দের পুত্র কালীমোহন্। কালীমোহনের পুত্র শ্যামাচরণ, উমাচরণ ও অম্বিকাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র নগেন। নগেনের পুত্র নীলমণি, সন্তোষ ও সুশীল। উমাচরণের পুত্র ননী ও দেবেন। ননীর পুত্র অমূল্য, দুর্গাচরণ ও নরেশ। দেবেনের পুত্র কেশব, যতীন, অনিল ও একটী শিশু। অম্বিকাচরণের পুত্র ললিত ও ধীরেন্দ্র।

ভৈরবের পুত্র রাখাল ও তারিণী। রাখালের পুত্র কেদার। কেদার ও তারিণী নিঃসন্তান।

শম্ভুর পুত্র গোপাল ও নবীন। গোপালের পুত্র প্রমথ, মন্মথ ও অমৃত। প্রমথর পুত্র রাজেন্দ্র, অহীন্দ্র, ফণীন্দ্র ও ভুজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের পুত্র দীনেশ, নরেশ, জ্ঞানেশ ও গনেশ। অহীন্দ্রের পুত্র যোগেশ ও সুরেশ। ফণীন্দ্রের পুত্র পরেশ ও সরেশ। মন্মথর পুত্র শিবু। অমৃতের পুত্র নলিন, হরকুমার ও একটী শিশু। নবীন নিঃসন্তান।

(১০) রামকানাই ও মহেশ হইতে আর একটী শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—

রামকানাই ও মহেশ দুই সহোদর। রামকানায়ের পুত্র রামতারণ। রামতারণের পুত্র গোপাল, দয়াল, সর্ব্বেশ্বর, শ্যাম, হীরালাল, বামাচরণ ও শিবু। গোপালের পুত্র যদু। যদুর পুত্র দ্বারিক। দয়ালের পুত্র ফণী, যোগেন ও নগেন। ফণীর দুই পুত্র—প্রতাপ ও (অপরটীর নাম অজ্ঞাত)। নগেনের তিন পুত্র। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র চুণি ও মতি। হীরালালের তিন পুত্র,—ইনি কলিকাতা শ্যামবাজারে বাস করেন। বামাচরণ জামালপুরে থাকেন।

মহেশের পুত্র নব। নবর পুত্র বিশ্বেশ্বর ও শরৎ। বিশ্বেশ্বর কলিকাতা শ্যামপুকুরে ও শরৎ কলিকাতা শ্যামবাজারে বাস করেন।

(১১) গুরুদাস ও মাধব হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—

গুরুদাস ও মাধব দুই সহোদর। গুরুদাস নিঃসন্তান। মাধবের পুত্র উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র, ননী ও মুটবিহারী। সুরেন্দ্রের পুত্র অমর। ননীর পুত্র মনোরঞ্জন ও বলরাম। মুটবিহারীর একটী শিশু।

(১২) নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—

নারায়ণচন্দ্রের পুত্র অখিল ও প্রসন্ন। অখিল বি, এ,। অখিলের পুত্র ত্রৈলোক্য ও সতীশ। ত্রৈলোক্যের পুত্র দেবকুমার। সতীশ বালিগঞ্জে থাকেন। প্রসন্ন পঠদ্দশায় মারা যান।

(১৩) বারাণসী চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—বারাণসীর পুত্র পঞ্চানন ও কেদার। পঞ্চাননের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র। কেদারের পুত্র সুবোধ।

(১৪) মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—মাধবচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র ও শ্রীনাথ। মহেন্দ্রের পুত্র বসন্ত, ননী, যতীন, বিষ্ণু, গোষ্ঠ ও কাল। বসন্তর পুত্র অমূল্য। ননীর পুত্র দুলাল, জনার্দ্দন, মধুসূদন ও ভোঁদা। যতীনের পুত্র মন্মথ। বিষ্ণুর পুত্র সুধীর। শ্রীনাথ অল্পবয়সে মারা যান। মহেন্দ্রের পুত্রগণ কলিকাতায় হাতিবাগানে থাকেন।

(১৫) ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—ব্রজমোহনের পুত্র হলধর। হলধরের তিন পুত্র—নবীন, কালীচরণ ও নৃত্যগোপাল। নবীন ও কালীচরণ নিঃসন্তান। নৃত্যগোপালের পুত্র বিনোদ। বিনোদ পাতিপাড়ায় মাতামহ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে থাকেন। বিনোদের পুত্র চণ্ডীদাস ও প্রফুল্ল।

(১৬) অনন্তরাম চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের আর একটী শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—অনন্তরাম চাঁচড়ার মহারাজের নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বায়সা গ্রামে গিয়া বাস করেন; তাঁহার বংশপরিচয় বায়সা গ্রামে প্রদত্ত হইল।

পাশ্চাত্যপাড়া।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

দাক্ষিণাত্যের যাজপুর হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক মুরারীধর চক্রবর্ত্তী ও জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে হাওড়া জেলার অন্তর্গত গুজরাট, সীতাপুর, শিবগঞ্জ ও চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাহিরকুণ্ড, তেলাড়ী, বুড়ুল, মজিলপুর ও রাজপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

মুরারীধরের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা গুজরাট ও সীতাপুরে বাস করেন, তাঁহাদিগের আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মানকুণ্ডু গ্রামে ছিল। পরে তথা হইতে ঐ জেলার অন্তর্গত সোণাটিকুরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। তথায় কিছুকাল বাস করিবার পর, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ গ্রামে বর্দ্ধমানরাজের প্রতিষ্ঠিত ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর সেবায়েৎ হইয়া তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

(১) জগদানন্দের পুত্র দামোদর। দামোদরের পুত্র মণিরাম, কালীচরণ ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত। কালীচরণের বংশধরগণ বুড়ুল গ্রামে এবং অজ্ঞাতনামা পুত্রের বংশধরগণ মজিলপুরে বাস করিতেছেন। মণিরামের পুত্র দয়ারাম ও কৃষ্ণরাম। দয়ারামের বংশধরগণ তেলাড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ রাজপুরে বাস করিতেছেন। কৃষ্ণরামের পুত্র মুরারীরাম। মুরারীরামের পুত্র রামনারায়ণ ও আর একজনের নাম অজ্ঞাত।

রামনারায়ণের পুত্র উমাচরণ, রামগোপাল, বনমালী ও মহেন্দ্রনাথ। উমাচরণের পুত্র শশিভূষণ,—ইনি হাওড়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। শশিভূষণের পুত্র শশাঙ্ক, শীতাংশু ও শৈলজা। শশাঙ্কের পুত্র মৃগাঙ্ক। রামগোপালের পুত্র ফণিভূষণ। ফণিভূষণের পুত্র পরেশনাথ। বনমালীর পুত্র নীলমণি ও বিনয়। মহেন্দ্রনাথ অপুত্রক।

পাতিপাড়া।

(২) উক্ত বংশের হরিচরণ চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র আন্দীরাম ও রামরাম। আন্দীরামের পুত্র রামরতন। রামরতনের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র রামগোপাল ও রামগতি। রামগোপালের পুত্র রাজেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও শ্যামাচরণ। রাজেন্দ্রের পুত্র কালীচরণ। যোগেন্দ্রের পুত্র হরিদাস ও শ্যামাচরণের পুত্র কালীসাধন। হরিদাসের পুত্র কেবলরাম, কৃষ্ণ, শক্তি ও একটী শিশু। রামগতির পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্ন অপুত্রক।

রামরামের পুত্রের নাম অজ্ঞাত। পৌত্র কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পুত্র জয়নারায়ণ ও রামনারায়ণ। জয়-নারায়ণের পুত্র বৈদ্যনাথ, পুঁটীরাম, রামযাদু, সনাতন ও তিনকড়ি। বৈদ্যনাথের পুত্র বিধুভূষণ ও হরি। পুঁটীরামের পুত্র বিনয় ও একটী শিশু পুত্র। রামযাদুর পুত্র বিপিন ও অতুল। বিপিনের পুত্র যামিনী ও মোহিনী। সনাতনের পুত্র দেবেন। সনাতন বারুইপুরে থাকেন। দেবেনের একটী শিশু পুত্র। তিনকড়ি অপুত্রক।

রামনারায়ণের পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র রামতারণ, মধুসূদন, হরিদাস ও পূর্ণচন্দ্র। রামতারণের পুত্র রাসবিহারী। মধুসূদনের পুত্র দাসু, কুড়ো, পদ ও চরণ। হরিদাসের পুত্র তুলসী, নন্দ, বিষ্ণু, মহাদেব, শিব ও বসন্ত। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র নিকুঞ্জবিহারী।

(৩) এই বংশের রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রামকুমার চক্রবর্ত্তী, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ও বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে কয়েকটী শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ফরাসী-চন্দননগরে আদি-বাসস্থান ছিল। নিবারণের পুত্র সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র সুরেশ ও যোগেশ,—ইনি চক্রবর্ত্তী পাড়ায় বাস করেন।

রামকুমার চক্রবর্ত্তীর পুত্র অভয়চরণ,—ইনি একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। অভয়চরণের পুত্র অঘোর, অবিনাশ ও হরি,—ইঁহারা মজিলপুর হইতে গাজীপুরে গিয়া বাস করেন। এক্ষণে কলিকাতায় আছেন।

বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী,—ইনি কর্ম্মোপলক্ষে জলপাইগুড়ীতে থাকিতেন,—ইনি সীতাপুরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের বংশসম্ভূত হইবেন,—ইঁহার পুত্র শ্যামাপদ, বিমলেন্দু, হরিদাস ও করুণাময়। শ্যামাপদ রাজপুরে থাকেন ;—তাঁহার পুত্র ললিতমোহন। বিমলেন্দুর পুত্র হাবুল, গৌর ও নিতাই। বৈকুণ্ঠনাথ জলপাইগুড়ী হইতে আসিয়া প্রথমে কাদিহাটীতে বাস করেন ;—তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শ্যামাপদ রাজপুর ও অপর দুইজন কলিকাতায় বাস করিতেছেন,—ইনি দক্ষিণ পাড়ায় থাকেন। ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উক্ত বৈকুণ্ঠনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার পুত্রগণ কলিকাতায় বাস করেন।

ভোলানাথ সম্ভবতঃ সীতাপুরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের শাখাসম্ভূত হইবেন। ভোলানাথের পুত্র হরিবিলাস।

বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন।

মজিলপুরনিবাসী বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরদেব। হরদেবের পুত্র ভোলানাথ ভোলানাথের পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র মণীন্দ্রনাথ। মণীন্দ্রনাথের পুত্র ভূতনাথ, নির্ম্মল ও একটী শিশুপুত্র।

দক্ষিণপাড়া।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক।

হরিনাভি হইতে কৃষ্ণরাম ও বলরাম দুই ভ্রাতার মধ্যে কৃষ্ণরাম রাজপুরে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র ভৈরব। ভৈরবের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র উমেশ, দীননাথ ও প্রিয়নাথ। উমেশের পুত্র বিষ্ণু, যাদব ও কৃষ্ণ। বিষ্ণুর পুত্র মণি ও হরিধন। যাদবের পুত্র নীলমণি। কৃষ্ণের পুত্র হরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও নরেন্দ্র।

দীননাথের পুত্র জ্ঞানেন, নগেন, কার্ত্তিক ও গণেশ। জ্ঞানেনের পুত্র গোপাল। কার্ত্তিকের পুত্র পঞ্চানন ও সুকুমার। গণেশের পুত্র সন্তোষ।

প্রিয়নাথের পুত্র স্মৃতিকণ্ঠ। স্মৃতিকণ্ঠের পুত্র পঞ্চানন। বলরামের বংশপরিচয় হরিনাভি গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে।

রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশের আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়:—রামসুন্দরের পুত্র রামচাঁদ। রামচাঁদের পুত্র রামসেবক ও রামরূপ। রামসেবকের পুত্র রামলাল, রামকালী ও রামপ্রাণ। রামপ্রাণ গৌতম পাড়ায় বাস করেন। রামলালের পুত্র রামহরি ও রামেশ্বর। রামহরির পুত্র রামমোহন, রামনারায়ণ ও রামময়। রামকালীর পুত্র রামগোপাল, রামব্রহ্ম ও রামকৃষ্ণ। রামব্রহ্মের পুত্র রামনারায়ণ। রামকালী বৈষ্ণবাটীতে বাস করেন। রামপ্রাণের পুত্র রামপ্রসাদ ও রামপদ। রামরূপ নিঃসন্তান। ইঁহারাও হরিনাভি হইতে রাজপুরের গৌতম পাড়ায় আসিয়া বাস করেন।

এই বংশের কালীনাথ ভট্টাচার্য্য হুগলী জেলায় গোঁয়াই গ্রামে গিয়া বাস করেন।

কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন।

বোলসিদ্ধি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র (মুচিরাম) ভট্টাচার্য্যের পৌত্র হারাণ ও ভূপেন্দ্র। হারাণের পুত্র শৈলেন্দ্র। ভূপেন্দ্র হরিনাভিতে বাস করেন।

দক্ষিণপাড়া।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পুটশুড়ী গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ভৃগুরাম চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ভৃগুরামের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র মথুরেশ ও অপর পুত্রের নাম অজ্ঞাত।

মথুরেশের পুত্র রামপ্রাণ ও রামধন। রামপ্রাণের পুত্র রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, শম্ভু, আনন্দ, গোবিন্দ ও মধুসূদন। রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও মধুসূদন নিঃসন্তান। রামনারায়ণের পুত্র কালী ও শ্রীরাম। কালীর পুত্র হরিমোহন। হরিমোহনের পুত্র সুরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র; সুরেন্দ্রের দুইটী পুত্র। শ্রীরামের পুত্র হেম ও শরৎ। হেমের একটী শিশুপুত্র। শরতের পুত্র প্রফুল্ল, অমূল্য, কানাই, বলাই ও মটর। শম্ভুর পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের পুত্র হরিলাল।

আনন্দচন্দ্রের পুত্র হরিচরণ ও গৌর। হরিচরণের পুত্র বিভূতি ও ইন্দুভূষণ। গৌরের পুত্র রমেশ, যোগেশ, দীনেশ, কাশীনাথ, বিশ্বনাথ ও বটুক।

রামধনের পুত্র বনমালী। বনমালীর পুত্র শ্যামাচরণ, তারকনাথ ও উমাচরণ। শ্যামাচরণ ও তারকনাথ নিঃসন্তান। উমাচরণের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র চণ্ডীদাস, কানাই ও শিবু।

এই বংশের রামরূপ হইতে এক শাখার ও ভবশঙ্কর হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—রামরূপের পুত্র গিরীশ। গিরীশের পুত্র পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র প্রভাস, সুধাংশু ও দুইটী যমজ শিশুপুত্র।

ভবশঙ্করের পুত্র যতীন্দ্র ও সৌরীন্দ্র,—ইঁহারা মজিলপুরে মাতামহ হরানন্দ পণ্ডিতের বাটীতে বাস করেন।

চক্রবর্ত্তীপাড়া।

কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন।

এই গ্রামের পাতিপাড়ায় কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধনের পুত্র বৈদ্যনাথ ও জয়দেব তর্কপঞ্চানন। বৈদ্যনাথের পুত্র রাধাকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের পুত্র নবীন ও গিরীশ। নবীনের পুত্র নগেন, যোগেন ও হরিদাস। নবীন চাংড়ীপোতায় বাস করেন। গিরীশের পুত্র অন্নদা, ভূতনাথ, হেম, রাজন ও অমূল্য। অন্নদার পুত্র কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের একটী পুত্র। ভূতনাথের পুত্র কিরণ, প্রকাশ ও পান্নালাল। রাজনের পুত্র ভূপতি। ভূপতির পুত্র সুকুমার ও সন্তোষ। অমূল্যর পুত্র মিলন ও সুনীল। হেম নিঃসন্তান।

জয়দেব তর্কপঞ্চাননের পুত্র কৃষ্ণহরি ও রামহরি। কৃষ্ণহরির পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র রাধারমণ, ভূদেব ও নবকুমার। রাধারমণের একমাত্র কন্যা জয়মঙ্গলা। নবকুমারের পুত্র ক্ষেত্রপাল।

গাজিপুর।

এই গ্রামটী রাজপুরের একাংশ বলিলেও বলা যায়। এই গ্রামে রাজপুর ও শ্রীরামপুর হইতে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক গিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহাদিগের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজপুর দক্ষিণপাড়া হইতে তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র বেণীমাধব এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বেণীমাধবের পুত্র কালী। কালীর পুত্র ভূপেন্দ্র,—ইনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন। ইঁহার বংশপরিচয় রাজপুর দক্ষিণ-পাড়ায় প্রদত্ত হইয়াছে। বেণীমাধব এক্ষণে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজপুর হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করেন,—তিনি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন। অভয়চরণের পুত্র অঘোর, অবিনাশ ও হরি,—ইঁহারা এক্ষণে কলিকাতায় বাস করেন;—ইঁহাদের বংশপরিচয় রাজপুর গ্রামে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরামপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে মাতামহের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। আশুতোষের পুত্র সত্যরঞ্জন, নিত্যরঞ্জন ও জ্ঞানরঞ্জন,—ইঁহাদের বংশপরিচয় শ্রীরামপুরে প্রদত্ত হইয়াছে।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন;—তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাখাল ও শ্রীমন্ত। রাখালের পুত্র দক্ষ, হেগো ও পূর্ণ। শ্রীমন্তের পুত্র ললিত, অক্ষয় বি, এ, ও গোপীনাথ।

দক্ষিণ-গোবিন্দপুর।

এই গ্রামটী লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রামে দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে; তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

শ্রীরামপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন;— তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণ ও মাধব। রামকৃষ্ণের পুত্রের নাম রামকুমার। রামকুমারের পুত্র আশু ও দেবেন। আশুর পুত্র সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র। মাধব নিঃসন্তান।

হরিনাভি হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন;—তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র, বিশ্বনাথ, দেবেন্দ্র ও কানাই। সুরেন্দ্রের পুত্র সত্যচরণ।

গোপালপুর।

গোপালপুর গ্রামটী দমদম্ পোষ্ট আফিসের অধীন। এই গ্রামে বিশিষ্ট কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন;—ইঁহাদের আদি-নিবাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইঁহাদের আদি-নিবাস কোৎরঙ্গে ছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, ইছাপুর হইতে ইঁহারা আসিয়া এই গ্রামে বসবাস করিয়াছেন। যাহা হইক, ইঁহাদের আদি-পুরুষ যাদবেন্দু, মধুসূদন ও রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী এই সহোদরত্রয় যে নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে ১১৬১ সালে সনন্দদ্বারা ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় যাদবেন্দু ও মধুসূদন এবং পূর্ব্বপাড়ায় রুক্মিণীকান্ত বাস করেন, সে বিষয়ে কোন মতভেদ শুনা যায় না। ইঁহাদের গোত্র আঙ্গীরস,—ইঁহারা সন্মৌলিক।

যাদবেন্দুর বংশবর্ণনা।

যাদবেন্দুর পুত্র দয়ারাম বাচস্পতি,—ইঁহাকে কেহ কেহ নন্দরাম বলিয়া ডাকিতেন। দয়ারামের পুত্র রামনারায়ণ তর্কবাগীশ, নীলকণ্ঠ, বলরাম, চন্দ্রশেখর ও শিরোমণি। রামনারায়ণ তর্কবাগীশ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। রামনারায়ণের পুত্র জগমোহন ও কমললোচন। জগমোহনের পুত্র রাধামোহন, মথুরমোহন, নবকৃষ্ণ ও রাম (ছোট)। রাধামোহনের পুত্র কালী ও নবীন। কালীর পুত্র দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র সত্যেন্দ্র ও সৌরেন্দ্র। নবীনের পুত্র নকুড় ও অঘোর। নকুড়ের পুত্র কাত্তিক ও গণেশ। কাত্তিকের পুত্র জীতেন্দ্র। অঘোরের পুত্র নৃপেন্দ্র।

মথুরমোহনের পুত্র ঈশানচন্দ্র। ঈশানের পুত্র শশিভূষণ ও গিরিজা। শশিভূষণের পুত্র শান্তিনাথ ও ক্ষেত্রপাল।

নবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ভুটান রাজদরবারে কার্য্য করিতেন,—ইঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র, মহিমচন্দ্র, পীতাম্বর ও গদাধর। উমেশচন্দ্রের পুত্র রমেশ, সুরেশ, পরেশ ও প্রভাস। রমেশের পুত্র বিজয়, অজয় প্রভৃতি পাঁচটী। মহিমচন্দ্র একজন বড় কন্ট্রাক্টর ও সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। গোপালপুরে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল,—ইনি গুপ্ত হত্যাকারীর হস্তে নিহত হন। মহিমচন্দ্র, পীতাম্বর ও গদাধর নিঃসন্তান।

ছোট রামচন্দ্র নিঃসন্তান,—তিনি গাতিদার ছিলেন।

কমললোচনের পুত্র রাম ও হলধর। রামের পুত্র বেণী ও প্রিয়নাথ। বেণীর পুত্র বঙ্কিম, প্রবোধ ও পশুপতি। বঙ্কিম ও পশুপতি নিঃসন্তান। প্রবোধের পুত্র সুকুমার, শিশির, রাজকুমার ও ক্ষেত্রগোপাল। হলধর নিঃসন্তান। প্রিয়নাথের পুত্র হরি, দুর্গাপ্রসাদ, গৌরী, রাসবিহারী, তারাপদ ও কালীপদ। দুর্গার পুত্র অজিত ও অনিল।

নীলকণ্ঠের পুত্র বিশ্বনাথ, কাশীনাথ ও ভোলানাথ। বিশ্বনাথের পুত্র ভুবন।

বলরামের পুত্র রাজকুমার। রাজকুমারের পুত্র শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র অমর ও কেদার। অমর নিঃসন্তান। কেদারের পুত্র রমেশ ও সুরেশ।

চন্দ্রশেখরের পুত্র তারিণী ও মহেশ। চন্দ্রশেখর একজন গাতিদার ছিলেন। তারিণীর পুত্র ভুবনমোহন ও প্যারিমোহন। ভুবনমোহনের পুত্র অন্নদাপ্রসাদ। অন্নদাপ্রসাদের পুত্র ভূষণ ও সন্তোষ। প্যারিমোহনের পুত্র চনি, মণি, অমৃত ও মাখন। মহেশ নিঃসন্তান। চনির পুত্র সুধীর ও সুনীল। মণির পুত্র সুরাজ ও সুকুমার।

মধুসূদনের বংশবর্ণনা।

মধুসূদনের পুত্র মাণিক, কৃপারাম, রামকিশোর ও শ্যাম। মাণিকের পুত্র রামচন্দ্র, রামনিধি ও রামমোহন। রামচন্দ্রের পুত্র ভৈরব, শম্ভু ও মহেশ। ভৈরবের পুত্র আনন্দ ও জয়রাম। শম্ভু নিঃসন্তান। মহেশের পুত্র দিগম্বর চক্রবর্ত্তী,—ইনি কোন জমিদার-সরকারে দেওয়ানী চাকুরী করিতেন। রামনিধি ও রামমোহন নিঃসন্তান। কৃপারামের পুত্র মাধব,—ইনি নিঃসন্তান। রামকিশোরের পুত্র গোবিন্দ, হারাধন ও রামধন। গোবিন্দের পুত্র নিবারণ। হারাধনের পুত্র ঈশ্বর। রামধনের পুত্র চতুর্ভুজ।

শ্যামের পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র রামরতন, রামসুন্দর ও রাজচন্দ্র। রামরতণের পুত্র গদাধর ও মহেন্দ্র। রামসুন্দরের পুত্র হরিশ ও ঈশান। হরিশ নিঃসন্তান। ঈশানের পুত্র শরৎ, মতিলাল ও হীরালাল (পনী),—ইনি একজন বি, এ। শরতের পুত্র শান্তিরাম, কেবল ও বিজয়। শান্তিরাম গভর্ণমেণ্ট হইতে রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মতিলালের পুত্র প্রকাশ, প্রভাস, প্রফুল্ল, বড়খোকা, ছোটখোকা, নিতাই, গৌর ও পরিতোষ। হীরালালের পুত্র পরেশ, সুরেশ, বিনয় ও নির্ম্মল।

রুক্মিণীকান্তের বংশবর্ণনা।

রুক্মিণীকান্তের পুত্র রামদেব সিদ্ধান্ত। রামদেবের পুত্র রামসন্তোষ, সীতারাম ও তুলারাম। রামসন্তোষের পুত্র জানকীনাথ। জানকীনাথের পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র মথুরমোহন। মথুরমোহনের পুত্র কালিদাস ও উমেশ (জটারাম)। কালিদাস নিঃসন্তান। উমেশের পুত্র বসন্ত, বিজয় ও মন্মথ। বসন্তর পুত্র বিভূতি ও ললিত। বিজয়ের পুত্র বিজন।

সীতারামের পুত্র রামহরি, দুর্গারাম ও ব্রজমোহন। রামহরির পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, ঈশ্বর, জয়নারায়ণ ও ঈশান। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামের পুত্র সতীশ, সচীন্দ্র, বসন্ত ও অমৃত। সতীশের পুত্র নলীন ও পুলিন। সচীন্দ্রের পুত্র কানাই, গোপাল ও পচু। ঈশ্বরের পুত্র রামদয়াল ও কেদার। কেদারের পুত্র গিরিজা। গিরিজার পুত্র ফণী ও নারায়ণ।

জয়নারায়ণের পুত্র শিবু ও রণগোপাল। শিবুর পুত্র অঘোর, তারক, গণপতি ও কার্ত্তিক। গণপতি এম, এ,—ইনি মেট্রোপলিটান শাখা-স্কুলের হেড্ মাষ্টার। অঘোরের পুত্র গৌর, কাশী, আশু, চণী ও হরি। রণগোপালের পুত্র উষাপতি। উষাপতির পুত্র কমলকুমার। ঈশান নিঃসন্তান।

দুর্গারামের কন্যা উমাময়ী ও ভুবনময়ী। উমাময়ীর পুত্র দিগম্বর।

ব্রজমোহনের পুত্র তিতু (কালিদাস)। তিতুর পুত্র রাখাল ও ভূতনাথ। রাখালের পুত্র রঘুনাথ, শরৎ, চারু ও রজনী (ফণু)। রঘুনাথের পুত্র ক্ষেত্রনাথ (কাল সোণা)। শরতের পুত্র সুধীর, সুশীল, সুবোধ, সুবল ও কার্ত্তিক।

চারুর পুত্র রাধারমণ। রজনী অপুত্রক। ভূতনাথের পুত্র কানাই, বলাই ও আরও কয়েকটী। সুধীরের পুত্র অমরেন্দ্র।*

তুলারামের পুত্র পঞ্চানন ও রামপ্রসাদ। পঞ্চাননের পুত্র তারাচাঁদ, ভৈরব ও শম্ভু। তারাচাঁদের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র বঙ্কিম।* ভৈরবের পুত্র অনাথ। অনাথের পুত্র হেম। শম্ভু নিঃসন্তান।

রামপ্রসাদের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাম। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র ত্রৈলোক্য। ত্রৈলোক্যের পুত্র সুরেন্দ্র। রাম চিরকুমার।

ছোট জাগুলিয়া।

এই গ্রাম ছোট জাগুলিয়া পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত। এখানে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইহাঁদের বংশের আদি-পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী,—ইনি কাথায়ন-গোত্রীয় কুলীন। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র গৌর। গৌরের পুত্র বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের পুত্র জানকী। জানকীর পুত্র যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও উপেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। সুরেন্দ্রের পুত্র শান্তিপদ, হীরেন্দ্র ও বিমলেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র ভবানী। সুরেন্দ্র এক্ষণে কলিকাতায় বাস করেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস সাঁড়াপুল-নলাববা গ্রামে ছিল। এখানে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন। মাতুল কালীবর উপাধ্যায়।

গৌতম-গোত্রীয় মৌলিক মধুসূদন চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মধুসূদনের পুত্র চন্দ্রকুমার ও চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকুমারের পুত্র ধীরেন্দ্র। ধীরেন্দ্রের পুত্র হাজরা। চন্দ্রকান্তের পুত্র বিজয়, কালীচরণ, সত্যচরণ ও অভয়।

সাঁড়াপুল হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক রামকমল ও কেশবানন্দ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মধুসূদন উপাধ্যায় ইহাঁদের আদি পুরুষ। মধুসূদনের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র কেশবানন্দ ও শ্রীনাথ। কেশবানন্দের পুত্র আনন্দচন্দ্র। আনন্দের পুত্র মহেশচন্দ্র ও বেণীমাধব। মহেশচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রমোহন, ক্ষেত্রগোপাল ও ক্ষেত্রমতি। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র শৈলেন্দ্র। ক্ষেত্রগোপালের পুত্র ললিত, পরেশ ও কানাই। ক্ষেত্রমতির তিন কন্যা। বেণীমাধবের পুত্র তারক। তারকের পুত্র অনুকুল।

শ্রীনাথের পুত্র রামকমল। রামকমলের পুত্র কালীবর। কালীবরের পুত্র দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ, বামাচরণ ও শশিভূষণ। বামাচরণের পুত্র বিভূতি, ইন্দু ও পূর্ণচন্দ্র। শশিভূষণের পুত্র সুধীর, অনিল, প্রবোধ, সুবোধ ও সুনীল।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক চণ্ডীচরণ উপাধ্যায় বাস করিতেন। চণ্ডীচরণের পুত্র বিপিন ও বিনোদ। বিপিনের দুই পুত্র;—তাঁহারা শালিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করেন। বিনোদের পুত্র ললিত ও কানাই।

এই বংশের আর এক শাখার ভূতনাথ, কেদারনাথ ও বরদাচরণ,—তিন ভ্রাতাই এই গ্রামে বাস করিতেন। ভূতনাথের তিনটী কন্যা। কেদারের পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র সুধীর প্রভৃতি তিন জন। বরদার পুত্র ভূষণ প্রভৃতি তিন জন। শশিভূষণ এক্ষণে কলিকাতা ইটালীতে এবং বরদাচরণ গৌরীবেড়েতে থাকেন।

গার্গ-গোত্রীয় মৌলিক মাধবচন্দ্র হালদার যশোহর জেলার ভেকুটিয়া-পতেঙ্গালি হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। মাধবচন্দ্রের পুত্র বসন্তকুমার। বসন্তকুমারের পোষ্য-পুত্র প্রমথনাথ। প্রমথনাথের পুত্র বিজয়, সন্তোষ ও কুমার।

এঁড়িয়াদহ।

জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত নাম্‌রা গ্রাম হইতে জগন্নাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন,—ইনি গৌতম-গোত্রীয় কুলীন;—ইহাঁর পুত্র রামনিধি ভট্টাচার্য্য। রামনিধির পুত্র কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। কৃষ্ণমোহনের পুত্র যদুনাথ ও নীলমাধব। যদুনাথের পুত্র চারু ও পুলিন। চারুর পুত্র ছেনা, টেঁপা ও পণ্টু,—ইহাঁরা কলিকাতা ইটালিতে বাস করেন। নীলমাধবের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র, খগেন্দ্র, মাণিকলাল, হীরালাল ও পান্নালাল। খগেনের পুত্র বিশ্বনাথ।

ইছাপুর।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভালুকঘর গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন উগ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। উগ্রকণ্ঠের পুত্র তারিণী ও মধুসূদন। তারিণীর পুত্র বামাচরণ ও শ্যামাচরণ। বামাচরণের পুত্র সুশীল বি, এ।

মধুসূদনের পুত্র রাখাল। রাখালের পুত্র দাশরথি, নরেন্দ্র ও হরিনারায়ণ। দাশরথির পুত্র পাঁচু ও প্রফুল্ল। নরেন্দ্রের পুত্র ফটিক ও অমূল্য। হরিনারায়ণের পুত্র পশুপতি।

সোণারপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথের পুত্র অমৃতলাল। অমৃতলালের পুত্র প্রকাশ,—ইহাঁদের আদি-নিবাস রাজপুরে ছিল।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন জানকীনাথের পুত্র সীতানাথ। সীতানাথের পুত্র রামদুলাল। রামদুলালের পুত্র দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণের পুত্র গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্করের পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র হরিহর, কালীশঙ্কর ও শিবশঙ্কর। হরিহরের পুত্র রামপ্রাণ। রামপ্রাণের পুত্র শশিভূষণ ও সর্ব্বেশ্বর বি, এ। শশিভূষণের পুত্র নীলরতন।

সর্ব্বেশ্বরের পুত্র অমূল্য ও দেবীপ্রসাদ। অমূল্যর পুত্র শৈলেন বি, এ, শূলপাণি ও সত্যচরণ।

কালীশঙ্করের পুত্র অন্নদা। অন্নদার পুত্র নন্দ ও হরেকৃষ্ণ। নন্দর পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের ভোলানাথ, নীলু, বেচারাম প্রভৃতি পাঁচ পুত্র। হরেকৃষ্ণের পুত্র মধুসূদন।

শিবশঙ্করের পুত্র মাধব, ভগবতী ও গোপাল। মাধবের পুত্র অতুল। অতুলের পুত্র সন্তোষ ও একটী শিশু।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় মৌলিক নীলমণি ভট্টাচার্য্যের পুত্র ভবতারণ। ভবতারণের পুত্র কৃষ্ণধন ও বিষ্ণুচরণ। কৃষ্ণধনের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও একটী শিশু। বিষ্ণুচরণের পুত্র সুধীর, অধীর ও একটী শিশু।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় মৌলিক অযোধ্যারাম তর্কবাগীশের পুত্র রামসুন্দর তর্কবাগীশ;—যশোহর জেলার অন্তর্গত ভালুকঘর গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। রামসুন্দরের পুত্র বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌম ও শম্ভুচরণ ন্যায়রত্ন। বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র শ্যামাচরণ তর্কবাগীশ, নবীন ও অভয়। শ্যামাচরণের পুত্র সিদ্ধেশ্বর, যোগীন্দ্র ও ভূদেব। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র গোবর্দ্ধন ও নীলমণি। যোগীন্দ্রের পুত্র মণীন্দ্র, কালাচাঁদ, ফণীন্দ্র, সুকুমার ও দুঃখিরাম। ভূদেবের দুইটী পুত্র।

নবীনের পুত্র অঘোর। অঘোরের পাঁচ পুত্র—কানাইলাল, পান্নালাল, চুণীলাল, কালাচাঁদ ও অপরটীর নাম অজ্ঞাত। কানাইলালের দুইটী পুত্র।

অভয় নিঃসন্তান।

শম্ভুর পুত্র দুর্গাচরণ, কালীচরণ ও অক্ষয়কুমার। দুর্গাচরণ ও অক্ষয়কুমার নিঃসন্তান। কালীচরণের মাত্র একটী কন্যা। কালীচরণের দৌহিত্র সনাতন ভট্টাচার্য্য হরিনাভির গোপালচন্দ্র কাশ্যপের পুত্র।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করিতেছেন। উমেশচন্দ্রের পুত্র দুর্গাদাস।

ভট্টপল্লী।

ভট্টপল্লী বা "ভাটপাড়া" পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পূর্ব্বোপকূলে অবস্থিত। প্রাচীনকাল হইতে এই গ্রাম বঙ্গদেশের মধ্যে ন্যায়-স্মৃতি বেদ-উপনিষদাদি বিবিধ সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একটী কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। পুরুষপরম্পরায় অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ বুধমণ্ডলী এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া "ভট্টপল্লী" এই নাম সার্থক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভট্টপল্লী কলুষনাশিনী জাহ্নবীর তীরবর্ত্তী এবং ঋষিকল্প সেই পূর্ব্বতন আচার্য্যগণে পদধূলিপূত হওয়ায় ইহা "পুণ্যভূমি" নামে আখ্যাত হইতে পারে। বিশাল ভারতবর্ষ হইতে সুদূর পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, প্রভৃতি দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ভট্টপল্লী ও তাহার মহামহোপাধ্যায় সন্তানগণের নাম অপরিজ্ঞাত নাই। এখনও ভট্টপল্লীতে খ্যাতনামা সর্ব্বশাস্ত্র-বিচারক্ষম পণ্ডিতের অসদ্ভাব হয় নাই। ভট্টপল্লী পাশ্চাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের একটী প্রধান আবাসভূমি এবং তাঁহাদিগেরই পাণ্ডিত্যের ও মানসম্ভ্রমের সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে যে কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কৃষ্ণদেব এক বংশের আদি-পুরুষ ;—ইনি কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন ;—ইহাঁর চারি পুত্র,—বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তরত্ন, শ্রীরাম সিদ্ধান্তবাগীশ, রামকানাই ও রামকান্ত। বিষ্ণুরাম নিঃসন্তান।

শ্রীরাম সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র বনমালী বিদ্যার্ণব। বনমালীর পুত্র কৃষ্ণনাথ ও ব্রজনাথ সার্ব্বভৌম। কৃষ্ণনাথের পুত্র কালাচাঁদ ও ইন্দ্রভূবন। কালাচাঁদের পুত্র গোপাল ও মাধব। গোপালের পুত্র আশুতোষ। মাধব নিঃসন্তান।

ইন্দ্রভূবনের পুত্র রূপচাঁদ ও হারাণ। রূপচাঁদের পুত্র নৃত্যহরি।

হারাণের পুত্র নারায়ণ ও রাধারমণ। নারায়ণের পুত্র দেবেন্দ্র। রাধারমণের পুত্র গিরীন্দ্র।

ব্রজনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র নন্দকুমার বিদ্যারত্ন। নন্দকুমারের পুত্র যদুনাথ সিদ্ধান্তরত্ন। যদুনাথের পুত্র কালী-প্রসন্ন বিদ্যারত্ন। কালীপ্রসন্নের পুত্র পঞ্চানন কাব্যতীর্থ, স্মৃতিরত্ন ও বিদ্যানিধি এবং মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ। পঞ্চাননের পুত্র তারাপ্রসাদ। মন্মথনাথের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও একটী শিশু।

রামকানাই ;—ইহাঁর পুত্র নীলকণ্ঠ বাচস্পতি। নীলকণ্ঠের পুত্র জগৎরাম, রাধাকৃষ্ণ ও বিশ্বনাথ। জগৎরামের পুত্র যাদবচন্দ্র। যাদবচন্দ্রের পুত্র দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন। দ্বারকানাথের ছয়টী পুত্র ;—(১) অমরনাথ পি, এল্,—ইনি বারাশত কোর্টের উকীল। (২) অশ্বিনীকুমার। (৩) কৃষ্ণগোপাল,—ইনি বি, এ, এম, বি, ডাক্তার এবং কলিকাতা কর্পোরেসনের একজন কাউন্সিলার। (৪) নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ। (৫) রামগোপাল ভট্টাচার্য্য এবং (৬) বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য।

(১) অমরনাথের পুত্র বলাই, কানাই, গৌরনাথ ও চন্দ্রনাথ। (২) অশ্বিনীকুমারের পুত্র কালীপদ, তারাপদ, শিবাপদ ও দেবীপদ। (৩) কৃষ্ণগোপালের পুত্র মুরারীমোহন ও একটী শিশু পুত্র। (৪) নৃত্যগোপালের পুত্র বীরেশ্বর ও বিশ্বনাথ। (৫) রামগোপালের পুত্রসন্তান নাই, চারিটী কন্যা। (৬) বিষ্ণুচরণেরও পুত্রসন্তান নাই, দুইটী কন্যা।

রাধাকৃষ্ণের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র শম্ভু। শম্ভুর পুত্র আশুতোষ ও হরিপদ। আশুতোষের পুত্র বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের পুত্র পাঁচু।

হরিপদর পুত্র ঠাকুরদাস, হাবুল, বোটো ও হাঁদা।

বিশ্বনাথের পুত্র হারাণ। হারাণের পুত্র পঞ্চানন ও ক্ষেত্রনাথ। পঞ্চাননের পুত্র কৃষ্ণ, পূর্ণ, ধন ও একটী শিশু।

ক্ষেত্রনাথের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথ এখান হইতে হরিনাভির আচার্য্য-পাড়ায় মাতামহের বিষয় পাইয়া তথায় গিয়া বাস করেন ;—তাঁহার পুত্র রামনিধি।

রামকান্তের পুত্র রাধাচরণ। রাধাচরণের পুত্র শিবকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণের পুত্র গিরীশচন্দ্র। গিরীশচন্দ্রের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের পুত্র অনুকূল, বঙ্কিম, ভবেশ, গোবিন্দ, নবীন ও একটী শিশু।

হরেকৃষ্ণের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র বিনয়, বসুদেব ও কৃষ্ণ,—ইহারা নারিকেলডাঙ্গায় বাস করেন।

বৰ্দ্ধমান জেলার বুড়ার গ্রাম হইতে আনন্দরাম পাঠক এখানে আসিয়া বাস করেন;—তাঁহার পুত্র ভুবন। ভুবনের পুত্র আশু, প্রবোধ, কৃষ্ণ, বিনোদ ও রাম।

আশুর পুত্র মন্মথ, প্রমথ ও অৰ্দ্ধেন্দু। মন্মথর পুত্র তুস্তে। প্রমথর একটী শিশু। প্রবোধের পুত্র সুরেশ, গিরীন্দ্র, যতীন্দ্র ও মণীন্দ্র। কৃষ্ণের পুত্র সুধীর। বিনোদের পুত্র বটু ও অমূল্য। রামের পুত্রসন্তান নাই, তিনটী কন্যা,—ইহাঁরা কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক।

হাঁসুড়ী গ্রাম হইতে রাজারামের পুত্র শরৎ এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন;—তাঁহার পুত্র ছেস্তু, নস্তু, মণি ও একটী শিশু।

ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় বংশজ হরিসদয় ভট্টাচার্য্য,—ইনি হুগলী জেলার গাউনন গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন,—ইহাঁর তিন পুত্র ক্ষেত্রদাস, কৃষ্ণধন ও বিষ্ণুপদ।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র বরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হরিনাভি (যেযোদের বংশ) হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন,—ইহাঁর দুই পুত্র হরিধন ও শরৎ।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন শোভারাম ভট্টাচার্য্য,—ইনি পূৰ্ব্বে সোমড়ায়, পরে সেখান হইতে বৰ্দ্ধমান জেলার বেগুণে নামক গ্রামে বাস করেন; এক্ষণে ইহাঁর বংশধরেরা এই গ্রামে বাস করিতেছেন। শোভারামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামমোহন, জগমোহন, রাধামোহন ও রামধন। রামমোহন, জগমোহন ও রাধামোহন নিঃসন্তান। রামধনের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র বীরেশ্বর ও শিবকৃষ্ণ।

দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে কপালীচরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন,—ইহাঁর বংশপরিচয় দক্ষিণ-বিষ্ণুপুরে ইহাঁদের বংশের কুলজীনামায় দেওয়া আছে। ইহাঁদের আদি-নিবাস রাজপুর;—ইনি নিঃসন্তান।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন নীলমণি ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন,—তাঁহার পুত্র বেণী ও পূর্ণচন্দ্র। বেণীর পুত্র মন্মথ। মন্মথের পুত্র কালী, তারা, শশী, ভূতনাথ ও দুইটী শিশু। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণের পুত্র তারক ও মহাদেব।

নৈহাটী।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভালুকঘর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন গুরুচরণ চক্রবর্ত্তীর বংশধর নরহরি চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নরহরির পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র রামকমল ও চণ্ডীচরণ। রামকমলের পুত্র ঠাকুরদাস ও দুর্গাদাস। ঠাকুরদাসের পুত্র নিবারণচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। নিবারণের পুত্র শ্রীপতি, নারায়ণ, মনসিজ, সরসিজ ও খোকা। নিবারণচন্দ্র একজন পুরাতন গ্রাজুয়েট্।

চণ্ডীচরণের পুত্র সাতকড়ি ও পাঁচকড়ি। সাতকড়ির পুত্র গোপাল। হেমচন্দ্র ও পাঁচকড়ি নিঃসন্তান।

ব্রজকিশোর, কালীচরণ ও হরিচরণ ভট্টাচার্য্য,—ইহাঁদের জ্ঞাতি ব্রজকিশোরের পুত্র রাধাবল্লভ। রাধাবল্লভের পুত্র গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের পুত্র মাণিক। মাণিকের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র বিপিন, লালবিহারী ও অমৃতলাল।

বিপিনের পুত্র রাজীবলোচন, শশিশেখর ও গোবিন্দ। রাজীবলোচনের পুত্র দুলাল।

লালবিহারীর পুত্র উষাপতি, অনিল ও প্রভাস। অমৃতলালের পুত্র মদনমোহন ও মনোমোহন।

কালীচরণের পুত্র গিরীশ, মাধব ও ক্ষীরোদ। গিরীশের পুত্র ভোলানাথ। মাধবের পুত্র নারায়ণ। নারায়ণের একটী শিশু। ক্ষীরোদের পুত্র কামাক্ষ্যা,--ইনি কর্ম্মোপলক্ষে দিল্লীতে বাস করিতেছেন।

হরিচরণের পুত্র বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের পুত্র শিবচন্দ্র ও আশুতোষ। শিবচন্দ্রের পুত্র উপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের ধীরেন্দ্র প্রভৃতি চারি পুত্র। নগেন্দ্রনাথের পুত্র হরেন্দ্র ও চন্দ্রনাথ।

আশুতোষ সোমড়ার রায় বাহাদুর দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন। আশুতোষের পুত্র পশুপতি ডি, টি, এম; গিরিজাপতি এম, এস, সি; ভবানীপতি এম, বি; বিমলাপতি ও সতীপতি। পশুপতির পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর। গিরিজাপতির পুত্র রবীন্দ্রনাথ। ভবানীপতির পুত্র সমীরেন্দ্রনাথ।

বর্দ্ধমান জেলার আমাদপুর গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় বংশজ রামানন্দ ব্রহ্মচারী এই গ্রামের গঙ্গাতীরে সদানন্দ নামক পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রসহ এক প্রাচীন বৃক্ষকোটরে বাস করিতেন। তিনি একজন তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে, হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর সহিত উক্ত গঙ্গাতীরে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের পরস্পর শাস্ত্রালাপের মধ্যে উক্ত সন্ন্যাসী ভ্রমক্রমে রামানন্দ ব্রহ্মচারীকে "সিদ্ধমন্ত্র" প্রদান করেন। প্রত্যাগমন সময়ে সন্ন্যাসী তাঁহার সিদ্ধমন্ত্র ফিরাইয়া দিতে বলেন; কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে উক্ত মন্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন না। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উক্তরূপ ব্যবহারে সন্ন্যাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তস্থিত একটী ঘট দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন,—"যা বেটী যা!—দেখ্‌ছি, ব্রাহ্মণের ভাত খেতে তোর বড় সাধ হ'য়েছে"! এই বলিয়া সন্ন্যাসী সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও সেই ঘট আনিয়া নিজ বাসস্থানে স্থাপন করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কোন অলৌকিক কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কিছু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার পুত্র সদানন্দের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী করেন।

সদানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের পুত্র ন-কড়ি সার্ব্বভৌম কিংবা ন-কড়ির পুত্র পরমানন্দ, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ন-কড়ি সার্ব্বভৌমের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পুত্র হলধর ও দিগম্বর। হলধরের পুত্র বিশ্বম্ভর ও চন্দ্রকুমার। বিশ্বম্ভরের পুত্র নীলমাধব, নন্দলাল, বিহারীলাল ও শরচ্চন্দ্র। নীলমাধবের পুত্র প্রমথ, মন্মথ ও হীরালাল। প্রমথর পুত্র ললিত ও মোহিত। মন্মথর একটী কন্যা।

চন্দ্রকুমারের পুত্র নরেন্দ্র, নগেন্দ্র ও মহেন্দ্র। নরেন্দ্রের পুত্র নির্ম্মল। নির্ম্মলের পুত্র অপর্ণা ও অভয়া। নগেন্দ্রনাথের পুত্র শম্ভু। মহেন্দ্রনাথের পুত্র শিবপ্রসাদ, শঙ্করপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ।

দিগম্বরের পুত্র শ্যামাচরণ (ভোলানাথ)। শ্যামাচরণের পুত্র অম্বিকা, হরিচরণ ও তারাকুমার। অম্বিকা অপুত্রক। হরিচরণের পুত্র বিষাদ ও একটী শিশু। তারাকুমারের পুত্র কৃষ্ণকুমার ও একটী শিশু।

সাঁড়াপুল গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক দিগম্বর উপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র কেদারনাথ উপাধ্যায় এখানে আসিয়া বাস করেন। কেদারনাথের পুত্র বরদাপ্রসাদ ও তারাপ্রসন্ন। বরদাপ্রসাদের পুত্র কমলাকান্ত ও সুধীর। কমলাকান্তের পুত্র রামচন্দ্র, কানাইলাল, অনিলকুমার, অজিৎকুমার, অমিয়কুমার ও শিশিরকুমার। তারাপ্রসন্ন নিঃসন্তান।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন রামকমল চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামরূপ। রামরূপের পুত্র দ্বারিকনাথ, ধরণীধর ও অন্নদাপ্রসাদ। দ্বারিকনাথের পুত্র নারায়ণ, সত্যেন্দ্র ও কৃষ্ণধন। নারায়ণের একটী শিশু পুত্র। দ্বারিকনাথের তিন পুত্র কালীঘাটিতে বাস করিতেছেন।

ধরণীধরের পুত্র রজনীকান্ত। রজনীকান্তের পুত্র অমূল্য নিঃশঙ্কপুরে (জেলা বর্দ্ধমান) বাস করিতেছেন।

অন্নদাপ্রসাদের পুত্র সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র অমলকুমার ও বিমলকুমার।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী (উপাধ্যায়) হুগলী জেলার অন্তর্গত সোমড়া গ্রাম হইতে এইখানে আসিয়া বাস করিতেছেন,—ইঁহার বংশপরিচয় সোমড়া গ্রামে ইঁহার জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইল।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন শিবদাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র কিশোরীমোহন, নলিনীমোহন এল, এম, এস ও সুরেন্দ্রনাথ। কিশোরীমোহনের পুত্র মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, পাঁচকড়ি, সন্তোষকুমার ও জীতেন্দ্রনাথ। নলিনীমোহনের পুত্র-কন্যা নাই। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শশধর।

ফরাসী-চন্দননগর হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক হীরালাল চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। হীরালালের পুত্র প্রভাস ও ননী। প্রভাসের পুত্র বিজয়কুমার।

মহিমচন্দ্র সার্ব্বভৌম কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক,—ইনিও বৃটিশ-চন্দননগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। মহিমচন্দ্রের পুত্র বঙ্কবিহারী, কালী ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কবিহারীর পুত্র বিজয়বসন্ত, বসন্তবিজয় ও বিভূতিভূষণ। বিজয়-বসন্ত (Postal Superintendent Howrah),—ইনি কলিকাতায় থাকেন। কালীর পুত্র অসীতা, অপরাজিতা, অভয়া, অজয়া, অজিতা ও অপর্ণা। অসীতার পুত্র সত্যকিঙ্কর ও শক্তিপদ। অপরাজিতার দুইটী কন্যা। পূর্ণচন্দ্র চিরকুমার।

মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নবীনচাঁদ, কিশোরীমোহন ও হরিচরণ। নবীনচাঁদের পুত্র যোগীন্দ্র, গোবর্দ্ধন ও তারিণীপ্রসাদ। যোগীন্দ্রের একটী পুত্র। গোবর্দ্ধনের পুত্র ভোঁদা ও একটী শিশু।

কিশোরীমোহনের পুত্র কুবের, সতীশ, জ্যোতীশ, সুরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। কুবেরের পুত্র সুশীল ও একটী শিশু। সতীশের একটী কন্যা (বিমলা)। জ্যোতীশের পুত্র গৌরীচাঁদ। সুরেন্দ্রের পুত্র গৌরচাঁদ। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র জগন্নাথ। কৃষ্ণচন্দ্রের একটী শিশু পুত্র।

মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক কালিদাস ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন। কালিদাসের পুত্র রামসুন্দর। রাম-সুন্দরের পুত্র তারিণীচরণ ও সহদেব। তারিণীচরণের পুত্র হরমোহন, ভবদেব ও জয়দেব। হরমোহনের পুত্র উমেশ ও রামদয়াল। উমেশের পুত্র হেম ও বিজয়। হেমের পুত্র হরি ও জীতেন। বিজয়ের পুত্র পাঁচু ও আনন্দ।

ভবদেবের পুত্র নন্দলাল। নন্দলালের পুত্র নলিন।

বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন নিমাইচরণ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ মজিলপুর হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বাঞ্ছারাম ইঁহার পুত্র। বাঞ্ছারামের পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র রামধন ও মহেশ। মহেশের পুত্র নিবারণ। নিবারণের পুত্র কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারীর পুত্র অমূল্য ও প্রফুল্ল। অমূল্যর পুত্র অজিৎকুমার।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক রাজকৃষ্ণ অধিকারীর পুত্র নিবারণ ও পঞ্চানন। নিবারণ নিঃসন্তান। পঞ্চাননের পুত্র গোপাল ও নেপাল। গোপালের পুত্র অক্ষয়। অক্ষয়ের একটী কন্যা। নেপালের পুত্র হৃষিকেশ।

কাঁচড়াপাড়া।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেগুণে গ্রাম হইতে কুশীক-গোত্রীয় কুলীন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করিতেছেন,—ইনি নিঃসন্তান।

হালিসহর।

এই গ্রাম ভাগীরথীর পূর্ব্ব-উপকূলে অবস্থিত। অতি প্রচীনকাল হইতে এই গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। প্রায় আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার আমাদপুর গ্রামে ঘৃতকৌশিক-

গোত্রীয় বংশজ এক মহাপুরুষ আসিয়া বাস করেন। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছিলেন বা তাঁহার নাম কি, তাহা জানা যায় নাই। উক্ত মহাপুরুষ একজন অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন-বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন এবং নিজ চতুষ্পাঠীতে বহুসংখ্যক ছাত্র রাখিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ এরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, তৎকালের নবাব-সরকার তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান জন্য যথেষ্ট আয়ের ভূমি যৎসামান্য করে তাঁহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অধিকন্তু, তাঁহাকে একটী পিরোত্তর সম্পত্তির অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ বংশজ বলিয়া খ্যাত। এমন কি, দাক্ষিণাত্য-বৈদিকসমাজে এই পরিবার হইতে কন্যা গ্রহণ করা একটা শ্লাঘার বিষয় বিবেচিত হইত এবং এখনও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে।

উল্লিখিত মহাপুরুষ হইতে চারিটী শাখা উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে এক শাখা হালিসহরে,—অন্য এক শাখা বহুলা নদীর পরপারে নিঃশঙ্ক গ্রামে গিয়া বাস করেন এবং অপর দুইটী শাখা আমাদপুরে বাস করিতেছেন। শেষোক্ত দুইটী শাখার মধ্যে একটী শাখার কেহ নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন, এজন্য নবাব-সরকার হইতে তিনি "হালদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্যাপিও তাঁহাদের সেই হালদার উপাধিই আছে। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর হরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত তাঁহাদিগের মাতামহের বাটী বসন্তপুরে বাস করিতেছেন। অপর শাখার বংশধর গোপালচন্দ্র এখনও জীবিত আছেন,—ইঁহারা তান্ত্রিক-আচার করিয়া থাকেন।

যে শাখা হালিসহরে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের আদিপুরুষ গদাধর ভট্টাচার্য্য। তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য যেরূপ বিখ্যাত ছিলেন, ধার্ম্মিক বলিয়াও সেইরূপ খ্যাতি ছিল। এই বংশের মধ্যে কাহারও বৈষয়িক উন্নতির দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না; এমন কি, গুরুগিরি বা পৌরোহিত্য পর্য্যন্তও কেহ কখন করেন নাই। গদাধরের দুই পুত্র—গণেশচন্দ্র ও পদ্মলোচন। গণেশচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর আমাদপুর ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত পাউনন গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় পাউনন গ্রামে প্রদত্ত হইল।

গদাধরের দ্বিতীয় পুত্র পদ্মলোচন,—ইনি আমাদপুর গ্রামেই বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দুর্গাচরণ চুঁচুড়া ক্যাঁকশিয়ালিতে বিবাহ করেন। পদ্মলোচনের মৃত্যুর পর, তিনি বাধ্য হইয়া আমাদপুর ত্যাগ করিয়া ক্যাঁকশিয়ালিতে গিয়া বাস করেন। তাঁহার এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যার নাম চঞ্চলা দেবী। ৺কাশীধামের বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক পণ্ডিত ৺কালীকুমার বাচস্পতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাহার চারিটী পুত্রের মধ্যে জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত আছেন। পুত্রের নাম তারাদাস; ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সূতিকাগৃহেই তিনি মাতৃহীন হন। সেই সময়ে তাঁহার মাতামহের ভ্রাতার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। সেই জন্য ইঁহারা পিতাপুত্রে তারাদাসের উপনয়নকাল পর্য্যন্ত ক্যাঁকশিয়ালীতে অবস্থিতি করেন। তৎপরে কলিকাতা শাঁখারীটোলায় থাকিয়া তারাদাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে হালিসহরে ৺নবকুমার চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নবকুমারের অপর কন্যা বা পুত্র না থাকায়, দুর্গাচরণের মৃত্যুর পর, তারাদাস তাঁহার শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষার জন্য সপরিবারে হালিসহরে বাস করিতে বাধ্য হয়েন। তারাদাসের দুই পুত্র শিবাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন। শিবাপ্রসন্ন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। আজ ৫।৬ বৎসর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "শঙ্কর পরমানন্দ তীর্থস্বামী" নামে অভিহিত হইয়া ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র উমাপ্রসন্ন নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছেন। নবকুমারের মৃত্যুর পর, পুত্রদ্বয়ের কার্য্যের সুবিধার জন্য তারাদাস কলিকাতা চাঁপাতলায় আসিয়া বাস করেন। শিবাপ্রসন্নর একমাত্র পুত্র শ্যামাদাস হাইকোর্টের Advocate। তিনি এক্ষণে কালীঘাট মহিম হালদারের ষ্ট্রীটে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বিমলাপ্রসন্ন ও গিরীশ-প্রসন্ন ও একটী কন্যা।

এই গ্রামে জাতুকরণ-গোত্রীয় মৌলিক তিন ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। (১) রঘুদেব চক্রবর্ত্তী

এক বংশের আদিপুরুষ। ইঁহার পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র হরিদাস। হরিদাসের পুত্র শ্যামাপদ ও কমলাপতি।

(২) ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ির পুত্র গোপাল।

(৩) বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র শশিভূষণ ও ফণিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র তেজচন্দ্র, কানাই ও কিরণচন্দ্র। ফণিভূষণের পুত্রের নাম অজ্ঞাত,—ইঁহারা এক্ষণে কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

পূজালী।

এই গ্রামটী বজবজের সন্নিকট। পাকুড়তলা হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক দেবীচরণ পাঠক এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র ভজকৃষ্ণ। ভজকৃষ্ণের পুত্র চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের পুত্র অঘোর, দেবেন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও ফণীন্দ্র।

সাঁড়াপূল।

এই গ্রামটী বসিরহাট সবডিভিজনের অন্তর্গত। এখানে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। নিম্নে পর পর তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের কেহ কেহ রাঢ়দেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

শিবরাম উপাধ্যায়ের বংশবর্ণনা।

অগস্ত্য-গোত্রীয় শিবরাম উপাধ্যায় এখানে আসিয়া বাস করেন,—ইনি মৌলিক। ইঁহার পুত্র হরিনাথ উপাধ্যায়। হরিনাথের পুত্র যাদব, চিন্তামণি ও অক্ষয়। যাদবের পুত্র শরৎ। চিন্তামণির পুত্র কেশব। কেশবের পুত্র ইন্দি, দেবানন্দ ও একটী শিশু। অক্ষয়ের পুত্র শ্রীশ, সতীশ, জ্যোতীশ ও নকুল। সতীশের পুত্র দুঃখহরণ। জ্যোতীশের পুত্র সুধীর, ক্ষেত্রনাথ ও ক্ষীরোদ। নকুলের পুত্র ক্ষেত্রপদ, ক্ষীরোদ ও একটী শিশু।

মধুসূদন উপাধ্যায়ের বংশবর্ণনা।

মধুসূদনের পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের দুই পুত্র রামতারণ ও ষষ্ঠীবর। রামতারণের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ও হরকুমার। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র তারাপদ, শ্যামাপদ ও বৈদ্যনাথ। তারাপদর অবিনাশ, প্রভাস প্রভৃতি পাঁচ পুত্র। শ্যামাপদর পুত্র পঞ্চানন। হরকুমারের পুত্র নরেন্দ্রনাথ। ষষ্ঠীবরের পুত্র ভোলানাথ।

রঘুনন্দন উপাধ্যায়ের বংশবর্ণনা।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রঘুনন্দন উপাধ্যায় এই গ্রামে বাস করেন। রঘুনন্দনের পুত্র চণ্ডীশরণ। চণ্ডীশরণের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র রামমোহন। রামমোহনের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র দ্বারিক। দ্বারিকের পুত্র গোপাল, বসন্ত ও কালীকমল। গোপালের পুত্র বিভূতি, ইন্দু ও নারায়ণ। বিভূতি বি, এ,—ইনি এলাহাবাদে D. C. A. O. আফিসে কার্য্য করেন,—ইঁহার একটী শিশু পুত্র। ইন্দুভূষণ গয়ার পুলিস সবইন্স্পেক্টর। বসন্তর পুত্র বিমল। দ্বারিকের দৌহিত্র হরিপদ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল,—ইনি দৌলতপুর কলেজের প্রফেসার।

অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন। অনিরুদ্ধের পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের পুত্র অন্নদা ও সীতানাথ। অন্নদার পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও শৈলেন্দ্র। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র নিরাপদ, হারাণ ও প্রাণকৃষ্ণ। সীতানাথের পুত্র ননী ও ফণী।

গঙ্গেশ চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

গঙ্গেশ চক্রবর্ত্তী কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন। ইঁহার পুত্র কালীশঙ্কর,—কালীশঙ্করের পুত্র গিরিধর ও ফকিরচাঁদ। গিরিধরের পুত্র অভয়চরণ। অভয়চরণের পুত্র দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র হাজরাপদ। ফকিরচাঁদের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র রামপদ ও শ্যামাপদ।

উমানন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

উমানন্দ চক্রবর্ত্তীও কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন। ইঁহার পুত্র শ্রীরাম। শ্রীরামের পুত্র ভৈরব ও কালীপ্রসাদ। ভৈরবের পুত্র জয়রাম। জয়রামের পুত্র রামরূপ। রামরূপের পুত্র বিপিন ও মন্মথ। বিপিনের পুত্র বিমল ও বিজন। বিজনের পুত্র রমেশ। মন্মথর পুত্র হেমকান্ত ও গোপাল।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রামনাথ উপাধ্যায়ের বংশবর্ণনা।

রামনাথের পুত্র রামকান্ত, রমানাথ তর্কপঞ্চানন ও রঘুনাথ। রামকান্তের পুত্র হরদেব ও মাণিক। হরদেবের পুত্র মাধব ও মাণিকের পুত্র মধুসূদন।

রমানাথ তর্কপঞ্চাননের পুত্র জয়চন্দ্র, বিদ্যাধর ও নীলাম্বর। বিদ্যাধরের পুত্র রামকৃষ্ণ। নীলাম্বরের পুত্র দীননাথ। দীননাথের পুত্র আশুতোষ, যোগীন ও বিপিন। আশুতোষের পুত্র অবনী ও অনুকূল। অবনীকান্ত কাব্য ও ব্যাকরণ-তীর্থ উপাধি পাইয়াছেন। অবনীর পুত্র সুধাংশু, শীতাংশু, হেমাংশু ও একটী শিশু। যোগীনের পুত্র হরিনাথ, যদুনাথ ও অমরনাথ।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক ভৈরবচন্দ্র আচার্য্যের বংশবর্ণনা।

ভৈরবচন্দ্রের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র রমাকান্ত। রমাকান্তের পুত্র কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র দ্বারকানাথ ও পার্ব্বতীচরণ। দ্বারকানাথের পুত্র মহেন্দ্র, রূপেন্দ্র,—(ইনি একজন বি, এল, উকীল), ভূপেন্দ্র, নগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র প্রফুল্ল, গোপাল, বিজয় ও একটী শিশু। প্রফুল্লর দুইটী পুত্র।

রূপেন্দ্রের পুত্র যতীন্দ্র, সত্যেন্দ্র,—(ইনি একজন মোক্তার), মণীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও হীরেন্দ্র। যতীন্দ্রের পুত্র প্রদ্যোত-কুমার। যতীন্দ্র এম, এ, বি, এল। ভূপেন্দ্রের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। সুরেন্দ্রের পুত্র নিমাই। পার্ব্বতীর পুত্র অক্ষয় ও ননী। অক্ষয়ের দুইটী পুত্র—অজিৎ ও অপরটীর নাম অজ্ঞাত।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক ধরণীধর ও গদাধর আচার্য্যের বংশবর্ণনা।

ধরণীধর ও গদাধর ভ্রাতৃদ্বয় এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ধরণীধরের পুত্র তারক ও বিহারী। তারকের পুত্র হরি ও কানাই। বিহারীর পুত্র বসন্ত, বলাই, রাম ও ভীষ্ম।

গদাধরের পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথের পুত্র যামিনী ও নলিনী।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন,—ইঁহার পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র গৌর, রামচাঁদ ও হারাণ। গৌরের পুত্র মহেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র অভয়া। অভয়ার পুত্র অশ্বিনী। অশ্বিনীর পুত্র অজিৎ ও অধীর।

রামচাঁদের পুত্র বেণীমাধব। বেণীমাধবের পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও শরৎ। পূর্ণর পুত্র অনুকূল, তারাপদ ও প্রবোধ। শরতের পুত্র সুধীর, জীতেন, সুবোধ ও একটী শিশু।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রামনারায়ণ উপাধ্যায়ের বংশবর্ণনা।

রামনারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীনাথ উপাধ্যায়। শ্রীনাথের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র রামোত্তম।

রামোত্তমের পুত্র গঙ্গাধর ও কৈলাস। গঙ্গাধরের পুত্র অভয়চরণ। অভয়চরণের পুত্র প্রভাত, নরেন্দ্র, অরবিন্দ ও নির্ম্মল। কৈলাসের পুত্র মহানন্দ,—ইঁহার পুত্র ননী, কালী, হরি, কামিক্ষা ও বিনয়।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন তিতুরাম এই গ্রামে বাস করেন,—তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্য। ত্রৈলোক্যের পুত্র বিধুভূষণ।

সংগ্রামপুর।

এই গ্রামটী বসিরহাট সবডিভিজনের অন্তর্গত। মজিলপুর হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন,—ইঁহার পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র রামশঙ্কর। রামশঙ্করের পুত্র রামতনু। রামতনুর পুত্র রামকিঙ্কর। রামকিঙ্করের পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র রামকমল। রামকমলের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র রামভদ্র। রামভদ্রের পুত্র শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের পুত্র নীলকমল, রামধন, পদ্মলোচন ও রাজীবলোচন।

নীলকমলের পুত্র রাইনাথ, রসিক, রামব্রহ্ম ও কালিদাস। রসিকের পুত্র অরবিন্দ। রামব্রহ্মের পুত্র বিজয় ও প্রফুল্ল। বিজয়ের পুত্র নন্দ। প্রফুল্লর পুত্র শিবদাস, শম্ভুদাস ও সত্যদাস। কালিদাসের পুত্র ফণী, বীরেন্দ্র ও কিশোরী। ফণীর পুত্র রবীন্দ্র ও গিরীন্দ্র।

রামধনের পুত্র বংশীধর, দীননাথ ও শ্যামাচরণ। বংশীধরের পুত্র অশ্বিনী। অশ্বিনীর পুত্র নগেন্দ্র ও নিরাপদ। নগেন্দ্রের পুত্র অজিৎ।

দীননাথের পুত্র পুলিন, নিশিভূষণ ও সুরেন্দ্র। পুলিনের পুত্র হীরালাল, অতুলকৃষ্ণ, ভূধর ও নরেন্দ্রনাথ। অতুলের পুত্র হারাণ। নিশিভূষণের পুত্র শৈলেন্দ্র, কানাইলাল ও সুশীল। শৈলেন্দ্রের পুত্র পরেশনাথ।

শ্যামাচরণের পুত্র কালীপদ, অধর ও যতীন্দ্র। কালীপদর পুত্র অখিল ও অমূল্য। অখিলের পুত্র কার্ত্তিক। অধরের পুত্র নন্দদুলাল, রেবতী ও অভিমন্যু।

পদ্মলোচনের পুত্র অবিনাশ। অবিনাশের পুত্র ভূপতি।

আড়বালিয়া।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের বংশবর্ণনা।

নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের পুত্র মোহন, জানকীনাথ বিদ্যারত্ন ও শ্রীহরি। মোহনের পুত্র মহিম ও জগৎ। মহিমের পুত্র বিনোদ। বিনোদের পুত্র কালী ও তারা। জগতের পুত্র চারু ও প্রবোধ। চারুর পুত্র জয়দেব ও বিশ্বনাথ। প্রবোধের পুত্র দীনেশ, প্রকাশ, সুহাস, সুকেশ, ললিত ও বিলু।

জানকীনাথ একজন মান্যগণ্য অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রবিচারে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইত। অধ্যাপক-সমাজে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। জানকীনাথের পুত্র রজনী ও কৃষ্ণনাথ (মঙ্গল)। রজনীনাথ পিতার ন্যায় উচ্চ-অঙ্গের অধ্যাপক না হইলেও পিতৃমর্য্যাদা সংরক্ষণে অক্ষম ছিলেন না। তিনি শিক্ষিত, যজন-যাজনশীল ও সামাজিক লোক ছিলেন। ইঁহার পিতার ন্যায় ইঁহাকেও সকলে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। রজনীনাথের পুত্র অমরনাথ, মণীন্দ্রনাথ (দাসু) ও উপেন্দ্রনাথ (নন্তু)। অমরনাথের পুত্র খাঁদা, যতীন, নেদা ও ভোঁদা। মণীন্দ্রনাথের পুত্র ধীরেন্দ্র। উপেন্দ্রনাথের পুত্র সন্তোষ। কৃষ্ণনাথের পুত্র শৈল ও লাড়ু।

শ্রীহরির পুত্র দুর্গা ও প্রেমবিলাস। প্রেমবিলাসের পুত্র পাঁচু ও পান্না।

রাজারাম ভট্টাচার্য্যের বংশবর্ণনা।

রাজারামের পুত্র শ্যামরাম। শ্যামরামের পুত্র ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র রামগতি। রামগতির পুত্র প্রসন্ন ও উমাচরণ। প্রসন্নর পুত্র সুরেশ্বর, শরচ্চন্দ্র, কুমুদেন্দু, স্বর্ণেন্দু, মোহিত ও কিশোরীমোহন। সুরেশ্বরের পুত্র বিভূতি ও ব্যোমকেশ। বিভূতির মন্মথ ও মনোরঞ্জন প্রভৃতি চারি পুত্র। বিভূতি কলিকাতাবাসী। শরতের এক পুত্র হিরণ্ময়। কুমুদের পুত্র কানাইলাল, সুবল, পাঁচুগোপাল ও একটী শিশু। স্বর্ণেন্দুর তিন পুত্র সচ্চিদানন্দ, দেবীপ্রসাদ ও পার্ব্বতী,—ইঁহারাও কলিকাতাবাসী। মোহিতের পুত্র কৃষ্ণদুলাল। কিশোরীমোহনের পুত্র রাজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রলাল। উমাচরণের পুত্র অবিনাশ ও উপেন্দ্রনাথ। অবিনাশের পুত্র সচীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনারায়ণ।

স্বরূপনগর।

কুশিক-গোত্রীয় কুলীন রামসন্তোষ ভট্টাচার্য্যের বংশবর্ণনা।

রামসন্তোষের পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র হরিহর। হরিহরের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র সত্যচরণ, বিভূতি, অনিল, সুধীর ও সুকুমার।

গার্গ-গোত্রীয় মৌলিক বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

বৈকুণ্ঠের পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র রামরূপ।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর বংশবর্ণনা।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর পুত্র পাগল। পাগলের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র ভগবান। ভগবানের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র রাম, ব্রজ, ঘনশ্যাম, ত্রৈলোক্য ও ভুবন। রামচন্দ্রের পুত্র কালী ও সতীশ। সতীশের পুত্র নিশিভূষণ। ত্রৈলোক্যের পুত্র হরসিত।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের বংশবর্ণনা।

দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামপ্রাণ। রামপ্রাণের পুত্র প্রিয়নাথ ও কেদারনাথ। প্রিয়নাথের পুত্র যতীন, নগেন, অমূল্য ও শচীভূষণ। যতীনের পুত্র হরিপদ, নিরাপদ, তারাপদ ও রামপদ। নগেনের পুত্র গুরুদাস।

কেদারের পুত্র বিভূতি। বিভূতির পুত্র হারাধন।

সালিপুর।

এই গ্রামটী হাড়োয়া পোষ্ট অফিসের অধীন। এই গ্রামে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের গোত্র কাশ্যপ এবং ইঁহারা মৌলিক। বারুইপুর গ্রামের পাঠকেরা ইঁহাদের জ্ঞাতি। কমলাকান্ত পাঠক

হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কমলাকান্তের পুত্র আত্মারাম। এই আত্মারামই বারুইপুর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। আত্মারামের পুত্র রামচন্দ্র, শ্রীহরি, নরহরি ও ত্রিলোক। রামচন্দ্রের পুত্র রাজচন্দ্র, কাশীনাথ, কালিদাস ও গোপাল। রাজচন্দ্রের পুত্র যাদব ও রামতারণ। যাদবের পুত্র রামলাল। রামতারণ নিঃসন্তান।

কাশীনাথের পুত্র উমেশ ও প্রিয়নাথ। উমেশ ও প্রিয়নাথ উভয়েই নিঃসন্তান।

কালিদাসের পুত্র কেদারনাথ, প্যারিমোহন, অঘোরনাথ ও তারকনাথ। কেদারনাথের পুত্র বিপিন, পূর্ণ ও সতীশ। বিপিনের পুত্র সুরেশ, পরেশ, গৌর ও অনিল। সতীশ একজন বি, এল, উকীল।

পূর্ণর পুত্র বীরেন্দ্র ও একটী শিশু।

সতীশের পুত্র রামগোবিন্দ ও একটী শিশু।

প্যারিমোহনের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ ও হেমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সুশীল ও সন্তোষ।

বিজয়কৃষ্ণের পুত্র নাই ; চারিটী কন্যা—সুধাংশু, সরস্বতী, সরযূবালা ও বাসন্তী।

বিনয়কৃষ্ণের তিনটী কন্যা—উমাশশী, কমলা ও বিমলা।

হেমচন্দ্রের পুত্র ইন্দুভূষণ।

অঘোরনাথের পুত্র অতুল ও অনুকূল। অতুলের একটী কন্যা। অনুকূলের পুত্র অনিল, সুনীল ও সুধাংশু।

শ্রীহরির পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ নিঃসন্তান।

নরহরির পুত্র গোলোকনাথ। গোলোকনাথের পুত্র বিনোদ। বিনোদের পুত্র ননী ও হরিপদ।

ত্রিলোকের পুত্র বিশ্বনাথ ও দুর্গারাম। বিশ্বনাথের পুত্র রামরতন, শম্ভু, কৈলাস, গণেশ, গোপাল ও ভূতনাথ। রামরতনের পুত্র গঙ্গাধর ও রামচন্দ্র। গঙ্গাধর নিঃসন্তান। রামচন্দ্রের পুত্র মন্মথ ও নবকুমার। মন্মথ নিঃসন্তান। নবকুমার কলিকাতাবাসী।

শম্ভুর পুত্র নৃত্যগোপাল, দ্বারিকানাথ, আশুতোষ, ভবতোষ ও শশী। নৃত্য ও দ্বারিক নিঃসন্তান।

আশুর পুত্র জীতেন্দ্র, নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্র। জীতেন্দ্রের পুত্র ভোলানাথ ও একটী শিশু। নরেন্দ্রের কন্যা রেণুকা।

ভবতোষের পুত্র নীরদ। শশীর পুত্র হাবু ও কালীকৃষ্ণ।

কৈলাস নিঃসন্তান।

গণেশের পুত্র ফটিক, যতীন্দ্র ও সুরেশ। ফটিকের পুত্র লালমোহন ও একটী শিশু। যতীন্দ্রের একটী পুত্র ও সুরেন্দ্রের তিন পুত্র—সন্তোষ, হারাধন ও গোবর্দ্ধন।

গোপালের পুত্র ননীলাল ও ভদ্রেশ্বর। ননীলালের পুত্র অজিত ও নিতাই। ভদ্রেশ্বরের পুত্র সন্তোষ ও নবকুমার। ভূতনাথ নিঃসন্তান।

দুর্গারামের পুত্র মহেশ, চণ্ডীচরণ, দেবনারায়ণ ও বিদ্যাধর। মহেশের পুত্র সাগর। সাগরের পুত্র চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের পুত্র চারু, হীরালাল, গজেন্দ্রনাথ ও গোপাল।

চণ্ডীচরণের পুত্র সারদা, অন্নদা ও বসন্ত। সারদার পুত্র কালীপদ ও রঘুনাথ (উমাপদ)। কালীপদর পুত্র বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নিতাই ও নিমাই। রঘুনাথের পুত্র চৈতন্য। অন্নদার পুত্র পটল (মনোমোহন) ও লালমোহন। বসন্তের পুত্র বিভূতি ও পায়রা। দেবনারায়ণের পুত্র কেদার ও নবীন। বিদ্যাধর নিঃসন্তান।

ভালুকা।

(পোঃ—মাঝিপাড়া)।

মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক জয়দেব চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করেন;—তাঁহার পুত্রসন্তান নাই, একটীমাত্র কন্যা সুরবালা। নৈহাটীতে সুরবালার বিবাহ হইয়াছিল। এক্ষণে সুরবালার পুত্র কালীপদ চক্রবর্ত্তী মাতামহ জয়দেব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে বাস করিতেছেন। ইনি বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

কলিকাতা।

এখানে নানাস্থান হইতে অনেক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেরই বংশপরিচয় ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের আদি-নিবাস নিজ নিজ গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশ-পরিচয়ে বিবৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র যাঁহাদের বংশপরিচয় ইতিপূর্ব্বে কথিত হয় নাই, নিম্নে তাঁহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

২৪ পরগণা ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী হাজরাবন্দ নামক গ্রাম হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। গোপীনাথের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও সদানন্দ শিরোমণি। ক্ষেত্রনাথের পুত্র চন্দ্রনাথ, যতীন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও সতীশ। চন্দ্রনাথের পুত্র মণিমোহন। যতীন্দ্রের পুত্র তুলসী। দেবেন্দ্রের পুত্র তারক। সুরেন্দ্রের পুত্র নন্দ। সদানন্দের কোন পুত্রসন্তান নাই। ইনি একজন বিখ্যাত "কথক" ছিলেন। উল্লিখিত হাজরাবন্দ গ্রামে এখন আর কোন ব্রাহ্মণের বাস নাই।

ভট্টপল্লী হইতে উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কালিদাস কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কালিদাসের পুত্র বিনীতকুমার, বসন্তকুমার ও কৃষ্ণকুমার। বিনীতকুমারের পুত্র শৈলেন্দ্র, তুলসী, বুদ্ধদেব ও একটী শিশু। বসন্তকুমারের পুত্র বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর। কৃষ্ণকুমারের পুত্র শ্যামাপদ ও বামাপদ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভালুকঘর গ্রামে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের আদি-নিবাস। ইনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন;—ইঁহার পুত্র সারদাচরণ। সারদাচরণের পুত্র গোপাল, ক্ষেত্রপাল ও ছোট ক্ষেত্রপাল;—ইঁহারা দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। গোপালের পুত্র কালীপ্রসন্ন, বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদচন্দ্র। কালী-প্রসন্ন শ্যামপুকুরে বাস করেন। বিনোদের পুত্র নীলরতন ও দুলালচন্দ্র। নীলরতনের পুত্র জগদীশ ও সত্যশরণ। ক্ষীরোদচন্দ্রের পুত্র তারাকিঙ্কর ও ভবানীকিঙ্কর। ক্ষেত্রপালের পুত্র নীরদবরণ, ভূতনাথ, পশুপতি ও আশুতোষ। নীরদবরণের দুইটী পুত্র। ভূতনাথের একটী পুত্র। ছোট ক্ষেত্রপালের দুইটী পুত্র মতি ও অপরটীর নাম অজ্ঞাত,—ইঁহারা কলিকাতায় বাস করেন।

বহড়ু নিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক কালীনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র যদুনাথ ও শ্যামাচরণ। যদুনাথ নিঃসন্তান। শ্যামাচরণ কলিকাতায় বাস করেন;—তাঁহার পুত্র হরিপদ ও ফুটবিহারী। হরিপদর পুত্র কার্ত্তিক। ফুটবিহারীর পুত্র গণেশ।

ভবানীপুর।

এখানে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বংশপরিচয় তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহাদের বংশপরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

ময়দানিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন সহস্ররাম পাঠকের প্রপৌত্র শ্রীনাথ পাঠকের দ্বিতীয় পুত্র মন্মথনাথ সরস্বতী কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিরাজকৃষ্ণ, প্রফুল্ল, শৈলেন, ভোলানাথ জ্যোতীশ-শাস্ত্রী, পরাশর, সচীন ও রবীন। বিরাজকৃষ্ণের পুত্র বিমলকৃষ্ণ। মন্মথনাথের তৃতীয় ভ্রাতা গৌরমোহনের পুত্র চুণীলাল (চণ্ডীচরণ) ও কালীচরণ। মন্মথনাথের চতুর্থ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র নিঃসন্তান ;—ইহাঁদের সমস্ত বংশপরিচয় ময়দা গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে।

ময়দানিবাসী কাণ্বায়ন-গোত্রীয় বংশজ রাধানাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র কালীধন, শশিভূষণ, প্রসন্নকুমার, বঙ্কিম ও জ্ঞানেন্দ্র। কালীধনের পুত্র যতীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের হরিদাস প্রভৃতি তিন পুত্র। শশিভূষণের পুত্র সতীশ, সচীপতি, হরেন্দ্র, সন্তোষ ও অনিল। সতীশের পুত্র সুধীর। সচীপতির পুত্র গোপাল, ধনগোপাল, প্রফুল্ল ও একটী শিশু। প্রসন্ন-কুমারের পুত্র শ্যামলাল, বসন্ত, পূর্ণ, শৈলেন ও কানাই। শ্যামলালের পুত্র শম্ভু ;—ইহাঁরা প্রথমতঃ ময়দা হইতে মজিলপুরে গিয়া মাতামহের বাটীতে বাস করেন ; এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

মনোহরপুকুর।

এখানে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বংশপরিচয় তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহাদের বংশপরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

হরিনাভিনিবাসী গৌতম-গোত্রীয় কুলীন প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য এক্ষণে এখানে বাস করিতেছেন ;— ইহাঁর পুত্র ইন্দুভূষণ, হরিভূষণ ও কালীভূষণ। ইন্দুভূষণের পুত্র বিভূতি ও অবনী।

যশোহর

ভালুকঘর।

পূর্ব্বে এই ভালুকঘর গ্রামে দাক্ষিণাত্য-বৈদিকশ্রেণীস্থ কয়েকজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক বাস করিতেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে দেশ-বিদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া কৃতবিদ্য হইয়া চলিয়া যাইতেন। সেই সকল অধ্যাপকের বিদ্যাবত্তার সুনাম দেশ-দেশান্তরের অন্যান্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের নিকটও সাদরে কীর্ত্তিত হইত। কালে তাঁহাদিগের তিরোধানের সহিত তাঁহাদিগের চতুষ্পাঠীগুলি এবং অনেকের বংশ পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে যে কয়েক ঘরের এখনও অস্তিত্ব আছে এবং এই গ্রামেই বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন বেদধর ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

আসীদ্বেদধরশ্চৈব সাক্ষাদ্দেব প্রজাপতিঃ। তস্মাৎ বংশস্য বিস্তারো প্রবরস্ত্রিতয়ান্বিতঃ॥
তস্য পত্নী চ সাবিত্রী সুব্রতা সুপতিব্রতা। সনাতনো মহাভাগঃ দেবরূপী ন সংশয়ঃ॥
সনাতনস্য দ্বৌ পুত্রৌ কংসারির্ম্মধুসূদনৌ। রোহিণ্যাং রামচন্দ্রোঽভূৎ ত্রেতায়াং রামচন্দ্রবৎ॥
আবর্ত্তনক্রৈর্ভয়দৈর্নির্জলো "নদ-ভদ্রকঃ"। রামচন্দ্রস্য দ্বে ভার্য্যে সিতাপর্ণা চ সুব্রতা॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম্না চ যং হি কাশীশ্বরো বদেৎ। তৃতীয়ো রুদ্রনামা চ রুদ্রবৎ চণ্ডবিক্রমঃ॥
রাজেন্দ্রশ্চ কনিষ্ঠো হি দেবেন্দ্র গুরুবৎ সুধীঃ। সর্ব্বে বেদবিদঃ শুদ্ধা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শাস্ত্রবিত্তমাঃ॥
বৈদিকস্য কুলশ্রেষ্ঠো ঘৃতকৌশিক গোত্রজঃ। ঘৃতকৌশিকমাখ্যাং হি বিশ্বামিত্রো হি দেবরাট্॥
তস্যাং জাতঃ সুতঃ শ্রীমান্ সাক্ষাদ্দেবসনাতনঃ। তৎপত্নী চাম্বিকা নাম্নী বশিষ্ঠারুন্ধতী যথা॥
কংসারে রোহিণী পত্নী চন্দ্রস্য রোহিণী যথা। যস্য ক্রোধলবেনৈব "সমুদ্র ইব ভদ্রকঃ"॥
গুরুত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ "চক্রবর্ত্তী গুরোরভূৎ"। অপর্ণায়াশ্চ চত্বারঃ সিতায়াঃ রঘুরাঘবৌ॥
গঙ্গাধর দ্বিতীয়শ্চ গঙ্গাধর ইব ক্ষিতৌ। চতুর্থো রঘুনামা চ পঞ্চমো রাঘবস্তথা॥—
—ষষ্ঠেতে দেবতুল্যো হি বাঞ্ছাকল্পতরূপমা॥

বেদধরের স্ত্রী সাবিত্রী, পুত্র সনাতন। সনাতনের স্ত্রী অম্বিকা। পুত্র কংসারি ও মধুসূদন। কংসারির স্ত্রী রোহিণী, পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের স্ত্রী সিতা (গৌরবর্ণা) ও অপর্ণা, পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গাধর, রুদ্র, রঘু, রাঘব ও রাজেন্দ্র। তন্মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম সিতার গর্ভজাত এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ অপর্ণা দেবীর গর্ভজাত। রামচন্দ্র সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এদেশে ইনি গুরু-চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন,—তাঁহার নামে কয়েকটী কিংবদন্তী শুনা যায়। নিম্নে তাহার দুই একটী বিবৃত হইল :—

১। ভালুকঘরের এক মাইল দূরে মৃজানগর নামে একটী গ্রাম আছে। পূর্ব্বে সেখানে (মৃজানগরে) মুর্শীদাবাদের নবাব মুর্শীদকুলী খাঁর একটী কেল্লা ছিল। ঐ কেল্লার ভগ্নাবশেষ এবং একটী বৃহৎ কামান অদ্যাপিও সেখানে পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কেল্লাদারের সহিত গুরু-চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন প্রয়োজনসূত্রে সাক্ষাৎ হয়।

গুরু-চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রত্যাগমন সময়ে কেল্লাদার তাঁহাকে “সেই দিন কোন্ তিথি” জিজ্ঞাসা করেন। সেদিন অমাবস্যা তিথি ছিল; কিন্তু ভ্রমক্রমে উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখ হইতে “অমাবস্যার” স্থলে “পূর্ণিমা” এই কথাটী বাহির হইয়া পড়ে। কেল্লাদার তাঁহার কথায় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে নজরবন্দী রাখেন। তৎপরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা কেল্লাদারকে পূর্ণচন্দ্র দেখান। কেল্লাদার তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হন এবং তিনি কি প্রার্থনা করেন, জিজ্ঞাসা করায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার জপ-তপের জন্য গঙ্গাতীরে একটু ভূমি প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গঙ্গাতীরে (বর্ত্তমান নৈহাটী গ্রামে) যে জমিটুকু তিনি প্রাপ্ত হয়েন, সেইখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। গুরু-চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই গঙ্গাতীরে (নৈহাটী গ্রামে) আসিয়া বাস করা ঘটে নাই। তাঁহার ছয়টী পুত্র ছিল,—শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গাধর রুদ্র, রঘু, রাঘব ও রাজেন্দ্র। তন্মধ্যে তাঁহার চতুর্থ পুত্র রঘুই তাঁহার নিকট হইতে সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রঘুই পরে “বিদ্যানিবাস” ঠাকুর নামে পরিচিত হন। তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গঙ্গাতীরে (নৈহাটী গ্রামে) জপ-তপ করিতেন। সেই স্থানটী জপের স্থান বলিয়া তথায় কেহ ঘর-বাড়ী করেন নাই ;—বরাবরই পতিত অবস্থায় ছিল। অধুনা জনৈক কায়স্থ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উহা খরিদ করিয়া সেই স্থানে বাগান করিয়াছেন। বিদ্যানিবাস ঠাকুর তান্ত্রিক ছিলেন ;—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত “জগমোহন” নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণের দ্বারা পালাক্রমে সেবিত হইতেছেন।

২। একদিন গুরু-চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভালুকঘরের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন। সেই ঘাটে একটী সুন্দরী যুবতীও স্নান করিতেছিল। জনৈক মুসলমান নাবিক দূর হইতে ঐ যুবতীকে দেখিতে পাইয়া কু-অভিপ্রায়ে তাহার দিকে নৌকা চালাইয়া আসিতে থাকে। যুবতীও নাবিকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পার্শ্বস্থিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা সেই নদীতে হঠাৎ একটী “চড়া” সৃষ্টি করেন। নাবিক আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া, ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। যুবতী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে প্রায় প্রহরেক পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকে। পরে গৃহে যাইয়া গ্রামস্থ সকলের নিকট ঐ ঘটনার কথা প্রকাশ করে। উক্ত চড়াটী অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশবর্ণনা।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র কাশীশ্বর। কাশীশ্বরের পুত্র ব্রজরাম, রামরাম, বিষ্ণুরাম ও আনন্দরাম। ব্রজরামের পুত্র মাণিকচন্দ্র। মাণিকচন্দ্রের পুত্র দেবনারায়ণ। দেবনারায়ণের পুত্র রামরূপ, মহিম (মহেন্দ্র), কৈলাস ও পুরুষোত্তম। মহেন্দ্রের পুত্র রামসেবক ও শশিভূষণ। রামসেবকের পুত্র অন্নদা, অবিনাশ, হরি ও ধীরেন্দ্র ;—ইঁহারা মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে বাস করিতেছেন।

রামরামের পুত্র গোলোকনাথ। গোলোকনাথের পুত্র রাধাকিশোর। রাধাকিশোরের পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র পঞ্চানন ও বাদল।

বিষ্ণুরামের পুত্র রতনমণি। রতনমণির পুত্র কৃষ্ণগতি। কৃষ্ণগতি নিঃসন্তান

আনন্দরামের পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র বেদব্যাস। বেদব্যাসের পুত্র যাদব। যাদবের পুত্র নিবারণ। নিবারণের পুত্র কালীপদ ও তারাপদ।

দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাধরের বংশবর্ণনা।

গঙ্গাধরের পুত্র বামদেব ও সহদেব। বামদেবের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণের পুত্র রামনিধি। রামনিধির পুত্র বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের পুত্র সীতানাথ ও বরদা। সীতানাথ নিঃসন্তান। বরদার পুত্র বিপিন, মন্মথ, শরৎ ও সুরেন্দ্র। মন্মথর পুত্র সুধীর। শরতের পুত্র সিদ্ধেশ্বর। সুরেন্দ্রের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত।

সহদেবের পুত্র রামরাম। রামরামের পুত্র আনন্দচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও তিলকচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র রামনাথ। রামনাথের পুত্র নরসিংহ। নরসিংহের পুত্র কৈলাস। কৈলাসের পুত্র রজনী। রজনীর পুত্র যদু। যদুর পুত্র পঞ্চু।

শম্ভুচন্দ্রের পুত্র অভয়রাম, রামশম্ভু ও রামশরণ। অভয়রামের পুত্র তিতুরাম। তিতুরামের পুত্র তারক। তারকের পুত্র ভুবন ও প্রিয়নাথ। ভুবনের পুত্র পঞ্চানন। পঞ্চাননের পুত্র বিজয়। প্রিয়নাথের পুত্র ললিত। ললিতের পুত্র লক্ষ্মণ।

রামশম্ভুর পুত্র রতিকান্ত, জগবন্ধু, মথুরেশ, তারাচাঁদ, দীননাথ ও রামসুন্দর। রতিকান্তের পুত্র রামচরণ। রামচরণের পুত্র রসিক।

জগবন্ধুর কন্যা বিন্দুবাসিনী। বিন্দুবাসিনীর পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের কন্যা বীণাপাণি।

মথুরেশের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র মুনীন্দ্র। মুনীন্দ্রের পত্নী আমোদিনী।

তারাচাঁদ ও দীননাথ নিঃসন্তান।

রামসুন্দরের পুত্র যদুমণি ও বারাণসী। যদুমণির পুত্র অক্ষয় ও কালাচাঁদ। অক্ষয় নিঃসন্তান। কালাচাঁদের পুত্র মহিম, কানাই ও উদ্ধব। মহিমের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র সতীশ, শরৎ, ফটিক ও জ্যোতীশ;—ইহাঁরা কড়িয়াখালিতে বাস করিতেছেন।

রামকানায়ের পুত্র মাদার।

উদ্ধবের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র হরিসাধন;—ইহাঁরা, বর্দ্ধায় বাস করিতেছেন।

বারাণসীর কন্যা মাতঙ্গিনী। মাতঙ্গিনীর পুত্র দুর্লভ;—ইনি কাশ্যপ-গোত্রীয়।

রামশরণের পুত্র কৃষ্ণহরি। কৃষ্ণহরির কন্যা চাঁদমণি। চাঁদমণির পুত্র শশিশেখর। শশিশেখরের পুত্র অক্ষয় ও নবীন। অক্ষয়ের পুত্র বিভূতি। বিভূতির একটী শিশু;—ইহাঁরা কাত্যায়ন-গোত্রীয় ও কুলীন।

তিলকচন্দ্রের পুত্র রামসাগর ও রামোত্তম। রামসাগরের পুত্র শ্রীনিবাস ও রামসর্ব্বস্ব। শ্রীনিবাসের পুত্র অমৃত। অমৃতের পুত্র কালীপদ। কালীপদর একটী শিশু। রামসর্ব্বস্বর পুত্র নাই, কন্যা সুপ্রভা। সুপ্রভার পুত্র বিনোদ।

রামোত্তমের পুত্র রাজীব নিঃসন্তান।

তৃতীয় পুত্র রুদ্রের বংশবর্ণনা।

রুদ্রের পুত্র হরিদাস, কৃষ্ণদাস, রামদাস ও বিষ্ণুদাস। হরিদাসের পুত্র কালীচরণ। কালীচরণের পুত্র স্বরূপচন্দ্র। স্বরূপচন্দ্রের কন্যা কামিনী, পুত্র—উমাচরণ, মহিম, দীননাথ, নাড়ীমোহন ও শ্যামাচরণ। কামিনীর পুত্র গোলোক। গোলোক নিঃসন্তান। উমাচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র সিদ্ধেশ্বর, তারাপদ ও বিষ্ণুপদ। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র ভূতনাথ। তারাপদর পুত্র বিনয়কৃষ্ণ;—ইহাঁরা পতেঙ্গালিতে বাস করিতেছেন।

মহিমের কন্যা সন্ধ্যামণী। সন্ধ্যামণীর পুত্র পটেশ্বর।

শ্যামাচরণের কন্যা সৌদামিনী। সৌদামিনীর পুত্র হীরালাল।

নাড়ীমোহনের পুত্র বাসুদেব স্মৃতিতীর্থ;—ইনি বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যপুর জ্ঞানতরঙ্গিণী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। বাসুদেবের দুই পুত্র।

কৃষ্ণদাসের পুত্র রামানন্দ। রামানন্দের পুত্র হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র মুকুন্দরাম। মুকুন্দরামের পুত্র শশিশেখর। শশিশেখরের পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র রবীন্দ্র, হরিভূষণ ও বিষ্ণুভূষণ;—ইহাঁরা বায়সা গ্রামে বাস করিতেছেন।

রামদাসের পুত্র শ্যামানন্দ। শ্যামানন্দের পুত্র কৃষ্ণচরণ ও রাধাচরণ। কৃষ্ণচরণের পুত্র রামকানাই। রামকানায়ের

পুত্র আশুতোষ। রাধাচরণের পুত্র গৌরচন্দ্র ও কমলাকান্ত। গৌরচন্দ্রের পুত্র অম্বিকাচরণ। অম্বিকাচরণের পুত্র বৃন্দেশ্বর। কমলাকান্তের পুত্র চন্দ্রনাথ, বেচারাম ও মথুর। চন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। বেচারামের পুত্র বিপ্রদাস। মথুরের পুত্র ভবদেব। ভবদেবের পুত্র হরিপদ। বিষ্ণুদাস নিঃসন্তান।

চতুর্থ পুত্র রঘুর বংশবর্ণনা।

রঘুর পুত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র বিষ্ণুচরণ। বিষ্ণুচরণের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র শীতল। শীতলের পুত্র ত্রিলোচন ও রামলোচন। ত্রিলোচনের পুত্র ভৃগুরাম। ভৃগুরামের পুত্র উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র চারু ও সুধীর।

রামলোচনের পুত্র দুর্গাপতি ও কালীনাথ। দুর্গাপতির স্ত্রী সৌদামিনী। কালীনাথের পুত্র সুখময় ও মাদার। সুখময় নিঃসন্তান। মাদারের পুত্র নৃত্যগোপাল ও মদন। নৃত্যগোপালের পুত্র ঝণ্টু।

পঞ্চম পুত্র রাঘবের বংশবর্ণনা।

রাঘবের পুত্র গণেশ ও ভৈরবানন্দ। গণেশের পুত্র বিষ্ণুরাম। বিষ্ণুরামের পুত্র রূপরাম, শ্যামানন্দ, হরানন্দ ও রামকানাই। রূপরামের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও রামসুন্দর। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুঞ্জবিহারী, চন্দ্রনাথ ও কালীনাথ। কুঞ্জবিহারীর পুত্র যোগেন্দ্র।

চন্দ্রনাথের পুত্র যদুনাথ, কেদারনাথ ও নন্দ;—ইঁহারা কাশীতে বাস করিতেছেন।

কালীনাথের পুত্র মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। দেবেন্দ্রের পুত্র পাঁচু।

রামসুন্দরের পুত্র ফকিরচাঁদ।

শ্যামানন্দের পুত্র মহেশচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। মহেশচন্দ্রের পুত্র শম্ভুচন্দ্র;—ইনি নিঃসন্তান। শিবচন্দ্রের পুত্র গগন। গগনের পুত্র যাদব ও অঘোর। যাদবের পুত্র রাধানাথ;—ইনি নিঃসন্তান। অঘোরের পুত্র হরিগোপাল। হরিগোপালের পুত্র অনন্ত।

হরানন্দের পুত্র ভবানন্দ। ভবানন্দের পুত্র রাজকৃষ্ণ, গৌরকৃষ্ণ, রামধন ও গিরিধন। রাজকৃষ্ণের পুত্র রাসবিহারী। রাসবিহারীর পুত্র ফণিভূষণ ও ননীভূষণ। ফণিভূষণের পুত্র চারু ও হরি। চারুর পুত্র মঙ্গল।

গৌরকৃষ্ণের পুত্র দেবচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র। দেবচন্দ্রের কন্যা মৃণালিনী। শরচ্চন্দ্র নিঃসন্তান।

রামধন ও গিরিধন নিঃসন্তান।

রামকানায়ের পুত্র শ্যামকানাই। শ্যামকানায়ের পুত্র আদিত্য ও কৃষ্ণমোহন। আদিত্যের কন্যা কৈলাসকামিনী। কৈলাসকামিনীর পুত্র পরেশ। পরেশের পুত্র বৈদ্যনাথ ও তারকনাথ;—ইঁহারা গৌতম-গোত্রীয় মৌলিক।

কৃষ্ণমোহনের পুত্র সারদাচরণ ও বঙ্কবিহারী। বঙ্কবিহারীর পুত্র অন্নদা;—ইঁহারা সাঁড়াপুল গ্রামে বাস করেন। সারদাচরণের পুত্রগণ কলিকাতায় বাস করেন।

ভৈরবানন্দের পুত্র গৌরীচরণ। গৌরীচরণের পুত্র রুক্মিণীকান্ত, রামরতন ও গুরুপ্রসাদ। রুক্মিণীকান্তের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র তিনকড়ি ও বিধুভূষণ। তিনকড়ির কন্যা পঞ্চাননী। বিধুভূষণ নিঃসন্তান।

রামরতনের পুত্র জয়মঙ্গল। জয়মঙ্গলের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নর পুত্র কালিদাস ও রাখাল। কালিদাসের পুত্র পঞ্চানন। পঞ্চাননের পুত্র কানাই ও বলাই। রাখালের পুত্র ফণিভূষণ।

গুরুপ্রসাদের পুত্র রামদয়াল। রামদয়ালের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথ নিঃসন্তান।

কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রের বংশবর্ণনা।

রাজেন্দ্রের পুত্র রাধাকান্ত ও কালীশঙ্কর। রাধাকান্তের পুত্র শ্রীকণ্ঠ, রামকিশোর ন্যায়পঞ্চানন, শূলপাণি ও কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকণ্ঠ অপুত্রক ;—কন্যা তিলোত্তমা। তিলোত্তমার পুত্র রামরূপ, হরপ্রসন্ন ও অঘোর।

রামকিশোর ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র ভবানীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি। ভবানীচরণের পুত্র সূর্য্যদেব তর্কসিদ্ধান্ত। সূর্য্যদেবের পুত্র দুর্ব্বাসা, তেজোময় ও আগমবাগীশ ন্যায়বাগীশ। দুর্ব্বাসার পুত্র মতিময়। মতিময়ের পুত্র বিরিঞ্চি। বিরিঞ্চির পুত্র পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ও ন-কড়ি। তেজোময়ের পুত্র ধ্রুবময়। ধ্রুবময়ের কন্যা অম্বিকাময়ী।

আগমবাগীশ ন্যায়বাগীশের পুত্র যজ্ঞেশ্বর বিদ্যারত্ন। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের পুত্র সন্তোষ ও নরেন্দ্র। সন্তোষের পুত্র পরিতোষ।

শূলপাণির পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র রাজেশ্বর। রাজেশ্বরের পুত্র আত্মারাম ও কেদার। আত্মারামের পুত্র রসিক ;—ইনি নিঃসন্তান। কেদারের পুত্র বিধুভূষণ। বিধুভূষণের পুত্র সুধাংশু।

কৃষ্ণানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দ ও মাধবানন্দ। মাধবানন্দের পুত্র পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের পুত্র অন্নদা। অন্নদার কন্যা আমোদিনী। আমোদিনীর পুত্র পাঁচু ও নাচু। (সর্ব্বানন্দ করিমালীতে গিয়া বাস করেন)।

কালীশঙ্করের পুত্র শ্রীরাম, গঙ্গাপ্রসাদ, মহেশ্বর ও হরিদাস। শ্রীরামের পুত্র রামরাম। রামরামের পুত্র কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের পুত্র গুণানন্দ। গুণানন্দের পুত্র নিমচাঁদ। নিমচাঁদের পুত্র গোবর্দ্ধন।

গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের পুত্র বদনচন্দ্র। বদনচন্দ্রের পুত্র জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতির্ম্ময়ের পুত্র ভূপতি। ভূপতির পুত্র গণেশ।

মহেশ্বরের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র কুড়ন। কুড়নের পুত্র যাদব। যাদব নিঃসন্তান।

হরিদাসের পুত্র দেবীদাস। দেবীদাসের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র নাই,—কন্যা সুশীলা। সুশীলার পুত্র হরদেব ও বাসুদেব। হরদেবের পুত্র কৃষ্ণমঙ্গল। কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র হারাধন ;—ইঁহারা গৌতম-গোত্রীয় কুলীন।

এই ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়গণ নানা স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের কতক ধারাবাহিক বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় মৌলিক।

এই গ্রামে কাত্যায়ন-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। অযোধ্যারাম ও আনন্দীরাম এই দুই ভ্রাতা হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে ;—ইঁহাদের উপাধি যাজ্ঞিক।

অযোধ্যারামের পুত্র নীলকণ্ঠ ও রামসুন্দর (ষষ্ঠীবর)। নীলকণ্ঠের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র গিরীশ, মদন, শ্রীনাথ ও উমেশ।

গিরীশের পুত্র প্রসন্নকুমার। প্রসন্নর পুত্র মন্মথ, ভোলানাথ ও সতীশ। মন্মথর পুত্র শিবনাথ ও নারায়ণ। ভোলানাথের পুত্র তারকনাথ। রামসুন্দর ইছাপুরে বাস করেন।

আনন্দীরামের পুত্র গৌরমোহন। গৌরমোহনের পুত্র হলধর। হলধরের পুত্র বিশ্বেশ্বর, মতিলাল ও হীরালাল। বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরিদাস ও লক্ষ্মীনারায়ণ। হরিদাসের পুত্র অমূল্য ও মোহন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র প্রভাস।

মতিলালের পুত্র অরুণ ও সুধাংশু। হীরালালের পুত্র যতীন, রাখাল, শৈলেন, ভূপেন ও চুণী ;—(ইঁহারা কলিকাতায় রামমোহন সাহার লেনে বাস করেন)।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন রামানন্দ চক্রবর্ত্তীর আদি-নিবাস বায়সা। রামানন্দের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র

তিতুরাম। তিতুরামের পুত্র অমৃত। অমৃতের পুত্র পঞ্চানন, পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যকান্ত। পঞ্চাননের পুত্র অনিলকুমার। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র নাই,—কন্যা সুন্দরী।

গৌতম-গোত্রীয় মৌলিক।

কেদারের পুত্র পরেশ। পরেশের পুত্র বৈদ্যনাথ ও তারকনাথ। পরেশ ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় ধামচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র রাঘবের বংশের দৌহিত্র।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন।

কৃষ্ণমঙ্গল ভট্টাচার্য্য গৌতম-গোত্রীয় কুলীন;—ইঁহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। যোগেন্দ্রের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র হারাধন;—ইঁহারা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রের বংশের দৌহিত্র।

কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন।

কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের পুত্র অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য;—ইঁহার পুত্র বিভূতি। শশিশেখর রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাধরের বংশের দৌহিত্র।

হরিনাভিনিবাসী বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রমানাথ চক্রবর্ত্তী শ্বশুরের বিষয় পাইয়া এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

ভেকুটীয়া।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন।

ভেকুটীয়া গ্রামটী যশোহর পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত। এই গ্রামে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে গৌতম-গোত্রীয় কুলীন পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আদি-নিবাস হরিনাভি হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বলরাম ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য। বলরাম ভট্টাচার্য্য নিঃসন্তান ছিলেন। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র মাধবচন্দ্র ও দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র সীতানাথ ও হীরালাল। হীরালাল অপুত্রক। সীতানাথের পুত্র অন্নদাচরণ। অন্নদাচরণের পুত্র ভোলানাথ ও বিশ্বনাথ।

মাধবচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রমোহন, তারকনাথ, কেদারনাথ, কাশীশ্বর ও শিবনাথ। কাশীশ্বরের পুত্র বিমলকান্তি।

গার্গ-গোত্রীয় বংশজ।

গার্গ-গোত্রীয় বংশজ ৺রামনারায়ণ তর্কবাগীশ হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই বংশই চাঁচড়ার রাজপুরোহিত। রামনারায়ণের তিন পুত্র হরিদেব তর্কপঞ্চানন, রামগোবিন্দ ন্যায়রত্ন ও নন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার। হরিদেবের পুত্র গুরুপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদ অপুত্রক,—ইঁহার দৌহিত্র কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—(ইনি পতেঙ্গালী গ্রামে বাস করেন)।

রামগোবিন্দের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র পরেশনাথ। পরেশনাথের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র ভূতনাথ ও অধর।

নন্দকিশোরের পুত্র রূপরাম ন্যায়বাগীশ। রূপরামের পুত্র রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। রামকৃষ্ণের পুত্র (১) চন্দ্রনাথ শিরোমণি, (২) সূর্য্যকান্ত, (৩) প্রাণনাথ, (৪) শ্রীনাথ বিদ্যারত্ন।

(১) চন্দ্রনাথের পুত্র হরনাথ ন্যায়রত্ন, সীতানাথ, ত্রৈলোক্যনাথ তর্করত্ন, উপেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। হরনাথের পুত্র শশিভূষণ। সীতানাথের পুত্র বিষ্ণুদাস। বিষ্ণুদাসের পুত্র মাদারচন্দ্র। ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র অশ্বিনীকুমার, রাজকুমার, সন্তোষকুমার ও পরিতোষকুমার। উপেন্দ্রনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর। যোগেন্দ্রনাথের পুত্র সতীশচন্দ্র ও জ্যোতীশচন্দ্র।

(২) সূর্য্যকান্তের পুত্র সারদাচরণ। সারদাচরণের পুত্র হরিচরণ ও কালিদাস।

(৩) প্রাণনাথের পুত্র মতিলাল।

(৪) শ্রীনাথের পুত্র রামনাথ স্মৃতিরত্ন, শ্যামনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। রামনাথের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত। শ্যামনাথের পুত্র হেরম্বনাথ ও গিরীন্দ্র,—ইঁহারা কুলীনে কন্যাদান ও মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করেন। কুলীনের কন্যা গ্রহণ করেন না।

এই গ্রামে গার্গ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। রামকমল হালদার, তিলক হালদার ও রামরূপ হালদার হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়।

রামকমল হালদারের পুত্র যদুনাথ ও নিবারণ। যদুনাথের পুত্র পদ্মলোচন। নিবারণের পুত্র নিশিকান্ত ও খোকা।

তিলকের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র যোগেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র অধীর।

রামরূপের পুত্র শ্রীশচন্দ্র, নৃত্য ও জগন্নাথ। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র অমূল্য ও গণেশ। জগন্নাথের পুত্র হরিপদ।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত শালিপুর হইতে যাদবচন্দ্র পাঠক এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন,—ইনি কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক। ইহাঁর পুত্র মতিলাল। মতিলালের পুত্র ভোলানাথ ও নবকুমার।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সাঁড়াপুল হইতে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র যামিনীকান্ত ও নলিনীকান্ত। নলিনীকান্তের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র।

পাক্‌দিয়া।

এই গ্রামে গার্গ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গঙ্গাধর হালদার হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গাধরের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র রসিক, সন্তোষ, বিজয়, হরিচরণ, রামচন্দ্র ও খোকা।

পতেঙ্গালী-নিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন মহেন্দ্রনাথের পুত্র কালীপদ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস ভালুকা গ্রামে ছিল।

করিমালী।

এই গ্রামে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ কানাইলাল উপাধ্যায় এক বংশের আদিপুরুষ। কানাইলালের পুত্র গৌরকৃষ্ণ। গৌরকৃষ্ণের পুত্র অক্ষয়। অক্ষয়ের পুত্র পঞ্চানন ও সতীশ। পঞ্চাননের পুত্র হরি। সতীশের পুত্র বিজয়, মাধব, যাদব, শৈলেন্দ্র ও ভৈরব।

গার্গ-গোত্রীয় মৌলিক রামকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—শিব ও রামকানাই। শিবের পুত্র গৌর। গৌরের পুত্র ভবানী। ভবানীর পুত্র শশধর। রামকানায়ের পুত্র প্রেমচাঁদ ও রঙ্গিনচাঁদ। প্রেমচাঁদের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র জীতেন।

রঙ্গিনচাঁদের পুত্র অঘোর। অঘোরের পুত্র তারাপদ ও নিরাপদ। ঐ গোত্রীয় আরও তিন ঘর ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন, তাঁহাদের বংশলতা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—
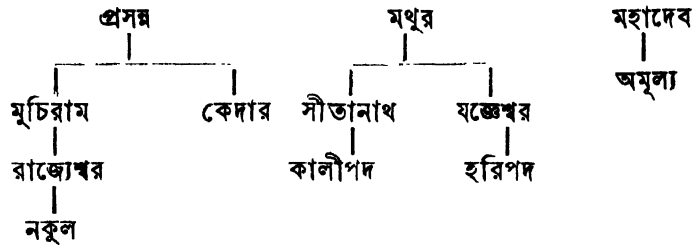
কাত্যায়ন-গোত্রীয় মৌলিক প্যারিমোহন চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করিতেন ; তাঁহার বংশধর এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন। প্যারিমোহনের পুত্র কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের পুত্র আশু। আশুর পুত্র পঞ্চানন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র সর্ব্বানন্দ ও মাধবানন্দ। সর্ব্বানন্দ এই গ্রামে বাস করিতেন। সর্ব্বানন্দের পুত্র ভৈরব। ভৈরবের পুত্র ভীম, নবকুমার ও মথুরানাথ। ভীমের পুত্র রাসবিহারী। রাসবিহারীর পুত্র শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র নিত্য ও ললিত।

মথুরানাথের পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্র ননীগোপাল ও প্রভাস ;—ইহাঁদের আদি-নিবাস ভালুকঘর গ্রামে ছিল।

কড়িয়াখালী।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস ভালুকঘরে ছিল। যদুমণি ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। যদুমণির পুত্র অক্ষয় ও কালাচাঁদ। কালাচাঁদের পুত্র মহিমাচরণ, কানাই ও উদ্ধব। মহিমাচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র শরৎ, সতীশ, ফটিক ও জ্যোতীশ। অক্ষয় নিঃসন্তান।

পতেঙ্গালী।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। উমাচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র সিদ্ধেশ্বর, তারাপদ ও বিষ্ণুপদ। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র ভূতনাথ। তারাপদর পুত্র বিনয়কৃষ্ণ। ইহাঁদের আদি-নিবাস ভালুকঘরে ছিল।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক কালীচরণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কালীচরণের পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্র নীলাম্বর। নীলাম্বরের পুত্র দীননাথ, দ্বারিক, রামনারায়ণ ও পবন। দীননাথের পুত্র হরিনাথ, রতিকান্ত, তারকনাথ ও রাখাল। হরিনাথের পুত্র রামরূপ ও রামোত্তম। রামরূপের পুত্র সুদন। রামনারায়ণের পুত্র হৃষিকেশ, বিশ্বেশ্বর, কাশীনাথ ও কার্ত্তিক। হৃষিকেশের পুত্র অজিৎকুমার।

কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন মহাদেব চক্রবর্ত্তীর পুত্র ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র মাণিক ও চন্দ্র। মাণিকের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত ও চন্দ্রের পুত্র হলধর।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন নটবর ও বদন চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস ভালুকঘরে ছিল। নটবরের পুত্র মহেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও হীরালাল। মহেন্দ্রের পুত্র কালীপদ :—(ইনি এক্ষণে পাকৃদিয়া গ্রামে বাস করেন)। যোগেন্দ্রের পুত্র নিরাপদ ও হরিপদ। নিরাপদর পুত্র হারাধন। বদন নিঃসন্তান।

বায়সা।

এই গ্রামে দুই ঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন এবং এক ঘর গৌতম-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভালুকঘর-নিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছয় পুত্র, তন্মধ্যে রুদ্রের বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। রুদ্রের পুত্র কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসের পুত্র রামানন্দ। রামানন্দের পুত্র হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র মুকুন্দরাম। মুকুন্দরামের পুত্র শশিশেখর। শশিশেখরের পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র রবীন্দ্র, হরিভূষণ ও বিষ্ণুভূষণ।

ভালুকঘর-নিবাসী যদুমণি ভট্টাচার্য্যের পুত্র কালাচাঁদ ও অক্ষয়কুমার। কালাচাঁদের পুত্র মহিমাচরণ, কানাই ও উদ্ধব। মহিমাচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন ও মণীন্দ্র। গোবর্দ্ধনের পুত্র সতীশ, শরৎ, জ্যোতীশ ও ফটিক। মণীন্দ্র নিঃসন্তান।

রামকানায়ের পুত্র ললিত। ললিতের পুত্র নৃত্যগোপাল ও একটী শিশু।

উদ্ধবের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র হরিসাধন ও হরিপ্রসাদ। উক্ত দুইটী বংশ ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় এবং কুলীন।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত রাজপুর হইতে গৌতম-গোত্রীয় কুলীন অনন্তরাম চক্রবর্ত্তী চুঁচড়ার মহারাজের নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র মহিমাচন্দ্র। মহিমাচন্দ্রের পুত্র প্রসন্ন, রজনী ও প্রিয়নাথ। প্রসন্নর পুত্র যোগেন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র শশধর, মোহিত ও অহিভূষণ। পূর্ণচন্দ্রের ও রজনীর সন্তানাদি হয় নাই। প্রিয়নাথের পুত্র অটল। অটলের পুত্র কমলাকান্ত।

বাঁক্ড়া।

এই গ্রামে দুই ঘরমাত্র দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গার্গ গোত্রীয় মৌলিক লক্ষ্মণচন্দ্র হালদারের এই গ্রামে বাস। তাঁহার পিতা রাধামোহন। রাধামোহনের পিতার নাম রঘুনাথ। লক্ষ্মণচন্দ্রের পুত্র মহানন্দ। মহানন্দের পুত্র পূর্ণচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর ও নিশিকান্ত। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র নিরাপদ। বিশ্বেশ্বরের পুত্র শরৎ ও হেমন্ত। নিশিকান্তের পুত্র অনিল ;—ইহাঁদের বর্ত্তমান উপাধি ভট্টাচার্য্য।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক রামহরি ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের পুত্র স্বরূপ। স্বরূপের পুত্র উমেশ। উমেশের পুত্র নিবারণ। নিবারণের পুত্র চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তের পুত্র কালীপদ।

গঙ্গানন্দপুর।

এই গ্রামে কাথায়ন-গোত্রীয় বংশজ সরস্বতী উপাধ্যায় বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র শিবনাথ, শ্যামাচরণ, কালীপ্রসাদ ও আমিন রায়। শিবনাথের পুত্র প্রিয়নাথ ও কেদারনাথ। প্রিয়নাথের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র ভূপেন্দ্র। কেদারের পুত্র পরেশ। শ্যামাচরণের পুত্র অনন্ত। কালীপ্রসাদের পুত্র উমেশ, পরেশ ও কৈলাস। উমেশের পুত্র রোহিণী। কৈলাসের পুত্র মহাদেব। আমিনের পুত্র কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারীর পুত্র পঞ্চানন ও সতীশ। পঞ্চাননের পুত্র অমূল্য।

গার্গ-গোত্রীয় মৌলিক বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র পঞ্চানন, সুরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও নগেন্দ্র। পঞ্চাননের পুত্র সুশীল ও পূর্ণ। সুরেন্দ্রের পুত্র পশুপতি ও হারাধন। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রমোহন।

বোধখানা।

এই গ্রামে কাথায়ন-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নদীয়া-নিবাসী বাজপেয়ী রাজা রাজেন্দ্র বাহাদুরের নিকট হইতে সনন্দানুসারে ভোগবৃত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণধন উপাধ্যায় এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণধন উপাধ্যায়ের দুই পুত্র রামশঙ্কর ও রামহরি। ইহাঁদের কোন পুত্রাদি নাই। কৃষ্ণপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার, পঞ্চানন উপাধ্যায় ও রামনারায়ণ উপাধ্যায় ইহাঁদের জ্ঞাতি। পঞ্চাননের পুত্র রামসুন্দর উপাধ্যায়। রামসুন্দরের পুত্র ভগবান। ভগবানের পুত্র পঞ্চানন (পাঁচুগোপাল)। পঞ্চাননের পুত্র ভবানীচরণ। হাঁড়িয়া-দেয়াড়া গ্রামে অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায়, গুণনগর গ্রামের আশুতোষ উপাধ্যায় ও গঙ্গানন্দপুর গ্রামের কুঞ্জবিহারী উপাধ্যায় ইহাঁদের জ্ঞাতি।

গুণনগর।

এই গ্রামে একঘর মাত্র দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁরা মৌলিক,— গোত্র কাথায়ন। ইহাঁদের আদি-নিবাস হাঁড়িয়া-দেয়াড়া গ্রামে ছিল। টেকু উপাধ্যায় হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। টেকুর পুত্র প্যারিমোহন। প্যারিমোহনের পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র। কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের পুত্র হৃষিকেশ।

গৌরীঘণা।

এই গ্রামে গার্গ-গোত্রীয় বংশজ দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। গৌরীশঙ্কর উপাধ্যায় হইতে এক বংশের এবং কুঞ্জবিহারী ও জটাধর এই দুই ভ্রাতা হইতে আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌরীশঙ্কর উপাধ্যায়ের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র রামরূপ ও আশুতোষ। রামরূপের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র রমেশচন্দ্র। আশুতোষের পুত্র অমূল্য, প্রফুল্ল, দুর্লভ ও হাবু।

কুঞ্জবিহারীর পুত্র অবিনাশ। অবিনাশের পুত্র রসিক, ভোলানাথ, হরি ও শিবু।

জটাধরের পুত্র বিজয় ও ছত্রধর। বিজয়ের পুত্র শান্তি।

হাঁড়িয়া দেয়াড়া।

এই গ্রামে কাত্যায়ন-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায় হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হরেকৃষ্ণের পুত্র শিবরাম। শিবরামের পুত্র রামকানাই। রামকানাই উপাধ্যায়ের পুত্র গৌরমোহন ও হরচন্দ্র। গৌরমোহনের দুই পুত্র,—তাঁহারা নিঃসন্তান। হরচন্দ্রের পুত্র ভূপতিচন্দ্র। ভূপতিচন্দ্রের পুত্র অশ্বিনীকুমার, অতুলকৃষ্ণ ও নকুলকৃষ্ণ।

যাদবপুর।

ভালুকঘর-নিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্যের পুত্র রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

গৃহপোতা।

অগস্ত্য-গোত্রীয় মৌলিক ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করেন তাঁহার পুত্র বিভূতি। বিভূতির দুইটী শিশু পুত্র।

হুগলী।

পাউনন।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক, কাণ্বায়ন ও বাৎস্য-গোত্রীয় কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদিগের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমাদপুর হইতে গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার মৃত্যুর পর, এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতার নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য। গদাধরের দুই পুত্র,—গণেশচন্দ্র ও পদ্মলোচন। গণেশচন্দ্রের পুত্র গুরুদাস, শ্যামানন্দ, দেবীচরণ ও চণ্ডীচরণ। গুরুদাসের পুত্র কৈলাস, ঈশান ও শ্রীধর। ঈশানের পুত্র অম্বিকাচরণ। অম্বিকাচরণের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। শ্রীধরের পুত্র বসন্তকুমার। শ্যামানন্দের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র হরি-সহায়, লক্ষ্মীনারায়ণ ও চারুচন্দ্র। হরিসহায়ের পুত্র ক্ষেত্রদাস, কৃষ্ণধন ও বিষ্ণুচরণ! লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র তারকদাস ও প্রভাত। চারুচন্দ্রের পুত্র সন্তোষকুমার ও দুইটী কন্যা—ইন্দিরা ও বেলারাণী। চারুচন্দ্র এম, এ।—ইনি Post and Telegraph Department-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

পদ্মলোচনের বংশধরগণ হালিসহরে বাস করিতেন। এক্ষণে কালীঘাটে বাস করিতেছেন। এই বংশসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হালিসহরে লিখিত হইয়াছে।

কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রতাপপুর হইতে কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন একজন মহাপুরুষ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার নাম এবং ধারাবাহিক বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে কাণ্বায়ন-গোত্রীয় কুলীন যাহারা এই গ্রামে এক্ষণে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সেই মহাপুরুষের বংশধর। এই বংশের পৃথক্ পৃথক্ শাখার পরিচয় যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ;—ইঁহার পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র তারানাথ। তারানাথের পুত্র হরি, বিলাস, প্রফুল্ল ও বিমলা।

রামধন ভট্টাচার্য্য ;—ইঁহার পুত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র সিদ্ধেশ্বর ও প্রিয়নাথ। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র হরিপদ ও পঞ্চানন। প্রিয়নাথের পুত্র বিজয়কৃষ্ণ ও সনৎকুমার।

কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য ;—ইঁহার পুত্র রাখাল। রাখালের পুত্র দাশরথি। দাশরথির পুত্র ভোলানাথ ও ধীরেন্দ্র।

দীননাথ ভট্টাচার্য্য ;—ইঁহার পুত্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের পুত্র বটকৃষ্ণ।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ;—ইঁহার পুত্র লালবিহারী, কুঞ্জবিহারী ও বঙ্কুবিহারী। লালবিহারীর পুত্র সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র সুধীর ও অজিৎ। কুঞ্জর পুত্র রসিক। রসিকের পুত্র শৈলেন্দ্র, কৃষ্ণকান্ত ও কমলাকান্ত। বঙ্কুর পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র নরেন্দ্র।

গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য ;—ইনি এই গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার পৌত্র দীননাথ ভট্টাচার্য্য এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বহু পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছেন। মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায়। মাণিকের পুত্র কেনারাম। কেনারামের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র রামগতি ও জগদীশ। রামগতির পুত্রসন্তান নাই। জগদীশের পুত্র চারু, হরিনারায়ণ, হৃষীকেশ, দিবাকর ও একটী শিশু পুত্র।

সোমড়া।

এই গ্রামে কয়েক ঘর বিভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি গৌতম-গোত্রীয় কুলীন। ইহাঁর বংশ বিদ্যাভূষণের বংশ বলিয়া খ্যাত। ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর পুত্র গঙ্গারাম বিশারদ। গঙ্গারামের পুত্র গৌরীকান্ত বিদ্যাভূষণ, শঙ্কর শিরোমণি ও সুন্দর সিদ্ধান্ত। এই গৌরীকান্ত বিদ্যাভূষণ দাক্ষিণাত্যে পুনা সহরে শিবাজী মহারাজের রাজবৈদ্য ছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমারগণের অত্যাচার সময়ে ইনি পুনা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী সপ্তগ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন। তথায় বহু সন্তান পরিবৃত হওয়ায়, উপযুক্ত স্থান (এমন কি, ত্রিবেণী পর্য্যন্ত স্থান জনাকীর্ণ থাকায়) না পাইয়া হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সোমড়া গ্রামে গঙ্গাতীরে দশ বিঘা জমির উপর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণধন বিদ্যাবাগীশ, বৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌম, নন্দকুমার চূড়ামণি ও শম্ভুনাথ বিদ্যাবাগীশ। কৃষ্ণধনের পুত্র রাজচন্দ্র, চিন্তামণি, হরিহর, হরচন্দ্র, মহেশ, ভগবান ও যজ্ঞেশ্বর। রাজচন্দ্রের পুত্র কুঁচলে। কুঁচলের পুত্র সারদা। সারদার পুত্র কাল ও নেড়া। হরিহরের পুত্র যদু। হরচন্দ্রের পুত্র রামদাস, মাধব. গিরীশ, শ্যাম ও প্রতাপ। গিরীশের পুত্র ক্ষেত্রনাথ। প্রতাপের কন্যা কুমারী।

মহেশচন্দ্রের পুত্র রাম, শ্যাম ও রামসোণা।

বৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র হারাণ ও নারায়ণ। হারাণের পুত্র ভুবন, রাখাল, রামচরণ ও তারক। রাখালের পুত্র যদু। যদুর পুত্র যোগেন্দ্র। ইনি চন্দননগরে বাস করেন।

নারায়ণের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নর পুত্র বামাচরণ।

নন্দলাল চূড়ামণির পুত্র নবকুমার, রামকুমার, কালীকমল, ঈশ্বর ও ঈশান। নবকুমারের পুত্র রামতারণ, ঘনশ্যাম, রামরূপ বিদ্যাবাগীশ ও রামরতন। রামতারণের পুত্রসন্তান নাই, মাতঙ্গিনী নামে একটী কন্যা। রামরূপের পুত্র দ্বারিকা-নাথ, ধরণী ও অন্নদা। দ্বারিকানাথের পুত্র নারায়ণ, সত্যদাস ও কৃষ্ণদাস। নারায়ণের একটী শিশু। ধরণীর পুত্র রজনী। রজনীর পুত্র অমূল্য। ইনি বর্দ্ধমান জেলার নিঃশঙ্ক গ্রামে বাস করেন। অন্নদার পুত্র সিদ্ধেশ্বর। ইনি নৈহাটীতে বাস করেন।

ঈশ্বরের পুত্র মধুসূদন, সিদ্ধেশ্বর ও কাঙ্গালী। মধুসূদনের পুত্র শ্রীনাথ, জানকীনাথ ও আশু। শ্রীনাথের পুত্র যোগেন্দ্র, সতীশ ও ভূতনাথ। জানকীনাথের পুত্র তারাপদ, কমলাপতি (বি, এ) ও শচীপতি। তারাপদর পুত্র শঙ্করীপ্রসাদ। কমলাপতির পুত্র রাধারমণ ও মুরারীমোহন। শচীপতির পুত্র প্রভাতকুমার।

ঈশানের পুত্র নাই, একটীমাত্র কন্যা আছে। তাঁহার নাম থাকমণি। থাকমণির পুত্র জানকীনাথ।

শম্ভুনাথ বিদ্যাবাগীশের পুত্র গোপাল, সীতানাথ, রঘুনাথ ও মনোহর। সীতানাথের পুত্র পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের পুত্র দুর্গাচরণ (এস, সি, ই,)।—ইনি রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর কন্যা ইন্দুমতী। ইন্দুমতীর পুত্র পশুপতি (D. T. M), গিরিজাপতি (M. S. C), ভবানীপতি (M. B. D. P. H), বিমলাপতি (B. L. Solicitor) ও সতীপতি (I. S. C.)।

শঙ্কর শিরোমণির বংশবর্ণনা।

শঙ্কর শিরোমণির পুত্র পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ির পুত্র চন্দ্র, নসিরাম, ঘনশ্যাম, মধুসূদন, প্রফুল্ল ও ভুবন।

সুন্দর সিদ্ধান্তের বংশবর্ণনা।

সুন্দর সিদ্ধান্তের পুত্র রামধন কণ্ঠাভরণ, রামমোহন ও রামকমল। রামধনের পুত্র ক্ষেত্রনাথ, রামদয়াল ও হরদয়াল। রামদয়ালের পুত্র শম্ভু, শ্যাম, নরসিংহ ও বিজয়। বিজয়ের পুত্র অক্ষয়।

হরদয়ালের পুত্র নৃত্যগোপাল, রণগোপাল ও সাক্ষীগোপাল।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক জগন্নাথ অধিকারীর পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র ফকির, অনুকূল, রামপদ, নিরাপদ ও কালীপদ। অনুকূলের পুত্র যুগল, ভূপতি ও পশুপতি। যুগলের পুত্র অজিৎকুমার ও অনিলকুমার। পশুপতির পুত্র অমিয়কুমার। ইহাঁরা এই গ্রামেই বাস করিতেছেন। ইহাঁদের আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার বারাসত গ্রামে ছিল। নিরাপদর পুত্র গুইরাম। কালীপদর পুত্র ভূতনাথ।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র জানকীনাথ। জানকীনাথের পুত্র উপেন্দ্র, লক্ষ্মীশ্বর ও বিষ্ণুচরণ। উপেন্দ্রের পুত্র জীতেন্দ্র ও ফটিক। লক্ষ্মীশ্বরের পুত্র সুরেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, শিবচন্দ্র, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রের পুত্র হরকিঙ্কর। শরচ্চন্দ্রের পুত্র শম্ভু ও তারক। ইহাঁরা জামালপুরে (মুঙ্গের) বাস করেন। ইহাঁদের আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার বেগুণে গ্রামে ছিল।

এই মতিলাল ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার সিরাজপুর গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। তাঁহার পুত্র তিনকড়ি। ইহাঁরা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন।

গোয়াই।

এই গ্রামে এক ঘরমাত্র কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। কাশীনাথের অদি-নিবাস রাজপুরে ছিল। তাঁহার পুত্র জগদীশ্বর। জগদীশ্বরের পুত্র শ্রীকণ্ঠ, শ্রীধর, পার্ব্বতী, পঞ্চানন ও নকুলেশ্বর। শ্রীকণ্ঠের পুত্র পশুপতি ও নিরঞ্জন। শ্রীধরের পুত্র কাল। পার্ব্বতীর পুত্র নব ও একটী শিশু।

এই বংশে বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বনাথ নামে আর একজনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বেশ্বরের পুত্র নীলমণি ও থাকমণি। নীলমণি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ৺কাশীধামে বাস করিতেন। থাকমণিও নিঃসন্তান ছিলেন। নিঃসন্তানতাহেতু ইহাঁদের উভয়েরই বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে।

হাঁতিনা।

(হাটুনি)

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস, কোথায় ছিল, তাহা জানা যায় নাই। ইহাঁরা এক ঘর হইতে দুই ঘর হইয়াছেন। ইহাঁদের বংশপরিচয় যতদূর পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী হইতে এক শাখার এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর পুত্র উপেন্দ্র, ভূতনাথ, যোগেন্দ্র ও বিহারী। উপেন্দ্র অপুত্রক। ভূতনাথের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র বৈদ্যনাথ। যোগেন্দ্রের পুত্র চারু, মদনমোহন, সচীন্দ্র ও চন্দ্রশেখর। মদনমোহনের পুত্র বিশ্বনাথ ও হরিগোপাল। বিহারীর পুত্র কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের পুত্র প্রকাশ, শম্ভু ও মেন্তু।

ব্রজকিশোরের পুত্র সার্থ। সার্থর পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের পুত্র মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথের পুত্র পাঁচকড়ি।

চৌবেড়া।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস পাউননে ছিল। প্যারিমোহন চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্যারিমোহনের পুত্র কালীকিঙ্কর। কালীকিঙ্করের পুত্র ভবানী।

ফরাসী-চন্দননগর

এই গ্রামটী ভাগীরথীর পশ্চিম কুলে অবস্থিত;—ফরাসী-গভর্ণর এই স্থানের শাসনকর্ত্তা। এই গ্রামে অনেকগুলি দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক নিমাইচরণ ভট্টাচার্য্য কলাছড়া গ্রামে বাস করিতেন। সেখানে এখনও তাঁহার জ্ঞাতিগণ বাস করিতেছেন। তাঁহার বংশপরিচয় কলাছড়া গ্রামে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে দ্রষ্টব্য। নিমাইচরণের পুত্র রমানাথ। রমানাথের পুত্র লালবিহারী;—ইনি এইখানে আসিয়া বাস করেন। লালবিহারীর পুত্র বিভূতি, সচীন্দ্রনাথ ও উমাচরণ।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ক্ষেত্রনাথের পুত্র ভুবন। ভুবনের পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র অনাদি। অনাদির পুত্র—জ্ঞানশরণ, মনোরঞ্জন, সত্যরঞ্জন ও নিরঞ্জন। জ্ঞানশরণের পুত্র শিশিরকুমার।

আমড়া-কেন্দুঁড়ে গ্রাম হইতে (জেলা বর্দ্ধমান) গৌতম-গোত্রীয় কুলীন তিন ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ভগবান ভট্টাচার্য্য,—ইহাঁর পুত্র রামতারণ ভট্টাচার্য্য। রামতারণের পুত্র রাজনচন্দ্র। রাজনচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পুত্র পান্নালাল।

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—ইহাঁর পুত্র কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্রের পুত্র বসন্ত। বসন্তের পুত্র যজ্ঞেশ্বর।

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,—ইহাঁর পুত্র অঘোরনাথ ও ভোলানাথ। অঘোরনাথের পুত্র উপেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র রমেন্দ্র, বরেন্দ্র ও বিভূতি। ভোলানাথ নিঃসন্তান।

হরিচরণ ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার দেপুর গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বিবিরহাটে বাস করিতেছেন। ইনি ঘৃত-কৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক ভুবনমোহন চক্রবর্ত্তীর পুত্র ফটিক, যতীন ও যুগল। ফটিকের পুত্র আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বিবিরহাটে বাস করিতেছেন। আশুতোষ নিঃসন্তান। যতীনের পুত্র শিবু ও কালী;—ইহাঁদের আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাশীপুর গ্রামে ছিল।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন নিমাইচাঁদ চক্রবর্ত্তী;—ইহাঁর আদিবাস, কলিকাতার দক্ষিণ শ্রীরামপুর। ইহাঁর পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের পুত্র মণীন্দ্রনাথ ও ভূষণ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র পটল। মণীন্দ্রনাথ পঞ্চাননতলা কুণ্ডুঘাটে আসিয়া বাস করিতেছেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ গোপাল চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার বুড়ার গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র—কালী চক্রবর্ত্তী ও আশুতোষ চক্রবর্ত্তী।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার বেগুণে গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র তারাপদ ভট্টাচার্য্য ও হরিপদ ভট্টাচার্য্য।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য। তাঁহার পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র অতুলচন্দ্র ও যোগীন্দ্রনাথ। অতুলচন্দ্রের পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদর পুত্র—বিভূতি, দুলাল, নন্দলাল ও প্রভাত। ইহাঁরা এখানেই বাস করিতেছেন। যোগীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন বঙ্কুবিহারী চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন রামলাল ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার কৈঁদুড় গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র শক্তিপদ। শক্তিপদর পুত্র অমৃতময় ও কৃপাময়। শক্তিপদ এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক। বর্দ্ধমান জেলার কাশীপুর গ্রামে ইহাঁর আদিবাস ছিল। তাঁহার পুত্র ভাগবত চক্রবর্ত্তী। ভাগবতের পুত্র হরেরাম,—ইনি এখানে বাস করিতেছেন। ইনি নিঃসন্তান।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী,—ইহাঁর রামশঙ্কর, রামকুমার প্রভৃতি চারিপুত্র। রামশঙ্করের পুত্র ঈশ্বর, নবকুমার ও রাম। ঈশ্বরের পুত্র কেদারনাথ ও ব্রজকিশোর। কেদারের পুত্র হরিপদ, দ্বিজপদ ও তারাপদ। হরিপদ নিঃসন্তান। দ্বিজপদর পুত্র বিশ্বনাথ। তারাপদর পুত্র কাশীনাথ।

ব্রজকিশোর নিঃসন্তান।

নবকুমারের পুত্র ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বর নিঃসন্তান।

রামের পুত্র মধুসূদন ও মাখনলাল। মধুসূদনের পুত্র অঘোরনাথ ও অধরচন্দ্র। অঘোরনাথের পুত্র কানাইলাল ও বলাইচন্দ্র। কানায়ের পুত্রসন্তান নাই। বলায়ের পুত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণচন্দ্র।

অধরচন্দ্রের পুত্র কালীপদ। কালীপদর একটী শিশু। ইহাঁদের আদি-নিবাস বর্দ্ধমান জেলার দেরিয়াপুর গ্রামে ছিল।

পালপাড়া।

চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর গোত্র বাৎস্য,—ইনি মৌলিক। ইহাঁর পুত্র প্রসন্ন ও ব্রজ। প্রসন্নর পুত্র ভূপতি ও পঞ্চানন। ভূপতির পুত্র তারক, শিবরাম ও রবীন্দ্র। ব্রজর পুত্র বঙ্কিম, জ্ঞানেন্দ্র, কুমুদ, কালী ও সরোজবান্ধব। ব্রজর পুত্রগণ রাজপুরে বাস করেন।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক গোকুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ রাজপুর গ্রাম হইতে বর্দ্ধমান জেলার গুলিটা গ্রামে গিয়া বাস করেন। রামগোপাল ভট্টাচার্য্য তাঁহার বংশধর। রামগোপালের পুত্র নবীন, কালিদাস ও রামদাস। কালিদাসের পুত্র—নলিনাক্ষ, সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও নারায়ণচন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে এই গ্রামেই বাস করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র তারকনাথ ও বলাই।

বর্দ্ধমান জেলার বুড়ার গ্রাম হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ বদন ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া বাস করেন। বদনের

পুত্র কালাচাঁদ। কালাচাঁদের পুত্র বেচারাম। বেচারামের পুত্র—অমূল্য, মণিরাম, পান্নালাল ও রমানাথ। অমূল্যর দুইটী কন্যা। মণিরাম নিঃসন্তান। পান্নালালের পুত্র বঙ্কবিহারী, রামচন্দ্র ও উমাকান্ত।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য হুগলী জেলার গোঁসাইমেরিটী নামক গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নীলকণ্ঠের পুত্র ভবানী পঞ্চানন। ভবানী পঞ্চাননের পুত্র রামমোহন শিরোমণি। রামমোহনের পুত্র লোকনাথ ন্যায়রত্ন ও আনন্দমোহন শিরোমণি। লোকনাথ ন্যায়রত্নের পুত্র—বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, যাদবেশ্বর রত্নেশ্বর, কেদারেশ্বর ও পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র এম, বি। বিশ্বেশ্বরের দুইটী কন্যা। ভুবনেশ্বর, যাদবেশ্বর ও কেদারেশ্বর নিঃসন্তান। রত্নেশ্বরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের দুইটী কন্যা।

পূর্ণচন্দ্র হইতে ইঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী হয়। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র—সতীশচন্দ্র, প্রফুল্ল, শৈলেন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, মনমোহন ও যতীন্দ্রনাথ। সতীশচন্দ্রের সুশীল, সরোজ ও সুধীর নামে তিন পুত্র। প্রফুল্লর সুবোধ, শিবনারায়ণ ও গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি তিন পুত্র। শৈলেন্দ্রনাথের পুত্র মুরারী, কিশোরী ও কার্ত্তিক। যতীন্দ্রের পুত্র রবীন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

আনন্দ শিরোমণির পুত্র বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী (রায় বাহাদুর),—ইনি School-Inspector ছিলেন। বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র সিদ্ধেশ্বর (রায় বাহাদুর), সত্যশরণ এম, বি, জ্ঞানশরণ দাওয়ান-বাহাদুর, হরিশরণ এম, এ, ও আত্মারাম। সিদ্ধেশ্বর সব-জজ এবং জ্ঞানশরণ রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ Scholar ও Mysore Estate-এর Accountant General ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র সুকুমার, বসন্তকুমার, অমূল্যশঙ্কর এম, বি, প্রফুল্লশঙ্কর ও নির্ম্মলশঙ্কর বি, এ, বি, এল।

সত্যশরণের পুত্র প্রিয়ব্রত ও অজিৎকুমার। প্রিয়ব্রতের একটী শিশু পুত্র। জ্ঞানশরণের পুত্র ব্রহ্মব্রত, বিনয়ব্রত ও মণ্টু। আত্মারামের পুত্র শক্তিপদ ও খোকা।

বৃটিশ-চন্দননগর।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাউনন হইতে আসিয়া এখানে গঙ্গাতীরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইনি এখানে গঙ্গাতীরে রাধাকান্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিগ্রহের সেবা করিতে থাকেন। তজ্জন্য তাঁহার বংশধরেরা চক্রবর্ত্তীর স্থলে অধিকারী এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র গৌরমোহন অধিকারী। গৌরমোহনের দুই পুত্র হলধর ও প্যারিমোহন। হলধরের পুত্র রাখালদাস। রাখালদাসের পুত্র শ্রীশচন্দ্র, জ্যোতীশচন্দ্র, নিতাই, কালী ও কৃষ্ণ। শ্রীশচন্দ্রের একটী শিশু। জ্যোতীশচন্দ্রের দুই পুত্র। ইনি এক্ষণে রাঁচিতে বাস করিতেছেন।

প্যারিমোহনের পুত্র—রাখালদাস, গোপালচন্দ্র, তমালচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, শশিভূষণ,—(ইনি এম, এ,) ও ঠাকুরদাস।

রাখালদাসের পুত্র ফটিকচন্দ্র। ফটিকের পুত্র অতুলচন্দ্র। অতুলচন্দ্রের একটী শিশু।

গোপালচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্র। সতীশচন্দ্রের পুত্র মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র ও মাধব।

তমালচন্দ্রের পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্রের পুত্র কিশোরীমোহন ও অমু।

অখিলচন্দ্রের পুত্র নাই। হরিমতী নামে একটী কন্যা।

শশিভূষণের পুত্র—মন্মথনাথ, মনোরঞ্জন, রামচন্দ্র ও হরিচরণ। মন্মথনাথের পুত্র বিশ্বনাথ ও পশুপতি। মনোরঞ্জনের পুত্র সুধাংশু। রামচন্দ্রের পুত্র ভবানী।

ঠাকুরদাসের পুত্র নাই। একটী কন্যা ক্ষেত্রমণি।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী,—ইনি মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক। ইঁহার আদি-নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাশীপুর গ্রামে ছিল। মধুসূদনের পুত্র ভাগবত ও ভোলানাথ। ভাগবত চক্রবর্ত্তী,—ইনি এক্ষণে কামালপুর গ্রামে বাস করেন। ভাগবতের

পুত্র রামপ্রসাদ ও হরেরাম। রামপ্রসাদের পুত্র কালীকুমার, বিশ্বম্ভর ও ঈশান। কালীকুমারের পুত্র দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী। দ্বারকানাথের পুত্র আশুতোষ ও ক্ষেত্রনাথ। আশুতোষের তিনটী পুত্র। ক্ষেত্রনাথের পরিচয় অজ্ঞাত। ভোলানাথের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র বামাচরণ ও সাতকড়ি। বামাচরণের পুত্র জনার্দ্দন ও সতীশ। সতীশের একটী শিশু। জনার্দ্দন ও সাতকড়ি নিঃসন্তান।

বিশ্বম্ভর ও ঈশান এক্ষণে এই গ্রামে বাস করিতেছেন। বিশ্বম্ভরের পুত্র দীননাথ, অক্ষয়কুমার ও দুর্গাদাস। দীননাথের পুত্র নাই,—ছয়টী কন্যা। অক্ষয়কুমারের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, রমণীমোহন, মোহিনীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত ও কৃষ্ণকান্ত। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র গোকুলচাঁদ ও বারিদবরণ।

ঈশানের পুত্র অঘোর। অঘোরের পুত্র সচীন্দ্রনাথ। সচীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার গুলিটা গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দুই ভ্রাতা এখানে বাস করেন। যাদবচন্দ্রের পুত্র নাই, মাত্র একটী কন্যা। মহিমের পুত্র বঙ্কুবিহারী, কালীকিশোর ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কুবিহারীর তিন পুত্র বিজয়বসন্ত,—(ইনি কলিকাতায় বাস করেন,—ইনি Postal Superintendent Howrah), বসন্তবিজয় ও বিভূতিভূষণ। বিজয়-বসন্তর তিন পুত্র। বসন্তবিজয়ের দুই পুত্র।

কালীকিশোরের ছয়টী পুত্র। ইঁহারা এক্ষণে কালীঘাটে বাস করেন।

পূর্ণচন্দ্র নিঃসন্তান।

দোগেছে।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন রামহরি চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রাজা ভারতচন্দ্র রায় তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দিয়া বাস করান। রামহরির পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র। রাজেন্দ্রের পুত্র হরিদাস, দুর্গাদাস ও কৃষ্ণদাস। সুরেন্দ্রের পুত্র সত্যচরণ ও বিশ্বনাথ। রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাস করেন।

মানকুণ্ডু।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের বাস আছে। কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণধনের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র যদুনাথ, দ্বারিকানাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ। বৈকুণ্ঠ-নাথের পুত্র রাখাল ও সত্যকৃপাল। রাখালের পুত্র গৌরহরি, মধুসূদন ও রুক্মিণী।

গোঁদলপাড়া।

এই গ্রামে উপমন্যু-গোত্রীয় একঘর মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। রামগোপাল চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামগোপালের পুত্র নন্দকুমার। নন্দকুমারের পুত্র ভোলানাথ ও রামধন। ভোলানাথের পুত্র তিনকড়ি ও বিনোদ। তিনকড়ির পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র জিতেন্দ্র ও একটী

শিশু। রামধনের পুত্র হরিপদ। হরিপদর পুত্র সতীশ, সুশীল, ফণি ও প্রতুল। সতীশের পুত্র শৈলেন, কৃষ্ণ, রাম ও দেবী। সুশীল বি, এস, সি। সুশীলের পুত্র ললিত ও প্রভাত।

কোতরং।

এই গ্রামে উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। মতিলাল ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। মতিলালের পুত্র ক্ষেত্রমোহন। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র গৌর ও নিতাই।

সোণাটুক্‌রী

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পুত্র গদাধর, গয়ারাম, জয়রাম ও অক্ষয়। গদাধরের পুত্র চারু। গয়ারামের পুত্র তিনকড়ি ও অমূল্য। তিনকড়ির পুত্র বসন্ত, গোপাল ও নন্দ। অমূল্যর পুত্র ভুলো, হীরু ও গোবিন্দ। জয়রামের পুত্র প্রমথ। প্রমথর পুত্র ফটিক। অক্ষয়ের পুত্র মন্মথ। মন্মথর পুত্র রতিকান্ত ও একটী শিশু।

এই সোণাটুক্‌রী গ্রামে হালদার উপাধিকারী কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা কাণ্বায়ন-গোত্রীয় ও মৌলিক। ষষ্ঠীচরণ হালদারের পুত্র তুলসী। কৃষ্ণ হালদারের পুত্র বঙ্কিম। কুশধ্বজের পুত্র সত্য। এতদ্ভিন্ন ইঁহাদের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সেওড়াফুলী।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান জেলার কুসুমপুর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পার্ব্বতীচরণের পুত্র শ্যামাচরণ, এককড়ি ও বিপিন। শ্যামাচরণের পুত্র প্রমথ ও বিজয়। এককড়ির পুত্র পঞ্চানন ও খুঁদীরাম। বিপিনের পুত্র নিত্যরঞ্জন, সচী, জিতেন্দ্র ও বলরাম।

প্রতাপপুর।

হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া (বর্ত্তমান ইংরাজী নাম চিন্‌সুরা) অতি প্রাচীন সহর। এই সহরের উত্তর প্রান্তে প্রতাপপুর অবস্থিত। এই পল্লীর হালদারটুলী (ব্রাহ্মণপাড়া) অংশে অনেক অবস্থাপন্ন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। স্থানটী এক্ষণে প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য হইয়া আসিতেছে। দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণদিগের কাণ্বায়ন-গোত্রীয় একটী শাখা এখানকার একটী বহু পুরাতন মর্য্যাদাশালী বংশ। ইঁহারা বংশমর্য্যাদায় কুলীন এবং প্রতাপপুরের কাণ্বায়ন বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের বৈদিক-ক্রিয়াদি ও অধ্যাপনা করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে এই গ্রামে আনীত হয়েন। এই প্রতাপপুর হইতে কাণ্বায়ন-গোত্রীয়গণের নানা শাখা নানা গ্রামে

গিয়া বাস করিতেছেন। মনোহর ভট্টাচার্য্য হইতে এক শাখা এখানে এখনও বাস করিয়া আছেন। তাঁহার পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদের পুত্র হলধর শিরোমণি। হলধরের পুত্র কৈলাসচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র। কৈলাসের পুত্র শরচ্চন্দ্র ও হেমচন্দ্র। শরচ্চন্দ্র কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র মনোরঞ্জন, জ্ঞানরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, শক্তিরঞ্জন ও শান্তিরঞ্জন।

উমেশচন্দ্রের পুত্র সিদ্ধেশ্বর, রঘুনাথ ও ননীলাল। সিদ্ধেশ্বরের সন্তান-সন্ততি নাই। ইনি শ্রীরামপুরে বাস করেন। রঘুনাথের রামচন্দ্র প্রভৃতি চারিটী পুত্র। ননীগোপালের একটী পুত্র।

গিরীশচন্দ্রের পুত্র নগেন্দ্র। নগেন্দ্রের একটী পুত্র।

এই বংশের আর একটী শাখা এই প্রতাপপুরেই বাস করিতেছেন। বাণেশ্বর ও উমাচরণ ভট্টাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় হইতে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উমাচরণ অবিবাহিত ছিলেন। বাণেশ্বরের দুই পুত্র,—যোগীন্দ্র ও হরিচরণ। যোগীন্দ্রের পুত্র অতুল। অতুলের একটী পুত্র।

বরিজহাটী

এই গ্রামে গৌতম-গোত্রীয় বংশজ দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। কাশীনাথ হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র ও বিধুভূষণ সর্ব্বজ্ঞ।

রামচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র ও উপেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র বলাই, দুলাই ও একটী শিশুপুত্র। বিধুভূষণের পুত্র সাতকড়ি। সাতকড়ির পুত্র মাণিক ও বিশ্বনাথ।

শশিভূষণ সর্ব্বজ্ঞ হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণের পুত্র মহাদেব, গোপাল, বেণীমাধব ও হরিদাস। মহাদেবের পুত্র হাঁদা। গোপালের পুত্র বিজয়। বেণীমাধবের পুত্র ননী। হরিদাসের পুত্র জগন্নাথ।

কলাছড়া।

এই গ্রামে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে হইল :—

(১) ভরদ্বাজগোত্রীয় মৌলিক নিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র রমানাথ। রমানাথের পুত্র কার্ত্তিক, বিনোদ, লালবিহারী ও বঙ্কিম। কার্ত্তিকের পুত্র সতীশ, সত্যচরণ ও নাদু। বিনোদের পুত্র ভবানী ও দাসু। ভবানীর পুত্র সুকুমার।

কৃষ্ণমোহন মিশ্র হইতে আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র রাধিকা। রাধিকার পুত্র বিপিন, দেবেন, পূর্ণ ও মন্মথ। বিপিনের পুত্র জীবন। দেবেনের পুত্র নির্ম্মল ও মলিন। মন্মথর পুত্র সুকুমার।

দ্বারিকানাথ পাঠক, শিবচন্দ্র পাঠক ও অভয়চরণ পাঠক হইতে অপর তিনটী শাখার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

দ্বারিকানাথের পুত্র রজনী। রজনীর পুত্র হরেন্দ্র, নাদু ও কমল। শিবচন্দ্রের পুত্র বনমালী। বনমালীর পুত্র কালী, পূর্ণ ও মহেন্দ্র। কালীর পুত্র অমৃত। অমৃতের পুত্র নলিনী। পূর্ণর পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র তারা, নীরা, বিশ্বনাথ ও ধনেশ্বর।

অভয়চরণের পুত্র তুলসী ও অমূল্য।

(২) ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক রামদেব চক্রবর্ত্তী, রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নবকুমার চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের এক এক শাখার পরিচয় যাহা পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রামদেব চক্রবর্ত্তীর পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র সূর্য্যকিরণ। সূর্য্যকিরণের পুত্র শৈল, সুধীর ও অধীর।

রামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পুত্র আনন্দ। আনন্দের পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের পুত্র তুলসী ও প্রহ্লাদ।

শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমারের পুত্র সারদা, বরদা ও বিনোদ। সারদার পুত্র মধুসূদন ও মদন। মধুসূদনের পুত্র ঋষি। বরদার পুত্র হাঁদু। বিনোদের পুত্র সতীশ।

নবকুমারের পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র হরিপদ, কালী ও নিরাপদ। হরিপদর পুত্র সন্তোষ, বিমল ও ফণি। কালীর পুত্র নন্তো। নিরাপদর পুত্র কানাই, বলাই ও চিকু।

(৩) ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী হইতে এক বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—তাঁহার পুত্র নীরদ, ভূতনাথ, আশু ও পশুপতি। নীরদের পুত্র চণ্ডী ও গোরা। ভূতনাথের পুত্র দীনবন্ধু।

(৪) ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রামলোচন ভট্টাচার্য্য হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র বিশ্বম্ভর ও অম্বিকা। বিশ্বম্ভরের পুত্র দেবেন্দ্র। অম্বিকার পুত্র হরিদাস। দেবেন্দ্রের পুত্র গোপীনাথ, দ্বিজেন্দ্র ও হরেন্দ্র

যজ্ঞেশ্বর উপাধ্যায় হইতে আর এক শাখার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—যজ্ঞেশ্বরের পুত্র কালীচরণ। কালীচরণের পুত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পুত্র মন্মথনাথ,—ইনি B A. L. L. B Registrar, Chief Court, Lucknow,—ইহাঁদিগের আদি-নিবাস ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ছিল। ইনি B. A. পাশ করিয়া Shorthand typing শিক্ষা করিয়া Govt. of India Legislative Dept.-এ reporter হইয়া যান। পরে Lucknow Judicial Commissioner কোর্টে আসেন এবং L. L. B. পাশ করিয়া Munsiff ও পরে Sub-Judge হন। একণে Lucknow Chief Court-এর Registrar আছেন। ইহাঁরা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ। মন্মথনাথের পুত্র রবীন্দ্র।

(৫) বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, নীলমণি ভট্টাচার্য্য, রামকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামধন ভট্টাচার্য্য ও চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের কয়েকটী শাখার বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রাধানাথ। রাধানাথের পুত্র অন্নদা। অন্নদার পুত্র রাজকৃষ্ণ ও হেমচন্দ্র। রাজকৃষ্ণের পুত্র গোপীনাথ। হেমচন্দ্রের পুত্র তুলসী। তুলসীর পুত্র সাতকড়ি।

শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র কৈলাস ও অম্বিকা। কৈলাসের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র শিবু ও দুলাল। অম্বিকার পুত্র ভগবতী, বিপিন, সুবোধ ও হরিদাস। বিপিনের পুত্র গোবর্দ্ধন। সুবোধের পুত্র কার্ত্তিক। হরিদাসের পুত্র বিদ্যাধর ও হারাধন।

নীলমণি ভট্টাচার্য্যের পুত্র যদু। যদুর পুত্র ললিত, পুলিন ও অনিল।

রামকিশোর ভট্টাচার্য্যের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পুত্র ভূতনাথ ও সুরেন্দ্র। ভূতনাথের পুত্র শশী, ললিত, ক্ষীরোদ ও অবনি। শশীর পুত্র কেশব। সুরেন্দ্রের পুত্র বঙ্কিম। বঙ্কিমের পুত্র সন্তোষ, গঙ্গাধর ও সুশীল।

রামধন ভট্টাচার্য্যের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র মাণিক। মাণিকের পুত্র প্রমথ ও দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর পুত্র কালীপ্রসাদ ও হাঁদু।

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র ক্ষেত্র ও নিতাই। ক্ষেত্রনাথের পুত্র তারক, গজানন ও পরিতোষ। নিতায়ের পুত্র নদেরচাঁদ, ভুলো ও জগন্নাথ।

হাওড়া।

গুজরাট ও সীতাপুর।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমড়দহ পোষ্ট আফিসের অধীন গুজরাট ও সীতাপুর গ্রাম। এই দুই গ্রামে কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইহাঁদের আদি-নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মানকুণ্ডু গ্রামে ছিল। পরে তথা হইতে ঐ জেলার অন্তর্গত সোণাটিকরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। কালক্রমে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুৎ গ্রামে বর্দ্ধমান-রাজের প্রতিষ্ঠিত ক্ষিপ্তেশ্বরী ঠাকুরাণীর সেবায়েত হইয়া তথায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। এক্ষণে তথা হইতে গুজরাট ও সীতাপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের গোত্র বাৎস্য,—ইহাঁরা বংশজ। বুড়ুল-বাহিরকুণ্ড গ্রামের চক্রবর্ত্তীরা ইহাঁদের জ্ঞাতি।

গুজরাট গ্রামে যাঁহারা বাস করেন, মুরারিধর চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগের আদি-পুরুষ। মুরারিধরের পুত্র চৈতন্যচরণ। চৈতন্যচরণের পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র রামতনু, রামনিধি ও ঘনশ্যাম। রামতনুর পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র দুর্গানন্দ, শ্রীনাথ ও রামবল্লভ। দুর্গানন্দের পুত্র নীলমাধব। নীলমাধবের পুত্র রাখালচন্দ্র। রাখালচন্দ্রের পুত্র ভজেন, ভোলানাথ ও হারাধন।

শ্রীনাথের পুত্র ফটিক। ফটিকের পুত্র কৃষ্ণধন।

রামবল্লভের পুত্র কৈলাস, উমেশ, যোগেন্দ্র ও মহেন্দ্র। কৈলাসের পুত্র হরিধন। উমেশের পুত্র কৃষ্ণ। যোগেন্দ্রের পুত্র শ্যামাচরণ, বাদল, গোষ্ঠ ও কানাই। মহেন্দ্রের কোন পুত্রসন্তান নাই।

সীতাপুর গ্রামে যাঁহারা বাস করেন, রামগোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের আদি-পুরুষ। ইহাঁর অপর নাম দণ্ডী-গোঁসাই,—ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এখনও ইহাঁদের বাটীতে পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। ঐ আসনে বসিয়া তিনি শব-সাধনা করিতেন। ইহাঁর তিন পুত্র,—রামকৃষ্ণ, রামহরি ও মাণিকরাম।

রামকৃষ্ণের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র গঙ্গাধর, গোবিন্দ, লক্ষ্মীনারায়ণ, মধুসূদন, ভগবান, নীলমণি, ঈশ্বর ও পরমেশ্বর। মধুসূদন ভিন্ন সকলেই নিঃসন্তান। মধুসূদনের পুত্র রামচন্দ্র ও গণেশ। রামচন্দ্রের পুত্র কালীপদ, চারু, পূর্ণ ও হরিপদ। পূর্ণ একজন গ্র্যাজুয়েট। গণেশ নিঃসন্তান। ইহাঁদের কলিকাতা বাগবাজার ১২নং হরলাল মিত্রের লেনে বাটী আছে।

রামহরির পুত্র সেবকরাম, দেবনারায়ণ ও পদ্মলোচন। সেবকরামের পুত্র প্রসন্ন, যদু ও সূর্য্যকান্ত। দেবনারায়ণের পুত্র বৈকুণ্ঠ, আর এক জনের নাম অজ্ঞাত।

মাণিকের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র ননীলাল।

শিবগঞ্জ।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর ও বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক একঘর,—এই দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক রাধানাথ ভট্টাচার্য্যের আদি-বাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কাল্না গ্রামে ছিল। পরে তিনি তথা হইতে হাওড়া জেলায় বাগাণ্ডা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। রাধানাথের পুত্র মুকুন্দপ্রসাদ। মুকুন্দপ্রসাদের পুত্র শ্রীপতি বিদ্যাবাগীশ বাগাণ্ডা গ্রাম হইতে উক্ত হাওড়া জেলায় শিবগঞ্জ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীপতি বিদ্যাবাগীশের পত্নী মাণিকী দেবী ও পুত্র নয়নানন্দ। নয়নানন্দের পত্নী গঙ্গাময়ী ও পুত্র হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। হরগোবিন্দের পত্নী অভয়াসুন্দরী ও পুত্র গোপালচন্দ্র। গোপালচন্দ্রের পত্নী প্রসন্নময়ী ও পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের পত্নী শান্তশীলা ও পুত্র রাধিকারঞ্জন, কিশোরিরঞ্জন, মনোরঞ্জন, নলিনীরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তীর আদি-বাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর গ্রামে ছিল। তথা হইতে ইনি হাওড়া জেলার অন্তর্গত নারীট বা আম্‌তা-গাজীপুর নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র মধুসূদন উক্ত গাজীপুর হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত গড়চুমুক-গাজীপুর নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মধুসূদনের দুই পুত্র বাঞ্ছারাম ও নবনীরাম। এই নবনীরাম হাওড়া জেলার ঘনশ্যামপুরে যাইয়া বাস করেন। বাঞ্ছারামের পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের পুত্র রামমোহন ও গোপীমোহন। রামমোহনের বংশধরগণ এখনও উক্ত গড়চুমুক-গাজীপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার বংশপরিচয় গাজীপুর গ্রামে দ্রষ্টব্য। গোপীমোহন শিবগঞ্জে আসিয়া বাস করেন। গোপীমোহনের পুত্র মতিলাল, উমেশ, মহেশ, নীলমাধব ও নীলকণ্ঠ। মতিলালের পুত্র শরৎ, বিজয় ও হেমন্ত। শরতের পুত্র শম্ভুচরণ, দুর্গাচরণ, পার্ব্বতিচরণ, শিবনাথ ও বিল্বমঙ্গল। বিজয়ের পুত্র ভগবতীচরণ ও তুলসীচরণ। হেমন্তের পুত্র অজিৎকুমার, অসিতকুমার ও অনিলকুমার।

উমেশচন্দ্রের পুত্র হরিচরণ, নগেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্র। হরিচরণের পুত্র তারাচরণ ও সন্তোষচরণ। নগেন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন।

মহেশচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র মাণিকলাল। হরেন্দ্রনাথের পুত্র হীরালাল।

নীলমাধব ও নীলকণ্ঠ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান।

গাজীপুর।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অযোধ্যারামের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র বাঞ্ছারাম ও নবনীরাম। এই বাঞ্ছারাম গাজীপুরে এবং নবনীরাম ঘনশ্যামপুরে বাস করেন। বাঞ্ছারামের পুত্র রামকিশোর। রামকিশোরের পুত্র রামমোহন ও গোপীমোহন। রামমোহনের পুত্র রামরূপ। রামরূপের পুত্র কেদারনাথ, অঘোরনাথ, অম্বিকাচরণ, হরিচরণ ও উমাচরণ। কেদারনাথ অপুত্রক। অঘোরনাথের পুত্র চণ্ডীচরণ, বামাচরণ ও শ্যামাচরণ। চণ্ডীচরণের একটি পুত্র। অম্বিকাচরণের পুত্র দুর্গাচরণ, বটকৃষ্ণ ও খঞ্জু। দুর্গাচরণের একটী পুত্র। হরিচরণের পুত্র নীলমণি। উমাচরণ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। গোপীমোহন শিবগঞ্জে (জেলা হাওড়া) বাস করেন।

আমড়দহ।

গৌতম-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা এক্ষণে তিন ঘর হইয়াছেন।

জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও দর্পনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ;—এই দুই ভ্রাতা হইতে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জয়নারায়ণের পুত্র মধুসূদন, মতিলাল ও গোবিন্দ। মধুসূদন অপুত্রক। মতিলালের পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র সর্ব্বেশ্বর, ননীলাল, ও নিত্যহরি। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র বলাই ও একটী শিশু। ননীলালের পুত্র ভেলু। নিত্যহরির পুত্র ভোলানাথ।

গোবিন্দের পুত্র মন্মথ, প্রবোধ, বীরেন্দ্র ও পূর্ণ। মন্মথর পুত্র সুদর্শন।

দর্পনারায়ণের পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র সাধন। সাধনের পুত্র প্রফুল্ল।

ঘনশ্যামপুর।

এই গ্রামে এক ঘর বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অযোধ্যারামের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র বাঞ্ছারাম ও নবনীরাম। বাঞ্ছারামের বংশধরগণ গাজীপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার বংশপরিচয় গাজীপুরে প্রদত্ত হইয়াছে। নবনীরামের পুত্র সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধরের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র গোপালচন্দ্র, কালাচাঁদ ও মহেশচন্দ্র। গোপালচন্দ্র অপুত্রক। কালাচাঁদের পুত্র হারাধন, নিবারণ, সতীশ ও জ্যোতীশ। হারাধনের পুত্র বলাইচাঁদ।

জটাবাগাণ্ডা।

কুশিক-গোত্রীয় মৌলিক অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের পুত্র নারায়ণ ও শিবচন্দ্র। নারায়ণের পুত্র মণিরাম, রামচাঁদ ও রামরাম। রামচাঁদ তেলাড়িতে যাইয়া বাস করেন। মণিরাম ও রামরাম অপুত্রক। শিবচন্দ্রের পুত্র প্রিয়নাথ ও হরকালী। প্রিয়নাথের পুত্র হরিপদ। হরিপদর পুত্র সুরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। হরকালী নিঃসন্তান।

পুরালীপাড়া।

নীলকমল চক্রবর্ত্তী ও যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জটাবাগাণ্ডা গ্রামের অভয়চরণ চক্রবর্ত্তীর জ্ঞাতি। নীলকমলের পুত্র উমাচরণ। উমাচরণের পুত্র সাধন ও একটী শিশু। যাদবের পুত্র বামাচরণ। বামাচরণের পুত্র ফণিভূষণ ও বিভূতি। হরিনাভি হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহার পুত্র হরিপদ।

মেদিনীপুর।

এই জেলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অনেক দাক্ষিণত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারা আমাদিগের সমাজভুক্ত নহেন। ক্ষেপুৎ গ্রামে একঘর ও কাঁথি সহরে একঘর এই দুইঘরমাত্র আমাদিগের সমাজভুক্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই জেলায় বাস করিয়া আছেন। ক্ষেপুৎ গ্রামে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের আদিনিবাস বৰ্দ্ধমান জেলায় এবং কাঁথি সহরে যিনি বাস করিয়া আছেন, তাঁহার আদিনিবাস ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর (দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর) গ্রামে ছিল। বৰ্দ্ধমান মহারাজের প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর পূজার জন্য ক্ষেপুৎ গ্রামে ঐ একঘর আমাদিগের সমাজভুক্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করেন। যিনি প্রথমে ক্ষেপুৎ গ্রামে বাস করেন, তাঁহার নাম রমাকান্ত সিদ্ধ,—ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইনি ক্ষিপ্তেশ্বরী মাতার প্রত্যাদেশ পাইয়া ক্ষেপুতে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের জ্ঞাতিগণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সিহড়দহ, রঙ্গিলাবাদ ঘাটেশ্বরা প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কাঁথিতে যিনি বাস করিতেছেন, তিনি ২৪ পরগণা জেলা হইতে কৰ্ম্মোপলক্ষে তথায় গিয়া বাস করেন।

উল্লিখিত দুইঘর ব্যতীত অন্য এক সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ মেদিনীপুর জেলায় বাস করেন। তাঁহারা পুরীর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক। অর্থাৎ যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে মুসলমান অত্যাচারে দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুরীতে এবং কেহ কেহ দ্রাবিড়ে গিয়া বাস করেন। যাঁহারা দ্রাবিড়ে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যাজপুরে আসিয়া বাস করেন। যাঁহারা পুরীতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা দক্ষিণ-শ্রেণী এবং যাঁহারা যাজপুরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তর-শ্রেণী বলিয়া কথিত। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মেদনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং অদ্যাপিও আছেন। ইহাঁদের আদিনিবাস ভোগরাই গ্রামে ছিল। এক্ষণে ইহাঁরা মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুর, বাহিরি, কশবনি, কর্পূরা, শ্রীরামপুর, মোহনপুর, রোহিণী, রণজিৎপুর, লাউদা, কইখুন, এগরা, ঘাঁটুয়া, বরদা, চিরুণীয়া, মকদারপুর, বেড়া, মুগবেড়িয়া, ভাগলপুর, ধান্দা, সিমুলিয়া, কলাবেড়ে, পিপুলবেড়ে, পদুমবসান, নন্দীগ্রাম, নস্করপুর, পশ্চিমবাড় প্রভৃতি গ্রাম সমূহে বাস করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ধর, কর, নন্দী, নন্দ, দাস, রথ, পতি, ত্রিপাটী, আচাৰ্য্য, পাহাড়ী, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। ইহাঁদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত নাই। তবে নিম্নলিখিত শ্লোকের উল্লিখিত ছয়ঘর ব্রাহ্মণ সিদ্ধকুল ও পাহাড়ী, পাণিগ্রাহী, পাণ্ডা, আচাৰ্য্য, প্রহরাজ ও চক্রবর্ত্তী,—ইহাঁরা সাধ্যকুল বলিয়া খ্যাত।

> "করশৰ্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশৰ্ম্মা চ গৌতমঃ।
> আত্রেয়ো রথশৰ্ম্মা চ নন্দিশৰ্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
> কৌশিকো দাশশৰ্ম্মা চ পতিশৰ্ম্মা চ মুদ্গলঃ॥"

—ইহাঁরা সকলেই উৎকল-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

ইহাঁদের মধ্যে যজুর্ব্বেদী, সামবেদী ঋক্‌বেদী ও অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরা শঙ্কর মিশ্রের বাজপেয়ীমতে ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে ইহাঁরা কাঁটালপাতা কলার খোলার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেন। ইহাঁদের যজ্ঞোপবীত গ্রন্থী দিবার নিয়ম ও বিবাহ পদ্ধতি আমাদিগের সমাজে যাহা প্রচলিত আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজকাল স্মার্ত্তমতও ইহাঁদের মধ্যে প্রচলন হইতেছে। ইহার কারণ বাজপেয়ী মতের পুঁথিগুলি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের

দ্বারা হস্তলিখিত হইয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভুল-প্রমাদ পূর্ণ হইয়াছে। কেহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করিতেছেন না। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের অনেক নিয়ম ও প্রথা এখনও ত্যাগ করেন নাই। আমাদিগের মধ্যে কিন্তু সে সকল একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইঁহাদের সহিত আমাদের যে পূর্ব্বসম্পর্ক ছিল না তাহা নহে। এই সম্প্রদায়ের সহিত আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক সমাজভুক্ত হওয়া সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। ইতিমধ্যে ইঁহাদের কেহ কেহ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর প্রভৃতি গ্রামের আমাদিগের সমাজভুক্ত দাক্ষিণ্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত সম্প্রদায় ব্যতীত আরও দুই সম্প্রদায় বৈদিক ব্রাহ্মণ মেদনীপুর জেলায় আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে রাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের ন্যায়। অপর সম্প্রদায় গৌড়াদ্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যেও শিক্ষিত লোক অনেক আছেন। তাঁহারা মাহিষ্য যাজন করিয়া থাকেন। আমাদিগের বঙ্গদেশে আসিবার অনেক পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলায় এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিতেছেন।

কাঁথি।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে দ্বারিকানাথ ধর কর্ম্মোপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করেন। ইনি কাঁথি ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টের একজন খ্যাতনামা মোক্তার। ইঁহার বংশপরিচয় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্ষেপুৎ।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্য,—ইঁহার আদিনিবাস কোথায় ছিল জানা যায় নাই। রাজীব-লোচনের পুত্র ঘনশ্যাম। ঘনশ্যামের পুত্র রমাকান্ত সিদ্ধ, রত্নেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত ও ধনঞ্জয় দণ্ডী। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রমাকান্ত সিদ্ধ ৺ক্ষিপ্তেশ্বরী মাতার প্রত্যাদেশ পাইয়া সোণাটুকুরি গ্রাম হইতে ক্ষেপুতে আসিয়া বাস করেন এবং ৺ক্ষিপ্তেশ্বরী মাতার সেবায়েত হন। রমাকান্ত সিদ্ধের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কালীচরণ সিদ্ধ। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্য,—তিনি বর্দ্ধমান জেলার আন্গুনা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। দ্বিতীয় পুত্র মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য ২৪ পরগণা জেলার সেহড়াদহ গ্রামে যাইয়া বাস করেন এবং তৃতীয় পুত্র খেলারাম ২৪ পরগণা জেলার রজিলাবাদ গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

কালীচরণ সিদ্ধের পুত্র রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, মনোহর, মুরারী বিদ্যানিধি ও চূড়ামণি। রামগোপাল তর্ক-পঞ্চাননের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ত্রিলোচন ন্যায়রত্ন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ভবানীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, শ্রীধর বিদ্যানিধি ও গঙ্গাধর। ত্রিলোচন ন্যায়রত্নের পুত্র পূর্ণানন্দ ন্যায়বাগীশ, রামকুমার ও রামকমল। পূর্ণানন্দ ন্যায়-বাগীশের পুত্র শ্যামাচরণ কবিরত্ন ও বামাচরণ। শ্যামাচরণ ২৪ পরগণা জেলার ঘাটেশ্বরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় ঘাটেশ্বরা গ্রামে দ্রষ্টব্য। বামাচরণ, রামকুমার ও রামকমল অপুত্রক।

ভবানীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশের পুত্র জগদীশ। জগদীশের পুত্র রামতারক। রামতারকের পুত্র তিনকড়ি, গোবর্দ্ধন ও হরিদাস। তিনকড়ির পুত্র শম্ভুনাথ ও তুলসীচরণ। হরিদাসের পুত্র খগপতি।

শ্রীধর বিদ্যানিধির পুত্র রামমোহন শিরোমণি, রামনারায়ণ ও ভৈরব বিদ্যাসাগর। রামমোহন শিরোমণির পুত্র বনমালী ও দৈত্যারি কাব্যতীর্থ। বনমালীর পুত্র গিরীশ, উমেশ ও গণেশ। গিরীশ ও গণেশ অপুত্রক। উমেশের পুত্র অন্নদা ও যতীন্দ্র। অন্নদার পুত্র শীতলদাস। দৈত্যারি কাব্যতীর্থ অপুত্রক।

রামনারায়ণের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র নীলকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, শিবনাথ ও শচীন্দ্র। নীলকণ্ঠের পুত্র অমূল্য, নন্দ, ভোলানাথ ও রুচিরাম। বৈকুণ্ঠের পুত্র কালীপদ। শিবনাথের কালীপদ, পটল প্রভৃতি তিন পুত্র। শচীন্দ্রের পুত্র বিভূতি।

ভৈরব বিদ্যাসাগরের পুত্র কালীচরণ, গোবিন্দ, দীনবন্ধু, পরাণ, যদু, বেণীমাধব ও কৈলাসচন্দ্র। কালীচরণ অপুত্রক। গোবিন্দের পুত্র মহেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র মুরারি ও অনিল।

দীনবন্ধুর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র চারুচন্দ্র। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সুশীল, নরেন্দ্র ও ফণী। চারুর পুত্র প্রফুল্ল। সুশীল খড়্গপুরে থাকেন,—তাঁহার একটী পুত্র। নরেন্দ্র বলসেভিক্ দলে যোগ দিয়া রুশিয়াতে বাস করিতেছেন। ফণী মৃত।

পরাণের পুত্র ললিতমোহন। যদুর পুত্র জয়কৃষ্ণ ও মন্মথ। জয়কৃষ্ণ কাশীতে থাকেন এবং মন্মথ গোকর্ণী গ্রামে বাস করেন। বেণীমাধবের পুত্র নলিনীকান্ত। নলিনীকান্তের পুত্র কানন ও বিজন। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র অমর। রত্নেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত চৌতাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ধনঞ্জয় দণ্ডী হুগলী জেলার সোণাটুকারি গ্রামে বাস করিতেন।

বৰ্দ্ধমান

পুট্‌শুড়ি।

এই গ্রামে কয়েকঘর বিভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় যাহা পাওয়া গিয়াছে প্রদত্ত হইল :—

মৌলিক ভরদ্বাজ-গোত্রীয়ের বংশবর্ণনা।

কামদেব চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামগোবিন্দ সার্ব্বভৌম, নিধিরাম, রামকমল ও সফলরাম। রামগোবিন্দ সার্ব্বভৌমের পুত্র গোকুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, ভোলানাথ তর্কভূষণ, চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কার, সার্থকচন্দ্র ও শক্রঘ্ন।

গোকুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ,—ইনি স্বয়ং বৰ্দ্ধমান জেলার গুলিটা গ্রামে যাইয়া সেখানে "টোলবাটী" ও গৃহাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় গুলিটাগ্রামে প্রদত্ত হইল।

ভোলানাথ তর্কভূষণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, রাজচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, মাণিকচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও গোলোকচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র নিঃসন্তান।

রাজচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র, হরচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র দীননাথ ও ব্রজগোপাল। দীননাথের পুত্র পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ির পুত্র মুরারিমোহন, অজিৎকুমার ও গণপতি।

ব্রজগোপাল বৰ্দ্ধমান জেলার আন্‌গুণা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় আন্‌গুণা গ্রামে দ্রষ্টব্য।

হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণের পুত্র উপেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় কাব্যতীর্থ। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র মৃণালকান্তি।

মাণিকচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের পুত্র মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর ন্যায়পঞ্চানন ও বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের পুত্র বরদাপ্রসাদ ও সারদাপ্রসাদ।

গোলোকচন্দ্রের পুত্র যজ্ঞেশ্বর, সীতানাথ ও গৌরীকান্ত। যজ্ঞেশ্বর ও সীতানাথ নিঃসন্তান।

গৌরীকান্তের পুত্র শশিভূষণ ও ঋষিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র পঞ্চানন, রঘুনাথ, নিরঞ্জন ও অমরনাথ। রঘুনাথের পুত্র ক্ষীরোদ। ঋষিভূষণের পুত্র বিশ্বনাথ, পশুপতি, বিভূতি, সূর্য্যকান্ত, সুদর্শন, বটকৃষ্ণ ও কিশোরীমোহন।

চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কার নিঃসন্তান।

সার্থকচন্দ্রের পুত্র ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের পুত্র গয়ারাম। গয়ারামের পুত্র উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের পুত্র তারাপদ। তারাপদর দুইটী শিশু পুত্র। উমেশচন্দ্র নাসিগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

শক্রঘ্নর পুত্র শিবপ্রসাদ ও খুদিরাম। শিবপ্রসাদের পুত্র বদনচন্দ্র। বদনচন্দ্রের পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র শক্তিপদ। খুদিরামের পুত্র শ্রীমন্ত।

নিধিরামের পুত্র নবকুমার ও ঘনরাম। নবকুমারের পুত্র রাধিকা, দাশরথী ও নফরচন্দ্র। রাধিকা ও নফরচন্দ্র অপুত্রক। দাশরথীর পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র জানকীনাথ, যদুনাথ, বামাচরণ ও দ্বিজপদ। জানকীনাথের পুত্র আশুতোষ, দিবাকর ও যামিনীমোহন। আশুতোষ অপুত্রক। দিবাকরের পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রনাথ। যামিনীমোহনের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ।

যদুনাথ, বামাচরণ ও দ্বিজপদ নিঃসন্তান।

ঘনরামের পুত্র গুরুপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়।

রামলোচনের পুত্র হরিবংশ। হরিবংশের পুত্র গৌরচন্দ্র। গৌরচন্দ্রের পুত্র দিগম্বর, যোগাদ্যাচরণ ও কালীচরণ। দিগম্বরের পুত্র বেণীমাধব ও ত্রৈলোক্যনাথ। বেণীমাধবের পুত্র রামবিষ্ণু, পূর্ণচন্দ্র, ভুবনমোহন, শিবচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। রামবিষ্ণু ও পূর্ণচন্দ্র নাবালক অবস্থায় মারা যান। ভুবনমোহন নিঃসন্তান। শিবচন্দ্রের পুত্র মহিমারঞ্জন ও ধরণীরঞ্জন। মহিমারঞ্জনের পুত্র প্রভাসকুমার ও সুভাষকুমার। ধরণীরঞ্জন মৃত।

শরৎচন্দ্রের পুত্র দোলগোপাল ও নৃত্যগোপাল। নৃত্যগোপাল মৃত।

ত্রৈলোক্যনাথ, যোগাদ্যাচরণ ও কালীচরণ নিঃসন্তান।

রামকমলের পুত্র প্রীতিরাম। প্রীতিরামের পুত্র সাগরচন্দ্র। সাগরচন্দ্রের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র বীরেশ্বর। বীরেশ্বর অপুত্রক।

সফলরামের পুত্র পাঁচকড়ি। পাঁচকড়ি নাবালক অবস্থায় মারা যান।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীনগণের বংশবর্ণনা।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি বাচস্পতিপাড়া হইতে বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র খুঁদিরাম ও গোপাল এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। খুঁদিরামের পুত্র রাধারমণ, কিশোরীমোহন ও বাসুদেব। ইঁহাদের বিস্তারিত বংশ-পরিচয় হরিনাভি গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রাম হইতে রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্রগণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। রাজেন্দ্রনাথের পিতার নাম গুরুদাস ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের বিস্তারিত বংশপরিচয় রাজপুর গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজগণের বংশবর্ণনা।

রুদ্র বাচস্পতি এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র বাণেশ্বর। বাণেশ্বরের পুত্র রামলোচন, রামতনু ও রামকুমার। রামলোচনের পুত্র রামধন ও বদনচাঁদ। রামধনের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র রামবিষ্ণু। রামবিষ্ণুর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, রঘুরাম ও ভোলানাথ। বদনচাঁদের পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের পুত্র পূর্ণ। পূর্ণর পুত্র দেবেন্দ্র।

রামতনুর পুত্র হারাধন। হারাধনের পুত্র লোহারাম। লোহারামের পুত্র শিবরাম ও রামময়। শিবরামের পুত্র গোবর্দ্ধন ও কেবলরাম।

রামকুমারের পুত্র পরাণ। পরাণের পুত্র শশী ও রামরাম। শশীর পুত্র রামরেণু ও রামনন্দন। রামরেণুর পুত্র আশুতোষ। রামরামের পুত্র কাশীনাথ।

কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীনগণের বংশবর্ণনা।

রামকান্ত রায় এই গ্রামে বাস করিতেন। রামকান্তের পুত্র মহেশ্বর। মহেশ্বরের পুত্র বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র তারাপদ, হরিপদ, রামপদ, অভয়পদ ও দুর্গাপদ। হরিপদর পুত্র বটকৃষ্ণ। রামপদর পুত্র সুখময়। ইঁহাদের আদিবাস হরিনাভি।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিকগণের বংশবর্ণনা।

সারদাপ্রসাদ মিশ্রের পুত্র সত্য ও শ্রীশ। শ্রীশের পুত্র কমলাকান্ত, বিমলাকান্ত ও কালীকৃষ্ণ।

গৌতম-গোত্রীয় বংশজগণের বংশবর্ণনা।

রামজীবন আচার্য্যের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র রামগোবিন্দ ও গঙ্গারাম। রামগোবিন্দের পুত্র রামতারণ, দীননাথ ও সূর্য্যচন্দ্র। গঙ্গারামের কোন সন্তানাদি নাই। রামতারণের পুত্র নিধিরাম ও মাণিকরাম। দীননাথের পুত্র কালীপদ, পরমশুক ও ক্ষেত্রনাথ। সূর্য্যচন্দ্র নিঃসন্তান। নিধিরামের পুত্র শঙ্করীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ, রাধাশ্যাম ও রামকৃষ্ণ। মাণিকরামের পুত্র সুধীরকুমার। সুধীরকুমারের পুত্র শান্তিমোহন। কালীপদর পুত্র সুধীর-কুমার। পরমশুকের পুত্র সনাতন। ক্ষেত্রনাথের পুত্র রণজিৎ, দোলগোপাল ও কিশোরীমোহন।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিকগণের বংশবর্ণনা।

রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র সীতারাম। সীতারামের পুত্র রামরাম, রামনারায়ণ, রামসুন্দর ও মধুসূদন। রামনারায়ণের পুত্র অভয়চরণ। অভয়চরণের পুত্র হারাণচন্দ্র। হারাণচন্দ্রের পুত্র বলাই, কানাই, গোপাল, গৌর ও নিতাই।

মধুসূদনের পুত্র মাধব, নীলমাধব ও শ্রীনাথ। মাধবের পুত্র উমেশ। উমেশের পুত্র তিনকড়ি। নীলমাধব নিঃসন্তান। শ্রীনাথের পুত্র পূর্ণচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র ভূপেন্দ্র উপেন্দ্র। ভূপেন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র ও মুকুন্দ। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পুত্র চণ্ডীদাস, দুর্গাগতি ও কৃষ্ণগোপাল। চণ্ডীদাসের পুত্র হরিধন ও কমল। দুর্গাগতির পুত্র গৌরীশঙ্কর ও দীনবন্ধু। অন্নদাপ্রসাদের পুত্র নগেন্দ্র, ঠাকুরদাস, বঙ্কিম ও গোবিন্দ। ইহাঁরা কলিকাতাস্থ ভবানীপুরে বাস করেন।

আমড়া।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ধরণীধর ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধরণীধরের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের ছয়টী পুত্র—নীলকণ্ঠ, রামধন, রামমোহন, রামচরণ, মৃত্যুঞ্জয় ও দেবীচরণ। নীলকণ্ঠ অপুত্রক।

রামধনের পুত্র ত্রিলোচন ও বেচারাম। ত্রিলোচনের পুত্র শ্রীরাম, রামব্রহ্ম, রামতারণ ও রামময়। শ্রীরামের পুত্র ভোলানাথ ও কেশব। ভোলানাথের পুত্র ঋষি, কৃষ্ণ, ধনকৃষ্ণ ও ভূতনাথ। ঋষির একটী শিশু। রামব্রহ্মের পুত্র আশু ও অঘোর। আশু অপুত্রক, অঘোরের পুত্র প্রভাকর ও গোপাল। রামতারণের পুত্র যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র। যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র, কেশব, রামময় ও বেচারাম অপুত্রক। রামধনের বংশধরগণ বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার বাতাসপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

রামমোহনের পুত্র মধুসূদন, রাধানাথ ও সুধারাম। মধুসূদনের পুত্র বিহারী ও মহেন্দ্র। বিহারীর পুত্র সারদা ও দেবেশ। সারদা অপুত্রক। দেবেশের পুত্র বিভূতি, গিরিজা, কৌস্তভ ও আত্রিজা। মহেন্দ্র অপুত্রক। রাধানাথের পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ। কৃষ্ণনারায়ণের পুত্র চারু ও শশিভূষণ। চারুর একটি শিশু পুত্র। শশিভূষণের পুত্র শিবদাস ও গৌরীপ্রসাদ,—ইহাঁরা বর্দ্ধমান জেলার ভাণ্ডারডিহি গ্রামে বাস করিতেছেন। সুধারামের পুত্র কুঞ্জলাল। কুঞ্জলালের পুত্র পঞ্চানন ও সূর্য্যকান্ত। পঞ্চাননের পুত্র বিজয় ও কমলাকান্ত। সূর্য্যকান্তের পুত্র গুরুপদ ও রামপদ,—ইহাঁরা বর্দ্ধমান জেলার নবগ্রামে বাস করিতেছেন।

রামচরণের পুত্র কৈলাস ও হরিশ। কৈলাস অপুত্রক। হরিশের পুত্র বরদা। বরদার পুত্র পতিতপাবন, অনাথ ও রামকৃষ্ণ। পতিতপাবনের পুত্র সত্যনারায়ণ। অনাথের পুত্র হরিনারায়ণ।

দেবীচরণের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ও পঞ্চানন। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র চণ্ডী। চণ্ডীর পুত্র শরৎ, পঞ্চানন, নন্দলাল, নারায়ণচন্দ্র, কমলাকান্ত ও রাধাকান্ত। শরতের পুত্র অনিলবরণ।

রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। রুক্মিণীকান্তের পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্র বৈদ্যনাথ, হারাধন ও রামসুন্দর। বৈদ্যনাথ অপুত্রক। হারাধনের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র দুর্গাচরণ। দুর্গাচরণের পুত্র অনন্তদেব ও তারাপদ। অনন্তদেব অপুত্রক। তারাপদর পুত্র বটকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও বাদল। রামসুন্দরের পুত্র বৃন্দাবন, গোপাল ও যাদব। বৃন্দাবনের পুত্র রাম ও মতিলাল। রামের পুত্র সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র ও উপেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র সন্তোষকুমার, আশুতোষ, কালীকিঙ্কর বঙ্কিমচন্দ্র ও একটি শিশু,—ইহাঁরা বর্দ্ধমান জেলায় বসন্তপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। মতিলাল ও নগেন্দ্র অপুত্রক।

গোপালের পুত্র অধরচন্দ্র, শশিভূষণ ও ভবতারণ। অধরচন্দ্র ও ভবতারণ অপুত্রক। শশিভূষণের পুত্র দিবাকর ও ইন্দুভূষণ। দিবাকরের পুত্র সুধাংশুশেখর।

যাদবের পুত্র বিধুভূষণ ও উমেশ,—ইহাঁরা উভয়েই অপুত্রক।

রামলোচন ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। রামলোচনের পুত্র ঈশ্বর, পীতাম্বর ও রাজচন্দ্র। ঈশ্বরের পুত্র বেণীমাধব। বেণীমাধবের পুত্র ভূষণ। ভূষণ অপুত্রক।

পীতাম্বরের পুত্র গণেশ ও পশুপতি। গণেশের পুত্র গঙ্গারাম, বিষ্ণুপদ, রাম, জগন্নাথ ও আশুতোষ। গঙ্গারামের পুত্র ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাস এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার খড়মপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। বিষ্ণুপদর পুত্র হৃষিকেশ বর্দ্ধমান জেলার ভুরকুণ্ডা গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। পশুপতির পুত্র খুঁদিরামের একটি শিশু।

রাজচন্দ্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র অতুল, মন্মথ, রামগতি, পরমানন্দ ও নারায়ণ। অতুল, মন্মথ ও নারায়ণ অপুত্রক। পরমানন্দের পুত্র দাশরথি।

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—এই দুই সহোদর ইহাঁদের জ্ঞাতি। কাশীনাথের পুত্র মধুসূদনের পুত্র বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর অপুত্রক।

শিবপ্রসাদের পুত্র হরিশ। হরিশের পুত্র ভোলানাথ ও দীননাথ। ভোলানাথের পুত্র উপেন্দ্র, বিপিন ও গুইরাম। উপেন্দ্রের পুত্র কালীপদ, দোলগোবিন্দ, শ্রীপতি, জগৎপতি ও সীতারাম। কালীপদর পুত্র উমাশঙ্কর। জগৎপতির পুত্র দেবীপ্রসাদ। দীননাথ, বিপিন, গুইরাম ও শ্রীপতি অপুত্রক।

কেন্দুড়।

এই গ্রামে অনেকগুলি বিভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় যাহা সংগৃহীত হইয়াছে প্রদত্ত হইল :—

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র জগদীশ, ভুবনমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ। জগদীশের পুত্র উমাশঙ্কর ও গৌরীমোহন। ভুবনমোহনের পুত্র ভগবতীপ্রসাদ। ভগবতীপ্রসাদের একটী শিশু পুত্র। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র বিমলাপ্রসাদ, মদনমোহন ও বগলাপ্রসাদ।

ইহাঁদের জ্ঞাতি যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র গুরুপদ ও হরিপদ। গুরুপদর পুত্র কুড়ারাম।

ইহাঁদের জ্ঞাতি নীলকমল ভট্টাচার্য্যের পুত্র সত্যকিঙ্কর। সত্যকিঙ্করের পুত্র শক্তিপদ ও যোগজীবন।

ইহাঁদের জ্ঞাতি রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কালীচরণ ও নীলমণি। কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের পুত্র পঞ্চানন। উপেন্দ্রনাথের পুত্র জীতেন্দ্রনাথ, মুক্তিপদ ও অনিলবরণ।

নীলমণি ভট্টাচার্য্যের পুত্র সারদাপ্রসাদ, বরদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ। সারদাপ্রসাদের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। বরদা-প্রসাদের পৌত্র সিদ্ধেশ্বর। অন্নদাপ্রসাদের পুত্র ভোলানাথ।

ইহাঁদের জ্ঞাতি কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র পার্ব্বতীচরণ ও শ্যামাচরণ। পার্ব্বতীচরণের পুত্র কালীপদ। শ্যামাচরণের পুত্র বলাইচাঁদ, দেবীপ্রসাদ ও গৌরীমোহন।

ইহাঁদের জ্ঞাতি অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। অবিনাশচন্দ্রের একটী পুত্র। এই বালকটী বর্দ্ধমান জেলার চৌপিড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেছে।

তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ভূতনাথ ইহাঁদের আর একঘর জ্ঞাতি। ভূতনাথের পুত্র চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের পুত্র অজিৎকুমার।

জনশ্রুতি আছে,—কাথায়ন-গোত্রীয় কুলীন অসিধারী ভট্টাচার্য্যের পিতা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া শ্বশুর দুর্গাপ্রসাদের বাটীতে বাস করেন। অসিধারীর পুত্র ভুজঙ্গভূষণ, উমাচরণ ও জ্যোতির্ম্ময়। উমাচরণের পুত্র অনিলবরণ ও একটী শিশু।

জনশ্রুতি আছে,—ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন ভাগবৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত রাজপুর গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র ঠাকুরদাস ও কালীশঙ্কর। ঠাকুরদাসের পুত্র গুরুপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের পুত্র নফরচন্দ্র ও রামচন্দ্র। নফরচন্দ্রের পুত্র কেদারনাথ, ভোলানাথ ও ধনঞ্জয়। কেদারনাথের পুত্র প্রকাশচন্দ্র ও বিজয়রাম। প্রকাশচন্দ্রের পুত্র শক্তিপদ। ধনঞ্জয়ের একটী কন্যা। এই কন্যাটী ২৪ পরগণার অন্তর্গত সালিপুর গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে পালিতা।

রামচন্দ্রের পুত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র আশুতোষ ও তারাপদ। আশুতোষের পুত্র সতীশচন্দ্র, জয়কালী, দোলগোবিন্দ, কৃষ্ণচরণ ও রাধিকানাথ। সতীশচন্দ্রের পুত্র মুক্তিপদ। জয়কালীর পুত্র অমিয়সাধন। দোলগোবিন্দের পুত্র শান্তিসাধন। তারাপদর তিনটী কন্যা মাত্র।

কালীশঙ্করের পুত্র নিস্তারিণীপ্রসাদ ও হারাধন। নিস্তারিণীপ্রসাদের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ, মিহিরলাল ও জ্যোতির্ম্ময়। যোগেন্দ্রাথের পুত্র দাশরথি,—ইনি সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আনুগুণা গ্রামে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন। মিহিরলালের পুত্র চন্দ্রকুমার ও হরিধন। জ্যোতির্ম্ময়ের পুত্রসন্তান নাই, দুইটী কন্যা মাত্র।

ইহাঁদের জ্ঞাতি হারাধন ভট্টাচার্য্যের পুত্র চণ্ডীচরণ, ভগবতীচরণ, উমেশচন্দ্র ও দক্ষিণাচরণ। দক্ষিণাচরণের পুত্র সূর্য্যকুমার।

ইহাঁদের আর একঘর জ্ঞাতি রামলালের পুত্র ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য। ভোলানাথের পুত্র তারাপদ ও শক্তিপদ,—ইহাঁরা সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নিরোল গ্রামে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন।

ধান্যরুখী।

এই গ্রামে একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গুরুপ্রসাদ রায় চৌধুরী ইহাঁদের আদিপুরুষ। গুরুপ্রসাদের পুত্র মাণিকচন্দ্র ও মুক্তারাম। মাণিকচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও রামরতন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র আশুতোষ, হরিপদ ও নলিনাক্ষ। আশুতোষের পুত্র দুর্গাগতি। হরিপদর পুত্র জগবন্ধু ও দীনবন্ধু।

রামরতন নিঃসন্তান। মুক্তারামের পুত্র তারক ও ঈশান। তারকের পুত্র সাতকড়ি, ভোলানাথ, কুমারীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র সাতকড়ির পুত্র গুরুপদ, সুধাকর ও নারায়ণ। কুমারীশের পুত্র গদাধর।

আন্‌গুণা।

বাৎস্য-গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল:—

বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন অযোধ্যারাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র বরদা ও কালী। কালীর পুত্র অনুকূল। অনুকূলের পুত্র বিভূতি।

শম্ভুচরণ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। শম্ভুচরণের পুত্র কেশব ও তারিণীচরণ। কেশবের পুত্র হৃদয় ও যশোদা। হৃদয়ের পুত্র গোপাল। তারিণীচরণের পুত্র যতীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের পুত্র দুর্গাচরণ ও দুলাল।

বনমালী ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় ইহাঁদের জ্ঞাতি। বনমালীর পুত্র নীলকণ্ঠ ও ভোলানাথের পুত্র ভোমা।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক রামজীবন ভট্টাচার্য্যের পুত্র মধুসূদন ও হিরালাল। মধুসূদনের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র প্রসন্ন, মাণিক, ঋষি ও জগাই। প্রসন্নর একটী শিশু। হীরালালের পুত্র সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র মন্মথ, রমেশ, লালবিহারী, রবীন্দ্র, গোবিন্দ ও কার্ত্তিক।

রামতারণ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। রামতারণের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র তারাপদ, গঙ্গাধর, নরেন্দ্র, কালো ও গোপাল। তারাপদর পুত্র ভোঁদা। গঙ্গাধরের একটী শিশু।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র তারাপদ ও নারায়ণ। তারাপদর পুত্র গোপাল।

মাধব ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। মাধবের পুত্র অক্ষয়। অক্ষয়ের পুত্র শ্যামাপদ, সুবল, গোপাল ও ভানী। শ্যামাপদর একটী শিশু। সুবলেরও একটী শিশু।

যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। যোগীন্দ্রনাথের পুত্র ভুলো, কৃষ্ণ ও ভোদো। ভুলোর একটী শিশু।

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি।

রামধন ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। রামধনের পুত্র পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর পুত্র তারাপদ। তারাপদর পুত্র কৃষ্ণ ও গোষ্ঠ।

নিবারণ, ভুবন ও ঈশান ভট্টাচার্য্য—এই তিন ভ্রাতাও ইহাঁদের জ্ঞাতি। নিবারণের পুত্র সিদ্ধেশ্বর। ভুবনের পুত্র দিবাকর ও শশিশেখর।

কোমরপুর।

একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

ভাগবত ভট্টাচার্য্যের পুত্র ধরণীধর। ধরণীধরের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র রামলাল, হরি ও মধুসূদন। রামলালের পুত্র গোপাল ও তারাপদ। গোপালের পুত্র শঙ্কর ও দিবাকর।

হরির পুত্র কালীপদ।

মধুসূদনের পুত্র রাধাশ্যাম ও ফণিভূষণ। ইহাঁদের আদিবাস ভট্টপল্লীতে ছিল। কিন্তু সেখান হইতে কে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাহা সঠিক জানা যায় নাই

গুলিটা।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক গোকুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গোকুলচন্দ্রের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রামমোহন ও রাধামোহন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রামধন, রমানাথ ও রামগোপাল।

রামমোহনের পুত্র রঘুনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ। রঘুনাথ অপুত্রক। ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র হরিপদ।

রাধামোহনের পুত্র রামচাঁদ, রামযদু ও মাধব। রামচাঁদের পুত্র উত্তম ও শশিভূষণ। রামযদুর পুত্র কুঞ্জবিহারী ও বিধুভূষণ। মাধব ও উত্তম অপুত্রক। শশিভূষণের পুত্র কার্ত্তিক, গণেশ ও অশ্বিনী। কার্ত্তিকের পুত্র নন্দদুলাল ও রণজিৎ। কুঞ্জবিহারী অপুত্রক। বিধুভূষণের পুত্র রামপদ ও দুর্গাপদ। গণেশ ও অশ্বিনী অপুত্রক। রামপদর পুত্র সুধীর ও সুদর্শন। দুর্গাপদর পুত্র শান্তি।

রামধনের পুত্র রামজীবন ও রামতারণ। রামজীবনের পুত্র মহেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র। মহেন্দ্রের পুত্র আশুতোষ ও তিনকড়ি। আশুতোষের পুত্র বীরেন্দ্র ও নীরেন্দ্র। তিনকড়ির পুত্র হরেন্দ্র। ব্রজেন্দ্রের পুত্র অভয়পদ। অভয়পদর পুত্র মনোরঞ্জন ও মদন। রামতারণ ও রমানাথ অপুত্রক।

রামগোপালের পুত্র নবীন, কালিদাস ও রামদাস। নবীন অপুত্রক। কালিদাসের পুত্র নলীনাক্ষ, সুরেন্দ্র, ভোলানাথ, দেবেন্দ্র ও নারায়ণ। সুরেন্দ্রের পুত্র তারকনাথ ও ভাগ্যধর। ভোলানাথ অপুত্রক। দেবেন্দ্রের পুত্র বিমল, জগদীশ ও বনমালী। রামদাসের পুত্র অশ্বিনী। অশ্বিনীর পুত্র শঙ্কর।

মুকশিমপাড়া।

বাৎস্যগোত্রীয় বংশজ পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করিতেন। পদ্মলোচনের পুত্র অনন্তরাম। অনন্তরামের পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র নীলমণি। নীলমণির পুত্র নিত্যগোপাল। নিত্যগোপালের পুত্র নিরাপদ ও শিবপদ। নিরাপদর পুত্র নিবারণ। শিবপদর পুত্র অজিৎকুমার ও রণজিৎকুমার।

পাণ্ডুগ্রাম।

এই গ্রামে কয়েকঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় যাহা পাওয়া গিয়াছে, প্রদত্ত হইল :—

অনন্তরাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র বেণীমাধব। বেণীমাধবের পুত্র জ্ঞানদা। জ্ঞানদার পুত্র বিভূতি।

কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত ও সূর্য্যকান্ত। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র কেনারাম ও তারাপদ। সূর্য্যকান্তের পুত্র নলিন ও গণেশ।

নন্দেরচাঁদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র সাতকড়ি ও প্যারিমোহন। প্যারিমোহনের পুত্র অরুণ ও মটুর। মটুর পুত্র নিতাই ও গৌর।

।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক দুইঘর এবং কুশিক-গোত্রীয় কুলীন একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র দিগম্বর, কালিদাস ও গুরুদাস। গুরুদাসের পুত্র উপেন্দ্র ও চারু। উপেন্দ্রের পুত্র ননীগোপাল, জয়গোপাল ও ব্রজগোপাল। চারুর পুত্র সুধীর। ননীগোপালের পুত্র সুভাষ।

রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। রাজচন্দ্রের পুত্র বিশ্বনাথ ও রাম। বিশ্বনাথের পুত্র বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের পুত্র আশুতোষ, মহিতোষ, সন্তোষ, গৌর ও নিতাই। আশুতোষের পুত্র নন্তিরাম।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারদ্রোণ গ্রামের কুশিক-গোত্রীয় রামগোপাল ভট্টাচার্য্যের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র জটাভূষণ এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় বারদ্রোণ গ্রামে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বংশপরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্তেশ্বর।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পীতাম্বরের পুত্র বনয়ারীলাল। বনয়ারীলালের পুত্র শশধর। শশধরের একটী শিশু।

বুড়ার।

এই গ্রামে কয়েকঘর বিভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ মাধবরাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র বাণেশ্বর। বাণেশ্বরের পুত্র যাদবেন্দ্র। যাদবেন্দ্রের পুত্র রজনীকান্ত। রজনীকান্তের পুত্র তারাপদ, শক্তিপদ ও ভবানী।

ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। ধর্ম্মদাসের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের পুত্র ভূতনাথ ও দ্বারিকানাথ। ভূতনাথের পুত্র চারু, রাম ও পশুপতি ;—ইহাঁরা এক্ষণে বুড়ার হইতে গোপালনগরে গিয়া বাস করিতেছেন। চারুর পুত্র কাল ও একটী শিশু। পশুপতির একটী শিশু।

দ্বারিকানাথের পুত্র ইন্দ্র, নিরাপদ, গৌর, অদ্বৈত ও নিতাই। ইন্দ্রের পুত্র মন্মথ ও একটী শিশু। নিরাপদর পুত্র চিত্তরঞ্জন। গৌরের পুত্র বিভূতি। নিতায়ের একটী শিশু।

সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের পুত্র শশধর। শশধরের পুত্র প্রভাকর, এককড়ি, কালিদাস ও গোবর্দ্ধন। প্রভাকরের পুত্র অকুল। এককড়ির পুত্র অনুকূল।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ ধর্ম্মদাস রায়ের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র প্রতাপরাম। প্রতাপরামের পুত্র কালিদাস ও হরিদাস। কালিদাসের পুত্র শম্ভুনাথ, দুকড়ি, এককড়ি ও কেবলরাম। হরিদাসের পুত্র ষষ্ঠীচরণ, লক্ষ্মীকান্ত ও চিরঞ্জীব।

দেবীপ্রসাদ বেদীর পুত্র গুরুপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের পুত্র যাদবচন্দ্র। যাদবচন্দ্রের পুত্র কার্ত্তিক। কার্ত্তিকের পুত্র সুধাংশু, শশাঙ্ক, চন্দ্রশেখর ও বিশ্বনাথ। সুধাংশুর পুত্র কমলাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও একটী শিশু। শশাঙ্কের পুত্র রঞ্জন ও দুইটী শিশু।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারদ্রোণ গ্রামের কুশিক-গোত্রীয় কুলীন দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র অক্ষয়কুমার এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার বংশপরিচয় বারদ্রোণ গ্রামে ইঁহাদের জ্ঞাতিগণের পরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের পুত্র কালীপদ, ভবতারণ ও নারায়ণ।

শিবরামপুর।

এই গ্রামে একঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক ও একঘর বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক,—এই দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র রাধানাথ ও যদুনাথ। রাধানাথের পুত্র সারদাপ্রসাদ। সারদাপ্রসাদের পুত্র নিশাপতি। নিশাপতির পুত্র বিশ্বনাথ ও কাশীনাথ। যদুনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র চণ্ডীচরণ, অভয়চরণ, দুর্গাচরণ ও উমাচরণ।

চণ্ডীচরণের পুত্র অনাথ, অনিল, সন্তোষ, সূর্য্যকুমার ও বিনয়। অনাথের পুত্র পরেশ, নরেশ, সুরেশ ও যোগেশ।

অভয়চরণের পুত্র ফেলারাম ও একটী শিশু।

উমাচরণের পুত্র গোবর্দ্ধন।

অভয়চরণ খড়্গপুরে, দুর্গাচরণ ঘুঘুডাঙ্গায় এবং উমারণ জামালপুরে থাকেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র কালীপদ।

নারায়ণপুর।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় তিনঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক এক বংশের আদিপুরুষ। রামকিঙ্করের পুত্র হরিপদ। হরিপদর পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র সাতকড়ি ও কেদারনাথ। সাতকড়ির পুত্র কার্ত্তিক। কেদারনাথের পুত্র রামপদ। রামপদর পুত্র অজিৎকুমার। ইঁহাদের আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মূলগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। রামগোপাল ভট্টাচার্য্য তথা হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীচরণের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র অনন্ত ও পূর্ণ। অনন্তর পুত্র তারাগতি। পূর্ণর পুত্র বিষ্ণুপদ ও রেণুপদ। বিষ্ণুপদর পুত্র দিবাকর। ইঁহাদের আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেগুণে গ্রামে ছিল।

কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র বঙ্কবিহারী। বঙ্কবিহারীর পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র হৃষিকেশ (বিষ্ণুপদ)। ইনি এক্ষণে এই গ্রামে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন। উক্ত সাতকড়ি ভট্টাচার্য্য ইঁহার মাতামহ।

নাসিগ্রাম।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ ভোলানাথ আচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভোলানাথের পুত্র জগদীশ ও মহাদেব। জগদীশের পুত্র হৃদয়রাম। হৃদয়রামের পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের পুত্র ভৈরব। ভৈরবের পুত্র

প্রেমচাঁদ। প্রেমচাঁদের পুত্র রাজরাজেশ্বর ও চারুচন্দ্র। রাজরাজেশ্বরের পুত্র কুমারীশ, শঙ্করপ্রসাদ, শম্ভু, বিভূতি, গোবর্দ্ধন ও কালিদাস। চারুচন্দ্রের পুত্র হরেরাম।

মহাদেবের পুত্র বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ। বিশ্বনাথের পুত্র কালীচরণ, গোলোকনাথ ও রামনারায়ণ। কালীচরণের পুত্র তারাচাঁদ। তারাচাঁদের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র কুমারীশ কাব্য-বেদান্ততীর্থ। কুমারীশের পুত্র পরেশ।

গোলোকনাথের পুত্র পরেশনাথ। পরেশনাথের পুত্র নেংটেশ্বর। নেংটেশ্বরের পুত্র হরিপদ, বিষ্ণুপদ ও দক্ষিণাপদ। হরিপদ (ইনি কাব্যতীর্থ উপাধি পাইয়াছেন);—ইহাঁর পুত্র কামাক্ষ্যাপ্রসাদ, করালী, কৌশিকী ও তারাশক্তি। দক্ষিণাপদর পুত্র বটুকনাথ, অমরনাথ ও নারায়ণ।

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র বক্কেশ্বর। বক্কেশ্বরের পুত্র বিপিনবিহারী। বিপিনের পুত্র কালিদাস ও আশুতোষ। কালিদাসের পুত্র বামাপদ ও রমাপতি। বামাপদর পুত্র শশাঙ্ক। রমাপতির পুত্র সুধীরকুমার।

আশুতোষের পুত্র নলিনাক্ষ, কমলাপদ, গুরুপদ ও দুর্গাপদ। নলিনাক্ষের পুত্র গোপাল ও শঙ্কর। কমলাপদ একজন বি, এ, উপাধিধারী।

বৈদ্যনাথের পুত্র যোগাদ্যাচরণ ও রামমোহন। যোগাদ্যার পুত্র মহেশ ও তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র কৈলাস ও পরমেশ্বর। কৈলাসের পুত্র শ্রীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠর পুত্র বিজয়কালী। বিজয়কালীর পুত্র শঙ্করীপ্রসাদ। পরমেশ্বরের পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র শ্যামাপদ। মহেশের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নর পুত্র কালীপদ;—ইহাঁরা ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামে বাস করেন।

উক্ত ভোলানাথ আচার্য্যের অপর দুই ভ্রাতার নাম জানা যায় নাই। তন্মধ্যে একজনের পুত্রের নাম রামকুমার আচার্য্য। রামকুমারের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র যদুনাথ ও মাধব। যদুনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ,—ইনি বি, এ। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শিবশঙ্কর।

উক্ত ভোলানাথ আচার্য্যের আর একজন অজ্ঞাতনামা ভ্রাতার পুত্র রামগোবিন্দ আচার্য্য। রামগোবিন্দের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র রামচাঁদ ও গঙ্গাগোবিন্দ। রামচাঁদের পুত্র কপিলেশ্বর ও কেদারনাথ। কপিলেশ্বরের পুত্র কালীপদ ও নলীন। কালীপদর পুত্র নিশাপতি, সনৎকুমার ও নারায়ণ। কেদারের পুত্র বাণেশ্বর, মহাদেব, শিবরাম ও পরশুরাম। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র তারাপদ, হরিপদ ও রামপদ। তারাপদর পুত্র শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুটশুড়ি গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। উমেশচন্দ্রের পুত্র তারাপদ। তারাপদর দুইটী শিশু পুত্র। ইহাঁদের বিস্তৃত বংশপরিচয় পুটশুড়ি গ্রামে দেওয়া হইয়াছে।

সিরাজপুর।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় তিনঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গৌতম-গোত্রীয় কুলীন ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র কার্ত্তিক, শ্রীপতি ও বিষ্ণু। কার্ত্তিকের পুত্র মহিম, চণ্ডী, শ্যামাপদ ও বলাই। শ্রীপতির পুত্র কালিদাস। বিষ্ণুর পুত্র তারাপদ ও রাধাশ্যাম।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত-মজিলপুর গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রসিকচন্দ্রের পুত্র সনাতন। সনাতনের পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র ধনকৃষ্ণ ও মতিলাল। ধনকৃষ্ণের পুত্র নিরাপদ, ক্ষেত্রনাথ ও অরুণ। মতিলালের পুত্র তিনকড়ি,—ইহাঁরা এই গ্রামেই বাস করেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও যোগেশচন্দ্র দুই ভ্রাতা এই গ্রামে বাস করেন। নবীনের পুত্র গণেশ, হরিহর, কমলাকান্ত, বলাই ও কানাই। গণেশের পুত্র চণ্ডীচরণ। যোগেশ অপুত্রক।

চৌপিড়া।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেগুণে গ্রাম হইতে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কার্য্যানুরোধে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দ্বারকানাথের পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমারের পুত্র সচ্চিদানন্দ ও মণীন্দ্রনাথ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কেন্দুর গ্রাম হইতে গৌতম-গোত্রীয় কুলান অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র অবিনাশ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অবিনাশের পুত্র বিভূতিভূষণ,—ইনি এক্ষণে এই গ্রামেই বাস করিতেছেন।

কাঞ্চননগর।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র কেবলরাম। কেবলরামের পুত্র বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র নবীন। নবীনের পুত্র গণেশ, হরিহর, কমলাকান্ত, বলাই ও কানাই। গণেশের পুত্র চণ্ডীচরণ।

বেড়ুগ্রাম।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পুটশুড়ি গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মৌলিক কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সোণারঙ্গী গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র হরগোবিন্দ। হর-গোবিন্দের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র নলিনাক্ষ। নলিনাক্ষের পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র নৃসিংহ ও ব্রহ্মকুমার;—ইঁহারা এক্ষণে এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। কানুরাম হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কানুরামের পুত্র গুরুচরণ। গুরুচরণের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র রামসুন্দর ও গৌরসুন্দর।

কুসুমগ্রাম।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদিগের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর পুত্র বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের পুত্র ভবানীচরণ। ভবানীচরণের পুত্র পার্ব্বতীচরণ। পার্ব্বতীচরণের পুত্র শ্যামাচরণ, এককড়িচরণ ও বিপিনবিহারি। শ্যামাচরণের পুত্র প্রমথ ও বিজয়কৃষ্ণ। এককড়িচরণের পুত্র পঞ্চানন ও ক্ষুদিরাম। বিপিনবিহারীর পুত্র নিত্যরঞ্জন; শচীদুলাল, জীতেন্দ্রমোহন ও শশাঙ্কশেখর।

মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক ;—তাঁহার পুত্র হরিপদ, বিষ্ণুপদ ও কালীপদ। হরিপদর পুত্র দুর্লভ। বিষ্ণুপদর পুত্র প্রভাতরঞ্জন। কালীপদর পুত্র গোপেশ্বর।

রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক ,—তাঁহার পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদর পুত্র প্রসাদকুমার।

নিঃশঙ্ক।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন একঘর, গৌতম-গোত্রীয় কুলীন একঘর এবং বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় বিবৃত হইল :—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন মাণিক ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামদাস। রামদাসের পুত্র মণীন্দ্র। মণীন্দ্রের পুত্র গৌরমোহন।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য হুগলী জেলার অন্তর্গত সোমড়া গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র অমূল্যচরণ।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের পুত্র চন্দ্রশেখর, সূর্য্যকুমার, নবকুমার, প্রসন্নকুমার, কৈলাসচন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র তারাপদ, অভয়পদ ও দুর্গাপদ। তারাপদর পুত্র নীলকমল, রাধাবিনোদ ও শ্যামাপদ। অভয়পদর পুত্র মানসকমল।

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র মধুসূদন, রামকিশোর, নীলাম্বর ও জগন্নাথ। মধুসূদনের পুত্র ত্রৈলোক্য। ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদর পুত্র তারক, শম্ভু, বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ। রামকিশোরের পুত্র রামরূপ। নীলাম্বরের পুত্র দীননাথ ও উমেশ। দীননাথের পুত্র নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র। উমেশের পুত্র পশুপতি। পশুপতির পুত্র এককড়ি। জগন্নাথের পুত্র শ্রীরাম। শ্রীরামের পুত্র কৃষ্ণধন ও আশুতোষ। কৃষ্ণধনের পুত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের পুত্র জ্যোতির্ম্ময়। আশুতোষের পুত্র কালী ও নন্দ।

বেড়া।

এই গ্রামে একঘর বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাখালচন্দ্রের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র হরকালী, শিবকালী, শম্ভুকালী, কৃষ্ণকালী, জয়কালী ও সর্ব্বকালী।

পাকপাড়া।

এই গ্রামে কয়েকঘর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের উপাধি পাণ্ডা। জগন্নাথ পাণ্ডা হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জগন্নাথের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র মধুসূদন ও রামতারণ। মধুসূদনের পুত্র নৃত্যগোপাল। নৃত্যগোপালের পুত্র শ্যামাপদ ও উমাপদ। রামতারণের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র বিভূতিভূষণ ও ভুজঙ্গভূষণ।

রামচন্দ্র পাণ্ডা এই গ্রামে বাস করেন। তিনি অপুত্রক, তাঁহার তিনটী কন্যা আছে।

মহানন্দ পাণ্ডা এখান হইতে হাজারিবাগে গিয়া বাস করিতেছেন। শশিভূষণ পাণ্ডার পুত্রগণও হাজারিবাগে বাস করিতেছেন ;—ইহাঁদের বিস্তৃত বংশপরিচয় হাজারিবাগে দেখুন।

নয়দাপাড়া।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ গিরিলাল ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র অনাদি।

চাণ্ডুলী—(চাঁড়ুল)।

এই গ্রামে উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের উপাধি অধিকারী।

সহস্ররাম অধিকারী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সহস্ররামের পুত্র রামরাম। রামরামের পুত্র বিজয়রাম। বিজয়রামের পুত্র হরিশঙ্কর ও চণ্ডীচরণ। হরিশঙ্করের পুত্র বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর ও রামযাদু। বিশ্বেশ্বরের পুত্র নবীন, ত্রিলোচন ও ক্ষেত্রনাথ। ত্রিলোচনের পুত্র জ্যোতীন্দ্র। জ্যোতীন্দ্রের পুত্র অর্দ্ধেন্দু, বিভূতি, ফণী ও পঞ্চানন।

বিশ্বম্ভরের পুত্র কুঞ্জবিহারী ও শিবচন্দ্র। কুঞ্জবিহারীর পুত্র যোগেশ। যোগেশের পুত্র কালী। শিবচন্দ্রের পুত্র দিবাকর, মনোরঞ্জন ও শক্তিপদ। দিবাকরের পুত্র রাম, কমলাকান্ত ও ভূপাল। মনোরঞ্জনের পুত্র প্রকাশ ও প্রভাস। শক্তিপদর পুত্র অজিৎকুমার।

চণ্ডীচরণের পুত্র তারাচাঁদ ও রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র রামরত্ন, রামবিষ্ণু, রজনী ও দ্বিজপদ। দ্বিজপদর পুত্র ললিত, কিশোরী ও কার্ত্তিক।

মূলগ্রাম।

এই গ্রামে একঘর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গাধরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র রামলাল, নফর ও রামদয়াল। রামলাল ও রামদয়ালের সন্তানাদি নাই। নফরের পুত্র যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র, গৌর ও সুরেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র নলিনাক্ষ ও গিরিজা। উপেন্দ্রের পুত্র কুমারীশ ও গজেন্দ্র। গৌরের পুত্র যুগল, কালী ও কমল। সুরেন্দ্রের পুত্র অধর, বগলা ও ভুজঙ্গ।

কাশীপুর।

মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। রামনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে এক শাখায় পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামনাথের পুত্র কৃষ্ণকান্ত, কমলাকান্ত, উমাকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত। কৃষ্ণকান্তের পুত্র বীরেশ্বর, বীরেশ্বরের পুত্র আশুতোষ। কমলাকান্ত অপুত্রক। উমাকান্তের পুত্র ক্ষেত্রনাথ ও মধুসূদন। ক্ষেত্রনাথ অপুত্রক। মধুসূদনের পুত্র শশধর ও বিধুভূষণ। রুক্মিণীকান্তের পুত্র মাধব। মাধবের পুত্র হরিপদ, বিষ্ণুপদ ও কালীপদ।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র পরেশনাথ। পরেশনাথের পুত্র আত্মাপ্রসন্ন ও সুপ্রসন্ন।

রামতনু ভট্টাচার্য্যের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র প্রকাশ।

মাণিকলাল ভট্টাচার্য্যের পুত্র কৈলাসচন্দ্র। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র শ্রীরাম, শ্রীহরি ও শ্রীধর। শ্রীরামের পুত্র দুর্গাপদ। শ্রীহরির পুত্র বীরেশ্বর, গঙ্গাধর, দিগম্বর ও অনাথনাথ। শ্রীধরের পুত্র পশুপতি। এক্ষণে ইহাঁরা এই চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন।

দাঁইহাট।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর ও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ একঘর ;—এই দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার মূলগ্রামে ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নফর ভট্টাচার্য্য। নফর ভট্টাচার্য্যের পুত্র যোগীন্দ্র, উপেন্দ্র, গৌর ও সুরেন্দ্র। যোগীন্দ্রের পুত্র নলিনাক্ষ ও গিরিজা। নলিনাক্ষের পুত্র শিবকালী। গিরিজার পুত্র ভবানী, রমাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ। উপেন্দ্রের পুত্র কুমারীশ ও গজেন্দ্র। গৌরের পুত্র যুগল, ফণী ও কমল। সুরেন্দ্রের পুত্র অধর, বগলা ও ভুজঙ্গ।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় গণেশ চক্রবর্ত্তীর আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার দেপুর (দেবপুর) গ্রামে ছিল। গণেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র বদন ও মদন। বদনের পুত্র বামন। বামনের পুত্র সরোজ, নারায়ণ ও সুধাময়।

বসন্তপুর।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় কয়েকঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় বিবৃত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামকেশব। রামকেশবের পুত্র বলরাম। বলরামের পুত্র কৃষ্ণমোহন ও রামমোহন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র ঈশান। ঈশানের পুত্র উমাচরণ, দুর্গাচরণ, বামাচরণ, অভয়চরণ ও চণ্ডীচরণ। উমাচরণের পুত্র ধীরেন্দ্র, শক্তিপদ ও সতীরঞ্জন। ধীরেন্দ্রের পুত্র কল্যাণকুমার। দুর্গাচরণের পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র শান্তি ও সুবোধ। বামাচরণের পুত্র বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রের পুত্র প্রভাতকুমার। চণ্ডীচরণের পুত্র তারাপ্রসন্ন, দেবীপ্রসন্ন, অজিৎকুমার ও রণজিৎকুমার।

রামমোহনের পুত্র মহেশ ও গিরীশ। মহেশের পুত্রসন্তান নাই, মাত্র একটী কন্যা আছে।

ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। ত্রিলোচনের পুত্র বেচারাম ও পূর্ণানন্দ। বেচারামের পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র রাজেন্দ্র ও ভোলানাথ। রাজেন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণধন। ভোলানাথের পুত্র পাঁচু ও নন্দ।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ রুক্মিণীকান্ত হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁদের আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার আমড়া গ্রামে ছিল। আমড়া গ্রামে যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছেন, সকলেই ইহাঁদের জ্ঞাতি। রুক্মিণীকান্তের পুত্র শুকদেব। শুকদেবের পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের পুত্র রামলাল। রামলালের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, নগেন্দ্র ও উপেন্দ্র। সুরেন্দ্রের সন্তোষ, আশুতোষ প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র। নগেন্দ্রের পুত্রাদি হয় নাই। উপেন্দ্রের মাত্র একটী কন্যা।

ইহাঁদের জ্ঞাতি ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। হরেন্দ্রের পুত্র দেবীদাস। সুরেন্দ্রের পুত্র শ্যামাদাস। ইহাঁদের আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার মেমারী রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তর আমাদপুরে ছিল। ইহাঁদের জ্ঞাতিরা তথায় হালদার উপাধিতে পরিচিত। নবীনচন্দ্র আমাদপুর হইতে আসিয়া হালিসহরে মাতামহের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। হরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র হালিসহর হইতে আসিয়া এই গ্রামে মাতামহের বাটীতে বাস করিতেছেন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ মহাদেব ভট্টাচার্য্য হইতে আর একটী শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মহাদেবের দুই পুত্র, বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র যোগাদ্যাচরণ ও রামমোহন। যোগাদ্যাচরণের পুত্র মহেশ ও তিনকড়ি। মহেশের পুত্র প্রসন্ন। প্রসন্নর পুত্র কালীপদ ও দুর্গাপদ। ইহাঁরা ২৪ পরগণা জেলার বহড়ু গ্রামে বাস করিতেছেন।

তিনকড়ির পুত্র কৈলাস ও পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের বংশধরগণ বর্দ্ধমান জেলার নাসিগ্রামে বাস করিতেছেন। কৈলাসের পুত্র শ্রীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠর পুত্র বিজয়কালী। বিজয়কালীর পুত্র শঙ্করীপ্রসাদ। শঙ্করীপ্রসাদ এখানকার দৌহিত্র।

বিশ্বনাথের ও রামমোহনের বংশধরগণ বর্দ্ধমান জেলার নাসিগ্রামে বাস করিতেছেন।

বাতাসপুর।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইহাঁদের আদিনিবাস আমড়া গ্রামে ছিল।

ধরণীধর ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। ধরণীধরের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের ছয় পুত্র,—(১) নীলকণ্ঠ (অপুত্রক)। (২) রামধন। (৩) রামমোহন। (৪) রামচরণ। (৫) মৃত্যুঞ্জয় (অপুত্রক)। (৬) দেবীচরণ।

রামধনের বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করেন। রামধনের পুত্র ত্রিলোচন ও বেচারাম। ত্রিলোচনের পুত্র—রামরেণু, রামময়, শ্রীরাম, রামপদ, রামতারণ ও রামব্রহ্ম। রামরেণু, রামময় ও রামপদ অপুত্রক। শ্রীরামের পুত্র ভোলানাথ ও কেশব। ভোলানাথের পুত্র হৃষীকেশ, রাজকৃষ্ণ, ধনকৃষ্ণ ও ভূতনাথ। হৃষীকেশের পুত্র তারাপদ। রামতারণের পুত্র যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র। যোগেন্দ্র অপুত্রক। উপেন্দ্রের পুত্র চণ্ডী। রামব্রহ্মের পুত্র আশু ও অঘোর। আশু অপুত্রক। অঘোরের পুত্র প্রভাকর ও গোপাল। বেচারাম অপুত্রক। কেশব অপুত্রক। ইহাঁদের বিস্তৃত বংশপরিচয় আমড়া গ্রামে প্রদত্ত হইল।

কোয়ার।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের আদিবাস আমড়া গ্রামে ছিল।

ধরণীধর ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ধরণীধরের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের ছয় পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবীচরণ এই গ্রামে বাস করেন। দেবীচরণের পুত্র পরাণ ও সর্ব্বেশ্বর। পরাণ অপুত্রক। সর্ব্বেশ্বরের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র শরৎ, পঞ্চানন, নন্দলাল, নারায়ণ, কমলাকান্ত, বলাই ও রাধিকা। শরতের পুত্র অনিল। ইহাঁদের সবিশেষ বংশপরিচয় আমড়া গ্রামে প্রদত্ত হইল।

নবগ্রাম।

এই গ্রামে কয়েকঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইহাঁদের আদিনিবাস আমড়া গ্রামে ছিল।

ধরণীধর ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধরণীধরের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের ছয় পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র রামমোহনের বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করেন। রামমোহনের চারি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সুধাকর এই গ্রামে বাস করেন। সুধাকরের পুত্র কুঞ্জলাল। কুঞ্জলালের পুত্র পঞ্চানন ও সূর্য্যকান্ত। পঞ্চাননের পুত্র বিজয় ও কমল। বিজয়ের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয়। সূর্য্যের পুত্র কাল ও একটী শিশু পুত্র। প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। প্রসন্নর পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। রামের একটী শিশু পুত্র। লক্ষ্মণেরও একটী শিশু পুত্র। ইহাঁদের বিস্তৃত বংশপরিচয় আমড়া গ্রামে প্রদত্ত হইল।

বেচারাম ভট্টাচার্য্য ইহাঁদের জ্ঞাতি। বেচারামের পুত্র কালী ও বটকৃষ্ণ।

বারাশত।

এই গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নবীনচন্দ্র অধিকারী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নবীনের পুত্র ফকির, অনুকূল, রামপদ, নিরাপদ ও কালীপদ। অনুকূলের পুত্র যুগল, ভূপতি ও পশুপতি। যুগলের পুত্র অজিৎ ও অনিল। ভূপতির একটী শিশু। পশুপতির পুত্র অমিয়কুমার। নিরাপদর পুত্র শুইরাম ও কালীপদর পুত্র ভূতনাথ।

হুসেনপুর।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর ও ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক তিনঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ রামলোচন ন্যায়রত্ন হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামলোচনের পুত্র ভবানী-শঙ্কর স্মৃতিতীর্থ। ভবানীশঙ্করের পুত্র গুরুদাস ভট্টাচার্য্য। গুরুদাসের পুত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পুত্র শিবদাস ও আশুতোষ। শিবদাসের পুত্র মনোমোহন ও আশুতোষের পুত্র গদাধর।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক।

পকিরাম ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পকিরামের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র অখিলচন্দ্র। অখিলচন্দ্রের পুত্র প্রহ্লাদ, হরিশ ও উপেন্দ্র। প্রহ্লাদের পুত্র খুদিরাম। হরিশের পুত্র চণ্ডী ও উপেন্দ্রের পুত্র মণীন্দ্র।

খুদিরাম ভট্টাচার্য্য হইতে আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। খুদিরামের পুত্র গুরুচরণ। গুরুচরণের পুত্র মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথের পুত্র বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের পুত্র বংশধর।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোপালের পুত্র মাধব। মাধবের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মহাদেব ও ভোলানাথ। মহাদেবের পুত্রসন্তান নাই, কন্যা আছে। ভোলানাথের পুত্র গঙ্গাধর।

ভাঁটাকুল।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোলোকচন্দ্রের পুত্র রামপদ ও শ্যামাপদ স্মৃতিতীর্থ। রামপদর পুত্র কালিদাস, দুর্গাদাস, শিবদাস ও দেবীদাস। কালিদাস নিঃসন্তান। দুর্গাদাসের পুত্র শক্তিপদ। শিবদাসের পুত্র দুঃখীরাম। দেবীদাসের পুত্র গুরুদাস।

শ্যামাপদ স্মৃতিতীর্থের পুত্র তারাপদ।

বড় বেলুন।

এই গ্রামে একঘর বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক ও একঘর গৌতম-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক হরিনাথ পাঠকের পুত্র রমেশ, রমানাথ ও সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র গোপাল।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন রামরাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র দেবরাম। দেবরামের পুত্র ভিখারীরাম। ভিখারীরামের পুত্র

বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের পুত্র ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র দীননাথ। দীননাথের পুত্র হরিপদ ও চণ্ডীপদ। হরিপদর পুত্র তিনকড়ি। চণ্ডীপদর পুত্র বিনয়।

পোষ্টগ্রাম।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ ও কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন ;—এই দুই বংশের দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ এই গ্রামে বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ রঘুনাথ পাণ্ডা হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথের পুত্র শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথের পুত্র শ্রীরাম, জয়রাম, গুণমণি ও ধনমণি এবং কন্যা রুক্মিণী দেবীর স্বামী পুটশুড়িনিবাসী ঠাকুরদাস রায় ও রাইমণি দেবীর স্বামী আমুলনিবাসী দেবানন্দ ভট্টাচার্য্য। শ্রীরামের পত্নী সারদাসুন্দরী দেবী এবং পুত্র চন্দ্রকান্ত ও কন্যা সৌদামিনী দেবীর স্বামী বাকশানিবাসী নবকুমার ভট্টাচার্য্য। কাশীশ্বরী দেবীর স্বামী পুটশুড়িনিবাসী দীননাথ আচার্য্য। মহামায়া দেবীর স্বামী দেবপুরনিবাসী গয়ারাম চক্রবর্ত্তী। ব্রজেশ্বরী দেবীর স্বামী গীতগ্রামনিবাসী জানকীনাথ চৌধুরী। ভুবনেশ্বরী দেবীর স্বামী শঙ্করপুরনিবাসী শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। দুর্গাদাসী দেবীর স্বামী পুটশুড়িনিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও হেমবরণী দেবীর স্বামী পুটশুড়িনিবাসী রামবিষ্ণু ভট্টাচার্য্য।

চন্দ্রকান্তের পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী, পুত্র ক্ষেত্রনাথ ও সত্যকিঙ্কর, কন্যা অম্বালিকা দেবীর স্বামী সাঁড়াপুলনিবাসী অভয়চরণ ভট্টাচার্য্য। নীরদাসুন্দরী দেবীর স্বামী আমুলনিবাসী ভূষণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও রামজননী দেবীর স্বামী নবগ্রামনিবাসী বেচারাম ভট্টাচার্য্য।

ক্ষেত্রনাথের পত্নী গোপালদাসী দেবী, পুত্র শিবরাম ও তারাপদ, কন্যা সরলাবালা দেবীর স্বামী পোষ্টগ্রামনিবাসী ভূদেবচন্দ্র রায়।

সত্যকিঙ্করের পত্নী দলবাসিনী দেবী, পুত্র সিদ্ধেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর।

শিবরামের দুই পত্নী ;—প্রথমা অন্নপূর্ণা দেবী এবং দ্বিতীয়া রাধারাণী দেবী।

হারনাভি-নিবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন রামচন্দ্র রায়ের পুত্র রামকান্ত রায় বর্দ্ধমান জেলার পুটশুড়ি গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র ঠাকুরদাস ও মহেশ্বর। এই ঠাকুরদাস রায় হইতে পোষ্টগ্রামের রায়বংশ ও মহেশ্বর রায় হইতে পুটশুড়ির রায়বংশের উদ্ভব হইয়াছে। ঠাকুরদাস রায় পুটশুড়ি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি পোষ্টগ্রামনিবাসী শম্ভুনাথ পাণ্ডার দ্বিতীয়া কন্যা রুক্মিণী দেবীকে বিবাহ করেন। রুক্মিণী দেবী একটী তিন মাসের শিশু পুত্র রাখিয়া মারা যান। কিছুদিন পরে তাঁহার স্বামী ঠাকুরদাস রায়ও ইহলীলা সংবরণ করেন। এই শিশু পুত্রের নাম রামগোপাল। ইনি এই গ্রামে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতুলপুত্র চন্দ্রকান্ত কিছু বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার সংসারের ভার রামগোপালের উপর পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রামনিবাসী রামবল্লভ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত রামগোপালের বিবাহ হয়। রামগোপালের অঘোরকামিনী, কুঞ্জকামিনী ও সুশীলাসুন্দরী নাম্নী তিনটী কন্যা এবং দ্বিজপদ ও কালীপদ নামে দুইটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল। দ্বিজপদ ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণ বারাশতনিবাসী গৌতম-গোত্রীয় প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। সুরবালা দেবীর গর্ভে দুইটী পুত্রসন্তান এবং দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যা দুইটীর নাম উমাশশী ও সিন্ধুবালা এবং পুত্র দুইটীর নাম অনাদিনাথ ও গোপীনাথ। প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ১৩২৪ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে পরলোকে গমন করেন। আটেকুরী-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা সত্যবালা দেবীর সহিত অনাদিনাথের বিবাহ হয়।

উমাশশী দেবীর সহিত গুলিটা-নিবাসী বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রামপদ ভট্টাচার্য্যের এবং কনিষ্ঠা সিন্ধুবালা দেবীর সহিত সোণারুন্দী-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দিবাকর ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হইয়াছে।

১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কালীপদ রায়ের জন্ম হয়। ইনি মণ্ডলগ্রাম-নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কন্যা সাতকড়ি দেবীকে বিবাহ করেন। সাতকড়ি দেবী ভূদেবচন্দ্র, অমরচন্দ্র ও নন্দদুলাল নামে তিনটী পুত্র এবং নরেশনন্দিনী ও বীণাপাণি নামে দুইটী কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। এই গ্রামের ক্ষেত্রনাথ পাওার কন্যা সরলাবালা দেবীর সহিত ভূদেবচন্দ্রের বিবাহ হয়। ভূদেবচন্দ্রের দুইটী পুত্র নারায়ণদাস ও মহিমারঞ্জন। যবগ্রাম-নিবাসী দ্বিজপদ চক্রবর্ত্তীর কন্যা অন্নপূর্ণ দেবীর সহিত অমরচন্দ্রের বিবাহ হয়। অমরচন্দ্রের দুইটী কন্যা করুণাময়ী ও শান্তিময়ী। ভাণ্ডারডিহি গ্রামনিবাসী শিবদাস ভট্টাচার্য্যের কন্যা চণ্ডীবালা দেবীর সহিত নন্দদুলালের বিবাহ হয়। হুসেনপুর-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র কামাখ্যাপদ ভট্টাচার্য্যের সহিত নরেশনন্দিনীর বিবাহ হইয়াছিল। দৈবদুর্বিপাকে তিনি এক্ষণে বিধবা হইয়াছেন। পুটশুড়িনিবাসী পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তীর সহিত বীণাপাণির বিবাহ হইয়াছে।

পারুই।

এই গ্রামে একঘর বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ ও একঘর কুশিক-গোত্রীয় সন্মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ সুধারাম চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুধারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বামাচরণ। বামাচরণের পুত্র শ্রীশচন্দ্র। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র। বামাচরণ পারুই গ্রামে মাতামহ রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে বাস করিতেছেন।

কুশিক-গোত্রীয় সন্মৌলিক রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ছয়টী পুত্র, তন্মধ্যে দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে এবং একজন অজ্ঞাতনামা পুত্রের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের উপরি-উক্ত দুইটী পুত্রের নাম রামলোচন ও রামমোহন। রামলোচনের পুত্র ভাগবৎচন্দ্র। ভাগবৎচন্দ্রের পুত্র রামচাঁদ, কালিদাস ও কেদারনাথ। রামচাঁদের পুত্র উপেন্দ্রনাথ ও কিশোরিমোহন। কালিদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস ও কেদারনাথের পুত্র বলাইচাঁদ। কৃষ্ণদাস ও বলাইচাদ বেগুণিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রামমোহনের পুত্র কালাচাঁদ। কালাচাঁদের পুত্র বিহারীলাল ও মহেন্দ্রলাল। মহেন্দ্রলালের পুত্র দেবীপদ, নরেন্দ্রনাথ, কমলাকান্ত, তমালকৃষ্ণ ও নিরাপদ। নিরাপদর পুত্র দুঃখীরাম।

রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর অজ্ঞাতনামা পুত্রের পুত্র রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র তারকনাথ।

উক্ত বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ সুধারাম চক্রবর্ত্তীর আদিনিবাস "ভুরকুণ্ড" গ্রামে ছিল।

ঝাউডাঙ্গা।

এই গ্রামে উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক তিনঘর ও বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক।

ধনঞ্জয় অধিকারীর পুত্র রামহরি। রামহরির পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র মতিলাল, রামলাল, নন্দলাল ও হীরালাল। মতিলালের পুত্র দ্বিজপদ। দ্বিজপদর পুত্র শ্যামাপদ ও সুধীর। রামলালের পুত্র গণপতি। নন্দলালের পুত্র বটকৃষ্ণ ও হীরালালের পুত্র অমূল্য।

দীননাথ অধিকারীর পুত্র রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও উপেন্দ্র। রাজেন্দ্রের পুত্র মন্মথ, দুর্গাপদ ও শ্যামাপদ।

নকুরচন্দ্র অধিকারীব পুত্র রজনী ও সূর্য্য। রজনীর পুত্র সত্য।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ।

বুড়ারনিবাসী দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ইন্দ্রকুমার এই গ্রামে বাস করেন। ইন্দ্রকুমারের পুত্র মন, বঙ্কিম ও শান্তি।

নিরোল।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ বলরাম ভট্টাচার্য্য ও নিধিরাম ভট্টাচার্য্য হইতে দুইটী বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। বলরাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র গৌরসুন্দর। গৌরসুন্দরের পুত্র চন্দ্রমোহন, রামমোহন ও নীলমোহন। চন্দ্রমোহনের পুত্র রামরতন। রামরতনের পুত্র পঞ্চানন, হরিদাস, বিষ্ণুপদ, মুকুন্দমুরারী ও রামপদ। পঞ্চাননের পুত্র শিবু। হরিদাসের পুত্র মুক্তিপদ ও অভয়পদ। বিষ্ণুপদর পুত্র দুর্গাপদ, দেবীদাস ও বামাপদ। মুকুন্দমুরারীর পুত্র পার্ব্বতীকুমার, তারাপদ, সন্তোষকুমার ও নারায়ণচন্দ্র। রামপদর পুত্র উমাপদ, সুশীলকুমার ও কৃপাময়।

রামমোহনের পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্রসন্তান নাই, তিনটী কন্যা—কালীকুমারী, ক্ষেমঙ্করী ও কুসুমকুমারী।

নীলমোহনের পুত্র রঘুপতি, শ্রীপতি, পশুপতি ও রামকৃষ্ণ। রঘুনাথ, শ্রীপতি ও পশুপতির বংশ নাই। রামকৃষ্ণের পুত্র নিবারণ ও তিনকড়ি। নিবারণের পুত্র ধনঞ্জয়।

নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের পুত্রসন্তান নাই, দুইটী কন্যা—রেণুবালা ও গোপবালা। রেণুবালার তিনটী পুত্র—জ্যোতির্ম্ময়, শম্ভুকুমার ও রবীন্দ্রকুমার। ইঁহারা এক্ষণে মাতামহের বাটীতে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের পৈতৃক-বাসস্থল বর্দ্ধমান জেলার শঙ্করপুর গ্রামে। ইঁহারা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ। গোপবালা অপুত্রা।

উপরি-উক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র কালীকুমারী দেবীর গর্ভজাত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এখানে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন। ইঁহার পৈতৃক-বাসস্থান চন্দননগর। ইনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

উক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের আরও দুইটী দৌহিত্র (কুসুমকুমারী দেবীর গর্ভজাত) তারাপদ ও শক্তিপদ এখানে মাতামহালয়ে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের পৈতৃক-বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার কেন্দুর গ্রাম। ইঁহারা গৌতম-গোত্রীয় কুলীন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর-নিবাসী গৌতম-গোত্রীয় কুলীন তারিণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র দুর্গাদাস;—ইনি এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দুর্গাদাসের পুত্র মণীন্দ্র, কমলাপতি ও তারাপদ। মণীন্দ্রের পুত্র পশুপতি, হরেন্দ্র ও নরেন্দ্র। কমলাপতি অপুত্রক। তারাপদর পুত্র বংশী ও বটু। রামময় ভট্টাচার্য্য ইঁহাদের জ্ঞাতি। রামময়ের পুত্র কমল। কমলের পুত্র সুরেন্দ্র ও বলু।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক পতিতপাবন অধিকারী কেঁদুল হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পতিতপাবনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ। গোবিন্দপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামসুন্দর ও বনয়ারিলাল। বনয়ারিলালের পুত্র নকড়ি ও সতীকুমার। নকড়ির পুত্র বৈদ্যনাথ। সতীকুমারের পুত্র অজিত ও সুধীর। বাৎস্য-গোত্রীর বংশজ রামব্রহ্ম চক্রবর্ত্তীর পুত্র হরি ও বিষ্ণু। হরির পুত্র উমাচরণ। বিষ্ণুর পুত্র সুরেন্দ্র।

ভাণ্ডারডিহী।

কয়েক ঘর বিভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত পাউনন গ্রামে ছিল। জগচ্চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র চুণীলাল। চুণীলালের পুত্র সন্তোষকুমার। সন্তোষকুমারের পুত্র চণ্ডীচরণ ও গুরুচরণ।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ ধরণীধর গোস্বামী মহাশয়ের আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার আমড়া গ্রামে ছিল। তাঁহার বংশের কোন্ ব্যক্তি এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাহার কিছু জানা যায় নাই। ধরণীধরের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র রামরতন, রামচরণ, নীলকণ্ঠ, রামমোহন, চূড়ামণি ও দেবীপ্রসাদ। রামরতনের পুত্র বেচারাম ও ত্রিলোচন। ইহাঁরা বাতাসপুরে বাস করেন। বেচারামের পুত্র ঈশান। ত্রিলোচনের পুত্র রামতারণ, শ্রীরাম, রামব্রহ্ম, রামময়, রামপদ ও সীতানাথ। রামতারণের পুত্র যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্র। রামচরণের পুত্র কৈলাস ও হরিশ। নীলকণ্ঠের পুত্র গুরুদাস। রামমোহনের পুত্র রাধানাথ। রাধানাথের পুত্র কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথের পুত্র চারুচ । চারুচন্দ্রের পুত্র নিত্যানন্দ। চূড়ামণির পুত্র মধুসূদন, সুধারাম, মৃত্যুঞ্জয়, কুঞ্জ ও বনমালী। ইহাঁরা নবগ্রামে বাস করেন। দেবীপ্রসাদের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ও পরাণ।

রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী হইতে উক্ত ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজের আর একটী শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁর আদিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাণ্ডু গ্রামে ছিল। রামপ্রসাদের পুত্র ঈশানচন্দ্র। ঈশানচন্দ্রের পুত্র শশিভূষণের পুত্র শিবদাস ও গৌরীপদ।

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক রামরাম চক্রবর্ত্তী ও গোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে দুইটী বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে সেই বংশদ্বয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

রামরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র গণেশচন্দ্র। গণেশচন্দ্রের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র বিশ্বনাথ ও মহেশচন্দ্র। বিশ্বনাথের পুত্র সারদাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ ও নীরদাপ্রসাদ। সারদাপ্রসাদের পুত্র পঞ্চানন ও গোপীনাথ। পঞ্চাননের পুত্র অমরেন্দ্র, অরুণ ও মনোজমোহন। গোপীনাথের পুত্র সনৎকুমার। অন্নদাপ্রসাদের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র মহাদেব। মহেশচন্দ্রের পুত্র গোলোকচন্দ্র। গোলোকচন্দ্রের পুত্র ভবতারণ, প্রভাকর ও ধরণীধর। ভবতারণের পুত্র যোগজীবন। প্রভাকরের পুত্র প্রশান্তভূষণ ও অহিভূষণ।

গোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামপতি, রামতনু, রামমোহন ও মাণিকরাম। রামপতির পুত্রসন্তান নাই; কন্যা শশিমুখী দেবী। শশিমুখীর পুত্র শ্রীরাম। রামতনুর পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের পুত্র বিহারী, রামদয়াল, গিরিধারী, যদুনাথ ও কান্তিভূষণ। যদুনাথের পুত্র কার্ত্তিক ও দোলগোবিন্দ। কার্ত্তিকের পুত্র অনিল ও সুনীল। কান্তিভূষণের পুত্র দ্বিজপদ, দিবাকর ও হরেনারায়ণ। দ্বিজপদর পুত্র নবকুমার। রামমোহনের পুত্র গোপাল। গোপালের পুত্র

কালিদাস। ইনি বর্ত্তমানে ভট্টপল্লীতে বাস করেন। মাণিকরামের পুত্রসন্তান নাই;—কন্যা নিস্তারিণী দেবী। নিস্তারিণী দেবীর পুত্র কেদারনাথ বর্ত্তমানে খেড়ুর গ্রামে বাস করেন।

খেড়ুর।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় বিবৃত হইল:—

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মধুসূদনের পুত্র অখিলচন্দ্র। অখিলচন্দ্রের পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের পুত্র শ্রীপতি।

অনন্তরাম কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য হইতে আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অনন্তরামের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ সার্ব্বভৌম। কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র হারাধন। হারাধনের পুত্র হরিপদ। হরিপদর পুত্র সত্যরঞ্জন ও বিধুভূষণ। বিধুভূষণের পুত্র নারায়ণ ও দিবাকর।

বাক্‌সা।

এই গ্রামে একঘর কাত্যায়ন-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গঙ্গেশ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের আদি-পুরুষ। গঙ্গেশের পুত্র কালীশঙ্কর। কালীশঙ্করের পুত্র ফকিরচন্দ্র। ফকিরচন্দ্রের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের পুত্র শ্যামাপদ ও রামপদ। শ্যামাপদর পুত্র গৌরীশঙ্কর ও উমাশঙ্কর। রামপদর পুত্র শক্তিশঙ্কর।

গঙ্গাপুর।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় কুলীন একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইঁহাদের আদিবাস ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে ছিল। হরেরাম ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হরেরামের পুত্র ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণধন চূড়ামণি। কৃষ্ণধনের পুত্র যদুনাথ স্মৃতিতীর্থ। যদুনাথের পুত্র আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ, রামরেণু ও বিভূতি। আশুতোষের পুত্র ভোলানাথ ও ভূতনাথ। রামরেণুর পুত্র বলাই, সঞ্জীব ও শম্ভুনাথ। বিভূতির পুত্র বিশ্বনাথ ও একটী শিশু।

বণ্ডুল।

এই গ্রামে একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের আদিনিবাস বর্দ্ধমান জেলার গীতগ্রামে ছিল। গীতগ্রামের রায়েরা ও বুড়ার গ্রামের রায়েরা ইঁহাদের জ্ঞাতি। গৌরীচরণ রায় হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গৌরীচরণের পুত্র রামজয়। রামজয়ের পুত্র কালীচরণ। কালীচরণের পুত্র ভগবতীচরণ। ভগবতীচরণের পুত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পুত্র দ্বিজপদ। দ্বিজপদর পুত্র তারাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ।

সহর বৰ্দ্ধমান।

একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন। দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুর্গাচরণের পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র রামনাথ। রামনাথের পুত্র রাসবিহারী। রাসবিহারীর পুত্র বিশ্বনাথ ও পাঁচকড়ি।

বিঘড়া।

এই গ্রামে মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর ও উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক একঘর,—এই দুইঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন।

মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক।

মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্রগণ বৰ্দ্ধমান জেলার কাশীপুর হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মাধবের পুত্র হরিপদ, বিষ্ণুপদ ও কালীপদ। হরিপদর পুত্র দুর্ল্লভ, বিষ্ণুর পুত্র প্রভাতরঞ্জন ও কালীপদর পুত্র গোপেশ্বর।

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক।

রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। রসিকের পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদর পুত্র প্রসাদকুমার।

বারকোনা।

এই গ্রামে একঘর বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে ইঁহারা একঘর হইতে চারি ঘর হইয়াছেন এবং একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণও এখানে বাস করেন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন।

ব্রজমোহনের পুত্র দ্বিজনাথ ও বিষ্ণু। দ্বিজনাথের পুত্র কানাই।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ।

১। শশিভূষণ বেদীর পুত্র শরৎ। শরতের পুত্র পটলা।

২। গিরীশের পুত্র সিদ্ধেশ্বর। সিদ্ধেশ্বরের পুত্র ভোলানাথ।

৩। তারণের পুত্র দ্বারিক। দ্বারিকের পুত্র ফটিক.

৪। রামের পুত্র যতীন। যতীনের পুত্র পঞ্চানন, শৈলেন, ভুলো ও সিদ্ধেশ্বর। পঞ্চাননের একটী শিশু।

পারহাটী

এই গ্রামে একঘর মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঈশানের পুত্র হরি ও বক্কেশ্বর। হরির পুত্র পঞ্চানন। পঞ্চাননের পুত্র তারা ও নারায়ণ। বক্কেশ্বরের পুত্র তপু।

মূল্যে।

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যদুনাথের পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের একটী শিশু পুত্র।

নিগন।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় বর্ণিত হইল :—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী হইতে এই বংশের এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমন্তের পুত্র যোগীন্দ্র। যোগীন্দ্রের পুত্র বামনদাস। বামনদাসের পুত্র বাঞ্ছারাম।

গোপীকান্ত রায়চৌধুরী হইতে অপর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোপীকান্তের পুত্র শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র কৈলাসচন্দ্র ও মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র গিরিজা ও কুলদা।

নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী হইতে আর এক শাখার পরিচয় অবগত হওয়া যায়। নবীনচন্দ্রের পুত্র তিনকড়ি। ইনি বীরভূম জেলার নান্নুর পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত উকরুন্দী গ্রামে বাস করিতেছেন।

গৌতম-গোত্রীয় বংশজ বেচারাম উদ্গাতার পুত্র রামকানু। রামকানুর পুত্র ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের পুত্র দুঃখীরাম ভট্টাচার্য্য। দুঃখীরামের পুত্র অন্নদা। অন্নদার পুত্র যতীন, মন্মথ ও তারাপদ। যতীনের পুত্র জুড়ন, কালীকৃষ্ণ ও অনিলকৃষ্ণ। মন্মথর পুত্র ষষ্ঠীপদ।

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক রামদুলাল ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামদুলালের পুত্র রামকুমার। রামকুমারের পুত্র রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের পুত্র। রামতারণ। রামতারণের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও সূর্য্যকান্ত। রাজেন্দ্রের পুত্র গঙ্গাধর ও সতীশ। মধুসূদনের পুত্র যামিনী, ফণী, অবনী, মুরলী, বটকৃষ্ণ ও কমলাক্ষ। সূর্য্যকান্তের পুত্র রাধাশ্যাম ও বিভাস।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিবরামের পুত্র রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র রামলাল ও রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র কালীপ্রসন্ন।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক রামগোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র হারাধন। হারাধনের পুত্র কেদারনাথ, চন্দ্রকান্ত ও আশুতোষ। কেদারনাথের পুত্র শম্ভুনাথ, শ্রীপতি, বিভূতি ও অমরনাথ। চন্দ্রকান্তের পুত্র বামাপদ। আশুতোষের পুত্র শিবদাস ও তারাপদ। শিবদাসের পুত্র জীতেন।

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পুত্র বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভরের পুত্র শিবচন্দ্র ও কুঞ্জবিহারী। শিবচন্দ্রের পুত্র দিবাকর, মনোরঞ্জন ও শক্তিপদ। দিবাকরের পুত্র কমলাকান্ত, ভূপাল, রামগোপাল ও রামকৃষ্ণ। মনোরঞ্জনের পুত্র প্রকাশচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র ও অদিতিকুমার। শক্তিপদর পুত্র অজিতকুমার। কুঞ্জবিহারীর পুত্র যোগেশচন্দ্র। যোগেশচন্দ্রের পুত্র কালীকৃষ্ণ। কালীকৃষ্ণের পুত্র নিত্যগোপাল ও অনন্তকুমার।

আষ্টিকুড়ী।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। মায়ারাম ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইনি বর্দ্ধমান জেলার মণ্ডলগ্রাম নামক গ্রাম হইতে এখানে আসেন। তাঁহার

পুত্র ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের পুত্র শ্যামাচরণ ও কালীচরণ। কালীচরণ অপুত্রক। শ্যামাচরণের পুত্র হরি, ক্ষেত্র, কেদার ও অক্ষয়। হরির পুত্র পরমশুক ও ধর্ম্মদাস। ক্ষেত্রের পুত্র সুরেন্দ্র। কেদারের পুত্র মুরারী ও নিরাপদ। অক্ষয়ের পুত্র সুবোধ, রেণুপদ ও ভবানীকুমার।

যামলিয়া।

এই গ্রামে একঘর কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহারা একঘর হইতে দুইঘর হইয়াছেন।

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মনোমোহনের পুত্র অশ্বিনী ও সত্য। সত্যর একটী শিশু পুত্র।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে অপর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্র।

হালদিপাড়া।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রামভদ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামভদ্রের পুত্র রামশরণ। রামশরণের পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র চণ্ডী-চরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র চন্দ্রকুমার ও পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের পুত্র প্রভাকর।

বেগুণে।

এই গ্রামে একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের গোত্র কাত্যায়ন এবং ইঁহারা কুলীন। ইঁহারা এক্ষণে একঘর হইতে তিন ঘর হইয়াছেন। সদানন্দ ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের একটী শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সদানন্দের পুত্র পঞ্চানন ও রাজেন্দ্র। পঞ্চাননের পুত্র রামগোপাল। রাজেন্দ্রের পুত্র ধীরেন্দ্র। ধীরেন্দ্রের পুত্র অমরেন্দ্র ও বিজয়।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রের পুত্র জীতেন্দ্র। জীতেন্দ্রের একটী শিশু পুত্র।

রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে অন্য এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাখালের পুত্র উমেশ। উমেশের পুত্র তুলসী।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রাম হইতে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন হরানন্দ ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। হরানন্দের পুত্র আশুতোষ ও রাখাল। রাখালের পুত্র ভূপতি ও জগৎপতি।

গীতগ্রাম।

এই গ্রামে একঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইঁহারা এক্ষণে একঘর হইতে পাঁচ ঘর হইয়াছেন।

১। রামবিষ্ণু রায়চৌধুরী হইতে এই বংশের এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামবিষ্ণুর পুত্র অরুণ। অরুণের পুত্র অভয়, কালী, শিব ও গৌর।

২। দ্বারিকানাথ রায়চৌধুরী হইতে অপর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দ্বারিকানাথের পুত্র রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও যতীন্দ্র। রাজেন্দ্রের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও হাবু। সুরেন্দ্রের পুত্র অমূল্য। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র রামকানাই, উল্লা ও শক্তিপদ। রামকানাইয়ের পুত্র অনিল ও রণজিৎ। যতীন্দ্রের পুত্র করালী।

৩। অন্নদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অন্নদার পুত্র অতুল। অতুলের পুত্র গিরিজা।

৪। ত্রৈলোক্যনাথ রায়চৌধুরী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র প্রভাস।

৫। সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী হইতে অন্য আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সারদাপ্রাসাদের পুত্র সুশীল। সুশীলের পুত্র ভৈরব, বিশ্বনাথ ও একটী শিশু।

মালম্বা।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর, ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ একঘর ও উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক একঘর ;—এই তিনঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। বাসুদেব পাঠক ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক। ইঁহার পুত্র নন্দলাল। নন্দলালের পুত্র চন্দ্রমোহন। চন্দ্রমোহনের পুত্র নবীন ও তিনকড়ি।

রামেশ্বর ও মতিলাল উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক। মতিলালের পুত্র নন্দলাল।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

আমূল-নিবাসী কৈলাসচন্দ্রের পৌত্র দিবাকর এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দিবাকরের পুত্র সত্যগোপাল।

প্রসন্নকুমার হইতে এই বংশের আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসন্নকুমারের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। ইঁহারা এক্ষণে নাসিগ্রামে বাস করেন। রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নাসিগ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই।

র।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক একঘর ও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় বিবৃত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক।

মথুরমোহন ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। মথুরমোহনের পুত্র রামভদ্র ও রুক্মিণীকান্ত। রামভদ্রের পুত্র গয়ারাম। গয়ারামের পুত্র নবীন ও হীরালাল। নবীনের পুত্র সত্যকিঙ্কর, শ্যামাপদ ও শক্তিপদ। সত্যকিঙ্করের পুত্র গণেশ। শ্যামাপদর পুত্র অনাদি ও শক্তিপদর পুত্র কার্ত্তিক। হীরালালের পুত্র দিবাকর, সুধীর ও নারায়ণ। রুক্মিণীকান্তের পুত্র কাঙ্গালী ও যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্রের পুত্র গুরুপদ। গুরুপদর পুত্র অম্বু।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

আমূল-নিবাসী ভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই গ্রামে বাস করেন।

যবগ্রাম।

এই গ্রামে কয়েকঘর বিভিন্ন গোত্রীয় দাক্ষি নিবাসী গৌতম-গো বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

দেবীপ্রসাদ রায়ের পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র চৈতন্য। চৈতন্যের পুত্র কালাচাঁদ। কালাচাঁদের পুত্র কার্ত্তিক-চন্দ্র ;—ইনি একজন জমিদার। কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্র শশধর, পঞ্চানন ও শিবদাস। শশধরের পুত্র শঙ্করী, কমলা, কুশ ও নাটু। পঞ্চাননের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। শিবদাসের পুত্র অনিল।

মহেশচন্দ্র চৌধুরী ইঁহাদের জ্ঞাতি। মহেশচন্দ্রের পুত্র কেদার। কেদারের পুত্র শিবরাম।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ।

বিশ্বেশ্বর পাঠকের পুত্র গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের পুত্র পঞ্চানন। পঞ্চাননের পুত্র দাশরথি। ইঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী।

রামধন চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের জ্ঞাতি। রামধনের পুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র সুধীর ও চণ্ডীচরণ।

বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের জ্ঞাতি। বৈকুণ্ঠের পুত্র পবন ও রামমোহন। পবনের পুত্র গিরীশ, সতীশ ও দ্বিজপদ। গিরীশের পুত্র নলিনাক্ষ। নলিনাক্ষের পুত্র ভূতনাথ, বারীন্দ্র, ভোলানাথ, খেন্ত ও মেন্ত। সতীশের পুত্র হরেন্দ্র, শ্রীধর ও শ্রীনাথ। দ্বিজপদর পুত্র পুলিন, মুরালী, কৃপা ও অজিৎ। রামমোহনের পুত্র আশানন্দ। আশানন্দের পুত্র বিপিন ও রাধিকা। বিপিনের পুত্র ভবানী ও দুর্গাদাস। ভবানীর পুত্র কার্ত্তিক।

গৌতম-গোত্রীয় কুলীন।

রাজপুর-নিবাসী গৌতম-গোত্রীয় কুলীন ৺ সীতারাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একজন বংশধর এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার বংশপরিচয় রাজপুরস্থ গৌতমপাড়ায় বর্ণিত আছে। এখানে পুনশ্চ তাঁহার বংশবর্ণনা পুনরুল্লেখ বলিয়া বিবৃত হইল না।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র আশুতোষ ও তিনকড়ি। আশুতোষের পুত্র ফটিক ও একটী শিশু। তিনকড়ির একটী শিশু পুত্র।

মণ্ডলগ্রাম।

এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দের পুত্র পঞ্চানন, রামতারণ ও গোপাল। পঞ্চাননের পুত্র হরেন্দ্র। রামতারণের পুত্র গজানন। গোপালের পুত্র কৃষ্ণধন। তারাপ্রসন্নের পুত্র সন্তোষ।

ডেড়িয়া।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। খুদীরাম ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। খুদীরামের পুত্র গোলোক। গোলোকের পুত্র মাধব। মাধবের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মহাদেব ও ভোলানাথ। ভোলানাথের একটী শিশু পুত্র।

মুদাফর।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় কুলীন একঘর শাখার পরিচয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। যদুনাথ পাঠক হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যদুনাথের পুত্র শ্যামাপদ। শ্যামাপদর পুত্র রামরতন ও অন্নকৃষ্ণ। রামরতনের পুত্র সুধীর।

গাঙ্গুর।

এক ঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। গোকুল ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোকুলের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র রতিকান্ত। রতিকান্তের পুত্র কপিল। কপিলের পুত্র গিরীশ, সারদা ও প্রসন্ন। গিরীশের পুত্র ললিত, প্রফুল্ল, বসন্ত ও শরৎ। শরতের পুত্র পাঁচুগোপাল। সারদার পুত্র প্রফুল্ল। প্রসন্নের পুত্র সরোজ ও কমলাকান্ত।

কাটনা।

এক ঘর গৌতম-গোত্রীয় কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। এক্ষণে ইঁহারা এক ঘর হইতে তিন ঘর হইয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি আচার্য্য ছিল।

১। হরি ভট্টাচার্য্যের পুত্র জগদানন্দ ও গুইরাম।

২। দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র রাখাল ও রজনী। রাখালের পুত্র সনৎকুমার, তিনকড়ি ও ভোলা।

৩। শশী ভট্টাচার্য্যের পুত্র ললিত।

শঙ্করপুর।

এই গ্রামে এক ঘর বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীরামের পুত্র দুর্গাদাস ও শ্যামাপদ।

খড়মপুর।

এই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় তিন ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় যাহা পাওয়া গিয়াছে বিবৃত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ।

কেনারাম ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কেনারামের পুত্র সাফল্যরাম। সাফল্যরামের পুত্র অনন্ত ও রাধানাথ। অনন্তের পুত্র রামেশ্বর ও তারকনাথ। রামেশ্বরের পুত্র কুঞ্জ, বঙ্কু ও হারাধন। কুঞ্জর পুত্র মন্মথ ও রাজেন্দ্র। মন্মথর পুত্র ষষ্ঠী, অভিরাম ও গোপীরাম। ষষ্ঠীর পুত্র সনৎকুমার ও গঙ্গাধর। গোপীরামের পুত্র গদাধর। রাজেন্দ্রের পুত্র সাগররাম, বাঞ্ছারাম, ধনঞ্জয় ও সুখময়। বঙ্কু অপুত্রক। হারাধনের পুত্র দেবেন্দ্র ও মায়াপদ। মায়াপদর পুত্র নরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র ও সুবল। দেবেন্দ্র অপুত্রক।

তারকনাথের পুত্র যদুনাথ ও ভূতনাথ। যদুনাথের পুত্রসন্তান নাই। জামাতা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণের পুত্র ধর্ম্মদাস। ইঁহাদের আদিনিবাস কোদালিয়ায় ছিল।

ভূতনাথেরও পুত্রসন্তান নাই। জামাতা নিগননিবাসী গৌতম-গোত্রীয় বংশজ অন্নদাপ্রসাদ। অন্নদাপ্রসাদের পুত্র যতীন্দ্র। যতীন্দ্রের পুত্র জুড়ন, কালীকৃষ্ণ ও অনিল।

রাধানাথের পুত্র হরিনাথ। হরিনাথের পুত্র মানসকুমার।

বাঁউই গ্রাম।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। বিজয়রাম পাঠক হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিজয়রামের পুত্র কামদেব। কামদেবের পুত্র শ্রীরাম। শ্রীরামের পুত্র মহানন্দ। মহানন্দের পুত্র যতীন্দ্র, জগদ্বন্ধু, দোলগোবিন্দ ও বিষ্ণুপদ। জগদ্বন্ধুর পুত্র দিবাকর, প্রভাকর, নিশাকর ও সুধাকর। দিবাকরের একটী শিশু পুত্র।

সীতারাম পাঠক হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সীতারামের পুত্র দীননাথ। দীননাথের পুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্র ধর্ম্মদাস।

কল্‌সা।

বর্দ্ধমান জেলার বারাশত গ্রামের কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক পাঠকবংশীয় শঙ্করচরণ সার্ব্বভৌম এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামবিষ্ণু, রামলোচন, রামেশ্বর, রামতারণ, রামশরণ, রামরেণু ও রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র বীরেশ্বর, প্রমথনাথ ও গৌরহরি। গৌরহরির পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ির পুত্র রামলাল ও হরিলাল। হরিলালের পুত্র পঞ্চানন, অশ্বিনী ও লক্ষ্মীনারায়ণ। অশ্বিনীর পুত্র ভোলানাথ ও দেবীপ্রসাদ।

আমাদপুর।

তিন ঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। সদানন্দ চক্রবর্ত্তী হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সদানন্দের পুত্র পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের পুত্র কালী ও গোপাল। কালীর পুত্র নারায়ণ। নারায়ণের পুত্র শ্যামাচরণ। গোপালের পুত্র সতীশ্বর। সতীশ্বরের পুত্র দক্ষিণাপদ।

রামকুমার চক্রবর্ত্তী হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামকুমারের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও তারিণী। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র বামাচরণ। বামাচরণের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র হারাধন। তারিণীর পুত্র হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণের পুত্র কানাই। কানায়ের পুত্র নন্ত।

নন্দকুমার হালদার হইতে অপর এক শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নন্দকুমারের পুত্র ভুবন। ভুবনের পুত্র বামাপদ। বামাপদর পুত্র শক্তিপদ।

কামালপুর।

বিভিন্ন গোত্রীয় দুই ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের বংশপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাৎস্য-গোত্রীয়, বংশজ শিবনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র হরগোবিন্দ, নবীন ও বিশ্বেশ্বর। হরগোবিন্দের পুত্র বিহারী ও দীননাথ। বিহারীর পুত্র দুর্গাদাস, নগেন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। দুর্গাদাসের পুত্র ললিত ও মণীন্দ্র। নগেন্দ্রের পুত্র মোহিনী, অম্বিকা ও বিভূতি। মোহিনীর পুত্র কমল। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও একটী শিশু। হেমচন্দ্রের পুত্র দুর্য্যোধন ও একটী শিশু। দীননাথের পুত্র কানাই।

মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক কালীকমল চক্রবর্ত্তীর পুত্র দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র আশু ও ক্ষেত্র। আশুর পুত্র ভূতনাথ ও পিটু।

দে-পুর।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ একঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে এই এক ঘর হইতে তিন ঘর হইয়াছেন :—

১। শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাখাল ও রঞ্জনী।

২। বিভূতি ও গোপাল দুই ভ্রাতা। গোপালের পুত্র পঞ্চানন।

৩। বাণেশ্বরের পুত্র বিপিন।

আমুল।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। উমাশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত হইতে ইঁহাদের বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উমাশঙ্করের পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথের পুত্র রমানাথ। রমানাথের পুত্র রামহরি। রামহরির পুত্র দেবানন্দ। দেবানন্দের পুত্র দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের পুত্র হৃষিকেশ ও আশুতোষ। হৃষিকেশের পুত্র শম্ভু, কমল, অভয়, মৃত্যুঞ্জয় ও অমর। আশুতোষ নিঃসন্তান।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র উমেশ। উমেশের পুত্র ভূধর ও দিবাকর। ভূধরের পুত্র গঙ্গানারায়ণ, হরিহর ও গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর শ্রীপুরে বাস করেন। দিবাকর মালখায় বাস করেন। দিবাকরের পুত্র সত্যগোপাল।

সামসায়ের ঘাট।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করেন। রাধাকিশোর ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাধাকিশোরের পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র বিহারী। বিহারীর পুত্র সিদ্ধেশ্বর, শ্যামাপদ ও মুক্তিপদ।

কসিগ্রাম।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ এক ঘর, বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ এক ঘর ও গৌতম-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উমেশচন্দ্রের পুত্র দিবাকর। দিবাকরের পুত্র সত্যগোপাল।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দচন্দ্রের পুত্র রাধিকা। রাধিকার পুত্র শ্যাম ও দোলগোবিন্দ।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রাম হইতে গৌতম-গোত্রীয় কুলীন একজন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বংশজের কন্যা বিবাহ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার জামনা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কানুরাম চক্রবর্ত্তী হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত কানুরামের পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র শিবদয়াল ও ঈশান। শিবদয়ালের পুত্র চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও শ্রীকান্ত। ঈশানের পুত্র তারিণীচরণ, কালীচরণ, বামাচরণ, ভূষণচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ কবিশেখর বৈদ্যক-তীর্থ। রাজেন্দ্রনাথের পুত্র শ্যামাপদ বিদ্যারত্ন সাংখ্যভূষণ এম, এ, এবং নিশাপতি কবিরাজ। রাজেন্দ্রনাথ কসিগ্রামে আসিয়া বাস করেন। ভূষণের পুত্র বিষ্ণুপদ (মণ্টু) ও ধর্ম্মদাস। ইঁহারা সামবেদের কৌথুম শাখাধ্যায়ী।

বারকোণা।

এই গ্রামে এক ঘর ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রামলাল ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। রামলালের পুত্র রাখাল ও শিবু। রাখালের পুত্র নিরঞ্জন ও কালীকিঙ্কর। শিবুর পুত্র শঙ্কর, কমল, অভয়, অজিৎ ও লক্ষ্মীনারায়ণ।

গোপালনগর।

বাৎস্য-গোত্রীয় বংশজ।

গোবিন্দচন্দ্র, গঙ্গাধর ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য হইতে কয়েক শাখার পরিচয় পাওয়া যায় :—

(১) গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ভূতনাথ ও দ্বারিক। ভূতনাথের পুত্র চারু, রাম ও পশুপতি। চারুর পুত্র কালিদাস। পশুপতির পুত্র এককড়ি। দ্বারিকের পুত্রগণ বুড়ার গ্রামে বাস করেন।

(২) গঙ্গাধরের পুত্র কালীকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ। কালীকৃষ্ণের পুত্র হিমাংশু ও মৃত্যুঞ্জয়। রাজকৃষ্ণের পুত্র ভোলানাথ ও যমুনা।

(৩) ভোলানাথের পুত্র কৃপাসিন্ধু। কৃপাসিন্ধুর একটী শিশু পুত্র।

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক।

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্যের পুত্র হারাধন। হারাধনের পুত্র বিশ্বনাথ ও ভূপতি। বিশ্বনাথের পুত্র একনারাম ও পাণ্ডু। ভূপতির পুত্র শিশির, গোপী ও গোপাল।

কান্দরা।

এই গ্রামে মধুসূদন ভট্টাচার্য্য বাস করেন। ইহাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই।

[বর্দ্ধমান জেলায় যে "যামলিয়া" গ্রাম দেওয়া হইয়াছে, উহা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত "জাঁউলিয়া" গ্রাম]

বীরভূম।

কালিকাপুর।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাস করেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র জগদীশ। ইঁহাদের আদি-নিবাস কোথায় ছিল, জানা যায় নাই।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক নিত্যগোপাল মিশ্র এই গ্রামে বাস করেন। নিত্যগোপালের পুত্র নরেন্দ্র, হরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও বরেন্দ্র।

কৈচরা।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। এই এক ঘর হইতে এক্ষণে দুই ঘর হইয়াছে। গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌরচন্দ্রের পুত্র শক্তিপদ, তারাপদ ও দ্বিজপদ।

আর এক শাখার দুই জনের নাম পাওয়া যায় ;—খেয়ালী ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দুবরাজপুর।

এই গ্রামে রামকল্প ভট্টাচার্য্য ও রামনিধি ভট্টাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় বাস করেন। রামকল্পের পুত্র মহাপুরুষ ও রসরাজ। ইঁহারা ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

বামনী গ্রাম।

এই গ্রামে পঞ্চানন রায় বাস করেন। পঞ্চাননের পুত্র বিভূতি ও ধরণী। ইঁহাদের গোত্র ও কুল পাওয়া যায় নাই।

উদয়পুর।

এই গ্রামে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক একজন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই

ডেঙ্গেরা।

এই গ্রামে রণরাম পাঠক নামক এক ঘর বংশজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই।

বগতোর।

এই গ্রামে মৈত্রায়ণ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে ইহাঁদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও রাধাকান্ত। চন্দ্রকান্তের পুত্র রামরঞ্জন, রামপতি, খুদিরাম ও রাম। রামরঞ্জনের পুত্র বিজয়, রবি, কিরীটী ও একটী শিশু। খুদিরামের পুত্র কালিদাস।

রাধাকান্তের পুত্র রামপ্রসাদ ও রামপদ। রামপ্রসাদের পুত্র জয়চন্দ্র ও রাজকুমার।

উকরুন্দী।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নিগন গ্রাম হইতে নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্র তিনকড়ি রায় চৌধুরী এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় বংশজ।

খেইয়া।

এই গ্রামে পাঁচকড়ি ও হরিদাস নামে দুইজন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। পাঁচকড়ির পুত্র তারাপদ। হরিদাসের পুত্র গৌর।

আলিগ্রাম।

এই গ্রামে তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও আদ্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,—এই দুই জন দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। তারাশঙ্করের পুত্র মাধব ও আদ্যপ্রসন্নের পুত্র যাদব।

[এই বীরভূম জেলার যে সকল গ্রামের নাম ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয় বিবৃত হইল, তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণডিহি, আমনাহার, বুদ্‌রো, বেহটী, সাঁওতা, বলাইপুর, সাপুর, কেশেরা প্রভৃতি আরো কতকগুলি গ্রামে উক্ত ব্রাহ্মণগণের বসবাস আছে, শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণের নাম বা তাঁহাদের বংশপরিচয় সংগ্রহ করিতে পারা গেল না। ভবিষ্যতে সংগৃহীত হইলে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল]।

মানভূম।

বেড়ো-বিলতোড়া।

এই গ্রামে দোলগোবিন্দ মিশ্র ও পঞ্চানন মিশ্র নামে দুই জন ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। দোলগোবিন্দের পুত্র অভিরাম। অভিরামের একটী শিশু পুত্র।

বাবমুণ্ডী।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক রামপদ ভট্টাচার্য্য ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বাস করেন

হাজারীবাগ

থোকো গ্রাম।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। সূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্যনারায়ণের পুত্র কালীপ্রসন্ন, দ্বারিকানাথ ও সারদাপ্রসাদ। কালীপ্রসন্নের পুত্র সত্যভূষণ। দ্বারিকের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। সারদার পুত্র কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, পরেশনাথ ও চণ্ডীনাথ।

গোলা।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। বলরাম ঠাকুর হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বলরামের পুত্র কুড়রাম।

বোঙ্গাবেড়।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক কয়েক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। শরৎ পাণ্ডা ও ভরত পাণ্ডা,—এই দুই ভ্রাতা এখানে আসিয়া বাস করেন। বিশ্বম্ভর পাণ্ডা ও গিরীশ পাণ্ডা ইঁহাদের জ্ঞাতি। বিশ্বম্ভরের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের পুত্র দিবদাস। গিরীশের পুত্র ভূতনাথ, দেবী ও আশু। দেবীর পুত্র রাজু।

দিগুয়াড়ী।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। ঐ এক ঘর হইতে এক্ষণে দুই ঘর হইয়াছে। গঙ্গাধর পাণ্ডা হইতে এক শাখার ও বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের আদি-নিবাস বর্দ্ধমান জেলার পাকপাড়া গ্রামে ছিল। গঙ্গাধরের পুত্র মহানন্দ। মহানন্দের পুত্র উপেন্দ্র ও বনবিহারী। উপেন্দ্রের পুত্র কাল ও ভোলা। বনবিহারীর পুত্র তিরু। বিশ্বেশ্বরের পুত্র রামযাদু। রামযাদুর পুত্র শশিভূষণ। শশিভূষণের পুত্র আশুতোষ ও নলিন। আশুতোষের পুত্র সতীশ, ভূপতি ও যতীন্দ্র।

কাঞ্চনপুর।

এই গ্রামে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারদ্রোণ গ্রামের কুশিক-গোত্রীয় কুলীন রামগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌত্র অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাস করেন। (ইঁহার বংশপরিচয় বারদ্রোণ গ্রামে আছে)।

রাঁচী

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর পালপাড়া হইতে ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করেন। ব্রজনাথের পিতা চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পিতা পার্ব্বতীচরণ। পার্ব্বতীচরণের পিতা ঠাকুরদাস। (এই পর্য্যন্ত ইঁহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে)। ব্রজনাথের পুত্র—বঙ্কিম, জ্ঞানেন্দ্র, কুমুদ, সরোজ, দুর্গাপদ ও কালীপদ। বঙ্কিমের পুত্র বিজয় ও বিনয়। জ্ঞানেন্দ্রের পুত্র লালু। কুমুদের পুত্র ভোলানাথ ও বিশ্বনাথ। সরোজের পুত্র—রবীন্দ্র, শচীন্দ্র, কৃষ্ণ ও রমানাথ। দুর্গাপদর পুত্র অশোক ও প্রভাত।

চন্দননগর হইতে রাখালদাস অধিকারীর পুত্র যতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (অধিকারী) এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। যতীশের পুত্র ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র।

ডুরাণ্ডা।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি হইতে গৌতম-গোত্রীয় কুলীন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন। (ইঁহার বংশপরিচয় হরিনাভি গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে)।

নদিয়া

বালিয়াডাঙ্গা।

এই গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। রামচরণ চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। রামচরণের পুত্র শ্যামচন্দ্র। শ্যামচন্দ্রের পুত্র রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র মধুসূদন, জগবন্ধু ও হরিনাথ। মধুসূদনের পুত্র রামরঞ্জন। রামরঞ্জনের একটী শিশু পুত্র। হরিনাথের পুত্র মদনমোহন।

মুর্শিদাবাদ

জাঁউলিয়া।

এই গ্রামে কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর, উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর ও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন, নিম্নে তাঁহাদের বংশপরিচয় প্রদত্ত হইল :—

কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র জগদীশ। জগদীশের পুত্র দেবীচরণ। দেবীচরণের পুত্র কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণের পুত্র মনোমোহন। মনোমোহনের পুত্র সত্যকুমার ও অশ্বিনীকুমার। সত্যকুমারের পুত্র জীতেন্দ্রকুমার।

উপমন্যু-গোত্রীয় মৌলিক দ্বারিকানাথ মিশ্রের পুত্র ভূপতিভূষণ। ভূপতিভূষণের পুত্র তিনকড়ি।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক বদনচন্দ্র মিশ্রের পুত্র হৃদয়নাথ। হৃদয়নাথের পুত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ।

সোণারঙ্গী।

এই গ্রামে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর ও বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর,—এই দুই ঘর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন।

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন ভাগবতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতের পুত্র দোলগোবিন্দ। দোলগোবিন্দের পুত্র জানকী, কৈলাস, ভোলানাথ ও হরি। জানকীর পুত্র মণীন্দ্র, যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র ও অচিন্ত্য। উপেন্দ্রের পুত্র কিরীটী, মরু ও বাবু। মহেন্দ্রের পুত্র দিবাকর, সুধাকর ও শঙ্কর।

বাৎস্য-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর হইতে ক্রমে কয়েক ঘর হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মিশ্র হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপচন্দ্রের পুত্র কালিদাস। কালিদাসের পুত্র তারাপ্রসন্ন। তারাপ্রসন্নের পুত্র শক্তি, উমা, কিরীটী ও শঙ্কর।

রতন ভট্টাচার্য্য হইতে আর এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। রতনের পুত্র তারাপদ ও বামাপদ।

আর এক বংশের পরিচয় রামময় ভট্টাচার্য্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। রামময়ের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র নিশু ও ব্রহ্ম। নিশুর পুত্র শঙ্কর।

সিমলিয়া।

এই গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। সতীশ মিশ্র, কেদার মিশ্র ও সদানন্দ মিশ্র,—এই ভ্রাতৃত্রয় হইতে এই বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সতীশের পুত্র সুধাকৃষ্ণ। কেদারের পুত্র দুকড়ি। সদানন্দের একটী শিশু পুত্র।

কৃষ্ণধন মিশ্র ইঁহাদের জ্ঞাতি। কৃষ্ণধনের পুত্র যোগেন্দ্র, ভূষণ ও বামন। যোগেন্দ্রের পুত্র দেবী। ভূষণের পুত্র দুর্গাপদ। বামনের পুত্র উমাপদ।

শিবশঙ্কর ও শম্ভু,—এই দুই ভ্রাতা ইঁহাদের জ্ঞাতি। শিবশঙ্করের পুত্র দয়াল।

যশহরি।

এই গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মৌলিক এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী হইতে ইঁহাদের বংশপরিচয় পাওয়া যায়। বিহারীলালের পুত্র গৌর ও গঙ্গাধর।

মুঙ্গের।

জামালপুর।

এই স্থানে ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় কুলীন এক ঘর দাক্ষিণাত্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ বাস করেন। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে এক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। জানকীনাথের পুত্র লক্ষ্মীশ্বর। লক্ষ্মীশ্বরের পুত্র সুরেশ, শরৎ ও রামচন্দ্র।

প্যারিমোহন ভট্টাচার্য্য হইতে আর এক শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারিমোহনের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র ভুলু।

৺কাশীধাম

১। কোদালিয়া-নিবাসী শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছেন। (ইঁহার বংশপরিচয় কোদলিয়া গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে)।

২। কোদালিয়া-নিবাসী কালীকুমার বাচস্পতি ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। (ইঁহার বংশপরিচয় কোদালিয়া গ্রামে বর্ণিত হইয়াছে)।

৩। বেলিয়াচণ্ডী-নিবাসী হলধর ভদ্র ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। হলধরের পুত্র উমেশচন্দ্র। উমেশের পুত্র হরিপদ। ইনি এক্ষণে গণেশ মহল্লায় বাস করিতেছেন। (ইঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয় বেলিয়াচণ্ডী গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে)।

৪। কোদালিয়া-নিবাসী ধনিরাম চক্রবর্ত্তী দেবনাথপুরায় বাস করেন। ধনিরামের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের পুত্র কালীপদ ও কালীকৃষ্ণ। কালীপদর পুত্র গোপাল। কালীকৃষ্ণের পুত্র সতীশ। সতীশের পুত্র কানাই। (কোদালিয়া গ্রামে ইহাঁদের বংশপরিচয় দ্রষ্টব্য)।

৫। বিষ্ণুপুর-নিবাসী ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। ঘনশ্যামের পুত্র সত্যসাধন ও তিনকড়ি। (ইহাঁদের বংশপরিচয় বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে)।

৬। বংশীধরপুর-নিবাসী ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। (তাঁহার বংশপরিচয় বংশীধরপুর গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছে)।

৭। বোড়াল-নিবাসী বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য কাশ্যপ-গোত্রীয় মৌলিক। বিশ্বম্ভরের পুত্র আশুতোষ। আশুতোষের পুত্র হরিচরণ ও চুণু। হরিচরণের পুত্র পঞ্চানন।

৮। গোকর্ণী-নিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর বংশধরগণ এক্ষণে ভেলুপুরায় বাস করিতেছেন। (ইহাঁর বংশপরিচয় গোকর্ণী গ্রামে বর্ণিত হইয়াছে)।

৯। বোড়াল-নিবাসী ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় বংশজ রামচরণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রামকানাই। রামকানায়ের পুত্র রাধামোহন। রাধামোহনের পুত্র হেমচন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর। (ইহাঁরা ১৬৫ নং হাঁড়ার বাগে বাস করেন। হেমচন্দ্রের পুত্র বিভূতি, মন্মথ ও শিবচন্দ্র। বিভূতির পুত্র বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, নিতাই, গৌর, নিমাই ও একটী শিশু পুত্র।

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও হরিনাথ। নগেন্দ্রের পুত্র তুলসী ও লটু।

সমাপ্ত

ভ্রমসংশোধন পত্র

	ভ্রম।	সংশোধন।	পত্র।	পংক্তি
১।	মণি	মতি	১৯	৩১
২।	হরেন্দ্র	সুরেন্দ্র	৩৫	৯
৩।	হরেন্দ্র	সুরেন্দ্র	৩৫	২৭
৪।	হরেনের	সুরেনের	৩৫	২৮
৫।	পুত্র	পৌত্র	৩৬	১১
৬।	শ্যামাচরণের পুত্র রজনী, নিশি, সন্তোষ ও সুকুমার।	শ্যামাচরণের পুত্র রজনী ও নিশি। নিশির পুত্র সন্তোষ ও সুকুমার।	৩৯	৩৫
৭।	তারাচাঁদের পুত্র মহেশ ও গিরীশ।	তারাচাঁদের পুত্র মহেশ। মহেশের পুত্র গিরীশ।	৪৬	২৯
৮।	শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কালী ও হরেন্দ্র	শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কালী। কালীর পুত্র হরেন্দ্র	৪৬	৩০
৯।	জগন্নাথের পুত্র কৃষ্ণমোহন ও নবকুমার।	জগন্নাথের পুত্র কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র নবকুমার।	৪৬	৩১
১০।	জাতুকরণ	ঘৃতকৌশিক	৫৩	১
১১।	নিবারণচন্দ্র	(ইনি রেওয়া ষ্টেট্-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন)।	৫৫	১৬
১২।	রাজকুমার রেওয়া ষ্টেট-ম্যাজিষ্ট্রেট	রাজকুমার রেওয়া ষ্টেট-একাউন্‌ট্যাণ্ট	৫৫	১৮
১৩।	ননীগোপাল	ননীলাল (ইনি বুন্দী ষ্টেটের প্রাইম-মিনিষ্টার)	৫৫	২০
১৪।	পান্তকুমার	মনোরঞ্জন	৫৫	২০
১৫।	বিশ্বনাথ	শিবনাথ	৬১	৬
১৬।	বংশজ	মৌলিক	৬৭	১৪
১৭।	কালীকুমারের পুত্র বিহারী। বিহারীর পুত্র জীবন ও মণিলাল।	কালীকুমারের পুত্র বিহারী ও মণিলাল। বিহারীর পুত্র জীবন।	৬৭	১৬
১৮।	সুবোধ	প্রবোধ	৭৩	৩০
১৯।	লক্ষ্মণের পুত্র উপেন	প্রাণকৃষ্ণের পুত্র উপেন।	৭৫	১৪
২০।	শত্রুঘ্নের পুত্র উমাচরণ	লক্ষ্মণের পুত্র উমাচরণ	৭৫	১৫
২১।	রামকিশোরের পুত্র রামশঙ্কর	রামকিশোরের পুত্র রামশঙ্কর ও রামলোচন। রামলোচনের পুত্র রামচন্দ্র ও অপর এক জনের নাম অজ্ঞাত। রামচন্দ্রের পুত্র বনমালী। অজ্ঞাতনামা পৌত্রের নাম তারাচাঁদ।	৭৪	১৮

	ভ্রম।	সংশোধন।	পত্র।	পংক্তি।
২২।	রামনারায়ণের পুত্র নন্দ	রামনারায়ণের পুত্র নবীন ও নন্দ। নবীনের পুত্র ভূতনাথ। ইনি চাঁদপুরে বাস করেন।	৭৪	১৯
২৩।	রানমাথ	রামনাথ	৭৬	১
২৪।	মোহনলালের পুত্রসন্তান ছিল না,—একটীমাত্র কন্যা, তাঁহার নাম সুবোধিনী।—(সুবোধিনীর বিবাহ দমদম্-গোপালপুরে হইয়াছিল)। তাঁহার সন্তানগণ গোপালপুরে বাস করিতেছেন।	মোহনলালের পুত্রসন্তান ছিল না। দুইটী-মাত্র কন্যা, তাঁহাদের নাম সুবোধিনী ও সুলক্ষণা। সুবোধিনীর বিবাহ হরিনাভিতে হইয়াছিল। তাঁহার সন্তানগণ হরিনাভিতে বাস করিতেছেন। সুলক্ষণার বিবাহ দমদম্-গোপালপুরে হইয়াছিল।	৮০	১১-১২
২৫।	পুত্র	পিতা	৮৪	১৩
২৬।	বৈদিক-কুলপঞ্জিকা	বৈদিক-কুলরহস্য	১০২	৩
২৭।	গৃহপোতা	গৃহপোল	১৪৭	১৫